সপ্তম সংবাদ

লেখক পূর্ব্ববৎ ।

আমরা ইতি মধ্যে এক মহা বিবাহের কৌতুকে ব্যাপৃত ছিলাম। আমারদের নৃপনন্দিনী গৃহীত-পাণি হইয়াছেন। রাজবাটীর মধ্যে তো প্রত্যহ সমারোহ হইয়া থাকে লোহিত-বসন-পরিচ্ছন্ন শস্ত্রধারী বিকট মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তাবতার সেপাহিরা অনুদিন প্রহরি কার্য্যে দণ্ডায়মান থাকে। উদ্যান তড়াগাদির শোভায় অনুক্ষণ নন্দন কাননেরও ক্ষোভ হইয়া থাকে। রজনীতে দীপের ছটায় কুমুদিনী নায়ক পর্য্যন্ত মলিন হইয়া পড়েন এবং সূর্য্যোদয় ভাণে নলিনীর বিকাস হয়। ইহা তো নিত্যই হইয়া থাকে তাহাতে আবার জ্যেষ্ঠা কুমারীর পরিণয় কালে যে অতিরিক্ত নৈমিত্তিক শোভা হইয়াছিল তদ্বর্ণনায় লেখনী হতাশ হইয়া যায়েন। বর যখন সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজ ভবন প্রবেশ করিলেন 'তখন তারাবলী কলিত ইন্দুরিব বভাসে'। বোধ হইল যেন নক্ষত্র সমভিব্যাহারে নিশা পতি স্বয়ং রাজধানীর শোভা দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইলেন অথবা যেন অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের অন্যতর বিবিধ পেয়াত্মক সোজীরস পিপাসু হইয়া রাজদ্বারে আইলেন।

বঙ্গদেশীয় রীত্যনুসারে দেশ দেশান্তরে আচার্য্য পণ্ডিতাদির ভবনে নিমন্ত্রণ পত্র গিয়াছিল রেলওএর সুযোগে চতুর্দ্দিক হইতে লোকের সমাগম সহজেই হইয়া থাকে সুতরাং বিবাহ সমাজ যেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সভা হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের গণনা ছিল না, বিদায়ের লোভ, বিদ্যা প্রকাশের লোভ, গীত বাদ্য শ্রবণের লোভ, অমরাবতী কল্প রাজধানী দর্শন লোভ, সুধাকল্প ষটরস ভোজনের লোভ, প্রভৃতি প্রবর্ত্তক কারণের সীমা ছিল না।

বরের শুভাগমন এবং নির্দ্দিষ্টাসনে উপবেশন হইলে পর পণ্ডিতবৃন্দ সকলেও সুখাসীন হইলেন। তর্ককাম আমাকে দেখিয়া নিকটস্থ হইয়া কহিলেন "ঐ দেখ সত্যকাম বরযাত্রিদের সহিত আসিয়াছেন। আমারদের যে সকল দার্শনিক বিচার হইয়াছে তাহাতে অস্মৎপক্ষে এক মহা ভ্রম হইয়াছে ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য এ সকল কেবল বিদ্যার সাধন। মহর্ষি প্রণীত বলিয়া আমরা মান্য করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ মুমুক্ষু লোকে ঐ সকল দর্শনের চর্চা করেন না বেদান্তই মুমুক্ষুর শরণ্য। তাহা একেবারেই উহাঁকে বলা উচিত ছিল, এখনও তো বলা যাইতে পারে"।

তর্ককাম এই রূপ কহিতেছেন এমত সময়ে মহা কোলাহল শব্দ আমারদের কর্ণগত হইল। অভ্যাগত পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে অনেকেই রাজপুরুষদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশায় চীৎকার শব্দ করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন তাহা নহে কিন্তু জিগীষা প্রযুক্ত বিচার করিতেছিলেন সুতরাং পাণ্ডিত্য

প্রকাশ বিলক্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সত্যানুসন্ধানের লেশও ছিল না।

একজন তর্কচূড়ামণি কহিলেন প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি হয় এবং চন্দ্রচূড়ামণিই পরম পুরুষ। আর একজন কহিলেন "না হে না, শিব পরমাত্মা নহেন, বিষ্ণুই পরমাত্মা, অহো মাহেশ্বরদিগের কি মতিভ্রম! বাণ রাজাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পার্ব্বতীনাথ আপনি গোপীনাথের নিকট অপরাধ মার্জ্জন কি প্রার্থনা করেন নাই"।

শ্রীরুদ্র উবাচ। * * * অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরং ॥

একজন সাংখ্য যোগী কহিলেন "তোমারদের সকলেরি মহাভ্রম। মাহেশ্বর ভাগবত কেহই কিছু জানে না পুরুষের কি কর্ত্তৃতা আছে? প্রকৃতি একাকিনী জগৎকারিকা" অপর একজন কহিলেন প্রকৃতি কি একাকিনী সৃষ্টিক্ষম হইতে পারেন? বরঞ্চ পুরুষ একাকী সৃষ্টিক্ষম। প্রকৃতিতে কি প্রয়োজন? অসৎ হইতেই সৎ"। "কি বলিলে? অসৎ হইতে সৎ। তবে কৃষকের বীজ বপন আবশ্যক নহে কুলালেরও মৃত্তিকা সংস্কারের প্রয়োজন নাই এবং তন্তুবায়ও শ্রম ব্যতীত বস্ত্র লাভ করুক"।

কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণ্যপ্রযতমানস্যাপি সস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ কুলালস্য স্বং সংস্ক্রিয়ায়ামপ্রযতমানস্যাপি অমত্রোৎপত্তিশ্চ তন্তুবায়স্যাপি তন্ত্রনতন্বানস্যাপি তন্বানস্যেব বস্ত্রলাভং ॥

কিন্তু ভাগবত নামে একজন চৈতন্য উপাসক বৈষ্ণব

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাচাল হইয়াছিল। সে ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ি একজন বেদান্তির সহিত তর্ক করিতেছিল। কহিলেক ভগবান কথনই নিরাকার নহেন তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে যাহা কোন মনুষ্যের অনুভূয় নহে। নিত্য বিগ্রহ অস্বীকার করিলে তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। মায়াবাদিরা তাঁহাকে নিরাকার কহে কিন্তু মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মাত্র যাহাতে বেদ এবং দেব নিন্দা হয়। ওঁ বিষ্ণুঃ"।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥

পঞ্চরাত্র উপাসক ভাগবত এই রূপে মায়াবাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন এমত সময়ে পশ্চাৎ শ্রেণী হইতে একজন পণ্ডিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুখ ভঙ্গিমা এবং পরিচ্ছদ বঙ্গীয় লোকদিগের ন্যায় নহে। পরে শুনিলাম তিনি নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ আচার্য্য, তথাকার একজন রাজপুরুষের সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন এবং রাজবাটীর নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া নেপাল রাজপুরুষের সঙ্গে বিবাহ সমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আচার্য্য অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ভো ভাগবত, আপনারদের বিচারে আমরা এমত অধম হইলাম যে আমারদের নাম ধরিয়া প্রতিপক্ষের অনুযোগ করিতে হইল। আচ্ছা, বসুন্ধরা সর্ব্বংসহা, আমরাও আপনারদের তিরস্কার সহিষ্ণুতা করিব কিন্তু স্বমত রক্ষার্থ দুই একটা কথা নিবেদন করিতে পারি?"

ভাগবত। "আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই কিন্তু আপনার যাহা বক্তব্য আজ্ঞা করুন"।

বৌদ্ধ। "আমারদিগকে বেদ এবং দেবনিন্দক কহিলেন আমরা যদি বেদ এবং দেবনিন্দা করিয়া থাকি আপনারদের ভগবান্ বাসুদেবও কি তাহা করেন নাই"।

বৌদ্ধ মুখে এইকথা শ্রবণ মাত্রে বৈষ্ণব দলস্থ সকলেই একেকালে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিতে লাগিল "ঐ পাষণ্ডের কথা শুনিও না, ভগবানের নিন্দা করিতেছে, রাধামাধব! ভগবান দেবনিন্দক! এমত কি হইতে পারে?"

বৈষ্ণবেরা এই বলিয়া মহা কোলাহল উপস্থিত করিল। হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। একজন রাজপুরোহিত আসিয়া রাগোন্মত্ত বৈষ্ণবগণকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "এ কি? রজোগুণ প্রধান যুবক লোকে কখন২ বিবাহ সমাজকে কুরুক্ষেত্র করিয়া থাকেন কিন্তু আপনারা সাত্ত্বিক এবং প্রবীণ, মহারাজ শুনিলে কি বলিবেন, ক্ষান্ত হউন"।

তখন সকলে ক্ষান্ত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রিকে মুক্তকণ্ঠে স্বমত ব্যক্ত করিতে অনুমতি করাতে তিনি বলিলেন, "বিচার কালে যদি বাহুবল কি বাকশক্তির উপর নির্ভর রাখিতে হয় তবে তো আমাকে একেবারেই নিরস্ত হইতে হইবে, আমি বিদেশী, নিঃসহায়, একক, কিন্তু যদি যুক্তিপরায়ণ তর্ক আপনারদের অভিমত হয় তবে শ্রবণ করুন। আমরা যদি কখন দেব নিন্দাবাদ করিয়া থাকি ভগবান বাসুদেবও তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। ইন্দ্রপূজা রহিত করণার্থ তিনি কি কহিয়াছিলেন তাহাতে অবধান করুন।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং

কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাং। কর্ত্তারং ভজতে সোপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হিসঃ ॥ কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং। অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাং ॥ স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং ॥ দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রু র্মিত্রমুদাশীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতং ॥ আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি। ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥

"অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা জন্তুর জন্ম, কর্ম্মদ্বারা প্রলয়। সুখ দুঃখ ভয় কুশল কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হয় অন্যের কর্ম্মের ফল রূপী যদি কোন ঈশ্বর থাকেন তবে তিনিও কর্ম্মিকে ভোগ করেন তিনি অকর্ম্মির প্রভু নহেন। স্ব২ কর্ম্ম সাধকদিগের পক্ষে ইন্দ্র কে? তিনি মনুষ্যগণের স্বভাব বিহিত ফলের অন্যথা করিতে পারেন না। সকলেই স্বভাবের বশীভুত, স্বভাবের অনুবর্ত্তী। দেবাসুর এবং মনুষ্য সকলেই স্বভাবস্থ। কর্ম্ম দ্বারা উত্তমাধম শরীরের প্রাপণ এবং বিসর্জন হয়। কর্ম্মই শত্রু মিত্র উদাসীন গুরু এবং ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ হইয়া আপন২ কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক কর্ম্মেরই পূজা করা যাউক। যে যাহার যোগ্য সেই তাহার দেবতা। যে একভাবে থাকিয়া অন্য ভাবের উপজীবন করে সে তাহাতে কুশল প্রাপ্ত হয় না যেমন উপপতি সেবায় কুলস্ত্রীর কুশল হয় না"।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন আবৃত্তি করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রী কহিলেন, "আপনারা পণ্ডিত, অলং বিস্তরেণ, বিবেচনা করুন শাক্যসিংহের দেববিরোধি বচন কি নন্দদুলালের

এই উক্তি অতিক্রমণ করিতে পারেন? অপর আপনারা বেদ নিন্দার যে প্রসঙ্গ করিলেন, বিবেচনা করুন উপনিষৎ মধ্যেই চতুর্বেদ অপরা বিদ্যা বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে এবং শিশু শিক্ষার্থ ব্যাকরণাদির তুল্য গণিত হইয়াছে যথা

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

"আমরা কি ইহার অধিক কোন কথা বলিয়াছি। শাণ্ডিল্য মহর্ষিও ঐ রূপ বেদ নিন্দা করিয়াছেন যথা শঙ্করাচার্যের উক্তি।

চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবানিত্যাদিবেদ-নিন্দা দর্শনাৎ ॥

"এবং ভগবান বাসুদেবও কহিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্য দস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ কামাত্মনঃ স্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়া-বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি ॥ ৪৩ ॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপ হৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ ত্রৈগুণ্য-বিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

"সমাধি নির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দ ভগবদ্গীতায় মুহুর্মুহু দেখা যায় আপনারা তাহা আমারদের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই"।

ভাগবত। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো অন্যস্থলে বেদের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডের উপেক্ষা দেখা যায়"।

বৌদ্ধ। "সে যেন কোন ব্রাহ্মণকে পদাঘাতে নিপাতিত করিয়া পরে বিষ্ণবে নমঃ কহা। ফলেও ঐ কর্ম্মকাণ্ডে

আবার দেবোপাসনার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। তবে তোমারদের এবং আমাদের আর প্রভেদ কি? তোমরা স্বেচ্ছানুসারে বেদ এবং দেবতা। কখন বা নিন্দা কখন বা স্তুতি করিয়া থাক আমরা বিরুদ্ধভাব পরিহার করিয়া স্পষ্ট কহিয়া থাকি যে বেদ এবং দেবোপাসনা উপলক্ষে নিঃশ্রেয়স সম্ভবে না। ভগবান শাক্য সিংহ যখন পূর্ব্ব অশ্রুত উপদেশ প্রচার করিয়া কহিলেন যে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা জন্ম মরণাদি সংসার দুঃখ পরিহার হয় না তখন তোমরা অভিমান পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলা না, পরে তাঁহার তর্কবলে পরাভূত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারি শিক্ষা স্তেয় করিয়া কর্ম্মবন্ধ সমাধি নির্ব্বাণাদির প্রসঙ্গ করিতে লাগিলা অথচ বেদ এবং বৈদিক ক্রিয়ারও আড়ম্বর ত্যাগ করিলা না, কিন্তু সত্য মিথ্যা জল তৈল বৎ বিষম জাতীয় হওয়াতে একত্র মিশ্রিত হয় না সুতরাং তোমারদের উপদেশ বিরুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তোমারদের চতুর্ব্বেদে জন্ম মরণ কর্ম্মবন্ধাদির দোষ বর্ণনা কিছুই নাই এবং তোমারদের উপনিষদের ভূরি২ স্থলেতেও কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখেরই বিবরণ আছে যথা

য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥

অতোঽত্রাপি য এবং বেদ সন্ধীয়তে প্রজাদিভি স্বর্গান্তৈঃ প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥

"যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥

আর যে২ উপনিষদে কর্ম্মবন্ধ সমাধি নির্বাণাদির প্রসঙ্গ আছে তাহা শাক্য সিংহের পর রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহারি উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে”।

. ভাগবত এবং বৌদ্ধের মধ্যে এই রূপ বাদানুবাদ শ্রবণানন্তর তর্ককাম কহিলেন চল আমরা অন্যত্র গিয়া বসি এ সকল গোলযোগ শ্রবণে কর্ণসুখ নাই। অতএব আমরা বিবাহ সভার ঈশান কোণে গিয়া বসিলাম। আগমিক বৈয়াসিক সত্যকাম প্রভৃতি কএক জনও আমারদের সঙ্গে আসিলেন। তর্ককাম সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বন্ধো তুমি কি মনে কর যে আমরা ন্যায় এবং সাংখ্য শাস্ত্রকে মোক্ষের সাধন জ্ঞান করি? তাহা নয়, ন্যায় এবং সাংখ্য দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন মাত্র হয় কিন্তু বেদান্তই কেবল মোক্ষের উপায়”।

বৈয়াসিক। “তাহাতে সন্দেহ কি? ভগবান্ ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য উত্তর মীমাংসার রচনা এবং ভাষ্য করিয়া অখিল ভূমণ্ডলের হিতকারী হইয়াছেন। দ্বৈতবাদ সকলি প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে কেবল ব্রহ্মই জগৎ কারণ তদতিরিক্ত আদি কারণ নাই, কেবল তিনিই নিত্য এবং সকলের পূজ্য এবং আরাধ্য”।

সত্যকাম। “কিন্তু ঐ অদ্বৈতবাদে অগণনীয় নিত্য পদার্থ কি উহ্য হয় নাই”।

তর্ককাম। “কথং?”

সত্যকাম। “শ্রূয়তাং, শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহ ভাগবত বাদ প্রত্যাখ্যান করত কহিয়াছেন

ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃ সংখ্যায়ামেব অবতিষ্ঠেরন্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্য জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ ॥

তবে তাঁহার মতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ভগবান্ সকলেই ঈশ্বর। তিনি আবার সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান উদ্ধৃত করিয়া জগৎব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিয়াছেন"।

তর্ককাম। "উদ্দেশ্য বিধেয়ের পরিবর্ত্তন করিলে আর এমত বুঝাইবে না। ব্রহ্ম উদ্দেশ্য, সর্ব্বং বিধেয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র আছে"।

সত্যকাম। "বটে, কিন্তু উত্তর মীমাংসার ৪ অধ্যায়ের ১ পাদের ৫ সূত্রে উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ট দৃষ্টির নিষেধ আছে ক্ষত্তাতে রাজদৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু রাজাতে ক্ষত্তৃদৃষ্টি হইতে পারে না তদ্রূপ জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি সম্ভবে কিন্তু ব্রহ্মেতে জগদ্দৃষ্টি সম্ভবে না যথা

ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাদিতি। কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়োদৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টেস্তেষ্বধ্যাসাৎ। তথা চ লৌকিকোন্যায়োনুমতো ভবতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেধ্যসিতব্যেতি লৌকিকো ন্যায়ঃ যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি সচানুগন্তব্যঃ বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। নহি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতো রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ।

"অপিচ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিলে তজ্জলান শব্দের কি অর্থ হইবে। ব্রহ্মের কি জন্ম লয়াদি জগতে হইয়া থাকে বলিবা। শঙ্করাচার্য্যও এপ্রকার অর্থ করেন নাই"।

যস্মাৎ সর্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাচ্চ।

তর্ককাম। "আচ্ছা সে যাহা হউক কিন্তু জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে হানি কি? তাহাতে কি ব্রহ্মকে জড় পদার্থের অবিশেষ করা হয়? কখন নয়, কেননা বেদান্তিরা জগতের

বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা এমত কথা বলেন না যে যাবতীয় বস্তু ব্রহ্ম কিন্তু এই অখিল জগৎ যাহা স্বয়ং ন-বস্তু তাহাই ব্রহ্ম"।

সত্যকাম। "বারাণসীস্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ রূপ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনারাও কি তদনুরূপ কহিবেন। তাহা হইলে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান এই বচনের অর্থ হইবেক এই প্রত্যক্ষ জগৎ যাহা ন-বস্তু তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। ন-বস্তুকে যথার্থ বস্তু বলিবার তাৎপর্য্য কি? যাঁহারা জগদ্ ব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিয়া কহিয়া থাকেন এই প্রত্যক্ষ জগৎ ব্রহ্ম তাঁহারদের তাৎপর্য্য বরং বুঝা যায় তাঁহারা বলেন জগদ্ ব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিলে কেহ কোন বিষয়ে রাগ দ্বেষ করিবেক না।

ন চ সর্ব্বস্যৈকাত্মত্বে সতি রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি তস্মাচ্ছান্ত উপাসীত।

"কোন২ বেদান্তিরা জগৎকে মিথ্যা কহিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারদের উপদেশ কপিল কণাদাদির উপদেশের বড় অবিশেষ নহে"।

তর্ককাম। "তোমার ভাব যে বুঝিতে পারিলাম না"।

সত্যবাদ। "বেদান্তিরদের মধ্যে দুই প্রসিদ্ধ বাদ আছে পরিণাম বাদ এবং বিবর্ত্ত বাদ। পরিণাম বাদিরা কহেন যে ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং সকলি ঈশ্বর। বিবর্ত্ত বাদিরা জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। দুই বাদেতেই মহা বাধা আছে। এক বাদে তো পূজ্যপূজকের ভেদ নষ্ট হয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হয়। দ্বিতীয় বাদে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি ন-বস্তু

হওয়াতে সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর বস্তুতঃ কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। এক ম্লেচ্ছ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন যে জগদ্ ব্রহ্ম এক করিলে প্রকৃত নাস্তিকতা হয়। পরিণাম বাদানুসারে সকলি ঈশ্বর তবে পূজ্যপূজকের ভেদ কেমন করিয়া হইবেক আর নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে এমত বাদের বিশেষই বা কি? বিবর্ত্তবাদানুসারে ব্রহ্মই এক বস্তু সুতরাং পদার্থান্তরের অভাবে পূজক কিম্বা আরাধক কেহই রহিল না, প্রজা বিরহে ঈশ্বর অনীশ্বর হইলেন"।

তর্ককাম। "ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তুমি এমত কথা প্রচার করিবে তাহা বিচিত্র নহে, যেমন গুরু তেমনি শিষ্য"।

সত্যকাম। "ক্ষন্তু মর্হসি তর্ককাম। ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের যে কথা আমি উল্লেখ করিলাম তাহা আদৌ এক আর্য্য পণ্ডিতের গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতেই সেই উক্তি আছে যথা

নাস্তিকঃ। সাধু রে সাধু কিংচিন্মন্মতে প্রবিষ্টোঽসি ॥
জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতং চেৎ কিং কল্পতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।
আকারশূন্যেন গতক্রিয়েণ কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তিলোকে ॥
ইত্যাকর্ণ্য চকিতে তুষ্ণীংভূতে বেদান্তিনি সস্মিতং সর্ব্বে তার্কিকমবলোকয়ন্তি।

* * * *

প্রত্যক্ষসিদ্ধমপ্যেতজ্জগন্মিথ্যেতি কীর্ত্তয়ন্। লজ্জাভয়োভয়ত্যাগান্নাস্তিকস্য প্রভুর্ভবান্ ॥

তর্ককাম। "এরূপ কথা বিবেচনার কথা নহে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের অর্থ কি? কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে পার যে জগতের যথার্থ সত্তা আছে। ইন্দ্রিয়

সন্নিকর্ষ জাত জ্ঞানে বিশ্বাস কি? মরীচিকা স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় কেমন ভ্রম জন্মায় তাহা কি জান না তবে তুমিও কি মৃগ তৃষ্ণা প্রযুক্ত আত্ম বিড়ম্বনা করিবে? শ্রবণেন্দ্রিয়েতেই বা কি বিশ্বাস? শব্দের দ্বারা কেমন ভ্রম জন্মে তাহা কি শুন নাই, মায়া মৃগের শব্দে সুমিত্রা নন্দন এবং সীতা উভয়েই কেমন প্রতারিত হইয়াছিলেন মনে কর। ঘ্রাণ রসনাদিও ঐ রূপ বঞ্চক, ম্লেচ্ছেরা যাহা সুধা তুল্য জ্ঞান করিয়া ভোজন করে তাহা আমারদিগের ছর্দিকর হয় কি না? তবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের আর কথা কহিও না"।

সত্যকাম। "প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা পরিহার করিলে কোন প্রমাণই থাকে না কেননা অনুমানও প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক। প্রত্যক্ষ না থাকিলে অনুমানও সিদ্ধ হয়না। আর তাহা হইলে তোমার এই তর্কও অমূলক হইবে গোতমের উক্তি স্মরণ কর। যে ব্যক্তি সকল প্রমাণ প্রতিষেধ করেন তাঁহার প্রতিষেধও অসিদ্ধ হয়।

সর্ব্বপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ।

"ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান অস্বীকার করিলে তোমার আপনার তর্কেই কুঠারাঘাত হইবে। মরীচিকাদির বিড়ম্বনা তুমি কি রূপে জানিলা তাহাও দর্শন শ্রবণাদি ব্যতীত জানিতে পারিতা না। ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ থাকিলে অথবা সংস্কার দোষ থাকিলে ভ্রম হয় বটে যেমন কণাদ কহিয়াছেন

ইন্দ্রিয়দোষসংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা।

"কিন্তু ইন্দ্রিয় বিশেষের দোষ থাকিলে অপর ইন্দ্রিয়

দ্বারা সে দোষ সংশোধন হয়। মৃগতৃষ্ণা এবং মায়ামৃগ দ্বারা জানকীর ভ্রম এ অসাধারণ কথা।

"অপিচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগৎ অস্বীকার করিয়া বেদান্ত মীমাংসার মূলোচ্ছেদ করিতেছ বিবেচনা কর। বেদান্ত সূত্রকার ব্রহ্মের কি লক্ষণ করেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ

অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ ॥

অর্থাৎ নাম রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্তৃভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতি নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়া ফলের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনা রূপ এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইল। এই সূত্র এবং ভাষ্য ঔপনিষদ বচন মূলক যথা

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥

"প্রত্যক্ষ ভূত পদার্থ সকল যদি মিথ্যা হয় তবে এই হেতুবাদও মিথ্যা এবং ব্রহ্মের সত্তাও নির্ণিত নহে। প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিয়া শেষবৎ অনুমান ন্যায়ে তৎকারণ নির্ণয় করত ব্রহ্মের সত্তা নিরূপণ করিলা সে জগৎকে এখন মিথ্যা বলিলে ঐ শেষবৎ অনুমানও অসিদ্ধ হইবে। যদি কেহ নদী বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করণানন্তর বলে যে বস্তুত নদী বৃদ্ধি হয় নাই তবে তাহার বৃষ্ট্যনুমানেও দোষ পড়ে। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে বেদান্তিকে নাস্তিক

প্রধান কহাতে অসূয়া প্রকাশ হয় নাই এবং অপর উক্তিও অযথার্থ নহে।

তার্কিকঃ সন্নাসং। এবং সতি ত্বমপি কঃ কিং ব্রবীষি কিম্বা ত্বদ্ব্রহ্ম সকলমপি মিথ্যৈব মিথ্যাবাদিনস্তে ॥

তর্ককাম। "জগৎকে মিথ্যা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহা ছায়া অথবা প্রতিবিম্ব মাত্র। ছায়া দেখিয়া ছায়ার উৎপাদক বস্তু নির্ণয় কি হয় না? চন্দ্রগ্রহণকালে ছায়া দেখিয়া পৃথিবীর আকার নির্ণয় করা যায় তবে জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্রের হেতুবাদে দোষ কি?"

সত্যকাম। "ছায়া প্রতিবিম্বাদির দ্বারা অপর বস্তুর অনুমান হয় বটে এবং তাহাও যথার্থ শেষ বৎ অনুমান। কিন্তু ছায়ার প্রসঙ্গ করিলেও তোমার অদ্বৈতবাদে দোষ স্পর্শ হয় ছায়ার অর্থ জ্যোতির ব্যবধান। জোতিষ্ক পদার্থ, তজ্জ্যোতির ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, জ্যোতি বিরহিত পদার্থ যাহা ছায়ার আধার হয়, এই ত্রিবিধ বস্তু না থাকিলে ছায়ার সম্ভব হয় না চন্দ্র গ্রহণে সূর্য্য জ্যোতিষ্ক পদার্থ, পৃথিবী ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, চন্দ্র সৌর জ্যোতিতে বিরহিত হইয়া ছায়ার আধার, কিন্তু জগৎকে ব্রহ্মের ছায়া কিরূপে কহিতে পার? ব্রহ্ম কোন জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্যোতির ব্যবধায়ক তমিস্র হয়েন এবং কিসের উপর তাঁহার ছায়া পাত হয়? ব্রহ্মকে তোমরাই তো জ্যোতিষ্ক কহিয়া থাকে।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাংজ্যোতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি॥

"তবে তাঁহার আবার ছায়া কিরূপে হইতে পারে? সূর্য্যের কি ছায়া সম্ভবে? আর যদি মরীচিকা প্রতিবিম্বাদির

কল্পনা কর তাহাতেও পদার্থান্তর অনুমেয় হয়। দর্পণ বৎ অন্য বস্তু আধার না থাকিলে প্রতিবিম্ব সম্ভবে না এবং দীপ্তির অভাবে প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হয় না। যে রূপ কল্পনা কর অদ্বৈতবাদ কখন রক্ষা পায় না। এ পক্ষে কপিল এবং কণাদের তর্ক অকাট্য। অদ্বৈতবাদে হেতুর অসদ্ভাব, কেননা সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ না হইলে হেতু হয় না, তবে বেদেরই বা কি দশা হইবে। যদি সকলি মিথ্যা তবে বেদও মিথ্যা"।

সত্যকাম ও তর্ককাম এই রূপে বাদানুবাদ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বারাণসীস্থ পাঠাশালার অধ্যক্ষ ম্লেচ্ছ ভাষায় পণ্ডিত পাঠ্য সে সংগ্রহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন যাহা তুমিই হৃদ্যতা পূর্ব্বক আমাকে পাঠাইয়াছিলা তাহা আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইল। পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাৎপর্য্য যে আর্য্য ম্লেচ্ছ দর্শন বেত্তারদের মতের ঐক্য দর্শাইয়া পরস্পরের অসূয়া এবং মাৎসর্য্য দূর করেন অতএব আমি সত্যকামকে প্রশ্ন করিলাম "তুমি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী গন্থ হইতে বেদান্ত নিন্দক যে বচন উদ্ধৃত করিলা সে কি বস্তুতঃ তোমার মনোগত? তবে কি তুমি বিশপ বর্ক্লি মহোদয়কেও নাস্তিক প্রধান কহিবা?"

তর্ককাম। "সাধু, সাধু! বিশপ বর্ক্লির সিদ্ধান্ত আর বেদান্ত বস্তুবাদ অবিশেষ। তবে একেতে নাস্তিক্য আরোপ করিলে অন্যতরেতে তাহা আরোপ হইবে"।

বৈয়াসিক। "সে কি? আর্য্য ম্লেচ্ছ সিদ্ধান্ত অবিশেষ! বর্ক্লির সিদ্ধান্ত কি তবে বেদান্ত তুল্য"।

তর্ককাম। "তুল্য কেন? অবিশেষ বলিলেই হয়। দুই এক"।

সত্যকাম। "কোন প্রকরণে দুই এক হইল? বস্তু প্রতিপাদনে বা অবস্তু প্রত্যাখ্যানে?"

তর্ককাম। "উভয়থা, বর্কলি আত্মাকে বস্তু কহিয়াছেন এবং জড় পদার্থ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদান্তেরও ঐ সিদ্ধান্ত"।

সত্যকাম। "বস্তু প্রতিপাদন প্রকরণে কি বর্কলি এক আত্মা মাত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন অথবা বহুল আত্মা স্বীকার করিয়াছেন?"

তর্ককাম। "এ বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি ছিল বটে, বেদের অনধিকারী সুতরাং অদ্বৈত বাদ জানিতেন না এবং বহুল আত্মাকে বস্তু বৎ স্বীকার করিয়াছেন। বেদাধিকারী ভূসুর আচার্য্যোপদেশ না পাইলে কি অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম হয়?"

আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।

আগমিক। "তবে ঝটিতি এমন কথা কেন বলিলা যে ম্লেচ্ছ প্রধান বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম?"

সত্যকাম। "এ বিষয়ে আপনাকে কাতর হইতে হইবে না, বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম নহে। পড়িলেই সহজে বুঝিবা"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন রাজপুরুষ রাজপুস্তকাগার হইতে শীঘ্র ঐ মুদ্রিত সংগ্রহ আনিয়া উপস্থিত করিলেন তাহা হইতে সত্যকাম এই বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যথা

"বর্কলি মেটর অর্থাৎ জড় পদার্থের সত্তা অস্বীকার করত ঐ অননুভূত সমবায়ের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যাহা গুণের আধারার্থ কোন ২ পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু যাহার প্রকৃতি সকলেরি অগোচর। পণ্ডিতেরা সর্ব্ব গুণের আধান রূপে এক দ্রব্য কল্পনা করিয়াছিলেন যাহাতে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম মাত্রেই সমবেত হয়। সেই অলীক দ্রব্যই বর্কলি অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কেবল শব্দ মাত্র। যদি অদৃষ্ট এবং অদৃশ্য হয় তবে কল্পনা মাত্র আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না কেননা তাহা ব্যর্থ এবং অনর্থ ও সমস্ত নাস্তিকতার মূল। দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যদি মেটর হয় তবে আমি তাহা অস্বীকার করি না তাহার সদ্ভাব আমি মান্য করি। আমার প্রবাদ লৌকিক প্রবাদ বিরুদ্ধ নহে কিন্তু যদি তদ্বিপরীতে তোমরা মেটরকে কোন গুহ্য সমবায় জ্ঞান কর যাহা দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে চক্ষু কর্ণাদির দ্বারা যদ্বিষয়ের কোন জ্ঞান জন্মে না তবে আমি বলি যে মেটরের সদ্ভাব আমি মান্য করি না ইহাতে পণ্ডিতগণের সহিত ঐক্য না থাকিতে পারে কিন্তু আপামার সাধারণের মত আমার বিরুদ্ধ নহে।

"প্রত্যক্ষ কিম্বা অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে আমি তাহার প্রত্যাখ্যান করি না, দৃষ্ট স্পৃষ্ট দ্রব্যের বাস্তবিকী সত্তা আমি কোন ক্রমে অস্বীকার করি না। পণ্ডিতেরা যাহাকে মেটর কহেন কেবল তাহাই আমি অগ্রাহ্য করি"।

সত্যকাম এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া কহিলেন দেখ বিশপ বর্কলি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগৎকে অস্বীকার করেন নাই

সুতরাং তিনি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর তিরস্কারের যোগ্য নহেন। প্রত্যক্ষ জগৎ কিম্বা দৃষ্ট স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। পণ্ডিতেরা যাহাকে মেটর কহেন কেবল তাহাই তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনে মেটরের অনুরূপ কোন শব্দ নাই সুতরাং বর্কলির প্রত্যাখ্যেয় পদার্থ বেদান্তের প্রত্যাখ্যেয় সম ইহা কে বলিতে পারে? ফলে বর্কলি কোন পদার্থ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। বরং কি প্রত্যাখ্যান করেন নাই তাহা সহজে বলা যাইতে পারে। তিনি ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান, এবং দৃষ্ট শ্রুত স্পৃষ্ট পদার্থ প্রত্যাখ্যান করেন নাই, কিন্তু বেদান্তের স্পষ্টোক্তি ব্রহ্ম ভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যা, সুতরাং বর্কলির স্বীকার্য্য বিবিধ পদার্থ বেদান্তের অর্থাৎ বেদান্ত সারাদি গ্রন্থের অগ্রাহ্য হইয়াছে। আর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বর্কলি বহুল আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, তোমরা কি বহুল আত্মা স্বীকার কর?"

তর্ককাম। "কখন না, একমেবাদ্বিতীয়ং"।

সত্যকাম। "আর এই অদ্বৈতবাদ বেদান্তের মুখ্য কথা"।

তর্ককাম। "অবশ্য, আত্মা নিত্য পদার্থ, নিত্য পদার্থ দুই হইতে পারে, আর নিত্য পদার্থ না হইলে যথার্থ সদ্ভাব হয় ন"।

সত্যকাম। কিন্তু, দেখ, বর্কলি জন্য আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিয়া বেদান্তের প্রতিযোগী হইয়াছেন এবং সাবয়ব জড় পদার্থেরও অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেন নাই তবে এ দুএর মধ্যে অবিশেষ কি দেখিলা?"

তর্ককাম। "কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বেদান্তের নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে উহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার্য্য হয়"।

সত্যকাম। "ব্যবহারিকের অর্থ যাহা ব্যবহার সিদ্ধ, লৌকিক। লোকে জগতের সত্তা সামান্যতঃ স্বীকার করিয়া থাকে তন্নিমিত্ত বেদান্তিরা ব্যবহারিক সত্তার প্রসঙ্গ করেন, যেমন সূর্য্য গ্রহণ কল্পে ভাস্করাচার্য্য 'রাহুগ্রাসে দিবাকরের ব্যবহারিক তিরোধান স্বীকার করিয়া থাকেন অথচ জানেন যথার্থ রাহুগ্রাস নাই, কিন্তু বর্কলি প্রত্যক্ষ জগতের কেবল ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন এমত নহে। দৃষ্ট শ্রুত স্পৃষ্ট পদার্থের সদ্ভাব তিনি আত্ম সদ্ভাব তুল্য স্বীকার করিতেন"।

আগমিক। "তবে এমত লোক প্রবাদ কেমন করিয়া হইল যে বর্কলি জড় পদার্থের সদ্ভাব অস্বীকার করিয়াছিলেন?"

সত্যকাম। "তাহার কারণ এই যে মেটর শব্দে সামান্য লোকে দৃশ্য স্পৃশ্য দ্রব্যাদিই বুঝে, তন্নিমিত্ত মনে করে যে বর্কলি সকলি অস্বীকার করেন কিন্তু তিনি যে মেটর অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন তাহা অদৃশ্য অস্পৃশ্য কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে"।

আগমিক। "ভো তর্ককাম, তুমিও যে ম্লেচ্ছ বাক্যে বিড়ম্বিত হইয়াছ। আর্য্য ম্লেচ্ছ দর্শনে অবিশেষ কি দেখিলা। দৃশ্য স্পৃশ্যাদি প্রত্যক্ষ পদার্থ বর্কলি তো স্বীকার করিয়াছিলেন"।

সত্যকাম। "এবিষয়ে আর এক কথা বক্তব্য আছে, বর্কলি দৃশ্য স্পৃশ্যাদি পদার্থ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু কোন২ স্থানে আবার এমত উক্তি করিয়াছেন যে ঐ সকল পদার্থের বাস্তবিক সদ্ভাব নাই যথা " জন সমাজে এমত অদ্ভুত প্রবাদ আছে যে নদ নদী পর্ব্বত অট্টালিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের প্রতিভা ব্যতীত স্বতন্ত্র যথার্থ সত্তা আছে কিন্তু ঐ সকল পদার্থের ভাব কি? আমরা স্বীয় মনোগত প্রতিভা বা অনুভব ব্যতীত আর কিছুর তো উপ-লব্ধি করি না, যদিও বাহ্য পদার্থ সত্তা থাকিত আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, আর তাহা না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ছলে কহিতে পারা যায় যে আছে। বাহ্য বস্তুর সদ্ভাব ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তির মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক অনুভব জন্মে তবে কি তাহার জ্ঞানে তাদৃশ অসৎ পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হইবে না? তোমারদেরই বা ঐ রূপ মানসিক অনুভব ব্যতীত বাহ্য সত্তা সিদ্ধির আর কি প্রমাণ আছে—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে স্বপ্ন প্রলাপাদি দর্শনে বাস্তবিক বাহ্য পদার্থ বিরহে মনের মধ্যে বিবিধ অনুভব এবং প্রতিভা উৎপন্ন হয় সুতরাং অনুভব এবং প্রতিভা উৎপন্ন হইলেই তৎপ্রতিরূপ বাহ্য বস্তু অবশ্য থাকিবে ইহা কহা যাইতে পারে না"।

বৈয়াসিক এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল উক্তি শ্রবণ করিতেছিলেন কিন্তু বিশপ বর্কলির এই সকল বচন শ্রবণানন্তর কহিলেন " কি চমৎকার! কালস্য কুটিলা গতি। ভূসুর মুখে এমত কথা শুনিতে হইল যে আর্য্য ম্লেচ্ছ মীমাংসায় বিশেষ নাই। বেদান্তের লক্ষণ কি? তাহা উপনিষৎ এবং শারীরক সূত্র মূলক। পরিভাষাদি অপর

গ্রন্থের যে উক্তি হউক কিন্তু শারীরক সূত্রের সিদ্ধান্ত বর্কলি সিদ্ধান্তের বিপরীত। এস্থলে এই বলাই উচিত যে বৌদ্ধ ম্লেচ্ছ মীমাংসায় অবিশেষ কেননা বর্কলির বচন অবিকল বৌদ্ধ বচন বলিলেই হয়, যাহা ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য সমূল খণ্ডন করিয়াছেন। শারীরক মীমাংসা ভাষ্য আনিলে আমি একেবারে দেখাইয়া দিতে পারি যে বর্কলির সিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত তমঃ প্রকাশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব”।

একজন রাজ পুরুষ ত্বরায় এক খান শঙ্কর ভাষ্য আনিলে পর বৈয়াসিক কহিলেন বর্কলির মত অবিকল বৌদ্ধানুরূপ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদের অষ্টাবিংশ সূত্র সভাষ্য বিবেচনা করিলে বুঝিবা ঐ সূত্রে নিরাকরিষ্যমাণ বৌদ্ধ বাদ পূর্ব্ব পক্ষবৎ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে

নাভাব উপলব্ধেঃ।

তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণান্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব উপপদ্যতে সত্যপি বাহ্যেঽর্থে বুদ্ধ্যারোহমন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ। কথং পুনরবগম্যতে অন্তঃস্থ এবায়ং সর্বো ব্যবহারো ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থোঽস্তীতি। তদসম্ভবাদিত্যাহ। সতি বাহ্যোঽর্থোঽভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা স্যুঃ। তৎসমূহো বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুমর্হন্তি পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ নাপি তৎ-সমূহাস্তম্ভাদয়ঃ তেষাং পরমাণুভ্যোঽন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ। অপিচানুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়-পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি নাসৌ জ্ঞানগতং বিশেষমন্তরেণোপপদ্যত ইত্যবশ্যং বিষয়সারূপ্যং জ্ঞানস্যাঙ্গীকর্তব্যম্। অঙ্গী-কৃতে চ। তস্মিন বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈবাবরুদ্ধত্বাদপার্থিকার্থসদ্ভাবকল্পনা। স্ব[illegible]চ্ছেদং দ্রষ্টব্যং। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্বনগরাদিপ্রত্যয়াঃ বিনৈব বাহ্যেনার্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি। এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তীত্যবগম্যতে। প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনরসতি

বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ অনাদৌ সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্বিজ্ঞানানাং বাসনানাঞ্চান্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন প্রতিষিধ্যতে অপিচান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিত্যব-গম্যতে স্বপ্নাদিষ্বন্তরেণাপ্যর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্যোভাভ্যামাবা-ভ্যামভ্যুপগম্যমানত্বাৎ অন্তরেণ তু বাসনামর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়ানভ্যুপগম্যমানত্বাৎ তস্মাদপ্যভাবো বাহ্যস্যার্থস্যেত্যেবম্ প্রাপ্তে ব্রূমঃ ॥

"অস্যার্থ। অভাব নহে, কেননা উপলব্ধি আছে। ঐ বিজ্ঞান বাদে প্রমাণ প্রমেয় ফল ব্যবহার সকল বুদ্ধি গত রূপ দ্বারা অন্তরে উপপন্ন হয় কেননা যদিও বাহ্য পদার্থ থাকে তথাপি প্রমাণাদি ব্যবহার বুদ্ধি প্রাপ্তি ব্যতি-রেকে অবতীর্ণ হয় না। যদি বল কেমন করিয়া জানা যায় এই সকল ব্যবহার অন্তস্থ, এবং বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই, উত্তর, তাহার অসম্ভব প্রযুক্ত। বাহ্য পদার্থ থাকিলে এই দুএর অন্যতর অবশ্য হইবে, হয় পরমাণু, নচেৎ পরমাণু সমূহ যথা স্তম্ভাদি। কিন্তু পরমাণু জ্ঞান স্তম্ভাদি জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন করিয়া হইতে পারে না, কেননা পরমাণ্বাভাস জ্ঞান উপপন্ন হয় না। এবং পরমাণু সমূহ স্তম্ভাদি জ্ঞানও হয় না কেননা তাহারদের পরমাণু হইতে অন্য এবং অনন্য নিরূপণ করা যায় না। অপিচ অনুভবমাত্র দ্বারা সাধার-ণাত্মক জ্ঞান জন্মিলে প্রতিবিষয় পক্ষে যে বিশেষ জ্ঞান জন্মে যথা স্তম্ভজ্ঞান কুড্য জ্ঞান ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান তাহাও জ্ঞানগত বিশেষ ভিন্ন উপপন্ন হয় না ইহাতে জ্ঞানের বিষয় সারূপ্য অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিলে অর্থসদ্ভাব কল্পনা ব্যর্থ হইবে কেননা বিষয়াকার জ্ঞানের দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ হয়। স্বপ্নাদির ন্যায় ইহাতে দৃষ্টি

করা উচিত। যেমন স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরীচিকা, উদক, গন্ধর্ব্ব নগরাদি জ্ঞান বাহ্য অর্থ বিনা গ্রাহ্য গ্রাহকাকার হয় তদ্রূপ জাগরিত গোচর স্তম্ভাদি জ্ঞানও হইয়া থাকে ইহা নিশ্চয় হইতেছে কেননা জ্ঞানের ভাবে কোন বিশেষ নাই। যদি বল বাহ্যার্থ না থাকিলে জ্ঞান বৈচিত্র্য কি রূপে সম্ভবে, উত্তর, বাসনা বৈচিত্র প্রযুক্ত। সংসার অনাদি হওয়াতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় বিজ্ঞান এবং বাসনার পরস্পরের নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব দ্বারা বৈচিত্র্য প্রতিষিদ্ধ হয় না। জ্ঞান বৈচিত্র্য বাসনা হেতুক উৎপন্ন হয় ইহা অন্বয় ব্যতিরেক উভয় ন্যায় দ্বারা প্রমাণ হয়। স্বপ্নাদিতে বাহ্যার্থ ব্যতিরেকে বাসনা নিমিত্তক জ্ঞান বৈচিত্র্য হয় ইহা আমরা উভয় পক্ষে স্বীকার করি কিন্তু বাসনা ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ নিমিত্তক জ্ঞান বৈচিত্র্য আমি স্বীকার করি না। অতএব বাহ্যার্থ অভাব সিদ্ধ হইল"।

"বৌদ্ধেরা এই রূপ বিজ্ঞানবাদ দ্বারা বাহ্যার্থ অস্বীকার করিয়া জগৎ সংসারকে মিথ্যা মায়া মরীচি তুল্য করিয়াছিল যথা তাহারদের স্বকীয়োক্তি

সর্ব অনিত্যা অকামা অধ্রুবা ন চ শাশ্বতাপি ন কল্পাঃ। মায়া মরীচিসদৃশা বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলাঃ।

"অতএব বর্কলিকে বৌদ্ধমন কহিলেই হয়, কিন্তু বৈয়াসিক বেদান্তে এমত মায়াবাদের প্রশ্রয় নাই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ দিগের কেমন উত্তর করিয়াছেন অবধান কর।

" "ভাব উপলব্ধেরিতি নখলু অভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুম শক্যতে কস্মাৎ উপলব্ধেঃ উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ঘটঃ পট ইতি

নচোপলভ্যমানস্যৈবাভাবো ভবিতুমর্হতি যথাহি কশ্চিদ্ভুঞ্জানো ভুজি সাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়মনুভূয়মানায়ামেবং ব্রূয়াৎ নাহং ভুঞ্জে নচ তৃপ্যামীতি তদ্বদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহং উপলভে ন চ সোস্তীতি ব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃস্যাৎ নন্থ নাহমেবং ব্রবীমি নকঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি কিন্তূপলব্ধিব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাত্তে তুণ্ডস্য নতু যুক্ত্যোপেতং ব্রবীষি যত উপলব্ধিব্যতিরেকোপি বলাদর্থস্যাভ্যুপগন্তব্যঃ উপলব্ধেরেব নহিকশ্চিদুপলব্ধিমেব স্তম্ভঃকুড্যঞ্চেত্যুপলভতে উপলব্ধিবিষয়ত্বেনৈবতু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে অতশ্চৈবমেব সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যমর্থমেবমাচক্ষতে যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্বহির্বদবভাসত ইতি তেপি হি সর্বলোকে প্রসিদ্ধাং বহিরবভাসাং সম্বিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যমর্থং বহির্বদিতিবৎকরণং কুর্বন্তি ইতরথাহি কস্মাদ্বহির্বদিতি ব্রূয়ুঃ ন হি বিষ্ণুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি কশ্চিদাচক্ষীত তস্মাদ্যথানুভবং তত্ত্বমভ্যুপগচ্ছদ্ভির্বহিরেবাবভাসত ইতি যুক্তমভ্যুপগন্তুং নতু বহির্বদবভাসত ইতি নন্থ বাহ্যস্যার্থস্যাসম্ভবাৎ বহির্বদবভাসত ইত্যধ্যবসিতং নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ যতঃ- প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্বকৌ সম্ভবাসম্ভবাববধার্য্যেতে ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী যদ্ধি প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমেনাপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তৎসম্ভবতি যত্তু নকেনচিদপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তন্নসম্ভবতি ইহ তু যথাস্বং সর্বৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যোর্থ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈর্ন সম্ভবতীত্যুচ্যেত উপলব্ধেরেব ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদ্বিষয়নাশো ভবতি অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য ॥

"অস্যার্থ, অভাব নহে কেননা উপলব্ধি আছে। বাহ্যার্থের অভাব কখন বলা যাইতে পারে না কেননা উপলব্ধি আছে। প্রত্যেক জ্ঞানেতে বাহ্যার্থ উপলব্ধ হয় যথা স্তম্ভ কুড্য ঘট পট ইত্যাদি, উপলভ্যমান পদার্থের অভাব হইতে পারে না। উদাহরণ। যদি কোন ব্যক্তি ভোজন করত ভোজন সাধ্য তৃপ্তি অনুভূত হইলে কহে আমি ভোজন করি নাই, এবং আমার তৃপ্তিও হয়নাই তবে তাহা কেমন অসঙ্গত হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা স্বয়ং বাহ্যার্থের উপলব্ধি করত কেহ

যদি কহে আমি উপলব্ধি করি নাই এবং বাহ্যার্থও নাই সে উক্তি কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? যদি বল আমি এমত কহি নাই যে কিছুরই উপলব্ধি হয় না কিন্তু এই মাত্র কহিয়াছি যে উপলব্ধি ব্যতিরিক্ত কিছুর উপলব্ধি হয় না। আচ্ছা তোমারদের মুখ নিরঙ্কুশ তন্নিমিত্ত এমত কথা কহ, কিন্তু ইহা যুক্তির কথা নহে, কেননা উপলব্ধি হেতুক অর্থবল দ্বারা উপলব্ধি ব্যতিরেকও অভ্যুপগত হয় কেহ স্তম্ভ কুড্যাদি কিছু উপলব্ধি স্বরূপে উপলব্ধি করে না কিন্তু সকল লোকেই উপলব্ধি বিষয় রূপে স্তম্ভ কুড্যাদি উপলাভ করে। সকল লোকেই এই রূপ উপলাভ করে তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা বাহ্যার্থ প্রত্যাখ্যান করে তাহারাও কহে অন্তরে যে রূপের জ্ঞান জন্মে তাহা বাহ্যার্থ বৎ বোধ হয়। তাহারা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বাহ্যাবভাস জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অভিলাষ করত বাহ্যার্থকে বহির্ব্বৎ প্রয়োগ শব্দ দ্বারা বৎকার অর্থাৎ উপমা স্থল করে নচেৎ বহির্ব্বৎ এ শব্দ প্রয়োগ কি রূপে সম্ভবে। কেহ এমত কহিতে পারে যে বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যা জননীর পুত্রবৎ দৃষ্ট হয়। অতএব একথা বলিতে হইবেক যাহাদের অনুভবানুরূপ বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি হয় বাহ্য বিষয়ই তাহাদের অন্তর্জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু বাহ্যবিষয়রূপ বলা অনুচিত। যদি বল বাহ্য বিষয়ই অসম্ভবে তন্নিমিত্ত বাহ্য বিষয়রূপ কল্পনা করা যায়, উত্তর, ইহা সাধু কল্পনা নহে। কারণ এই, যে২ বস্তুতে অগ্রে প্রমাণের প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি জন্মে তাহাদিগকেই সম্ভব

বা অসম্ভব বলা যায় কিন্তু সম্ভব বা অসম্ভব বোধ হইলে পর প্রমাণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জল্পনা করা যায় না। দেখ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অন্যতম দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয় তাহাই সম্ভব, যাহার হয় না তাহা অসম্ভব। প্রকৃত স্থলে দেখিতেছি বাহ্য বিষয় গুলি সকল প্রমাণ দ্বারাই আত্মার ন্যায় উপলভ্যমান হইতেছে এবং জানা যাইতেছে ইহা সম্ভব বটে তখন কিরূপে ইহাদিগকে অসম্ভব বলিয়া সংস্থাপন করিব। বস্তুতঃ অন্বয় ব্যতিরেকাদি বিকল্প সত্তে উপলভ্যমান বিষয়কে অসম্ভব বলিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে এক কথা বলিলে বলিতে পার যে, জ্ঞান যখন বিষয়াকারে পরিণত হয় তখন তো সেই বিষয়ের প্রকৃত রূপ থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে অসম্ভব বলায় হানি কি? এ কথার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের তৎস্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং বহিরুপলব্ধি ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আপনারা এ স্থলে দেখুন শঙ্করাচার্য্য বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি আত্মার উপলব্ধির তুল্য করিয়াছেন, বাহ্য বিষয় সত্তার প্রমাণ আত্মার সত্তার প্রমাণ বৎ কহিয়াছেন তবে বৈয়াসিক বেদান্তকে কি প্রকারে ম্লেচ্ছদিগের ছায়া আভাসাদি বাদের অনুরূপ কহা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক এমত জল্পনা করিতে সমর্থ হয় সে তমঃ প্রকাশকেও পরস্পরের অনুরূপ বলিতে পারে।

"বৌদ্ধেরা পুনশ্চ বলে যে বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হয়

কিন্তু বাহ্য বিষয় স্বয়ং প্রকাশ নহে শঙ্করাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন

অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেবানুভূয়তে ন তথা বাহ্যোর্থ ইতি চেৎ অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়ামভ্যুপগচ্ছসি অগ্নিরাত্মানং দহতীতিবৎ অবিরুদ্ধন্তু লোকে প্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যোর্থোনুভূয়ত ইতি নেচ্ছসি অহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতং।

"বিজ্ঞান প্রদীপবৎ স্বয়ং প্রকাশ এবং স্বয়ংই অনুভূয়-মান, বাহ্য বিষয়তো সেরূপ নয়, এই কথা বলিয়া স্বাত্মনিষ্ঠ অগ্নির আত্মদাহ ক্রিয়ার ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ ক্রিয়া তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। অথচ স্বাত্ম ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান দ্বারা বাহ্য বিষয় অনুভব করা যায় এমন লোক প্রসিদ্ধ অবিরুদ্ধ মত মানিতে ইচ্ছাও করিবে না, অহো তোমারদের কি বিজাতীয় পাণ্ডিত্য।

"বৌদ্ধেরা বর্কলির ন্যায় বাহ্য বিষয় জ্ঞানকে স্বপ্ন দর্শন বৎ কহিয়াছিল। বৈয়াসিক বেদান্তের ২ অধ্যায়ের ২ পা-দের ২৯ সূত্রে তাহার খণ্ডন আছে। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্না-দিবৎ। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করত কহেন

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদি-প্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাদিতি। তৎপ্রতিবক্তব্যং অত্রোচ্যতে। ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি কস্মাৎ বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ কিং পুনর্বৈধর্ম্ম্যং বাধাবাধাবিতিব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য মিথ্যামরোপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হ্যস্তি মহাজনসমাগমো নিদ্রাগ্লানন্তু মে মনোবভূব তেনৈষা ভ্রান্তিরুদ্ব-ভূবেতি। এবং মায়াদিষ্বপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। নৈবং জাগরিতো-পলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে।

"বাহ্য বিষয়ের অপলাপকারী কোন দার্শনিকের মত এই

যে, যখন প্রত্যয়গত কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইতেছি না তখন স্বপ্নাদি প্রত্যয়ের ন্যায় জাগরিত অবস্থায় স্তম্ভাদি প্রত্যয়ও বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ হউক বাধা কি? এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থাতে বিলক্ষণ বৈধর্ম্ম্য আছে তখন যে জাগ্রৎ প্রত্যয় স্বপ্নাদি প্রত্যয়ের তুল্য ইহা কদাচ বলা যায় না। কেননা এই দুই অবস্থা সম ধর্ম্ম নহে স্বপ্ন জাগরণের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য আছে বৈধর্ম্ম্যের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর এই বাধা ও অবাধ। ঐ বাধার আকার এই যে স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধ বস্তু জাগরিতাবস্থায় মিথ্যা উপলব্ধ বলিয়া ভাণ হয়। স্বপ্নে একজন মহাজনের সহিত সমাগম হইলেও জাগরিতাবস্থায় তদন্যথায় এমনি প্রতীতি জন্মে যে নিদ্রাবস্থায় আমার মন নিতান্তগ্লান হইয়াছিল তাহাতেই আমার এতাদৃশী ভ্রান্তির উদয় হয়। এইরূপ মায়াদি স্থলেও বাধার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জাগরিত অবস্থায় যে স্তম্ভাদি উপলব্ধ হইয়া থাকে অবস্থান্তরে তাহার বাধা সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাধা ও অবাধ স্বরূপ যে বৈধর্ম্ম্য তাহা উক্ত অবস্থাদ্বয়ে বর্ত্তমান যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই"।

ইতিমধ্যে নেপালীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রী দুর্ম্মুখ ভাগবতদিগের গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আমারদের মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়াছিলেন এবং বৈয়াসিকের মুখে শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধবাদ খণ্ডনোক্তি শ্রবণ করিয়া তদুত্তর প্রদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, লোহিত বস্ত্র পরিহিত রণ বাদ্যকরেরা একেকালেই তুরী

বংশী প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল এবং বাদ্য শুনিয়া সাহেবেরা নিজ অঙ্গনা সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন কি আর শাস্ত্রীয় আলাপ সম্ভবে, নৃত্য এবং বাদ্যেতে সকলের চিত্ত মোহিত হইয়া গেল। " মধ্যে আগমিকের এক কথায় মহা কৌতুক হইয়াছিল আগমিক শুভ্রকান্তি সাহেবদিগের মণ্ডলী ভুক্ত কেবল ডাক্তর সাহেবকে চিনিতেন তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিলেন কি! এমত বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত লোক অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া নর্ত্তক নর্ত্তকী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন, অহো ধন লোভ কেমন মহৎ রোগ! আমি আগমিককে বুঝাইয়া দিলাম যে উহাঁরা নৃত্য ব্যবসায়ি নহেন রাজকুমারীর শুভ বিবাহে আমোদ প্রকাশার্থ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। আগমিক শুনিয়া কহিলেন তবে তো এস্থল ইন্দ্র পুরীকে জয় করিয়াছে এমত সময় কি কেহ বাহ্য বস্তুর সদ্ভাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

ষষ্ঠ সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত পত্র চিত্ত বিহ্বলাবস্থায় লিখিয়াছিলাম। 'পাপ ক্ষালনার্থ ঈশ্বর নিরূপিত সত্য যজ্ঞ' শব্দের তাৎপর্য্য কি তাহা তৎকালে সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ এবং স্বর্গ ও সুবর্গ শব্দের অর্থভেদ কিছু আছে কিনা তাহার আলোচনার্থ কল্য সত্যকামের নিকেতনে গিয়াছিলাম কিন্তু গিয়া দেখিলাম আগমিক এবং সাংখ্য শাস্ত্রী কাপিল উপস্থিত হইয়া সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। বিচারের আদ্য কথা তো আমি শুনি নাই কিন্তু উপস্থিত হইবা মাত্র সত্যকামের এই কথা আমার কর্ণগত হইল যথা "শঙ্করাচার্য্য তোমারদের প্রতিকূলে যে তর্ক করিয়াছেন তাহা অকাট্য"।

কাপিল। "কি বলিলে? তোমার এরূপ উক্তিতে আমার বিস্ময় জন্মিল। শঙ্করাচার্য্যের বাক্‌ছল কি বুঝ নাই? আমরা প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ কহিয়া থাকি বেদান্তি শিরোমণি তাহা জানেন তথাপি ঈক্ষা' ও

কামনা পূর্ব্বক সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কএকটা বচন উপনিষদে পাওয়া যায় তাহাই মুহুর্মুহু আবৃত্তি করিয়া আমারদিগকে উন্মত্ত প্রলাপি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যেন আমরা অচেতন প্রধান পক্ষে ঈক্ষা ও কামনা কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু আমরা তো প্রকৃতিকে নিমিত্ত কারণ কহি না, প্রকৃতি উপাদান মাত্র। ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য আমারদের প্রতিপক্ষে শ্রুত্যুক্তি মার্গণে কোন ত্রুটি করেন নাই যেখানে যাহা পাইয়াছেন সকলি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু আমারদের অনুকূল যে২ বচন আছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, শারীরিক ভাষ্যেতে তাহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। আমরা শঙ্করের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিব না, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে কোন২ ঔপনিষদ বচন আপাততঃ স্থূল বিবেচনায় আমারদের প্রতিকূল হয় বটে। ঐ বচন গুলা ধরিয়া শঙ্কর আমারদিগকে বিজাতীয় তিরস্কার করিয়াছেন। এপ্রকার তিরস্কারে অসূয়া মাত্র প্রকাশ পায় কেননা কে না জানে যে শ্রুতির মধ্যে দুই পক্ষেরই বচন আছে, আমারদের বিবেচনায় অস্মৎপক্ষীয় বচনের প্রাধান্য, সেই বচনের তাৎপর্য্যানুযায়ি অন্যান্য বচনের অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যে২ বচনে অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান রূপে বর্ণিত দেখা যায় তাহাই বেদের মুখ্যোক্তি অন্যান্য শ্রুতি উহার উপকারিণী মাত্র। অস্মদীয় মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে সর্ব্ব মূলের মূলে অমূল মূল কহিয়াছেন, ঔপনিষদ বচন সকলি এই তাৎপর্য্যানুযায়ী প্রতিপন্ন করিতে হইবেক। বেদান্ত সূত্রকার ব্যাস এবং তদ্ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য

আমারদের প্রতিকূলে কহেন যে জগদ্বন্ধে অভেদ বাচিকা শ্রুতিই বলবতী। অন্যান্য শ্রুতির তদনুযায়ি প্রতিপাদন করিতে হইবে। এখন আপনারা কাহার মুখাপেক্ষা না করিয়া বিবেচনা করুন সৃষ্টির লক্ষণ কি? জগতের অন্তরে চেতনাচেতন উভয়বিধ বস্তু আছে তন্মধ্যে আত্মা চৈতন্য সম্পন্ন, অন্যান্য বস্তু সমূহ অচেতন জড় পদার্থ। আত্মার সম্বন্ধে আমারদের এবং বেদান্তিরদের মত নির্বিশেষ, উভয়পক্ষেরই সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা অজ নিত্য এবং অসৃষ্ট। আত্মার উৎপত্তি নাই সুতরাং চেতন বস্তুর মূলকারণ আমারদের উদ্দেশ্য নহে। অচেতন জড় পদার্থময় জগতের সৃষ্টি কি হইতে হইল, সকলের উপাদান কারণ কি, কিসের পরিণামে সৃষ্টি হইল, ইহাই আমারদের উদ্দেশ্য। মহর্ষি কপিল মীমাংসা করিয়াছেন আত্মা অর্থাৎ পুরুষ নিত্য শুদ্ধ এবং মুক্ত, তাঁহাতে বিকার নাই, তবে তিনি কি রূপে অচেতন জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারেন? নিত্য মুক্ত আত্মার কি বিকার সম্ভবে, আর বিকার সম্ভব হইলেও কি তৎপরিণামে অচেতন জড় পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। এমত উক্তি করিলে চেতনাচেতন আত্মানাত্মার প্রভেদ নষ্ট করিয়া বিবেকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অপিচ জগতকে আত্মাজাত কহিলে এই বলা হয় যে শুদ্ধের পরিণামে অশুদ্ধ হইল, সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা কারণের অপকর্ষ প্রাপ্তি বলা হয়। একি কথা? সৃষ্টিতে উপাদান কারণের উৎকর্ষই সম্ভবে, বীজ হইতে কি তদুৎপন্ন শাখা পল্লব ফল পুষ্প সম্বলিত তরুবর অপকৃষ্ট হইতে পারে? কিন্তু আত্মাকে

জগতের উপাদান বলিলে সৃষ্টিকে অপকর্ষ কার্য্য বলা হয়। সচেতন পদার্থ অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে যথা স্বেদজ দংশ মশকাদি। কিন্তু সচেতন পদার্থ হইতে অচেতন জড় বস্তু হয় ইহার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নাহি। লোকে বলিয়া থাকেন আমরা নাস্তিক এবং অধার্ম্মিক, কিন্তু অশুদ্ধ জড় পদার্থ সম্পন্ন জগতকে আমরা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার স্বরূপ না কহিয়া জগতের সমজাতীয় অন্য কোন পদার্থকে জগৎকারণ কহিয়া থাকি ইহাতে অধর্ম্মের কথা কি হইল? জগতের নিমিত্ত কারণ কি ইহা তো আমারদের উদ্দেশ্য নহে। উভয় পক্ষের মীমাংসাতে উহা ক্ষুদ্র কথা মাত্র, আমরা উভয় পক্ষেই স্বীকার করি যে জগৎ ক্ষীরবৎ স্বীয় কারণ হইতে স্বতঃ উৎপাদ্য। নিন্দাবাদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ যুক্তি বলে কেহ তর্ক করিলে আমরা কোন ভয় করি না, আমরা জানি যে উপাদান কারণানুসন্ধান স্থলে আমার-দের যুক্তিই বলীয়সী।

"বেদ ব্যাস ঋষি ও শঙ্করাচার্য্য কোন২ স্থলে নিমিত্ত কারণ উদ্দেশ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে কেবল তাঁহারদের অব্যবস্থা প্রতীয়মান হয়, অব্যবস্থিত তর্ক মুখে আমারদের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া কি তাহারদিগকে জয় পতাকা বিস্তার করিতে দিব"।

সত্যকাম। "আমি শঙ্করাচার্যের তর্ক স্মরণ করিয়া যে উক্তি করিয়াছি তাহাতে যুক্তি মাত্র আমার অবলম্বন। শঙ্করাচার্যের শ্রুত্যুক্তি প্রতিপাদন অদোষ তাহা আমি বলি নাই। শ্রুতিপরায়ণা বেদান্ত মীমাংসা তোমারদের

মীমাংসা হইতে উৎকৃষ্ট তাহাও আমি কহি নাই। ঔপনিষদ শস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিলে তোমরা পরাস্ত না হইতে পার। বেদোক্তি অঙ্কুশাঘাতে যুক্তির শাসন করিলে হয়তো তোমারদেরই মীমাংসা বলবতী হইবে কেননা উপনিষদে এমত২ উক্তি আছে যদ্দ্বারা কাপিল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতে পারে না যথা

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং অজোহ্যে-কোজুষমাণোনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ ॥

"এস্থলে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অজা শব্দে সত্ত্বরজস্তমো গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি সহজেই বোধ্য হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা তৎস্বরূপ জগৎ সৃষ্টি সূচিত হয়। কিন্তু বেদেতে নিরীশ্বর উপদেশ আছে বলিয়া কি ঈশ্বর অগ্রাহ্য এবং বেদ গ্রাহ্য হইবে? বেদের প্রমাণ শক্তি কি ঈশ্বরকে অতিক্রমণ করিতে পারে? তবে বেদের বিড়ম্বনায় কেন বিড়ম্বিত হও, বেদে যদি এমত অসৎ শিক্ষা থাকে তবে বেদকে নমস্কার করিয়া বিদায় লওনা কেন? প্রাণি হিংসা সম্বলিত বেদবিহিত যাগ যজ্ঞ তো তোমারদের আচার্য্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন তবে নিরীশ্বর উপদেশ হেয় করণে সঙ্কোচ কি?

"অপিচ, নিমিত্ত কারণকে উপেক্ষাইবা কি প্রকারে করিতে পার। শঙ্করাচার্য্য যদি স্বয়ং অব্যবস্থিত বাদী হইয়াও কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ কথার প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত কি সে প্রমাণ কথা হেয় হইতে পারে সে প্রমাণ বাক্য দ্বারা তাঁহার অন্যান্য অব্যবস্থিত তর্ক গ্রাহ্য না হইতে

পারে কিন্তু বক্তার দোষে প্রমাণ বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে শ্রদ্দধান ব্যক্তি নীচ জনের মুখেও শুভ বিদ্যার কথা গ্রহণ করিবেক এবং পামর লোক হইতে পরম ধর্ম্ম লওয়া যাইতে পারে আর দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং বিষ নিঃসৃত অমৃতও হেয় হয় না যথা। •

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং॥

"দেখ জগতের উপাদান উদ্দেশ্য করা অতি অসঙ্গত। এই অচিন্ত্য রচনার উপর নেত্র পাত করিলে আদৌ কি সমবায়ের বিচিত্রতা মনো মধ্যে প্রবেশ করে? না, নিয়মের অপূর্ব্বতা? ঊর্দ্ধে নভস্তল অধোতে ভূমি তল, ইহার মধ্যে যে প্রতিনিয়ত দেশ কাল ও দ্রব্যের গতি তাহাই চমৎকারক হইয়া উঠে। নভস্তলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র দেখা যায় ভূতলে প্রাণি সমূহ, মধ্যস্থলে বায়ু। নভস্তলে প্রকাণ্ডাকার গ্রহরাশি অনবরত ভ্রমণ করিতেছে তথাপি কেহ কখন অন্যের পথে পড়িয়া অভিঘাতাদি জন্মায় না, সকলি অবাধে স্ব ২ বর্ত্মে চলিতেছে, আর ইহারদের চলনে ভূমি তলস্থ প্রাণি বর্গের কুশল এবং সুখ বিধান হইতেছে। পৃথিবী হইতে বহুল পরিমাণে বৃহত্তর গ্রহগণ অজস্র অণ্ডাকার পদবী বিশেষে বিষম বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং মধ্যে ২ কিঞ্চিৎ পথাতিক্রমণও হইতেছে তথাপি পরস্পরের কোন অভিঘাত হয় না, তবে কাহার কৌশলে এমত নিয়মিত ভ্রমণ সৃষ্ট হইয়াছে?

"বিবস্বানের রশ্মিতে পৃথিবী আলোকময়ী হইয়া স্বীয়

মেরুদণ্ডের উপর এমত পরিমাণে ঘুরিতেছেন যে তৎ-সহকারে দিবা রাত্রির নিয়ত সমাগম হইয়া থাকে এবং দিবাকরকে আবার এমন নিয়মে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছেন যে তাহাতে সাম্বৎসরিক ঋতু ভেদ উৎপন্ন হয়। এরূপ গতির পরিমাণে কেমন কৌশল সপ্রমাণ হয় তাহা বিবেচনা কর, সে কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা ব্যতীত কি অচেতন জড় পদার্থে সম্ভবে? অপর আমরা দিবাকরকে বারিতস্কর ও মেঘকে জলদ কহিয়া থাক, ইহার তাৎপর্য্য দিবাকরের উত্তাপে পৃথিবীস্থ নদ নদী সমুদ্র তড়াগাদির জল বাষ্পেতে পরিণত হইয়া আকাশ মার্গে উড্ডীন হয়, সেই বাষ্প সংযোগে মেঘ উৎপন্ন হইলে পবন যখন তাহার ভার বহনে অসমর্থ হয়েন তখন সেই বাষ্প সংহতি পুনশ্চ জল বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহা যায়। যদি উত্তা-পের লঘুতায় বৎসরের মধ্যে অত্যল্প মাত্র জল বাষ্পভাবে উ-ড্ডীন হয় তবে সুতরাং মেঘের সঞ্চার ও বারি পতনও অত্যল্প হয়, যদি অধিক জল নভস্তলগত হয় তবে ভূতলও অধিক বর্ষা প্রাপ্ত হয়। অধিক বৃষ্টিকে আমরা অতিবৃষ্টি এবং অল্প বৃষ্টিকে অনাবৃষ্টি কহিয়া থাকি, উভয়ই আমারদের অনিষ্ট কর, অতিবৃষ্টি হইলে যেমন শস্যাদি পচিয়া যায় অনাবৃষ্টি হইলে আবার তেমনি শস্যাদি শুষ্ক হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত উভয়কেই আমরা ঈতি কহি, উপযুক্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেই পৃথিবী নিরীতিভাব প্রাপ্ত হয়েন। এই নিরীতি-ভাব সামান্যতঃ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই হইয়া থাকে নচেৎ এতদিন পর্য্যন্ত ধরাতলস্থ প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইত না। অতএব

উত্তাপ এবং বায়ুর কেমন প্রতিনিয়ত গুণ পরিমাণ বিবেচনা কর। উত্তাপ কেবল এতাবৎ মাত্র জল গগণ পথে আকর্ষণ করেন যাহাতে সেই বাষ্পীভূত জল সংহতিতে মেঘ উৎপন্ন হইলে অস্মৎ প্রয়োজনানুযায়ি বৃষ্টি হইতে পারে, এবং পবনের এতাবৎ মাত্র ধারণ শক্তি আছে যে আমারদের কুশলোপযোগি মেঘ সংহতি হইলেই বৃষ্টিপাত সম্ভবে। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে জলের উর্দ্ধোধঃ সঞ্চালন না হইলে সংসার সদ্যো বিনাশ প্রাপ্ত হইত, অতএব বৃষ্টি প্রকরণে কি সামান্য কৌশল লক্ষিত হয়? প্রাণি সমূহের অবয়ব এবং ক্ষিত্যপ্তেজাদি পঞ্চ ভূত আবার এমত পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে যে প্রজা মাত্রেই স্ব২ স্থানে সুখে কাল হরণ করিতে পায়। মনুষ্য পশ্বাদি ভূচর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ ভূমিতলে স্থির থাকে এবং বায়ুর সঞ্চালনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করে, ইহাতে এমত প্রতিনিয়ম দেখা যায় যে কোন অংশে সে নিয়মের ব্যত্যয় হইলে প্রাণ ধারণ অসাধ্য হয়, আকর্ষণ শক্তির আধিক্য হইলে গমনাগমন অসাধ্য হইত, সকলকেই আলান বদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া থাকিতে হইত, আর সে শক্তির শৈথিল্য হইলে পবন কাহাকে কখন কোন স্থানে তৃণ তুল্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত তাহার গণনা করা যায় না। পবনের আবার বেগের তারতম্য হইলে জীবের প্রাণ হানি হইত কেননা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ই অনিষ্ট কর হয়। খেচর জলচরের পক্ষেও ঐ রূপ চিন্তনীয়, যে প্রাণি যে স্থানে থাকে তাহার তদনুযায়ি অবয়ব। আহারাদির বিষয়েও ঐ রূপ কৌশল, যাহার জঠরানল যে দ্রব্য

সহজে পাক করিতে পারে তাহার তদনুযায়ি বুভুক্ষা এবং খাদ্য চর্ব্বণাদির উপযোগি দন্তাদি। এবম্ভূত কৌশল অচেতন প্রকৃতি হইতে সম্ভবে না তাহা নিঃসন্দেহ এক শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মার কার্য্য।

"শ্রুতিপরায়ণ হইয়া শঙ্করাচার্য্য তোমারদের যে দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে অসূয়ার ছিদ্র থাকিতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিলে শঙ্করের তর্ক যুক্তি সঙ্গত কহিতে হইবে এ বিষয়ে তিনি সত্যেরই পোষকতা করিয়াছেন আমিতো তোমারদের দলাদলির মধ্যে নহি আমি কি রূপে তাঁহার তর্কে দোষারোপ করিতে পারি। সত্যই আমার উদ্দেশ্য, সত্য এবং যথার্থ যেখানে দৃষ্ট হউক দর্শন মাত্রে অনুরাগ ভাজন হয়। শঙ্করাচার্য্যের উক্তি শ্রবণ কর যথা

যদিহদৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে নাচেতনং লোকে চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্ গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদয়োহি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যম্ বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোষ্টপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকাররচনা দৃশ্যতে তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যাপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং নবাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিংচিন্নিয়ামকমস্তি নচৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ অতোরচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচেতনং জগৎ কারণমনুমাতব্যং ভবতি॥

"অস্যার্থ যদি দৃষ্টান্ত বল দ্বারা তর্কনিরূপণ সম্ভবে তবে সংসারের মধ্যে এমত কুত্রাপি দেখাযায় নাই যে

চেতন পদার্থের অনধিষ্ঠিত অচেতন জড় পদার্থ স্বতন্ত্র আত্ম বিকার দ্বারা বিশিষ্ট পুরুষার্থ সাধন দ্রব্য রচনা করিয়াছে। দেখ সংসারের মধ্যে ইহাই দেখা যায় যে বিজ্ঞ শিল্পকারেরা অট্টালিকা শয়নাগার উপবেশন বিহার ভূম্যাদি দেশ কাল বিবেচনানন্তর সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের উপযোগি করিয়া রচনা করে। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড জগৎ যন্মধ্যে পৃথিব্যাদি নানা কর্ম্ম ফলের ভোগ ভূমি এবং বাহ্যাত্মিক মাধ্যাত্মিক প্রতি নিয়ত অবয়ব বিন্যস্ত নানা শরীরাদি জাতি এবং অনেক কর্ম্ম ফলানুভবের অধিষ্ঠান দৃশ্য হইতেছে এবং সম্ভব পক্ষে পরম বিজ্ঞ শিল্পিকরেরাও মনের মধ্যে যাহার কোন কল্পনা করিতে পারে না এমত অচিন্ত্য রচনা অচেতন প্রকৃতির কার্য্য কিরূপে হইতে পারে লোষ্ট্র পাষাণের মধ্যে ইহার তো কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। মৃত্তিকাদিতে কুম্ভকারাদি শিল্পির চেষ্টায় বিশিষ্টাকার দেখা যায় তবে অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিলে কোন স্বতন্ত্র সচেতন পুরুষের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। আর এমত কোন নিয়ম নাই যে মৃত্তিকাদি স্বরূপ উপাদান ব্যপাশ্রয় ধর্ম্ম দ্বারা মূল কারণ অবধারণ করিতে হইবে এবং কুম্ভকারাদি বাহ্য কারণ ব্যপাশ্রয় করিতে হইবে না? আর আমারদের মীমাংসায় কোন বিরোধ নাই প্রত্যুত তাহাতে শ্রুতি পোষকতা হয় কেননা শ্রুতিতে চেতন কারণ ব্যক্ত হইয়াছে অতএব রচনা এবং কারণের অনুপপত্তি হেতুক অচেতন জগৎ কারণ অনুমান করা যাইতে পারে না।

"আপনারা কহিয়া থাকেন যে শঙ্করাচার্য্যের এ উক্তি অযুক্ত কেননা আপনকার দিগের অভিপ্রায়ে অচেতন প্রকৃতি উপাদান মাত্র, নিমিত্ত কারণ নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যথার্থ কহিয়াছেন যে বাহ্য নিমিত্ত কারণ উপেক্ষা করিয়া এমত স্বরূপ উপাদান কল্পনা করিবার প্রয়োজন বিরহ। জগতের উপাদান উদ্দেশ্য করিবার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই উহার নিমিত্ত কারণ কি তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্প্রয়োজনে জগতের স্বরূপ উপাদানের উদ্দেশে পণ্ডশ্রম করাই তোমারদের আদ্য ভ্রম তাহাতে আবার তোমরা নিমিত্ত কারণ নির্দ্দেশ কুত্রাপি কর নাই।

"ফলেও তোমরা যাদৃশী স্বতন্ত্রা প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছ তাহা শ্রুত্যুক্তি হইতে অনুমেয় হয় না অচেতন প্রকৃতির উল্লেখ আছে বটে কিন্তু যে২ বচন তোমরা আপনারাই উদ্ধৃত করিয়া থাক তাহাতে এমত উপদেশ নাই যে সচেতন পুরুষের অনধিষ্ঠানে অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি ক্ষম হয়েন পরন্তু মহর্ষি কপিল মুক্ত কণ্ঠে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে জগৎ স্রষ্ট্রী কহিয়াছেন এবং পুরুষের অধিষ্ঠান নগণ্য করিয়াছেন যথা।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনা য়োদাহবৎ। অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্বা কালাদেঃ প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। নিত্যত্বেঽপি নাত্মনোযোগ্য ত্বাভাবাৎ। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বং॥

"অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুরুষের কারণত্ব অধ্যাস মাত্র। প্রকৃতি সংযোগ হইলেও পুরুষের কারণত্ব

নাই যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয় না অগ্নিরই দাহিকা শক্তি। প্রকৃতি অচেতন হইলেও তৎকার্য্যে কোন বাধা নাই যেমন দুগ্ধ স্বতঃ দধি হয় এবং যেমন কালাদির কার্য্য। প্রকৃতিই আদ্য উপাদান, অন্য সকলের কার্য্য রূপ বর্ণনা শ্রুত হইয়াছে, পুরুষ নিত্য বটেন কিন্তু যোগ্যতা শূন্য হওয়াতে কারণ হয়েননা প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বত্র আছে তন্নিমিত্ত প্রকৃতির বিভুত্ব।

"তোমরা যে২ ঔপনিষদ বচন সাহস পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া থাক তন্মধ্যে দ্বৈতবাদ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে তোমরা যেমন অচেতনত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সংযোগ করিয়াছ তাহা উক্ত বচনে পাওয়া যায় না যথা

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজাহ্যেকাভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা। অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম মেতৎ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং। অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ ॥

"দুই সুপর্ণ সংযুক্ত হইয়া সখিভাবে সমান বৃক্ষ আলিঙ্গন করেন এক জন ফল ভোগ করেন অন্য জন অনশনে চাহিয়া থাকেন

দুই অজ পুরুষ আছেন অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ঈশ এবং অনীশ এবং ভোক্তৃ ভোগ্যার্থ যুক্তা এক অজা আছেন। আত্মা যখন এই ব্রহ্ম ত্রয় প্রাপ্ত হয়েন তখন অনন্ত বিশ্বরূপ এবং অকর্ত্তা হয়েন।

এক অজ সংযুক্ত হইয়া লোহিত কৃষ্ণ শুক্লা এবং বহুল সরূপ প্রজা উৎপাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন অন্য অজ ভুক্ত ভোগ্যা অজাকে ত্যাগ করেন।

"তোমরাই এই কএক বচন অবলম্বন করিয়া থাক কিন্তু ইহাতে তোমারদের সাম্প্রদায়িক মতের পোষকা দেখি না তবে এই কএক বচনে দ্বৈতবাদ আছে বটে কিন্তু তোমরা জগৎ কারণকে নিতান্ত অচেতন করাতে তোমারদের বেদান্তি প্রতিপক্ষেরা পথ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই সুতরাং তোমরাই এক প্রকার তাঁহারদের ঘোর অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক হেতু হইয়াছ অনেকে তোমারদের অচেতন জগৎ কারণ স্বীকারে মহা বাধা দেখিয়া সহজেই বেদান্ত কূপে পতিত হইয়াছেন, মনে করেন বেদান্ত আশ্রয় না করিলে জগৎ কারণকে অচেতন কহিতে হয়।

"তোমারদের সিদ্ধান্ত অভিনব নৈয়ায়িক দিগের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, ন্যায় শাস্ত্রের মূল সূত্রের উপদেশ যাহা হউক কিন্তু অভিনব নৈয়ায়িকেরা সচেতন জগৎ কারণ অস্বীকার করেন না ইহাঁরা নিত্য পরমাণুকে উপাদান কহেন বটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ পরমাত্মাকে অমান্য করেন না। সে দিবস তুমি ন্যায় রত্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলা তাহা নিতান্ত অলীক নহে কেননা ঈশ্বর বাদ প্রতিপাদনে গোতম কিম্বা কণাদ কপিলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমত কহা যায় না। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা গৌতম এবং কাণাদ সূত্রকে ঈশ্বরবাদের অবিরোধ ভাবে প্রতিপন্ন করেন কিন্তু তোমরা আচার্য্যের সূত্রানুসারে সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিয়া থাক যে

স্বতন্ত্র প্রকৃতিই জগৎ কারণ, প্রকৃতি স্বয়ং পরিণত হইয়া জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন যেমন দুগ্ধ পরিণাম দ্বারা স্বয়ং দধি হয়। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য তোমারদের প্রতিপক্ষে যাহা কহিয়াছেন তাহার প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তবে কি না তিনি সেই উক্তি দ্বারা নিজ মতের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছেন কেননা দধি দুগ্ধের ঐ উপমা তাঁহার অদ্বৈত মতেরও অবলম্বন হইয়াছে”।

কাপিল। “শঙ্করের কথা কি বলিব? আমরা দধি দুগ্ধের উপমা উল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়া আমারদিগকে মূর্খ জ্ঞান করিয়াছেন কিন্তু আপনার অদ্বৈত মতের পোষকতা করণার্থ আপনি ঐ উপমার প্রসঙ্গ করিয়াছেন যথা।

যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। ননু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি॥ নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব ত্বায্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়॥ যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যান্নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপি বলাদ্দধিভাবমাপদ্যেত। নহি বায়ুরাকাশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে॥

“অর্থাৎ আত্মার স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব দুগ্ধবৎ দ্রব্য স্বভাব বিশেষ বশত উপপন্ন হয় সংসারের মধ্যে যেমন দুগ্ধ এবং জল বাহ্য সাধন উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পরিণত হইয়া দধি এবং হিম হয় আত্মারও কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ। যদি বল দুগ্ধাদি দ্রব্য বাহ্য সাধন ঔষ্ণ্যাদি সম্পন্ন হইয়াই দধি প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়, তবে দধি দুগ্ধের উপমা কি প্রকারে

সঙ্গত হইবে। উত্তর, উহাতে বাধা কি? দুগ্ধ স্বয়ং যাদৃশ পরিমাণে দধি ভাবে পরিণাময় সেই পরিমাণেই ঔষ্ণ্যাদি দ্বারা সত্বর হয় মাত্র। দুগ্ধ যদি দধি ভাবে স্বয়ং পরিণামশীল না হইত তবে ঔষ্ণ্যাদি সংযোগের বলেতেও দধি হইত না। বায়ু কিম্বা আকাশ তো ঔষ্ণ্যাদি সংযোগ বলে দধি ভাব প্রাপ্ত হয় না। শঙ্করের এই মীমাংসা, তথাপি আমরা দধি দুগ্ধের উপমা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আমার দিগকে দূষ্য করিয়াছেন"।

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে অযুক্তি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তোমরা অপরিছিন্ন কৌশলের চিহ্ন সম্পন্ন জগৎকে অচেতন প্রকৃতির কার্য্য কহিয়া থাক তন্নিমিত্তই তিনি তোমারদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তোমারদের সিদ্ধান্তে প্রকৃতি সত্ত্ব রজস্তমের সাম্যাবস্থা। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কখন দ্রব্যীভুত হইতে পারেনা তাহা গুণের অবস্থা মাত্র, কিন্তু গুণাধার দ্রব্য হইতে পারে না, তবে গুণকে দ্রব্য কি প্রকারে কহিতে পার? আর দ্রব্য ব্যতীত গুণই বা কি? অপিচ প্রকৃতি স্বয়ং যাহা হউক পুরুষের সত্ত্বা ও চৈতন্য স্বীকার করিয়া কর্তৃত্ব অস্বীকার কি প্রকারে কর? মহর্ষি কপিলোক্ত সূত্র চক্ষে না দেখিলে এবং তোমারদের মুখে তৎপোষক বাক্য সকর্ণে না শুনিলে আমার কখন বিশ্বাস হইত না যে কোন দার্শনিক বিজ্ঞ পণ্ডিত এমত বিরুদ্ধ বচন লিপি বদ্ধ করিতে পারেন। ত্রিগুণের সেই সাম্যাবস্থাকে আবার কার্য্য শক্তি সম্পন্ন কর এবং কার্য্য শক্তিতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা উহ্য হয় বলিয়া পুরুষকে অকর্ত্তা করিয়াছি

ইহাতে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না, কার্য্য শক্তিতে যদি প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা উহ্য হয় আর প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা যদি রজো গুণের অতিরেক বশতঃ উৎপন্ন হয় তবে জগৎ-কর্ত্রী প্রকৃতিতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কিরূপে রহিল? তবে তো রজোগুণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া গুণ বৈষম্য হইল?

" তোমরা কহিয়া থাক যে প্রকৃতি উপাদান কারণ মাত্র সুতরাং অচেতনত্বে বাধা কি? নিমিত্ত কারণ হইলে সঙ্কল্পাদি উহ্য হওয়াতে অচেতনত্বে বাধা জন্মে বটে। কিন্তু তোমরাই আবার কহিয়া থাক যে প্রকৃতির কার্য্যের তাৎপর্য্য আছে পুরুষের মুক্তি সঙ্কল্প করিয়া প্রকৃতির কার্য্য হয় যথা

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য
প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ
নর্ত্তকীবৎপ্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে। অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। বিমুক্তবোধাৎ নসৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ। দোষ বোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥

" অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য বিমুক্ত মোক্ষার্থ অথবা আত্মার্থ, প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ, আপনি ভোক্তা নহেন, উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম বহন করে, চরিতার্থ হইলে নর্ত্তকীর নিবৃত্তির ন্যায় প্রকৃতির নিবৃত্তি। বিমুক্ত বিবিক্ত আত্মা সংসারে ভোগে নিবৃত্ত হওয়াতে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি, যেমন পাক সাঙ্গ হইলে পাচকের নিবৃত্তি হয়। উপভোগ না হইলেও পুরুষার্থই তাঁহার সৃষ্টি, উষ্ট্রের পক্ষে কুঙ্কুম বহন তুল্য। বিমুক্ত বোধ হইলে আর প্রকৃতির সৃষ্টি হয় না। দোষ

প্রকাশ হইলে কুলবধূ যেমন স্বামি সমীপে আর উপসরণ করেন না প্রকৃতিও তদ্রূপ।

"প্রকৃতিতে তোমরা এই রূপে যে অভিপ্রায় সঙ্কল্পাদি আরোপ কর তাহা সচেতন আত্মা ব্যতীত কোন জড় পদার্থে সম্ভবে না। অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ব্বক কার্য্য করেন এ কথাই বিরুদ্ধোক্তি কেননা সঙ্কল্প এবং তাৎপর্য্যেতে বিবেচনা চেষ্টাদি মানস ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে। অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ ফলের উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ইষ্ট লাভ হইলেই নিবৃত্ত হয়েন এ কথাতেই অব্যবস্থা"।

কাপিল। "অব্যবস্থার আভাস তো বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার সমাধান করিতে পারিবে। প্রকৃতি অভ্যাস সংস্কার বশত ঐ প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন যেমন কোন প্রভুভক্ত দাস অভ্যাস বশতঃ বিশেষ অভিসন্ধি না করিয়াও স্বামি সেবা করে। অভ্যাস এবং সংস্কার বশতঃ কেমন কঠিন২ কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বিবেচনা কর। চেতনাচেতন পদার্থে তাহা বিলক্ষণ দেখা যায়। অশ্ববলেতে রথের গমন হয় বলীবর্দ্দ যুগ আকর্ষণ করে হস্তি ভার বহন করে ইহারা অজ্ঞ পশু মাত্র কিন্তু অভ্যাস বলে এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারদের শাসক সারথ্যাদি আছে বটে, কিন্তু ইহারা কি মুহুর্মুহু কশাঘাত কিম্বা অঙ্কুশাঘাত করিয়া থাকে, তাহা কখনই নয়, ইহারা কেবল নিরীক্ষণ মাত্র করে। অশ্বাদি পশুগণ অভ্যাস বলে আপনারাই প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে অভ্যাস বল না থাকিলে

কোন সারথি তাহারদের শাসন করিতে পারিত না। দোষ সম্পন্ন অসংস্কৃত ঘোটককে শাসন করা কেমন দুষ্কর তাহা তো জান অতএব অভ্যাস বশতঃ অচেতন প্রকৃতি অজ্ঞ ঘোটকের ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে ইহাতে বাধা কি?

"যদি বল অশ্বাদি পশু অজ্ঞ হইলেও জীব এবং প্রাণী বটে, কিন্তু প্রকৃতি নির্জীব এবং অপ্রাণ, উত্তর, বাঢ়ং, সংস্কার বশতঃ অপ্রাণ বাষ্প শক্তি কীদৃশী তাহা বিবেচনা কর। বাষ্প বলে চালিত রেলওএর শকট কে না দেখিয়াছে? এক দিনের মধ্যে বারাণসী যাইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন হইতে পারে। বাষ্পতো জড় পদার্থ বটে, তদ্রূপ প্রকৃতিও অচেতন হইয়া অভ্যাস বশতঃ আত্ম কার্য্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্য নাই বটে কিন্তু কার্য্য শক্তি আছে। বৎসার্থ যেমন গাভীর দুগ্ধ স্রব তদ্রূপ পুরুষার্থ প্রকৃতির কার্য্য। স্রোতস্বতী যেমন মনুষ্যের হিতার্থ নিম্নগা হয় তদ্রূপ পুরুষের নিঃশ্রেয়সার্থ প্রকৃতি জগৎ স্রষ্ট্রী হয়েন।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ। ধেনুবদ্বৎসায়। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭ ॥ সাং কাং ॥

সত্যকাম। "আদ্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে অভ্যাস এবং সংস্কারের কথা কি রূপ কহা যাইতে পারে, তখন অদৃষ্টেরই বা শক্তি কি? ভূয়ো ভূয়ো কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর অভ্যাস ঘটিতে পারে আদ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সে প্রকার কার্য্য সম্ভবে না আর প্রাক্তনাভাবে তখন অদৃষ্টই বা কোথায়

তবে কি তোমরাও গোতমের ন্যায় বীজাঙ্কুর বৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্য আবৃত্তি কহিবা? তোমারদের আচার্য্য কর্ম্ম ফলে সংস্কার বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বীজাঙ্কুরের উপমা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন যথা

কর্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যং। ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ।

"অবিবেকী জীব অভ্যাস বশতঃ বিবেকির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সে অভ্যাস বিবেকী ব্যক্তির শাসনাধীন শিক্ষাপেক্ষ। ঘোটকাদি পশুকে বহুদিবস পর্য্যন্ত উপদেশ করিলে অভ্যাস বলে উপদেষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে এবং অচেতন জড় পদার্থও চৈতন্য সম্পন্ন বিবেকি পরুষের অভিঘাতে সংস্কার বশতঃ বিশিষ্ট কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু বিবেকি পুরুষের উপদেশ অভিঘাতাদি বিরহে পশু কিম্বা জড় বস্তু কোন প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতে পারে না। হস্তি অশ্ব বলীবর্দ্দ বুদ্ধি জীবি শাসকদিগের শিক্ষা বিরহে নিষ্কর্ম্মণ্য হইত কিন্তু তোমরা জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে তাদৃশ শিক্ষা কিম্বা শাসন কিঞ্চিৎ মাত্র স্বীকার না করিয়াও মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাক যে প্রকৃতির চেষ্টা পুরুষের উপকারার্থ।

"যদি জঙ্গল হইতে একটা বন্য ঘোটক আইসে তবে সে কি স্বতঃ রশ্মি বল্গাদি ধারণ করিয়া রথাকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার অভিপ্রেত স্থানে গিয়া স্থির হইবে? তোমারদের আচার্য্য প্রকৃতির কার্য্যকে উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের তুল্য করিয়াছেন কিন্তু উষ্ট্র কি বিবেক ও চৈতন্য বিশিষ্ট নিয়ন্তার শাসন বিরহে আপনি কুঙ্কুম বহন করে? তাৎপর্য্য অভিপ্রায়

সঙ্কল্প এ সকলি চিত্ত বৃত্তি। বুদ্ধি বিহীন পশু এবং অচেতন জড় পদার্থ দ্বারা সঙ্কল্প সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সচেতন বিবেকি পুরুষের শাসনের অপেক্ষা থাকে।

"তুমি রেলওয়ে সংক্রান্ত বাষ্প চালিত শকটের প্রসঙ্গ করিয়াছ এবং তোমারদের আচার্য্য বৎসের পোষণার্থ গাভীস্তন্য নিঃসরণ এবং সংসারেয় হিতার্থ বারি ধারার নিম্নগা হওনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াছেন। এবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের উত্তর শ্রবণ কর যথা

নৈতৎ সাধূচ্যতে যতস্তত্রাপি পয়োম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনু-মিমীমহে উভয়বাদিপ্রসিদ্ধেঃ রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। সাস্ত্রং চ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি এতস্যবা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে। চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ বৎসচোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমাণত্বাৎ। নচা-ম্বুনোঽপ্যত্যন্তমনপেক্ষা। নিম্ন ভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য।

"অর্থাৎ এ সাধু উক্তি নহে, কেননা কেবল চেতনাধিষ্ঠিত দুগ্ধ এবং জলের প্রবৃত্তি অনুমেয় হয় আমরা উভয় পক্ষেই স্বীকার করি যে নিতান্ত অচেতন রথাদিতে কোন প্রবৃত্তি নাই শাস্ত্রেতেও লিখিত আছে হে গার্গি যিনি জল মধ্যে অধিষ্ঠান করত জল হইতে স্বতন্ত্র এবং জলের নিয়ন্তা সেই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে প্রাচ্যাদি নদী পাত হইয়া থাকে। এবং চৈতন্য বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ বৎস বাৎসল্য প্রযুক্ত ইচ্ছা বশতঃ নিঃসৃত হয় এবং বৎসের চোষণেও আকর্ষিত হয়। অপিচ, জল নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া বাহিত হয় না, কেননা নিম্ন ভূম্যাদির অপেক্ষা থাকে।

"শঙ্করাচার্য্যের তর্কের সারাংশ প্রত্যাখ্যেয় নহে,

তিনি দুই নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করেন অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ এবং অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ, নৈসর্গিক নিয়ম হইতেছে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ, এবং সর্ব্ব নিয়ন্তা শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ। কেবল প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক নিয়মকে স্মরণ করিলে তোমারদেরই কথার পুনরুক্তি হয় বটে। নিম্ন ভূমি পাইলেই জল বাহিত হয় এবং বাধন প্রাপ্ত হইলেই বাষ্প বল প্রকটিত হয় ইহা কেবল নৈসর্গিক কার্য্য বর্ণন মাত্র কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম স্বতঃ নিরূপিত নহে পরমাত্মা তাহার মূল কারণ। তাঁহার আদেশে ঐ নিয়ম হইয়াছে এবং তাহাতেই দগ্ধ জল বাষ্প তদধীন কার্য্য করে। শঙ্করের অদ্বৈত বাদ ত্যাগ করিলে ঔপনিষদ বচনানুসারে কহা যাইতে পারে য়িনি জলের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন সেই পরমাত্মার শাসনে স্রোতস্বতী নিম্নগাদি প্রবাহ হইয়া থাকে।

"বাষ্পের শক্তি অতি বিচিত্র বটে তাহা প্রত্যহ বারাণসী হইতে আগত শকট শ্রেণীতেই বিলক্ষণ অনুমেয় হয় কিন্তু ঐ শকট শ্রেণী চালনার্থ কীদৃশ বুদ্ধি বিবেকের অনুশীলন হইয়াছে তাহা ভুলিও না। প্রথমতঃ বিবেচনা কর রেলওএ সৃষ্টি করণের সঙ্কল্পে কেমন দূরদর্শিতা প্রকাশ হইয়াছে পরে সঙ্কল্প সিদ্ধির নিমিত্ত কত চেষ্টা ও কৌশল হইয়াছে শকট শ্রেণীর গমনার্থ পথ প্রস্তুত করা কি ক্ষুদ্র বুদ্ধির কার্য্য? শোণ নদীর উপর সেতু বন্ধনে কেমন কৌশল লক্ষিত হয় তাহা সাধারণ লোকে শীঘ্র বুঝিতেও পারে না। আর শকট চালন যন্ত্র নির্ম্মাণে কি পর্য্যন্ত

বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে তাহাও সহজে পরিমাণ করা যায় না। রেলওএতে আশ্চর্য্য বাষ্প শক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি দূরদর্শী পণ্ডিত ব্যতীত কি কেহ এতাদৃশ শক্তি অবলম্বন দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিত।

"বারাণসী হইতে যে শকট শ্রেণী আইসে তাহা কি সুবুদ্ধি শাসক ব্যতীত আপনা আপনি আসিতে পারে, জলাধার এবং অনলাধারে কি জল এবং জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়মিত পরিমাণে নিয়মিত সময়ে আপনা আপনি প্রবেশ করিয়া বাষ্প উৎপন্ন করত শকট চালন করে? যদি কেহ তোমার নিকট আসিয়া বলে যে তোমার সটীক কাপিল সূত্র কোন রচক কিম্বা লেখক ব্যতীত কেবল বস্ত্রখণ্ড হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, কতক বস্ত্র চীর দৈবাৎ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া কজ্জলীভূত হয় অবশিষ্ট চীর দধি দুগ্ধ পরিণাম বৎ আর্দ্র হইয়া কাগজ হয় পরে সেই কাগজে ঐ কজ্জল দিগ্ধ হওয়াতে সিতাসিত অক্ষর চিহ্নিত হইয়াছে তুমি তাহাই সটীক কাপিল সূত্র বলিয়া আবৃত্তি করিয়া থাক কিন্তু ফলে ঐ গ্রন্থ পৌরুষেয় নহে উহা কেবল বস্ত্রচীর মাত্র। যদি কোন কোবিৎ শিরোমণি আসিয়া সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যোৎপত্তির এই রূপ কারণ নির্দ্দেশ করত কহে যে ঐ স্বতঃ উৎপন্ন কজ্জল ঐ কাগজের উপর এমত ২ বর্ণ চিহ্ন করিল যে তাহাতে সূত্র এবং ভাষ্য উভয় প্রকটিত হইল পরে কাগজ গুলা আপনা আপনি পুস্তক পরিমাণ পত্রীভূত হইয়া গ্রথিত হইল ইহাতে কোন পৌরুষেয়ী চেষ্টা ছিলনা সূত্রকার ভাষ্যকার কাগজকর মসীকর লেখক প্রভৃতি কোন চৈতন্য সম্পন্ন

নিয়ন্তা বা নিৰ্ম্মাতার প্রয়োজন হয় নাই শুদ্ধ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ঐ গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে। যদি এমত কথা কেহ তোমার নিকট প্রচার করে তবে তুমি তাহাকে কি উত্তর দেও?”

কাপিল। “এই প্রশ্নে কেবল বিতণ্ডা প্রকাশ। সাংখ্য সূত্র মহর্ষি কপিলের রচনা ইহা জগদ্বিখ্যাত, তবে উক্ত কল্পিত বার্ত্তা আমরা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পারি?”

সত্যকাম। “আচ্ছা, যদি কেহ তোমার অবিদিত কোন পুস্তক আনিয়া তদ্রচনার ঐ রূপ বর্ণন করে তবে কি তাহার কথা গ্রাহ্য করিবা বিশেষতঃ যদি সেই পুস্তকে প্রগাঢ় দার্শনিক বুদ্ধি এবং অলঙ্কার জ্ঞানের চিহ্ন থাকে”।

কাপিল। “যদি প্রগাঢ় দাশনিক বুদ্ধির চিহ্ন থাকে তবে তাহাতেই উপপন্ন হইবে উহা তাদৃশ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন পুরুষের রচনা। কোন গ্রন্থে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র উৎকর্ষ থাকে তবে প্রথমতঃ গ্রন্থকর্ত্তার ভাব প্রকটিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ সেই ভাব প্রকৃত উপযুক্ত শব্দ বদ্ধ হইবে, তৃতীয়তঃ ব্যাকরণ সূত্র সঙ্গত পদ শুদ্ধি, চতুর্থতঃ অদোষ অন্বয় সম্পন্ন পদ বিন্যাস, পঞ্চমতঃ বর্ণ শুদ্ধি সম্বলিত লেখন। এ সকল বার্য্য বস্ত্র খণ্ডের আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে না, উত্তম গ্রন্থ হইলেই তাহাতে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের চিহ্ন থাকিবে তাহা সুতরাং পৌরুষেয়। বুদ্ধি চিহ্ন সম্পন্ন গ্রন্থের সুপণ্ডিত রচক থাকিবে ইহাতে প্রশ্ন করিবার বিষয় কি? অপ্রষ্টব্য প্রশ্ন করাতে বোধ হইল তোমার আর কোন কথা নাই”।

সত্যকাম। “কথা অনেক আছে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

বিষয়ে কহিলা তাহাতে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের চিহ্ন অবশ্য থাকিবে। আর তাহা বস্ত্র খণ্ডের আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে না একথা প্রমাণ বটে কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে কি জ্ঞান ও বুদ্ধি কৌশলের চিহ্ন নাই, ইহা কি প্রকৃতির আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে? বিবিধ নৈসর্গিক নিয়ম সম্পন্ন এই জগৎ দর্শনে কি নিশ্চয় প্রমাণ হয় না, যে ঐ সকল নিয়মের এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিয়ন্তা আছেন। গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সঙ্গত পদ বিন্যাস দেখিয়া তোমার অনুমান হয় যে তাহা ব্যাকরণ অলঙ্কারে ব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিতের রচনা হইবে তবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অগণনীয় নিয়ম এবং প্রতিনিয়ম দেখিয়া কি স্পষ্টতর অনুমান হয় না যে ইহারও কোন অচিন্ত্য শক্তি এবং বুদ্ধি সম্পন্ন নিয়ন্তা থাকিবেন। বর্ণ হইতে শব্দ সৃষ্টি এবং শব্দ বিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকটন ব্যাকরণ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বিরহে সম্ভবে না তবে কি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পৃথিবী বায়ু কোন শুদ্ধ বুদ্ধ নিয়ন্তার অভাবে আপনা আপনি এমত নিয়ম এবং প্রতিনিয়ম পূর্ব্বক স্ব২ স্থল গতি আকর্ষণ শক্তি এবং অন্যান্য গুণ সংগ্রহ করিয়াছে যে তাহাতে ঠিক আমারদের প্রয়োজনানুযায়ি এবং জীবন ধারণোপযোগি অহো রাত্র ঋতুভেদ এবং দীপ্তি উত্তাপাদি উৎপন্ন হয়? সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ব্যতীত পুস্তক রচনা সম্ভবে না, যদি কেহ বলে যে সম্ভবে তাহাকে বাতুল কহিবা, তবে এই জগৎ রচনা কি সুবিজ্ঞ পরমাত্মার চেষ্টা বিরহে সম্ভবে? ইহা কি অচেতন জড় পদার্থের উৎপাদ্য হইতে পারে—তাহা আবার পুরুষের মোক্ষার্থ?

" তুমি বলিতেছ যে চেতনের অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রকৃতি হইতে এই শোভন বিচিত্র জগৎ রচনা হইয়াছে কিন্তু এই জগতের মধ্যে এমত কৌশল আছে যে নিপুণতম মানবও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হয়, এমত অসংখ্য প্রকরণে বিচিত্র পদার্থের পরস্পর প্রতিনিয়ম যে কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিত যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিলেও তাহার সর্ব্বাংশ বুঝিতে পারে না, প্রাণির অবয়ব রচনা এমত বিচিত্র যে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র কার্য্য আছে এবং সমষ্টিভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহে জীবন রক্ষা ও প্রাণির সুখানুভব হইয়া থাকে। এমত রচনাকে তুমি সচেতন নিয়ন্তা এবং সঙ্কল্পক বিরহে উৎপাদ্য জ্ঞান কর। কীদৃশী রচনাকে এমত আকস্মিক কহিতেছ তাহা পুনশ্চ ভাবিয়া দেখ। ঊর্দ্ধে দিবাকর বিরাজমান, তাহা হইতে দীপ্তি এবং তেজ উৎপন্ন হয়, ইহাতে প্রাণিবর্গের অপরিমেয় উপকার দর্শে। কিন্তু ভুবর্লোকে তদুপযোগী বায়ু না থাকিলে ঐ দীপ্তি এবং তেজের ব্যাপ্তি হইতে পারিত না গৃহের অভ্যন্তরাদি অসূর্য্যম্পশ্য স্থল মধ্যাহ্ন কালেও অমাবস্যার নিশীথ তুল্য অন্ধকারাবৃত হইত এবং হিমালয় শেখরবৎ শীতল হইত আর রৌদ্র পাত স্থল সাক্ষাৎ অগ্নি কুণ্ড হইত। গৃহের বাহিরে গেলে একেবারে যেন হিম গহ্বর হইতে অগ্নি কুণ্ড এবং নিবিড় অন্ধ তিমির হইতে প্রখর দীপ্তি প্রাপ্তি হইত। এমত অবস্থায় অস্মদ্বিধ প্রাণির জীবন সঙ্কট তাহা সহজেই বুঝিতে পার। সহস্র রশ্মি হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইলে যদি বায়ু সহকারে

তাহার বিস্তার না হইত তবে সংসার রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িত। অতএব দিবাকর এবং পবন এই রূপে পরস্পর প্রতিনিয়ত গুণ সম্পন্ন হইয়াছেন, এমত গুণ সম্পাদন মহর্ষি কপিলেরও বুদ্ধি অতিক্রমণ করে তবে কি তাহা অচেতন প্রকৃতি দত্ত হইতে পারে?

"প্রভাকর পৃথিবী গৃহাদির মধ্যস্থলে স্থির থাকেন। যদিও আমরা পৃথিবীকে অচলা কহিয়া থাকি কিন্তু ফলে কেবল সূর্য্যই স্থির ইহা স্বীকার না করিলে খগোলীয় বিবিধ ব্যাপার সিদ্ধান্তে কারণ গৌরব জন্মে।" সূর্য্য রাশি চক্রের মধ্যে থাকিয়া আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গৃহ গণকে স্ব২ পদবীতে নিয়মিত করিয়া রাখেন এবং তাহারদের বেগের পরিমাণ করিয়া দেন। এই সকল নিয়মে সংসার রক্ষা হয় ইহা এমত প্রসিদ্ধ কথা যে ইহার প্রসঙ্গ করা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে কেবল একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। পৃথিবীর অবস্থান এবং গতি এমত নিয়মে হইয়া থাকে যে বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ তৎমেরুদ্বয় এক২ বার সূর্য্যাভিমুখে কিয়দংশ প্রবণ হয় তাহাই ঋতু ভেদের কারণ। ঋতুভেদ না হইলে সংসারের কি দুর্গতি হইত তাহা বিবেচনা কর। কালিদাসাদি মহা কবিবৃন্দ মধুমাসের যে প্রকার উৎকর্ষ বিস্তার করুন এবং নিত্য বসন্তের যে ভাবুক বর্ণন করুন কিন্তু বস্তুতঃ নিত্য বসন্ত সম্ভব হইলে বিজাতীয় দুর্গতি হইত। প্রভাকরের পক্ষে কেবল দীর্ঘিকাস্থ কমলোন্মেষ যোগ্য ভৃঙ্গ বিস্তার এবং পবনের পক্ষে কেবল তালবৃন্ত ব্যজনোপযোগি বায়ু বহন এবং শীতোষ্ণের অত্যন্তাভাব এই সকল

কাব্য রসের উক্তি যদি বাস্তবিকী সত্যতা প্রাপ্ত হয় তবে ফলে সুখানুভব দূরে থাকুক সংসারে জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অশক্য হইয়া পড়ে। সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা পৃথিবীর রস ঊর্দ্ধে আকর্ষিত না হইলে বর্ষার সম্ভব হয় না, বর্ষা অসম্ভব হইলে শস্য সম্ভব হয় না। এবং বায়ুর চিরমান্দ্য হইলে অশেষ বৈগুণ্য সম্ভব হয় সুতরাং চির বসন্ত প্রযুক্ত কেবল সংসার ধ্বংস সম্ভাবনা। অতএব পৃথিবীর মেরু দণ্ড এতাদৃশ প্রবণ করাতে অশেষ গুণ উপকার দর্শে কিন্তু অচেতন প্রকৃতি পক্ষে কি এমত সঙ্কল্প সম্ভব হয়।

"অপিচ জরায়ুজ অণ্ডজ উদ্ভিজ্জাদি অবয়বের শৃঙ্খলা বিবেচনা করিয়া দেখ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরূপ হইলেও আবার এমত বিচিত্র, সজাতীয় হইলেও আবার এমত বিজাতীয়, যে তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ স্বতন্ত্র২ দুরূহ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরের মধ্যে মাংস অস্থি নাড়ী শিরাদি এমত বিচিত্র রূপে সংযুক্ত হইয়াছে যে বহুকাল পর্য্যন্ত মনোনিবেশ না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমষ্টিভাবে বুঝা দূরে থাকুক কোন২ অঙ্গ ব্যষ্টিভাবে বুঝিতেও বহুকাল বিলম্ব হয়। চক্ষুর গঠন এবং সৌস্থ্যাসৌস্থ্যের নিদান এমত বহু দর্শন সাধ্য যে যাহারা তাহাতেই অনন্যমনা হয় কেবল তাহারাই চক্ষুরোগ চিকিৎসায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। কীট পতঙ্গাদি রহস্য যাহারা বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিয়াছে কেবল তাহারাই সৌষ্ঠব প্রকারে অবগত হয়। উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি উদ্দেশ্য হইলে তাহাতেই বিশেষ করিতে হয়। এ সকলের তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য পশু

পক্ষ্যাদির অবয়ব এবং তরুলতা গুল্মাদির শাখা পল্লব সংসার রক্ষার্থ এমত কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে যে সাক্ষাৎ পরীক্ষার পূর্ব্বে নিপুণতম শিল্পিও তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে পরিত না এবং পরীক্ষার পরেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও তাৎপর্য্য অতীব যত্ন না করিলে বুঝিতে পারে না। দেখ ক্ষুদ্রতম কীট শরীরেও খাদ্য আহরণার্থ তুণ্ড পরিপাকার্থ জঠর এবং অপত্য উৎপাদনার্থ নির্দ্দিষ্ট অবয়ব দেখা যায়। প্রাণি বর্গের মধ্যে আবার যে আহার যাহার পোষক পথ্য হয় সে তাহাতেই অনুরক্ত এবং অখাদ্য দ্রব্যান্তরে বিরক্ত হয়। এমত সূক্ষ্ম কৌশল এবং দূর দৃষ্টি পূর্ব্বক অবয়ব সৃষ্টি এবং খাদ্যাখাদ্যে অনুরাগ বিরাগ অর্পণ কি অচেতন প্রকৃতিতে সম্ভবে? যাহার স্বকীয় চৈতন্য নাই সে কি এমত প্রতিনিয়ত গঠন করিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে হিতকর দ্রব্যে প্রবৃত্তি এবং অহিতকর দ্রব্যে নিবৃত্তি দান করিতে পারে? সে কি এমত শরীর যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে মৃত্তিকা লোষ্টাদির রসের পরিণামে শাখা পল্লবাদি ফল পুষ্প উৎপন্ন হয় এবং শাখা পল্লবাদি ফল পুষ্পের রসে রক্ত মাংস মজ্জাদি প্রভুত হয়, যৎকরণক জল ও বায়ুর পরিণামে ফল পুষ্প এবং ফল মূলের পরিপাকে দুগ্ধসৃষ্টি হয়।

"গ্রন্থ রচনায় ব্যাকরণ সাহিত্যাদি বুৎপত্তির চিহ্ন থাকাতে তোমার বিবেচনায় তাহা বস্ত্র চোরের স্বাভাবিক পরিণামে সম্ভবে না সে তো যথার্থ কথা বটে তবে জগৎ-রচনায় এমত সূক্ষ্ম কৌশলের চিহ্ন সত্ত্বে অচেতন প্রকৃতিকে কি প্রকারে মূল কারণ কহিতে পার? জগৎ রচনা কি

সাংখ্য সূত্র হইতে ক্ষুদ্রতর কৌশলাপেক্ষ? তোমারদের অভিপ্রায় গ্রহণে আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল”।

কাপিল। “আমারদের এই মাত্র অভিপ্রায় যে প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ? পুরুষের কার্য্য তৎপরতা সম্ভব হয় না, প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারে ক্রিয়া-তৎপরতা সম্ভবে, পুরুষে সম্ভবে না, অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ। উপাদান ব্যতীত কি কার্য্য হইতে পারে ইষ্টক না থাকিলে কি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার?”

সত্যকাম। “আমি পারি না বটে কিন্তু সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন জগৎকর্ত্তা পারেন, আর ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই বা কি প্রকারে দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে? যে স্বয়ং দ্রব্য নহে সে দ্রব্যের উপাদান কি রূপে হইবে?”

এস্থলে কাপিল আচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ চকিত হওয়াতে আগমিক কহিলেন যে প্রকৃতি শব্দে স্বভাবকে বুঝায়। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মন, দ্বিতীয় অহঙ্কার, পরে অহঙ্কার হইতে অবশিষ্ট তত্ত্বান্তরের সৃষ্টি। বোধ হয় মহর্ষি কপি-লের এই মাত্র অভিপ্রায় যে নিত্যাত্মা পুরুষ প্রকৃতি বশতঃ অর্থাৎ স্বভাবতঃ চিত্ত এবং অহঙ্কার সম্পন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

সত্যকাম। “এ অভিপ্রায় সম্ভবে বটে আর মৎস্য পুরাণে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবিশেষ করিয়াছেন যথা

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতং। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরি-কীর্ত্তিতা ॥ কেচিৎপ্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টেং

বিখ্যাতা বসবোহপিচ॥ গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়োদেবা বিজজ্ঞিরে। একা মূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে। মহানিতি ততঃ খ্যাতিলোকানাং জায়তে সদা॥ অহংকারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধনঃ। ইন্দ্রিয়াণি ততঃ পঞ্চ বক্ষ্যে বুদ্ধিবশানি তু॥ প্রাদুর্ভবন্তি চান্যানি তথা কর্মবশানি তু। মন একাদশং তেষাং ঽাম বুদ্ধিগুণান্বিতম্॥

"কিন্তু আমার বিস্ময়ের এক বিশেষ কারণ এই যে মহর্ষি কপিল অচেতন প্রকৃতিকে জগৎ স্রষ্ট্রী বলিয়া ঘোষণানন্তর বৎস পোষণার্থ গাভীর দুগ্ধ নিঃসরণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াছেন। ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার স্বীয় মত খণ্ডনই সম্ভব হয়। তাঁহার মতে প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠান বিনা পুরুষার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, যেমন বৎসের উপকারার্থ গাভীর দুগ্ধ স্বতঃ প্রকটিত হয় কিন্তু সে প্রকটনার্থ গাভী শরীরে কেমন বিচিত্র উপকরণ আছে তাহা বিবেচনা করা উচিত। তৃণ পল্লবাদি আদৌ চর্ব্বণ পুরঃসর জঠরস্থ হইয়া পরিপাকানন্তর রস বিশেষাকারে শোণিতাশয় গত হইয়া শোণিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। যে উপকরণ যন্ত্র দ্বারা তৃণ পল্লবাদি এই রূপ শোণিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্মতা। শোণিতের মধ্যে কিঞ্চিৎ কর্কর থাকিলে যদি তদভিঘাতে শোণিতাশয়ের পীড়া জন্মে তন্নিমিত্ত জঠর যন্ত্র গুণে পরিপাকের বিচিত্র নির্ম্মলতা হয়। ইহার অল্প ব্যত্যয় হইলেও প্রাণির অসুস্থতা প্রকটিত হয়।

"অপর তৃণ পল্লবাদি খাদ্যের পরিণামে রুধির সঞ্চয় হইলে সেই রুধির হইতে আবার নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ রস নিঃসরণ হইয়া থাকে। যে২ রস নিঃসরণ জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক তাহা নিত্যই হইয়া থাকে

এবং যাহার অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হয় তাহা নৈমিত্তিক। স্ত্রী জাতি অন্তঃসত্ত্ব হইলে ঐ রুধির হইতে অপত্য পোষণার্থ এক নূতন রস নিঃসৃত হয় তাহাকেই আমরা দুগ্ধ কহিয়া থাকি। ঐ অপত্য পোষক নৈমিত্তিক রস ধারণার্থ পয়োধর প্রয়োজিত থাকে এবং পয়োধর পর্য্যন্ত তৎ সঞ্চালনার্থ বিশেষ প্রণালিকা দৃষ্ট হয় তবে দেখ দেখি বৎস্য পোষণার্থে দুগ্ধ নিঃসরণের কেমন বিচিত্র কৌশল সূচক সূক্ষ্ম উপকরণ আছে। এমত কৌশল এবং প্রতিনিয়ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি অচেতন পদার্থ হইতে আকস্মিক উৎপন্ন হইতে পারে?"

কাপিলাচার্য্য এই উক্তি শ্রবণানন্তর কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে কহিলেন, "সত্যকাম তুমি স্বীকার করিয়াছ যে আমারদের চির বৈরি শঙ্করাচার্য্যের তর্কে অনেক অযুক্তি আছে এ বিষয়ে তোমার পক্ষপাতিত্ব বিরহ দেখিয়া আমার মনে আশ্বাস হইল যে আমারদের মত বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিলে তুমি তাহার উৎকর্ষ স্বীকার করিবা। অবোধ লোকে আমারদের যৎপরো নাস্তি নিন্দা করিয়া থাকে, মনে করে আমারদিগকে নিরীশ্বর বলিয়া মাৎসর্য্য প্রকাশ করিলেই তাহারদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইবে ফলে আমারদের কেমন সূক্ষ্ম মীমাংসা ঐ বকব্রতী পণ্ডিতম্মন্য মহা পুরুষেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝেন না তথাচ বিজ্ঞতর কোবিদ্বৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন যে আমারদের দর্শনেই বিশিষ্ট জ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে—

শ্রীরাম ভক্ত তুলসীদাস কবির উক্তি

আদি দেব প্রভু দীন দয়ালা। জঠর ধরেউ জেহি কপিল কৃপালা॥ সাংখ্য শাস্ত্র জিন প্রগট বখানা। তত্ত্ব বিচার নিপুণ ভগবানা॥

"এ কথা যথার্থ বটে আমারদের দর্শন তত্ত্ব বিচার প্রধান। আমারদিগকে নিরীশ্বর অধার্ম্মিক নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করা কেবল সাহস মাত্র। বিচারাক্ষম লোকেরা অবশেষে এই রূপে ঈশ্বরের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু আপনারা বিচারে বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদের তর্কের মর্ম্ম বিবেচনা করুন। শঙ্করাচার্য্য শয়নাসন বিহার ভূমি সম্পন্ন প্রাসাদাদির প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং আপনিও গাভীর অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন। বাঢ়ং। ইহাতে অপূর্ব্ব কৌশল আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি নাই কিন্তু জগৎ রচনায় যে কৌশল দেদীপ্যমান আছে অট্টালিকা নির্ম্মাণে তদপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, জগৎ রচনায় যে কৌশল দেদীপ্যমান তাহা আমারদের প্রতিপক্ষ অপেক্ষা বরং আমরা আরো অধিক সমাদর করিয়া থাকি। তবে এ সকল কথা পুনঃ২ আমারদের সম্মুখে আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি? আমারদের যথার্থ তর্ক কি তাহা বিবেচনা কর। মানব জাতীয় সহজ জ্ঞানের কথা মধ্যে২ আমারদের কর্ণগত হইয়া থাকে আমরা তাহার প্রতিপক্ষতা করি না তবে আমরা এই মাত্র বলিয়া থাকি যে জগৎ রচনায় প্রকৃতি ব্যতীত কারণান্তর গবেষণের প্রয়োজন নাই প্রকৃতি এবং তৎকৃত তত্ত্ব সমূহের নৈসর্গিক [illegible] এবং নিয়ম বশতঃ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিলক্ষণ সম্ভবে। ঐ সকল নিয়ম প্রযুক্ত ত্রিভুবনের তাবৎ বস্তুর স্থিতি এবং

সংসার রক্ষা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। ভূগোল খগোল উভয় স্থলের সকল ব্যাপারেই প্রকৃতি মূল কারণ। প্রকৃতির কার্য্য দ্বারা দিবাকরের স্থিতি এবং চন্দ্র ও গ্রহগণের নিয়মিত গতি তথা ভূতলস্থ পদার্থসমূহের প্রকটন। ভূতলস্থ পদার্থসমূহ স্বভাবতঃ ক্রমশঃ বিলম্বে২ প্রকটিত হইয়াছে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিত্ব প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি কপিলের এই অনুভব এক্ষণে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরাও অগত্যা স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর মধ্যে যত নূতন২ দ্রব্য প্রকাশিত হইয়াছে ততই ঐ অনুভব স্পষ্টতর উপপন্ন হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে আয়ুর্বেদ প্রতিপাদনার্থ যে ম্লেচ্ছ বিদ্যা মন্দির আছে তথায় আমার জনৈক কুটম্ব অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তিনি কৃতবিদ্য হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি যে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরা ভূতলস্থ পদার্থ প্রকটন বিষয়ে মহর্ষি কপিলের মতানুযায়ি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল বস্তুই দধির ন্যায় স্বাভাবিক পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাঁরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে বসুন্ধরাতলে আদৌ কেবল জড় পদার্থ ছিল পরে স্বাভাবিক পরিণামে তাহা হইতে উদ্ভিজ্জাদি অবয়ব সম্পন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। জড়পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। যথা কস্যচিৎ ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের উক্তি 'বৃক্ষ গুল্মাদি অবয়বি পদার্থের প্রকটনে উৎকর্ষই প্রতিপন্ন হয়। আদৌ ক্ষুদ্র পরে ক্রমশঃ বৃহৎ অবয়ব দৃষ্ট হয়, উদ্ভিজ্জ পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমতঃ সিন্ধুজাত পরে স্থলজাত গুল্ম প্রকাশ হয়'। প্রাণি সমূহের মধ্যেও

আদৌ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সৃষ্ট হয়, পরে ক্রমিক পরিণামে অন্যান্য বিবিধ প্রাণি, অবশেষে জরায়ুজ।

"দেখ এতকালের পর ম্লেচ্ছদিগের সিদ্ধান্তেও মহর্ষি কপিলের মত জাজ্বল্যমান হইল। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্রমশঃ উৎকর্ষ ভাব প্রাপ্তি দর্শনে তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন যে মূল প্রকৃতি সকলের আদি কারণ। বেদান্তিরা আত্মাকে যাবদীয় পদার্থের উপাদান করিয়া সৃষ্টিতে অপকর্ষ ভাব প্রাপ্তি স্থির করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিৎ শিরোমণিরা যাহা কহুন কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার পরিণামে জড়বস্তুর উৎপত্তি কখন সম্ভবে না। অস্মদীয় মহর্ষি তন্নিমিত্ত উপদেশ করিলেন, যে অচেতন প্রকৃতি সকল পদার্থের মূল কারণ এবং সৃষ্টি দ্বারা অপকর্ষের উৎকর্ষ লাভ হয়, আত্মা তো জন্য পদার্থ নহেন তদ্ব্যতীত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির কার্য্যাধীন অধম অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবত প্রকটিত হয়। এমত জ্ঞানের কথা অল্প বুদ্ধি লোকে সহজে বুঝিতে, পারে না সুতরাং তাঁহাকে নিরীশ্বর বলিয়া আপনারদের স্থূল বুদ্ধি গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কাপিল দর্শন এক্ষণে জগৎ পূজ্য হইয়াছে। ম্লেচ্ছেরদেরও তাদৃশই মীমাংসা"।

সত্যকাম। "ইউরোপীয় কতিপয় পণ্ডিতদিগের নাম লইয়া তুমি সাংখ্য শাস্ত্রের যে প্রকার গরিমা করিলা তাদৃশ আমি অন্যত্র কোথায়ও দেখি নাই কিন্তু আর্য্য ম্লেচ্ছ সংযোগে সাংখ্য দর্শন বস্তুতঃ বল প্রাপ্ত হইল না। যে ইউরোপীয় ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের তুমি নাম স্মরণ করিয়াছ তিনি কপিলের

ন্যায় ঈশ্বর অস্বীকার করেন নাই নিরীশ্বর উপদেশও প্রচার করেন নাই তিনি অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ পরমাত্মাকে উপেক্ষা না করিয়া কেবল অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর এক প্রকার দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরের প্রকটন বিষয়েও সমূহ ইউরোপীয় পণ্ডিত বৃন্দের তাদৃশ মত নহে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতে ঐ প্রকার বিজাতীয় দ্রব্য প্রকটন সম্ভব হয় না, কিন্তু সে বিষয়ের প্রসঙ্গ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য তুমি স্বমত পোষকতার নিমিত্ত যে পণ্ডিতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছ তিনি নৈসর্গিক নিয়মের অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান সম্পন্ন স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার অপর উক্তি শ্রবণ কর, 'এই সকল বিবেচনায় চিত্ত স্থৈর্য্য হইলে নৈসর্গিক নিয়মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম প্রযুক্ত যদিও ঐ স্থলে আমারদের পরীক্ষাবসান হয় কিন্তু বুদ্ধিজীবি মানব এমত স্থলে পরীক্ষাবসান করিতে পারেন না। নিয়মের পর নিয়মের কারণ কি তাহা প্রষ্টব্য। এই সকল সুচারু নিয়ম কোথা হইতে হইল? মতপ্রশ্নে দর্শন শাস্ত্র অবসিত হয়েন কিন্তু অব্যবহিত পরেই প্রমাণান্তর হইতে মীমাংসা করেন যে এক সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন মূল কারণ আছেন অন্যান্য কারণ তাঁহার উপকরণ মাত্র। নৈসর্গিক নিয়ম তাঁহার আদেশ। সে পরমাত্মার ধাম এবং তত্ত্ব কে বর্ণন করিতে পারে? মানব জাতি এমত প্রগাঢ় বিষয়ে নিস্তব্ধ হইয়া কেবল স্তব এবং আরাধনা মাত্র করিবার অধিকারী। সকলি নিয়মের কার্য্য দৃষ্ট হওয়াতে এক সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন নিয়ন্তার সদ্ভাব

অবশ্যম্ভু হয় কেননা অন্য কোন কারণ হইতে এমত নিরবশেষ কার্য্য নিয়মের সৃষ্টি সম্ভবে না যেহেতুক সে সৃষ্টিতে অচিন্ত্য কৌশলের অপেক্ষা থাকে সুতরাং এই সকল দর্শনে স্রষ্টা এবং ধাতা উভয়ই প্রতিপন্ন হয়'।

"অতএব দেখ যে বিচক্ষণ পণ্ডিতকে তুমি আপনি সাক্ষী করিয়াছ তাঁহারই কথা প্রমাণ তোমারদের মীমাংসা খণ্ডন হইল প্রকৃতিপর এক সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্ব বিধাতা পুরুষ আছেন ইহা তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। ফলে নিয়ন্তা ব্যতিরেকে নিয়ম কি প্রকারে সম্ভবে? তোমারদের পরিকল্পিত অচেতন প্রকৃতি কখন মূল কারণ হইতে পারে না"।

কাপিল। "ঈশ্বরের তত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না নৈসর্গিক নিয়ম আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমারদের শাস্ত্র দর্শন শাস্ত্র, যাহা দ্রষ্টব্য তাহারই মীমাংসা আছে যাহা অদৃশ্য তাহার মীমাংসা নাই। কপিলের এই মাত্র উপদেশ যে জগতীস্থ দ্রব্য প্রকটন নৈসর্গিক নিয়মেই প্রতিপন্ন হয়। আমি যে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের নাম স্মরণ করিয়াছি এবং যাঁহার গ্রন্থ হইতে তুমি বচন উদ্ধৃত করিলা তিনিই তো কহিয়াছেন যে ঈশ্বর-তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তাহা দর্শনাতীত। কপিল দর্শন শাস্ত্রের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই"।

সত্যকাম। "কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে পরীক্ষাবসান করা বুদ্ধি জীবি পুরুষের অসাধ্য। তাহা করিলে সামান্য বিদ্যার উপর যে আর এক মহত্তর বিদ্যা আছে তাহার প্রতিপক্ষতা করা হয়"।

কাপিল। "এ কথার আবার ভাব কি?"

সত্যকাম। "অবধীয়তাং। দ্রষ্টব্য বিষয় জ্ঞান কি রূপে পাওয়া যায়? প্রত্যক্ষ পদার্থের উপলব্ধি কি প্রকারে হয়? চক্ষু উন্মীলিত করিলে কিম্বা ঘোর অন্ধকার হইলে কিছুই দৃষ্ট হয় না কিন্তু আলোক তরঙ্গমালা নেত্রের উপর পড়িলে সন্নিহিত আকার হৃদয়ঙ্গম হয়। অভিহত আকাশ অথবা বায়ু কর্ণ কুহর গত হইলে শব্দের অনুভব হয়। সন্নিকৃষ্ট দ্রব্যে ত্বক্ সংযোগ হইলে স্পর্শানুভব হয়। জ্ঞানকে শক্তি কহা যায় কিন্তু তদুৎপত্তিও শক্তি জন্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ শক্তি বশতঃ হয়, বাহ্য পদার্থের সন্নিকর্ষ রূপ অভিঘাত ইন্দ্রিয় গত হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ কিম্বা ব্যাধি না থাকিলে সে জ্ঞান অসংশয় হয় কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি যেমন পঞ্চ বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তদ্রূপ অন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনও আছে সেই মনকে তোমরা মহত্তত্ত্ব কহিয়া থাক। চক্ষু কর্ণাদি জনিত জ্ঞানকে যদি অসংশয় কহা যায় ঐ মহত্তত্ত্ব জনিত জ্ঞানও তাদৃশ অসংশয়। চক্ষু কর্ণাদির সন্নিকর্ষ বশতঃ যদি জগতের আকার প্রকার ও ভূরি২ পদার্থের বিচিত্র নিয়ম উপলব্ধ হয় এবং তোমারদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় যে পুরুষের হিতার্থ প্রকৃতির কার্য্য, তবে অন্তরীণ ঐ মহত্তত্ত্ব বল দ্বারা তোমারদিগকে আর এক পরম মূল কারণের উদ্দেশ করায়। ঐ মহত্তত্ত্ব দ্বারা এই অপর জ্ঞান জন্মে যে অভিপ্রেত এবং নিয়মিত কার্য্য বুদ্ধি কৌশল সম্পন্ন কারণ ব্যতীত ঘটন সম্ভবে না। ঐ মহত্তত্ত্ব দ্বারা আরো এক অব্যাহত উপ-

বুদ্ধি হয় যে অচেতন জড়পদার্থ কখন চৈতন্য ও বুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। চেতন কখন অচেতনকে আপনার জনক বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতএব দর্শন শাস্ত্রকেই প্রতিপন্ন করিতে হয় যে যেমন জগতের সদ্ভাব আছে তদ্রূপ জগৎস্রষ্টা চেতন কারণেরও সদ্ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়।

"চেতনাচেতন পদার্থের মুখ্য প্রভেদ কি বিবেচনা কর? চেতন পদার্থের প্রবৃত্তি এবং গতি আছে অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তি গত্যাদি কিছুই নাই। অচেতন পদার্থের নিবৃত্তি কোন বাহ্য অভিঘাত বশতঃ নিরাকৃত না হইলে তৎপদার্থের গতি কিম্বা অন্য ক্রিয়া সম্ভবে না এবং অভিপ্রেত সঙ্কল্প বিশিষ্ট অভিঘাত বুদ্ধি চৈতন্য ব্যতীত হইতে পারে না। জড়পদার্থের স্বতন্ত্র গমন কিম্বা কার্য্য শক্তি কহাতেই অযুক্তি এবং বিরোধ আছে। অভিপ্রায় সঙ্কল্প তাৎপর্য্যে এ সকলি মানসিক ব্যাপার। জড়পদার্থে তাহা আরোপ করিলে বালক এবং উন্মত্ত তুল্য প্রলাপ করা হয়"।

আগমিক। "মহর্ষি কপিল সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা এক পুরুষ স্বীকার করিয়াছেন সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। তাহাতেই কি সুতরাং স্বীকার করা হইল না যে পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা?"

সত্যকাম। "বিজ্ঞান ভিক্ষু ঐ সর্ব্বকর্ত্তাকে আদিপুরুষ কহিয়াছেন সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষোভবতি। কপিলের ঐ বচনকে সেশ্বরতার লক্ষণ বলিয়া আনন্দ করা যাইতে পারিত কিন্তু সূত্রকার আপনি আমারদিগকে সে

আনন্দে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি মুহুর্ম্মহু এই শিক্ষা দিয়াছেন যে জগৎস্রষ্টা সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর নাই এবং হইতেও পারে না। তিনি ঈশ্বরের অত্যন্তাভাব উপদিষ্ট করিয়াছেন। আপনি যে সর্ব্বকর্ত্তার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আবার আপনি লিখিয়াছেন ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা এমত ঈশ্বর আছেন বটে, ভাষ্যকার কহেন ইহার অর্থ জন্য ঈশ্বর, জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ। প্রথম অধ্যায়ে সূত্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ মুক্তের অন্যতর হইবেন। যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাদি প্রবৃত্তি রহিত সুতরাং কার্য্যাক্ষম, যদি তাঁহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পারেন না। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে ঈশ্বর বাচক শব্দ আছে তাহা কেবল চাটূক্তি মাত্র অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা ব্রহ্মাবিষ্ণাদি জন্য দেবতার উপাসনা মাত্র।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।

সিদ্ধস্য ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদিমতোপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্বান্নিত্যত্বাদ্যুপাসাপরা।

"ঈশ্বরের অভাবে বেদ কি রূপে প্রমাণ হইতে পারে ইহার মীমাংসার্থ লিখিয়াছেন যে বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়াতে আয়ুর্বেদের ন্যায় তৎপ্রমাণ। পঞ্চমাধ্যায়ে ঐ নিরীশ্বর তর্ক প্রসঙ্গে পুনশ্চ লিখিয়াছেন যে ফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, তাহা কর্ম্ম দ্বারা আবশ্যক কর্ম্ম দ্বারা। ঈশ্বরের যদি কার্য্য শক্তি থাকে

তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে কিন্তু অভিপ্রায় তাৎপর্য্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন, সাংসারিক ঈশ্বর অজ্ঞানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র। রাগ বিরহে সৃষ্টি সম্ভবে না কিন্তু রাগ থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হানি হয়। রাগের অর্থ উৎকটেচ্ছা, ঈশ্বরে যদি উৎকটেচ্ছা সম্ভবে তবে তিনি আমারদের ন্যায় বিষয়াসক্ত হইলেন তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া যদি ঈশ্বর কহ তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইল অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না। ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই। অনুমান প্রমাণও সম্ভবে না কেননা সম্বন্ধাভাব। এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রকৃতিই সিদ্ধ হয়

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাৎ।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। পারিভাষিকো বা।

সংসারসত্ত্বেপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।

তদ্যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ। রাগস্তূৎকটেচ্ছা। প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।

“এমত স্পষ্ট উক্তির পর আর কি বলা যাইতে পারে যে কপিলের উপদেশ নিরীশ্বর নহে?”

কপিল। “আপনারা মহর্ষি কপিলের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া যাহা বলিতে হয় বলুন। কপিলের দোষ

এই মাত্র যে তাঁহার বচনে প্রতারণাভাব তিনি যথার্থ সত্যবাদী এবং এমত গুরুতর বিষয়ে ছলাত্মক দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগাদি না করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর শব্দে নিত্য মুক্তাত্মা বুঝায়, যিনি কাহারও অধীন নহেন, প্রবৃত্তি রাগাদি-পরতন্ত্র সত্তা বুঝায় না। তবে পরমেশ্বরকে সর্ব্ব কর্ত্তা বলিয়া প্রবৃত্তি পরবশ কেমন করিয়া করা যাইতে. পারে। যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রে ইহারই মীমাংসা সর্ব্বকঠিন। চেতনাত্মা অভিপ্রায় বিরহে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, আবার অভিপ্রায় পরবশ হইলে বন্ধনের লক্ষণ প্রকাশ হয়। ন্যায় বেদান্ত বেত্তারা সেশ্বরবাদের এই বাধা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু মানসিক কৌটিল্য প্রযুক্ত স্বীকার করেন না। অপর বেদান্তিরা মীমাংসিতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল কএকটা অসংলগ্ন উক্তি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কিরূপে সেশ্বর বাদী হইলেন তাহা বিবেচনা করুন। তাঁহারদের মতে ঈশ্বর অবিদ্যা যোগে জগৎ সৃষ্টি করেন। বিশ্বনিয়ন্তাতে অবিদ্যা আরোপ করিয়া ঈশ্বরবাদী হইলেন, জগৎ স্রষ্টার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং কৌশল অস্বীকার করিয়া সেশ্বরবাদ উপদেশ করেন। ঐ মাৎসর্য্য-সাগর মহাপুরুষেরা আবার কপিলকে নিরীশ্বর বাদী কহেন। অবিদ্যা কি তবে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক বিদ্যাবতী এবং চৈতন্য সম্পন্না হইলেন। শঙ্করাচার্য্য আমারদের হিংসাকালে মাথায় হাত দিয়া ভাবেন এই বিচিত্র জগৎ কি প্রকারে অচেতন প্রকৃতি করণক সম্ভবে কিন্তু আপনি আবার মুক্ত কণ্ঠে উপদেশ করেন যে জগৎ

অবিদ্যা কৃত! জগৎ সৃষ্টি যদি জ্ঞানের প্রতিযোগিনী অবিদ্যার সাধ্য হইল তবে অচেতন প্রকৃতির অসাধ্য কেন হইবে?

"শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, কপিলের মতে পুরুষ নিঃসঙ্গ। কপিল অযুক্ত উপদেশনে কাতর হইয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে নিঃসঙ্গ পুরুষ জগৎ স্রষ্টা হইতে পারেন না। শঙ্কর নির্বোধ লোকের ভয়ে কাতর হইয়া নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় করত উপদেশ করিয়াছেন যে পরমাত্মা নির্গুণ, প্রবৃত্তি পরবশ নহেন, কিন্তু অবিদ্যা যোগে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বেদান্তিদের অভিপ্রায় বুঝা সহজ নহে। পরমাত্মাতে অবিদ্যারোপকে আবার অবিদ্যা কৃত কহেন। অবিদ্যা প্রযুক্ত পরমাত্মাতে অবিদ্যারোপ হয়। কপিল এমত অবিদ্যার সহিত সংশ্রব না রাখিয়া একেবারে স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন যে জগৎ অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি।

নাবিদ্যাযোগোনিঃসঙ্গস্য। তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং॥

"শঙ্করের মতে আত্মাতে অবিদ্যারোপ করা অবিদ্যার কার্য্য সুতরাং বস্তুতঃ আত্মা অবিদ্যা সংযুক্ত নহেন, তিনি যদি অবিদ্যা যোগ ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারেন তবে তো তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলাও অবিদ্যার কার্য্য সুতরাং অবিদ্যা একাকিনী জগজ্জননী হইলেন। বেদান্তিরদের সরল ভাব থাকিলে স্পষ্ট রূপে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন। ঐ সিদ্ধান্ত কাপিল সিদ্ধান্ত হইতে বড় পৃথক নহে, তবে না কপিলের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধোক্তি নাই"।

আগমিক। "বন্ধো কাপিল, তুমি কি পুরুষের কোন

কার্য্য স্বীকার কর না? পুরুষের তো অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তবে সৃষ্টি অস্বীকার কর কেন?”

কাপিল। “বস্তুতঃ আমরা পুরুষের কোন কার্য্য স্বীকার করি না।’ পুরুষ নিত্যমুক্ত, কার্য্যকরী প্রবৃত্তি পরবশ নহেন। শরীর এবং মন যাহা প্রবৃত্তি স্থান তাহার সহিতও তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ নাই। শরীর এবং মনেতে যে পুরুষের নৈমিত্তিক সম্বন্ধ তৎপ্রযুক্ত তিনি ক্রিয়াবান্ রূপে প্রতীয়মান হয়েন যেমন কুসুম সংযোগে নির্ম্মল স্ফটিক লোহিত বর্ণ বোধ হয়। শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যেতে পুরুষ আসক্ত কিম্বা বদ্ধ হয়েন না। ক্ষণকাল মাত্র মনের সন্নিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবং বন্ধনের আভাস, কিন্তু প্রবৃত্ত্যাদি মনের বিকার মাত্র, পুরুষের নহে।

কুসুমবচ্চ মণিঃ। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। অসঙ্গোয়ং পুরুষঃ ইতি। ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ জবাস্ফটিকযোরিব নোপরাগঃ কিন্তুভিমানঃ।

“আর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সঙ্গাভাস হয় তাহা পদ্ম পত্র গত জল তুল্য যথার্থ সঙ্গ নহে এবং সে সঙ্গাভাসও নিত্য নহে।

শ্রুতিস্মৃতিষু পদ্মপত্রস্থজলেনেব পদ্মপত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষাসঙ্গতায়াং দৃষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ।

“অপিচ, পুরুষ সাক্ষী, কেবল, মধ্যস্থ, দ্রষ্টা, এবং অকর্ত্তা। গুণ সমূহের কর্তৃত্ব আছে সাক্ষির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই নাই। পুরুষ উদাসীন মাত্র, গুণেরই কর্তৃত্ব, পুরুষের কেবল কর্তৃত্বাভাস। গুণের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্বা-ভাস হয়।

তস্মাচ্চবিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যংদ্রষ্টৃত্ব মকর্তৃভাবশ্চ ॥

গুণা এব কর্ত্তারঃ প্রবর্ত্তন্তে সাক্ষী ন প্রবর্ত্ততে নাপি নিবর্ত্তত এব ॥

"অতএব আমরা পুরুষের কার্য্যকারিতা নিতান্ত অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিত্য মুক্ত কহিয়া থাকি। অপর যদিও আমরা সামান্য ব্যাপারে পুরুষের কার্য্য কারিতা স্বীকার করিতাম তথাপি সেই কারণ প্রযুক্তই তিনি জগৎ রচনায় অক্ষম হইতেন কেননা যিনি প্রবৃত্তি অভিলাষাদি পরবশ হইয়া সাংসারিক বিষয় মত্ত হয়েন তিনি সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা কিরূপে হইতে পারেন"।

আগমিক। "কাপিল, তুমি তো আপনি এক্ষণে কারিকা এবং গৌরপাদের ভাষ্যকে প্রমাণ করিলা কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণ এবং গৌরপাদ আপনারাই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন যথা

সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

অধিষ্ঠানাচ্চযথেহ লঙ্ঘনপ্লবনধাবনসমর্থৈরশ্বৈর্যুক্তো রথঃ সারথিনাঽধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ত্ততে তথাত্মাঽধিষ্ঠানাচ্ছরীরমিতি। তথা চোক্তং ষষ্টীতন্ত্রে পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ত্ততে ॥

"কারিকার মতে অধিষ্ঠানের প্রয়োজন, গৌরপাদ কহেন রথেতে যে ঘোটক যুক্ত থাকে তাহারা লঙ্ঘন প্লবন ধাবন পর, কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে রথের গমন হয়। তথাচ ষষ্ঠী তন্ত্রের উক্তি পুরুষের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত প্রকৃতির কর্তৃত্ব।

"অতএব দেখ তোমারদের আচার্য্যেরাই জগৎ স্রষ্টা

এবং জগৎ নিয়ন্তা পরমাত্মাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন”।

কাপিল। “এ কেবল শুষ্ক তর্ক মাত্র। সাংখ্য দর্শন বিজ্ঞান প্রধান। 'আমরা বিজ্ঞান এবং সত্যের অধিকারী। সৃষ্টি প্রকরণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ তদ্বিষয়ে যথার্থ বিচার না করিয়া গড্ডালিকার ন্যায় লোক প্রবাদপর হইলে বিজ্ঞান এবং সত্যেতে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। আমিতো আপনি স্বীকার করিয়াছি যে জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ আছে কিন্তু প্রবৃত্তি ও রাগপরবশ স্রষ্টাতে এতাদৃশ কৌশল সম্ভবে না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি ও রাগের আরোপ করিলে আমারদের সাংখ্য উপাধি ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ”।

সত্যকাম। “কি বলিব কাপিল আমার চমৎকারের অতীব বৃদ্ধি হইল। তুমি সৃষ্টি প্রকরণকে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কহিয়া এবং পরমাত্মার সর্ব্বোৎকর্ষের উল্লেখ করিয়া আমারদের মনের ভাবকে উর্দ্ধে উঠাইলা কিন্তু অবলম্বনাভাবে সেই ভাবকে আবার সদ্যো অধগত করিলা। পরমাত্মার সর্ব্বোৎকর্ষের প্রসঙ্গ করিলা কিন্তু ফলে উপদেশ করিতেছ যে জগৎ নিয়ন্তা পরমাত্মার সত্তাই নাই এবং মানসিক ব্যাপারে পুরুষের কোন সংশ্রব না থাকাতে উৎকর্ষ কি অপকর্ষ কিছুই সম্ভবে না। এ সকল কেবল গন্ধর্ব্ব নগর তুল্য শব্দ মাত্র। সৃষ্টি প্রকরণকে আবার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কহিলা, কিন্তু যদি জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বরই নাই তবে শ্রদ্ধার বিষয় কি? কাহাতে শ্রদ্ধা করা যায়। ঈশ্বরাভাবে বিজ্ঞান এবং সত্যে-

রই বা মাহাত্ম্য কি? এবং মানসিক ব্যাপারে পুরুষের সংশ্রব না থাকিলে বিজ্ঞান এবং সত্যেতে জলাঞ্জলিই বা কে দেয়?

"জগৎ সৃষ্টিতে বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ আছে তাহা স্বীকার করিতেছ কিন্তু প্রবৃত্তি রাগ পরবশ হইলে পুরুষ সৃষ্টি ক্ষম হয়েন না বলিয়া পরমাত্মার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিলা।

"পরমাত্মার বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং রাগ শব্দোল্লেখ করাই অসঙ্গত। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য্য কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে আর যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সে বিষয় এপ্রকারে উল্লেখ করাই অবিধেয়।

"নিয়ম এবং কৌশল থাকিলে বুদ্ধি কুশল নিয়ন্তার সত্তা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা লৌকিক প্রবাদ নহে, শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা। এ কথা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান শাস্ত্র ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু প্রবৃত্তি এবং রাগাদির বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা তোমারদের স্বকপোল কল্পিত বার্ত্তা মাত্র যদ্যপি বেদান্ত এবং ন্যায় দর্শনেরও ঐ রূপ মীমাংসা তথাপি প্রবৃত্তি এবং রাগাদির এই কল্পিত বার্ত্তার প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত বুদ্ধি কুশল নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ লক্ষণ সত্ত্বে তৎ সদ্ভাব অস্বীকার করা বিজ্ঞানের কার্য্য নহে। জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণসত্ত্বে বুদ্ধি কুশল স্রষ্টা এবং নিয়ন্তার সদ্ভাব অকাট্য প্রমাণ সিদ্ধ কথা, যেমন পর্ব্বতে ধুম প্রত্যক্ষে অগ্নির সদ্ভাব। বুদ্ধি কুশল

জগৎ স্রষ্টার সদ্ভাব এই রূপে মূল সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত স্রষ্টার প্রবৃত্ত্যাদির বিচারাপেক্ষ নহে। তাঁহার গুণ নির্ণয় কালে প্রবৃত্ত্যাদির বিচার সম্ভবে কিন্তু সত্তা নির্ণয় কালে সম্ভবে না।

"অপিচ জগৎ স্রষ্টার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় নির্ণয় কালে আমারদের স্মরণ করা উচিত যে আমরা তাঁহার সম্মুখে কীটস্য কীট, তাঁহার অচিন্ত্য রচনার মধ্যে ধরাতল বালুকা কণা তুল্য এবং আমরা এই ধরাতলের উপর আবার ধূলার তুল্য। তবে আমরা তাঁহার কি রূপে গুণ নির্ণয় ক্ষম হইতে পারি। তাঁহার অপরিমেয় সৃষ্টির কেবল অণুমাত্র আমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। তাঁহার গুণ বর্ণনা—তাঁহার মহিমা পরিমাণ—কি প্রকারে আমারদের সাধ্য হইতে পারে সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ সাহস পূর্ব্বক করিলে কেবল ব্যলীকতা প্রকাশ হইবে আমরা কি এমত কহিতে পারি যে তাঁহার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় দ্বারা তাঁহার স্বতন্ত্রতার হ্রাস হয়?

"সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকরণে করুণাই তাঁহার প্রবৃত্তিমূলক, এবং তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না যেমন নিজ অঙ্গ কাহারও ব্যবধায়ক হইতে পারে না।

করুণয়া প্রবৃত্তিরস্ত্যেব * * ন চ স্বাতন্ত্র্যভঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ সাঙ্গং স্বব্যবধায়কং ন ভবতীতি ন্যায়েন ॥

"একথাতেই এবিষয়ের সমস্ত তর্কাবসান হয় করুণা প্রযুক্ত ঈশ্বরের প্রবৃত্তি তাঁহার আপনার কোন অভাব নাই

তিনি নিত্যই আপ্ত কাম, করুণাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না। ইহার অধিক কে বুঝিতে পারে?

"নিত্য মুক্তাত্মার প্রবৃত্তি অসম্ভব এ বাক্য সাধ্য সম-মাত্র, এবং ইহার অবলম্বনে কোন দর্শন মীমাংসা করিলে কেবল স্বৈরিতা প্রকাশ হয়। অস্মদ্দেশীয় ঋষিরা সকলেই ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া উহা সত্য হইতে পারে না। বেদান্তিরা বিরুদ্ধোক্তি করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরের মহিমা হানি কিম্বা তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় জন্মিতে পারে না। ঈশ্বরো নাস্তি এই মীমাংসা করাতেই কি তোমারদের বিজ্ঞান প্রকাশ হয়।

"আত্মার ইচ্ছা অভিপ্রায় তাৎপর্য্য নাই এই কথা বলাতেই তো তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হয়। অচেতন আত্মা কহিলে বিরুদ্ধোক্তি হয়, চেতনা থাকিলে মনও থাকিবে, এবং ইচ্ছা অভিপ্রায়াদি মানস ধর্ম্মও অবশ্য থাকিবে। ইচ্ছা অভিপ্রায়াদি মানস ধর্ম্ম না থাকিলেই বা স্বাতন্ত্র্য কি প্রকারে থাকে? স্বাতন্ত্র্যের ভাব কি? ইচ্ছা অভিপ্রায় মানস সক্তি সত্ত্বে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাতে অনুরাগ এবং যাহা অবিহিত তাহাতে বিরাগ, ইহাই যথার্থ স্বাতন্ত্র্য, যথার্থ স্বাধীনতা। নচেৎ অনুরাগ বিরাগের অত্যন্তাভাব যদি স্বাতন্ত্র্য হয় অথবা চেষ্টা চলৎ শক্তির অভাব যদি স্বাধীনতা হয় তবে রাস্তার ধূলীকে স্বতন্ত্র কহিলেও হয় এবং অচল পঙ্গুকে স্বাধীন বলাই ভাল"।

কাপিল। "তুমি কহিলা যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাতে অনুরাগ এবং যাহা অবিহিত তাহাতে বিরাগ

যথার্থ স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু বিহিতাবিহিত বিবেক কে করে? মনুষ্য ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বিহিতাবিহিত বিবেক শূন্য হইয়াছে"।

সত্যকাম। "তবে কি দর্শন শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দেওয়াই উচিত? সদসৎ বিবেকই তো দর্শন শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু যদিও দর্শন শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দেও তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিধাতার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধনে কাহারও স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না আর বিধাতার অভিপ্রায় মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম হইতে যথেষ্ট অনুমেয় হয়। রাগ দ্বেষ যদি মনের নিত্য ধর্ম্ম হয় তবে বিধাতার অভিপ্রায় সুতরাং এই যে বিহিত বিষয়ে অনুরাগ ও অবিহিত বিষয়ে দ্বেষ করিবে। এপ্রকার রাগ দ্বেষে আত্মার স্বাতন্ত্র্য হানি হয় না। এবম্ভূত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে কোন দুঃখ নাই, কেবল নির্ম্মল সুখ।

"সংসারে বিবিধ দোষ এবং অমঙ্গল আছে সন্দেহ নাই তন্নিমিত্ত সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির সুপরীক্ষা করা বিবেকি পুরুষের কর্ত্তব্য এবং চিত্ত শুদ্ধি চেষ্টা সকলেরি উচিত কিন্তু শোধনের অর্থ নাশন নহে আর নৈসর্গিক ধর্ম্মের নাশনও সাধ্য নহে যেমন কপিল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন স্বভাবস্যানপায়িত্বাৎ"।

কাপিল। "রাগ দ্বেষ মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম ইহা আমরা অস্বীকার করি না আমরা স্পষ্টই কহিয়া থাকি বিবেক এবং রাগ উভয় মানস ধর্ম্ম উভয়াত্মকং মনঃ। কিন্তু আত্ম মনঃ সংযোগ তো নিত্য নহে, তাহা নৈমিত্তিক মাত্র"।

সত্যকাম। "তোমার কি এই অভিপ্রায় যে বিবেক এবং রাগ আত্মার নিত্য ধর্ম্ম নহে তবে আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ করিলা তাহাতে যথার্থ সাত্ত্বিকতা উহ্য হয় না, সে কেবল কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ স্বাতন্ত্র্য। যদি শক্তির অভাবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভাবকে স্বাতন্ত্র্য কহা যায় তবে পক্ষাঘাত রোগির রোগ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি কহা যাইতে পারে। সৎপ্রবৃত্তি অভাবে যথার্থ সাত্ত্বিকতা সম্ভবে না এবং সদসৎ বিবেক পূর্ব্বক উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন শক্তির অভাবে সৎ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ অনুভব পূর্ব্বক দমন করিতে পারে সেই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় হীন প্রযুক্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শূন্য তাহাকে জিতেন্দ্রিয় কহা যায় না।

"তোমরা আত্মার সাত্ত্বিকতা পিঙ্গলা বেশ্যার তুল্য করিয়াছ তাহাতে আত্মার যথার্থ মাহাত্ম্য কিছুই নাই

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।

আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভূয়াৎ পিঙ্গলাবৎ। যথা পিঙ্গলা নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধা নির্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব তদ্বৎ॥

"পিঙ্গলা বেশ্যা ঘোরতর কামুকী হইয়াও কান্তাভাবে আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল আত্মাকে তাহার তুল্য করিয়াছ ইহাতে মাহাত্ম্যের লক্ষণ কিছুই নাই। কারাবদ্ধ চোর দস্যু বৃত্তিতে অসমর্থ বলিয়া কি তাহাকে সাধু কহা যাইতে পারে। এমত অগত্যা নিবৃত্তিতে কোন প্রশংসা নাই।

তোমারদের সিদ্ধান্ত কি আশ্চর্য্য? আত্মার এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া জগৎ রচনায় বুদ্ধি কৌশলের জাজ্বল্যমান চিহ্নের উপেক্ষা করত জগৎকে নিরীশ্বর করিলা। অচেতন জড় পদার্থকে সৃষ্টিক্ষম করিলা কিন্তু সচেতন পুরুষকে তৎকার্য্যে অসমর্থ স্থির করিলা। আর এই উপদেশ প্রচার করিয়া আবার পাষণ্ড দমন করিতে চাহ কিন্তু পাষণ্ডদিগের নিকৃষ্টতম মীমাংসার পোষকতা করিতেছ। স্বাভাবিক নামে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় অন্যান্য বৌদ্ধ হইতে অধম। তাহারা জগৎস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কহে সকলি স্বভাবতঃ হইয়াছে। তোমারদেরও মত অবিকল তত্তুল্য"।

আগমিক। "কি! মহর্ষি কপিলের মত কি এতাদৃশ অধম?"

সত্যকাম। "আপনিই তাহার বিচার করুন। স্বাভাবিকেরা কহে সকলি স্বভাবতঃ হইয়াছে কপিল বলেন সকলি প্রকৃতির সৃষ্টি। স্বভাব এবং প্রকৃতিতে বিশেষ কি? স্বাভাবিকেরা আরো বলে কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ নিষ্পত্তি, ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অস্বীকার করে, বলে ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয়েন তবে কর্ম্ম এবং যত্নের ফল কি? কপিলেরও ঐ রূপ সিদ্ধান্ত। কর্ম্মকে ঈশ্বরের প্রতিযোগি করিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কেবল কপিলের দোষ উদ্ঘাটন করা উচিত নহে, অন্যান্য দর্শনেরও ঐ রূপ উপদেশ। সংসারে নানা অমঙ্গল দেখিয়া ঋষিরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু দোষ শোধনের উপায় চেষ্টা না করিয়া বৌদ্ধদিগের ন্যায় সদ্যঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে জন্ম জীবন

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকলি দূষ্য, কর্ম্ম বশতঃ জগৎ শাসন হয়, ঈশ্বরের স্বতন্ত্র বিধান নাই, ঈশ্বরও স্বয়ং স্রষ্টা নহেন। অপবর্গই আত্মার এক উপায়। তন্নিমিত্ত ধ্যান করা বিহিত কহেন কিন্তু ধ্যেয় কে তাহার কোন পরিচয় নাই। বৌদ্ধেরদের কোন২ সম্প্রদায়ও এই রূপ উপদেশ করিয়াছিল, এবং কপিলও তদনুযায়ি মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর অভাবে ধ্যান কি রূপে করা যায় তাহা বুঝা ভার, ধ্যেয় না থাকিলে ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে?”

কাপিল। “তোমার বাক্য নিতান্ত অমূলক নহে কিন্তু ধ্যানের বিষয়ে আমারদের মত কি তাহা শুন। আমারদের আচার্য্য উপদেশ করিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের এক উপায় কিন্তু রাগদ্বেষাদি চিত্তবিকার বিজ্ঞানের বাধক। তন্নিমিত্ত তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে ধ্যান অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষের দমন এবং মনঃশান্তি ও বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে যথা

রাগোপহতির্ধ্যানং।
জ্ঞানপ্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানং॥

“ধ্যানের লক্ষণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ ধ্যেয়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দমন ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা এবং বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে।

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ॥
ধ্যেয়াতিরিক্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তিজ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতি॥

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাং। স্থিরসুখমাসনং। স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং। বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ॥

সত্যকাম। "ধ্যান এবং বিজ্ঞানের কথা কহিলা কিন্তু তোমারদের মতে ঈশ্বর নাই তবে ধ্যেয়ই বা কে, বিজ্ঞেয়ই বা কে?"

কাপিল। "ধ্যানের অর্থ মনকে সকল পদার্থ হইতে নিরস্ত করা"

সত্যকাম। "তবে কি ধ্যান কালে মনের মধ্যে কোন বৃত্তি থাকে না অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষণ ধ্যেয় ব্যতিরেকে ধ্যান, কোন পদার্থ ধ্যান না করা, সকল বিষয় হইতে নিরস্তি"।

কাপিল। "বটে—তাহাই বটে। ভাষ্যকার ধ্যেয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সূত্রের মধ্যে ধ্যেয় শব্দ নাই আর কপিল স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"।

সত্যকাম। "এমত ধ্যানের অর্থাৎ অ-ধ্যানের ফল কি?"

কাপিল। "অহো কপিল কেমন অন্তর্যামী! তোমরা এই রূপ প্রশ্ন করিবা আশঙ্কা করিয়া তিনি কহিয়াছেন যে উপরাগ নিরোধ ধ্যানের ফল।

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ।

মনকে নির্বিষয় করিলে সুতরাং উপরাগ দমন হইবে"।

সত্যকাম। "তবে ধ্যানের অর্থ কোন বিষয় ধ্যান না করা। মনঃসংযোগকে তবে ধ্যান বলা যায় না, কিন্তু মনকে শূন্য করাই ধ্যান। তোমারদের ধ্যান যেমন ধ্যেয়

বিরহে অকর্ম্মক বিজ্ঞানও তদ্রূপ বিজ্ঞেয় বিরহে অকর্ম্মক। কারিকার উক্তি এই যে কিছুই নাই আমিও নাই আমারও কিছু নাই।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবল-মুৎপদ্যতে জ্ঞানং

অতএব তোমারদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নাস্তিক্য"।

কাপিল। "সংসার এবং সংসারস্থ সকল পদার্থ অসার এবং মিথ্যা, এই আমারদের সার কথা আর এ কথা যথার্থতঃ সত্য। ইহাকে নাস্তিক্যই বল আর যাহাই বল, কিন্তু মিথ্যার মিথ্যাত্ব উপদেশ করা পণ্ডিতে অকর্ত্তব্য নহে"।

সত্যকাম। "মিথ্যার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা আবশ্যক বটে তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা সত্যের সত্যত্ব প্রকাশ পায়। সত্যের বাধক মিথ্যা তন্নিমিত্ত মিথ্যার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য কিন্তু তোমারদের মতে ঈশ্বর নাই এবং কাহারও সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই তবে বিজ্ঞেয় কে? বিজ্ঞেয় না থাকাতে সত্যাসত্য প্রভেদেরই বা তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিধাতার অভাবে বিজ্ঞানের এমত আড়ম্বর বৃথা"।

কাপিল। "বলিতে কি সাংখ্য শাস্ত্র বেদান্তের প্রতিযোগী রূপেই দেদীপ্যমান। বেদান্তিরা অবিদ্যা কল্পনা করেন আমরা বলি প্রকৃতি। অন্য কোন প্রকারে আমি সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা করি নাই কিন্তু এখন করিব এবং যদি কিছু বক্তব্য থাকে ইহার পর কহিব"।

পঞ্চম সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত দিবসে অকস্মাৎ বিচার ভঙ্গ হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়, তবে কি আমরা এত কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মাকে নিত্য কহিয়া প্রাণি মাত্রকেই স্বয়ম্ভূ করিয়াছি। তাঁহার আক্ষেপ শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়াছিলেন কেহই আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। তর্ককামেরও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারাদি করিয়া সকলেই বিদায় হইয়াছিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানের নিমিত্ত শাস্ত্রিরা জাহ্নবী তীরে সমাগত হইয়াছিলেন। স্নান আহ্নিক সমাপনানন্তর সকলেই সত্যকামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কেবল ন্যায়রত্ন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না তিনি পূর্ব্ব দিবসেই স্বকীয় গ্রামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

আগমিক কহিলেন "অতীত রজনীতে আমার নিদ্রা হয় নাই, আমি কেবল ন্যায়রত্নের আক্ষেপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, অখিল প্রাণীকে স্বয়ম্ভূ জ্ঞান করা পাষণ্ডের লক্ষণ বটে অথচ জীবাত্মার নিত্যত্ব সর্ব্বর্ষি সম্মত উপদেশ,

এস্থলে সমাধা কি হইতে পারে না? দেখ, সত্যকাম, কল্য তোমার বক্তৃতা জালে বদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু আমারদের সর্ব্বর্ষি সম্মত কথা দোষাবহ নহে ইহার বিলক্ষণ সমাধান হইতে পারে, শুন, জীবাত্মা নিত্য বটেন, জন্য নহেন, কিন্তু শরীর বিশিষ্ট না হইলে তাঁহার কার্য্য শক্তি হয় না, বিগ্রহ প্রাপ্তির পরে আত্মমনঃ সংযোগে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্ভবে ঐ সংযোগই বস্তুতঃ জীবের সৃষ্টি ও আদ্যকৃতি। অগ্রিম সত্তা বাস্তবিকী নহে, অব্যক্ত ও বাচনিক মাত্র, কেননা তৎকালে শরীর ও মনের অভাবে জীবাত্মার চৈতন্য কিম্বা কার্য্যশক্তি থাকে না সুতরাং তাঁহাকে স্বয়ম্ভূ কহা যাইতে পারে না কেননা তাঁহার বাস্তবিকী সত্তা ঈশ্বর পরতন্ত্র"।

সত্যকাম। "কি বলিলে আগমিক, শরীর ও মনের সংযোগাগ্রে জীবাত্মার সত্তা বাস্তবিকী নহে, এই কি যথার্থ সর্ব্বর্ষি সম্মত উপদেশ?। তবে ভগবদ্গীতাতে ঐ অগ্রিম অবস্থার এমত মাহাত্ম্য কেন? নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অবাস্তবিকী বাচনিকী অবস্থার কি এমত মাহাত্ম্য সম্ভবে? আর ঋষিরা পরমপুরুষার্থ কাহাকে বলেন? তাঁহারা কি ঐ অগ্রিম অবস্থাকেই প্রধান পুরুষার্থ কহেন নাই? দেহ এবং মন হইতে জীবাত্মার নিত্য বিচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, আর ঐ দুএর সংযোগেতেই বন্ধ হয়। গোতম আপনি জন্ম ও দুঃখ এবং দোষকে সদৃশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ সকলের রাহিত্যকেই নিঃশ্রেয়স কহেন। দর্শন বিচারের তাৎপর্য্য

শরীর ও মন হইতে আত্মার নিত্য বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদই পরমপুরুষার্থ। অতএব শরীর ও মনের সংযোগ যদি সর্ব্ব অনর্থের হেতু হইল, তবে কেবল সেই সংযোগের কারণ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্ত্তা কহিলে বড় ভক্তি প্রকাশ হয় না এবং সেই সংযোগের নিত্য লোপার্থ অস্থির হইয়া পরমাণু এবং মনের আদ্য কর্ম্মের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপণ দ্বারা আত্মাকে শরীর ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায় প্রচার করাতে ঈশ্বর পরায়ণতা ব্যক্ত হয় না। দেখ তুমি যে কৌশলে ন্যায়ের পোষকতা করিলা তাহাতে ঐ দর্শনের সেশ্বরবাদ কোন মতে দেদীপ্যমান হয় না"।

তর্ককাম। "আপনারা কেবল শুষ্ক তর্ক করিতেছেন। ন্যায়ের সারকথার বিচার ত্যাগ দেখিয়া কএক অবান্তর কথা লইয়া গোলযোগ করিবার তাৎপর্য্য কি? ন্যায় তো ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে, তবে ঈশ্বর পরায়ণতার আড়ম্বর কেন কর? এ বিষয়ে আমার যাহা অসংশয় বোধ হয় তাহা বল তো ব্যাখ্যা করি কিন্তু বল দেখি ন্যায়ের বাস্তবিক প্রতিজ্ঞা পরিহার করিয়া মিথ্যা এত বাদানুবাদ কেন?"

আগমিক। "আমারও মত এই যে ন্যায় ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে তথাপি সর্ব্ব দর্শনের সঙ্কল্প এই কি না যে সেশ্বরবাদের পোষকতা হয়"।

সত্যকাম। "এক্ষণে তো আমারদের এই মাত্র বিচার যে কোন দর্শনে কি পর্য্যন্ত সেশ্বরবাদের পোষকতা আছে। কিন্তু তর্ককাম তোমার যে অসংশয় বোধের প্রসঙ্গ করিলা, তাহা ব্যাখ্যা কর আমরা শুনি"।

তর্ককাম। "যাহার যে প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প তাহার তদনুসারেই বিচার ও পরীক্ষা করা উচিত কি না"।

সত্যকাম। "বাঢ়ং। প্রস্তাবিত দর্শন যে পরিমাণে নিজ প্রতিজ্ঞাত সঙ্কল্প পূরণ করে তাহারি বিচার কর্ত্তব্য।"

তর্ককাম। "তবে দেখ দেখি ন্যায়ের প্রতিজ্ঞা এই কি না যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় প্রচারিত হয় তন্নিমিত্ত ইহাতে হেতুবাদের উপদেশ আছে হেতুবাদের মধ্যে প্রমাণ সার কথা তন্নিমিত্ত গোতম প্রমাণের বিশেষ উপদেশ করত তাহা চতুর্ব্বিধ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দ। প্রমেয় বিষয়েতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ কহেন তাহাতে অন্তরীণ মানস প্রত্যক্ষও উহ্য হয়, কিন্তু দোষাবিষ্ট ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বর্জ্জিত। অনুমান প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক হয় তাহাও ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট। যথা তৎ-পূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। এই অনুমান দ্বারা বস্তু পরীক্ষা ও তর্ক পরীক্ষা উভয়ই সম্ভবে। এ পরীক্ষাতে দোষ স্পর্শ হইলে সত্যে আঘাত হইতে পারে তন্নিমিত্ত ভ্রম সংশোধনের ও অসত্য খণ্ডনের নানাবিধ উপায় ও ধারা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন কথায় সত্যাসত্য মিশ্রিত থাকিলেও অনুমান বিলোড়ন দ্বারা অমৃতরত্ন সত্য ও কালকূট সংকাশ মিথ্যার প্রভেদ স্পষ্ট প্রকটিত হইতে পারে। উপমান সহকারে দৃষ্ট পদার্থ দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ নির্ণয় সম্ভবে। এবং আপ্তোপদেশকে শব্দ কহা যায়।

"অনুমান বিলোড়ন দ্বারা মিথ্যার মথন দৃঢ়তর করি-

বার নিমিত্ত মহর্ষি আরো অনেক পদার্থের উপদেশ ও পরীক্ষা করিয়াছেন যথা সংশয় দৃষ্টান্ত বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ইত্যাদি।

"চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহজ ব্যাপার। শারীরিক কোন ব্যাধি না থাকিলে চক্ষু কর্ণাদির সন্নিকর্ষে ভ্রম সম্ভাবনা হয় না। জলেতে স্থল জ্ঞান কিম্বা গৃহেতে তড়াগ ভাণ মনুষ্য সমাজে অতি বিরল। দুর্য্যোধনের পক্ষে এমত হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহা কদাচিৎ সম্ভবে। বেদের উক্তিই এই যে মুখেতে অসত্য বচন সম্ভবে মনেতে অনৃত কল্পনা সম্ভবে কিন্তু চক্ষু দ্বারা সত্যই প্রকাশ পায় তন্নিমিত্ত কোন যাত্রী যদি কহে আমি সচক্ষে দেখিয়াছি তবে তাহা সত্যরূপে গ্রাহ্য হয় যথা।

অনৃতং বৈ বাচা বদতি। অনৃতং মনসা ধ্যায়তি। চক্ষুর্বৈ সত্যং। অদ্রাক্ষমিত্যাহ। অদর্শমিতি। তৎসত্যং।

"কিন্তু অনুমান এমত সহজ নহে তাহাতে ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অতি ব্যাপ্তি প্রভৃতির পরীক্ষা না করিলে মীমাংসায় দোষ পড়ে। তন্নিমিত্ত গোতম অনুমানের বিস্তারিত উপদেশ করিয়াছেন। তিনি অনুমানকে পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন যথা প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন।

"ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি কহা যায় তাহারি করণ অনুমান। পর্ব্বত বহ্নিমান এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যায়। তাহাতে ধূম আছে এবং ধূমেতে অগ্নির ব্যাপ্তি এই জ্ঞান ঐ অনুমিতির করণ,

ইহাই অনুমান। সুতরাং অনুমানকে লিঙ্গ পরামর্শও কহা যায় যথা

তত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শঃ

"পঞ্চাবয়বের পরীক্ষা যে প্রসিদ্ধ উদাহরণ দ্বারা হইয়া থাকে তাহার প্রসঙ্গ করিলে পুনরুক্তি বোধ হইতে পারে কিন্তু আমি শুনিয়াছি কোন২ ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরা কহেন পঞ্চ অবয়ব করা গোতমের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়াছে যাবনিক অনুমান বিভাগ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। কিন্তু যবন পণ্ডিত অরিস্ততিলির প্রতিজ্ঞা তর্ক পরীক্ষা মাত্র, গোতমের প্রতিজ্ঞা বস্তু পরীক্ষা। অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য, প্রমায়াঃ করণং প্রমাণং। প্রমার করণ প্রমাণ। প্রমার লক্ষণ যথার্থানুভব। যথার্থের লক্ষণ, যে যাহার আধার তাহাতেই তাহার আরোপ। তদ্বতি তদবগাহিত্বং যথার্থং। অতএব তর্ক পরীক্ষাতে অনুমানের কার্য্যাবসান হয় না, বস্তু পরীক্ষারও অপেক্ষা থাকে। উদাহরণ এবং হেতু পরীক্ষাও আবশ্যক।

"লোকে বলে পঞ্চাবয়ব করাতে পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে কিন্তু ইহা স্মরণ করা উচিত যে মহর্ষি গোতমের কালে পাষণ্ড মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল সুতরাং ভ্রম সংশোধনই তাঁহার প্রকৃত প্রতিজ্ঞা অতএব অবিবেচক লোক যাহাকে পুনরুক্তি দোষ কহে তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া যাহাতে আশু ভ্রম সংশোধন হয় তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। লোকের আস্পর্দ্ধার কথা কি কহিব?

বৃক্ষ বাণী চতুর্বেদেতেও ঐ দোষারোপ করিয়াছে কিন্তু গোতম আপনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রুতিতে পৌনরুক্ত্য দোষ নাই নিষ্প্রয়োজন পৌনরুক্ত্যই কেবল দূষ্য কিন্তু শ্রুতির মধ্যে যে পৌনরুক্ত্য আছে তাহাতে কেবল বেদকর্ত্তার প্রজা হিতৈষা প্রকাশ পায় কেননা ঐ পৌনরুক্ত্য দ্বারা লোক সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভব। যথা

অনুবাদোপপত্তেশ্চ। ন পৌনরুক্ত্যং নিষ্প্রয়োজনত্বে হি পৌনরুক্ত্যং দোষঃ উক্তস্থলে ত্বনুবাদস্য উপপত্তেঃ প্রয়োজনস্য সম্ভবাৎ।

"অতএব গোতম উপদেশ করিলেন যে অনুমান পঞ্চ অবয়বি। আদ্য দুই অবয়ব প্রতিজ্ঞা এবং হেতু সংক্ষেপে তর্কাবসায়ক হইয়া থাকে যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। যে স্থলে প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকে সে স্থলে এই সংক্ষেপ তর্ক ব্যবহার হইয়া থাকে দর্শন ভাষ্যাদি গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার তর্কই সামান্যতঃ দেখা যায় কিন্তু প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া নিরঙ্কুশ মুখে তর্ক করিলে অবশিষ্ট তিন অবয়বের প্রয়োজন হয় কেননা এমত স্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর উদ্দেশ করণানন্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয় তন্নিমিত্ত তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ ব্যবহার্য্য। উদাহরণ দ্বিবিধ, অন্বয়ি ও ব্যতিরেকি। অন্বয়ির লক্ষণ এই সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং। ব্যতিরেকির লক্ষণ, তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং ব্যতিরেক্যুদাহরণং। যথা ধূম সত্ত্বে বহ্নির সত্তা যেমন মহানসে, এই অন্বয়ি উদাহরণ। মেঘাভাবে বৃষ্টির অভাব এই ব্যতিরেকি উদাহরণ। চতুর্থাবয়ব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে উদাহরণাপেক্ষ

উপসংহার, যথা পর্ব্বতে উদাহরণবৎ ধূমের সত্তা। পঞ্চমাবয়ব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্। চতুর্থ এবং পঞ্চম অবয়ব ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি, যাহাতে আর সংশয় স্থল সম্ভবে না।

যদি বল প্রতিজ্ঞা সাধনের অঙ্গ নহে কেননা প্রমাণাভাবে তাহাকে প্রতিপন্ন কহা যায় না সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা প্রযুক্ত প্রমাণই প্রথম অবয়ব হওনের উপযুক্ত, উত্তর, এমত নহে। বিপ্রতিপত্তির অগ্রে মধ্যস্থ কিম্বা বাদী সময় বন্ধনানন্তর কহিতে পারেন 'শব্দের অনিত্যত্ব সাধ দেখি' এই আকাঙ্ক্ষায় আদৌ সাধ্য নির্দ্দেশ করা যায় ফলেও সাধ্য নির্দ্দেশ না হইলে হেতুবাদই কি রূপে হয় যথা

ননু প্রতিজ্ঞা ন সাধনাঙ্গং বিপ্রতিপত্তেঃ পক্ষপরিগ্রহে তত্র প্রমাণাকাজ্ক্ষায়াং হেত্বভিধানস্থ প্রাথম্যাদিতি চেন্ন বিপ্রতিপত্ত্যগ্রে সময়বন্ধনানন্তরং শব্দানিত্যত্বং সাধয়েতি মধ্যস্থস্য বাদিনো বাকাজ্ক্ষায়াং শব্দানিত্যত্বং সাধ্যং নচ সাধ্যনির্দেশং বিনা হেতুবাক্যং নিষ্পৃতিযোগিকমন্বয়ং বোধয়িতুমীষ্টে।

"লৌকিক ব্যবহারও এই রূপ, বিচারালয়ে গিয়া বাদি প্রতিবাদিকে প্রথমতঃ স্ব২ বাদ কিম্বা প্রতিবাদ নির্দ্দেশ করিতে হয় পরে প্রমাণের বিবেচনা। তৃতীয় অবয়বের বিষয়ে কেহ২ লিখিয়াছেন যে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপ্তি বোধ সম্ভাব্য হয় না, কিন্তু এ স্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে ব্যাপ্তিগ্রহে উদাহরণের আকাঙ্ক্ষা মাত্র থাকে কিন্তু উদাহরণের দ্বারা ব্যাপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না। উদাহরণের

অভাবে ব্যাপ্তির সম্ভব হয় না কিন্তু শত২ উদাহরণেও আবার ব্যাপ্তিগ্রহ না হইতে পারে।

সেয়ং ব্যাপ্তি র্ন ভূয়োদর্শনগম্যা দর্শনানাং প্রত্যেকমহেতুত্বাৎ আশু বিনাশিনাং ক্রমিকাণাং মেলকাভাবাৎ। * * শতশোদর্শনেপি ব্যাপ্ত্যগ্রহাৎ। * * সহচারদর্শনব্যভিচারাদর্শনসহকৃতঃ স এব ব্যাপ্তিগ্রাহকোস্তু আবশ্যকত্বাৎ কিং ভূয়োদর্শনেন নচ তেন বিনা তর্ক এব নাবতরতি প্রথমদর্শনে ব্যুৎপন্নস্য তর্কসম্ভবাৎ।

"অবিবেচক লোকের আপত্তির কথা কি কহিব? চতুর্থ এবং পঞ্চমাবয়বের বিষয়ে কহিয়াছে যে তাহা নিষ্প্রয়োজন কেননা আদ্য অবয়ব ত্রয়েতেই তর্কাবসান হয়। ফলে তাহা নহে কেননা যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াবয়বে হেতু এবং উদাহরণ নির্দ্দেশ আছে তথাপি সাধ্য পক্ষে উদাহরণাপেক্ষ ধর্ম্মের সত্তা চতুর্থেতেই বিশিষ্ট রূপে উক্ত হয় এবং পঞ্চমেতে উপসংহার পূর্ব্বক অবাধে উক্ত হয় যে সাধ্য সাধন পর্য্যাপ্ত হইল, যে পর্ব্বতের বিষয় বিচার হইতেছে তাহা অশংসয় বহ্নিমান।

নচ হেতুবচনাদেব তদবগমঃ তস্য কো হেতুরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রবৃত্তত্বেন হেতুস্বরূপোপস্থাপকস্যাতৎপরত্বাৎ।

নচ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতায়াশ্চতুর্ভিরেবাবয়বৈঃ পর্য্যাপ্তেঃ কিং তেনেতি বাচ্যং অবাধিতাসৎপ্রতিপক্ষত্বয়োরলাভে চতুর্ণামপ্যপর্য্যবসানাৎ।

"দেখ সত্যকাম জগৎ পূজ্য গোতমের কেমন অভূতপূর্ব্ব উপদেশ ইহাতে অজ্ঞান তিমির সংহারের কেমন সম্ভাবনা আর এই উপদেশের আলোচনাতেই মহর্ষির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবা"।

সত্যকাম। "মহর্ষি গোতমের অনুমান খণ্ডের যে প্রশংসা

করিলা তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ভৌতিক তত্ত্ব এবং প্রমাণ সম্বন্ধে গোতম এবং কণাদ যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কোন২ স্থলে অনুত্তম বলিলেও হয়। গোতমের চতুর্বিধ প্রমাণ, কপিলের ত্রিবিধ, কণাদের দ্বিবিধ, এস্থলে উত্তম মধ্যম নির্ণয় করা আমার অভিপ্রেত নহে, অথচ নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যেরা যে প্রকারে পঞ্চ অবয়বের প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে পৌনরুক্ত্য দোষ মাত্র নাই ইহাও আমার বক্তব্য নহে, তর্ক সংগ্রহেতে স্বার্থ এবং পরার্থ বলিয়া অনুমানের যে প্রভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে তাহার প্রতিপক্ষতা করা যায় না বটে কিন্তু ইহাও বলিতে হইবেক যে ন্যায় সূত্রের মধ্যে ঐ প্রকার প্রভেদের কোন সূচনা নাই।

"গোতমের আর এক মহৎ গুণ এই যে তিনি বহুবিধ অপ্রামাণিক কুতর্কিদিগের বাক্‌ছল খণ্ডন করিয়াছেন। কোন২ ভাক্ত পণ্ডিত মহা পুরুষেরা কহিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে কেননা তাহাতে ত্রৈকাল্য অসিদ্ধি। প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্ব্ব হয় তবে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষ সিদ্ধি কি রূপে হইল এবং দ্রব্য সত্তার পূর্ব্বে দ্রব্য প্রমাণ কহা হয়। যদি বল, পশ্চাৎ, তবে তো প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি হইল না। যদি বল, যুগপৎ, তবে বুদ্ধির ক্রমবৃত্তির অভাব হয়। অপরে বলিয়াছেন যে প্রমাণ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণান্তরের প্রয়োজন অতএব সকল প্রমাণের ধারা বাহিক প্রমাণান্তর আবশ্যক এবং তদভাবে কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে। কেহ২ বলি-

য়াছেন যে সংশয় মাত্রই অসিদ্ধ অথবা সকল সংশয়ই সিদ্ধ। গোতম এই সকল কুতর্কের উত্তরে সংক্ষেপে কহেন যে কোন প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে কুতর্কির প্রতিষেধও সিদ্ধ নহে। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা কোন প্রমেয় সিদ্ধি না হয় তবে কুতর্কির বাক্য প্রয়োগও প্রলাপ মাত্র আর মূল প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য কেননা তাহা প্রদীপ প্রকাশবৎ স্বতঃ সিদ্ধ হয়।

প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ। পূর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ ২। ৯ পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ ২॥ ১০ যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্ ২। ১১ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ২॥ ১২ সবপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ ২॥ ১৩ তৎপ্রামাণ্যে বা ন সর্বপ্রতিষেধঃ ২॥ ১৪ ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ২॥ ১৫ প্রমেয়তাচ তুলাপ্রামাণ্যবৎ ২॥ ১৬

যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়ে নাসংশয়ো নাত্যন্তসংশয়ো বা॥ ৬॥

প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ২॥ ১৭ তদ্বিনিবৃত্তের্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধিঃ॥ ১৮

ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ২॥ ১৯

"এস্থলে আক্ষেপের বিষয় এই যে ভাষ্যকারেরা গোতমোক্ত শব্দ প্রমাণের সূত্র উত্তম রূপে প্রতিপন্ন করেন নাই। গোতম কহিয়াছিলেন যে আপ্তোপদেশই শব্দ। বাৎসায়ন কহেন

আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া বর্ত্ততে ইত্যাপ্তঃ ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণং তথাচ সর্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি এবমেভিঃ প্রমাণৈ র্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং

ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোন্যথেতি স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ যস্যেহ দৃশ্যতেহর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থ এবমৃষিলৌকিকবাক্যানাং বিভাগ ইতি।

"ইহার তাৎপর্য্য। কোন পদার্থ সাক্ষাৎ কৃত করিয়া যেমন স্বয়ং দেখিয়াছিলেন তেমনি পরকে বুঝাইতে উদ্যত উপদেশককে আপ্ত কহা যায়। কোন পদার্থের সাক্ষাৎ করণ, সেই আপ্তি, যিনি তৎসম্পন্ন তিনি আপ্ত ইহা ঋষি আর্য্য ম্লেচ্ছ সকলের সমান লক্ষণ, সকলের এই রূপ ব্যবহার, দেব মনুষ্য তির্য্যক্‌যোনি সকলের এই রূপ প্রমাণ দ্বারা কার্য্য হইয়াছে, প্রমাণান্তর নাই। শব্দ প্রমাণ দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। যাহা এই সংসারে দৃষ্ট হয় তাহা দৃষ্টার্থ পরত্র যাহার প্রতীতি তাহা অদৃষ্টার্থ। ঋষি এবং লৌকিক বচনের এই রূপ বিভাগ। কিন্তু ঋষি আর্য্য ম্লেচ্ছাদির বাক্যের তথ্য পরীক্ষার কোন ধারা এস্থলে উক্ত হয় নাই।

"শব্দার্থ বিষয়ে অনেক ব্যর্থ বিচার হইয়াছে কোন২ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরা কহিয়াছেন যে শব্দার্থ নিশ্চয় করা কঠিন কেননা অনেক শব্দ দ্ব্যর্থ আছে। এ সকল বাক্‌ছল মাত্র কেননা দ্ব্যর্থ শব্দ থাকিলেও বস্তুত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কি স্বাভিপ্রায় উক্ত হয় না? গোতম কহেন আপ্তোপদেশের সামর্থ্যেতে শব্দার্থে সম্যক্‌ প্রত্যয় হয়। বৃত্তিকার কহেন শব্দ প্রযুক্ত অমুক অর্থে আমার প্রতীতি হয়। এ কথা অকাট্য বটে কিন্তু কি প্রকার লক্ষণ দ্বারা আপ্তোপদেশকের যথার্থ আপ্তত্ব পরীক্ষা হইতে পারে তাহার কোন বিচার দেখা যায় না।

"গোতম সূত্রে আরো অনেক বিচার আছে এস্থলে তাহার প্রসঙ্গ করা গেল না। পঞ্চভূতের বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে ভূত পদার্থ কেবল পঞ্চ নয় আরো অনেক আছে আর দেশ এবং শূন্যের প্রতি-যোগি শব্দগুণ আকাশের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অমূলক বোধ হয় তথাপি আমি তোমার বাক্য প্রমাণ স্বীকার করিতেছি যে গৌতম এবং কাণাদ সূত্রেতে ভূত তত্ত্ব বিচারার্থ অপূর্ব্ব ধারা আছে কিন্তু এস্থলে ইতর লোকদিগের একটা কথা স্মরণ হইল 'মোশালজী আপনি কানা'। যাঁহারা তত্ত্ব জিজ্ঞসার এমত উত্তম কৌশল প্রচার করিয়া পরকে জ্ঞান জ্যোতি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা আপনারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই"।

তর্ককাম। "এ কি কথা? স্থির হইয়া কথা কহ। কোন্ বিষয়ে উহাঁরা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই"।

সত্যকাম। "দেখুন মহাশয় প্রমাণ আর প্রমার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। প্রমাণ প্রমার করণ মাত্র কিন্তু প্রমা যথার্থাবগতি। গোতম এবং কণাদ প্রমাণ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রমা প্রাপ্ত হয়েন নাই"।

তর্ককাম। "স্পষ্ট করিয়া কহ কি প্রকার প্রমা লাভ করিতে পারেন নাই"।

সত্যকাম। "তবে শুনুন আপনি কহিয়াছেন ভৌতিক তত্ত্ব প্রকাশই তাঁহার:দের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতি পাদন তাঁহারদের অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি তাঁহারা ঐ ভৌতিক তত্ত্ব দ্বারা মুক্তি পথ প্রস্তুত করিবার প্রসঙ্গ করিয়াছেন

গোতম লিখিয়াছেন যে তদায় ষোড়শ পদার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয় এবং কণাদ লিখিয়াছেন যে তাঁহার ষট্‌ পদার্থই মুক্তির উপায়। ভৌতিক তত্ত্বের সহিত মুক্তির সংস্রব কি?"

তর্ককাম। "তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা কি মানব জাতির উন্নতি হয় না।"

সত্যকাম। "হয় বটে, কিন্তু মুক্তির সহিত ভৌতিক তত্ত্বের কি সংস্রব? গোতম কহেন।

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসছলজাতিনিগ্রহস্থানানান্তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

"এ সকল পদার্থে তর্ক নৈপুণ্য জন্মিতে পারে কিন্তু তাহা মুক্তির উপায় কি রূপে হইবে। যদি বল দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়, তাহাতে সকল তত্ত্বই উক্ত্য হয় সুতরাং মুক্তি সাধক তত্ত্বও আইসে, উত্তর, মহা সাগরেও ঐ রূপে কাল কূট এবং অমৃত উভয়ই আছে তন্নিমিত্ত কি অমৃত পিপাসুকে কহিবা সাগরে গিয়া এক ঢোক লবণাম্বু পান কর"।

তর্ককাম। "কি বলিলে? দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় না আর বুদ্ধির প্রাখর্য্য কি নিঃশ্রেয়স সাধনের উপায় নহে?"

সত্যকাম। "দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় বটে, কিন্তু মুমুক্ষুকে ঐ আলোচনা চক্রে প্রবেশ করিতে কহা আর রোগিকে ঔষধ পথ্য সেবনার্থ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া দুই সমান"।

তর্ককাম। "এ সকল শুষ্ক তর্কের অবসান কর, গৌতম দর্শনে দোষ কি দেখিয়াছ তাহা বল"।

সত্যকাম। "আচ্ছা, শুন, গোতম জন্ম এবং প্রবৃত্তিকে মুক্তি বাধক দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে এ সকল খণ্ডন না করিলে মুক্তি হয় না এবং জন্মকে স্পষ্টতঃ দূষ্য করিয়াছেন, যথা।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখং জন্মোৎপত্তিঃ।

"তবে জন্ম কি অনিষ্ট হইল এবং প্রবৃত্তি কি অধর্ম্ম?"

তর্ককাম। "জন্ম দ্বারা প্রাণী কি অশেষ দুঃখভাক্ হয় না?"

সত্যকাম। "জন্মকে অনিষ্ট কহিলে কি প্রসঙ্গতঃ জগৎ স্রষ্টার এবং বিশেষতঃ আপনারদের স্ব২ জন্মদাতার ও গর্ভধারিণীর নিন্দা হয় না?"

আগমিক। "অত্যুক্তি করিলে হয় বটে"।

সত্যকাম। "গোতম কি অত্যুক্তি করেন নাই, তিনি জন্মকে সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু কহিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ বশতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেননা তাঁহার মতে নাস্ত্যসাবিহ সংসারে যোন দৈবেন বাধ্যতে। কিন্তু দার্শনিক ঋষির পক্ষে আদৌ অদৃষ্টের তথ্যাতথ্য পরীক্ষা করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অপর তিনি প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তির লক্ষণ এই, প্রবৃত্তি বাগ্বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ"।

আগমিক। "গোতম প্রবৃত্তিকে দূষ্য করেন নাই এই উপদেশ করিয়াছেন যে মোক্ষার্থ প্রবৃত্তির ধ্বংস আবশ্যক"।

সত্যকাম। "তবে প্রবৃত্তি মোক্ষের প্রতিযোগী হইল সুতরাং কাজে কাজেই দূষ্য আর তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন প্রবর্ত্তনা লক্ষণা দোষাঃ। তবে কি বাক্য প্রয়োগ এবং বুদ্ধির আলোচনা স্বভাবতঃ দূষ্য হইল"।

তর্ককাম। "দূষ্য এই কারণ, যে তাহাতে পরম পুরুষার্থ সাধন হয় না"।

সত্যকাম। "ভাল, ভাল। এই বলিলা যে দর্শন শাস্ত্র বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্ভব প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়সের হেতু, আবার বলিতেছ যে বুদ্ধির আলোচনায় পরম পুরুষার্থ সাধন হয় না। অপর তোমারদের মতে বাগ্ বুদ্ধি শরীরারম্ভই কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি, তিনি আত্মার স্রষ্টা নহেন তবে যে প্রবৃত্তি দান প্রযুক্ত তিনি আমারদের স্রষ্টা হইলেন সেই প্রবৃত্তিকেই অনিষ্ট কহিতেছ"।

আগমিক। "মানব জাতি ঈশ্বর দত্ত প্রবৃত্তিকে বিকৃত করিয়াছে তন্নিমিত্ত দূষ্য, দেখ উপাদেয় অমৃত যদি বিষাক্ত হয় তবে জীবন নাশক হইয়া পড়ে, সুতরাং হেয় হয়"।

তর্ককাম। "জয় রামচন্দ্র! আগমিক তুমি উত্তম কহিয়াছ, উপাদেয় অমৃতও বিষাক্ত হইলে হেয় হয়। সত্যকাম তুমি কহিলা গোতম অবিবেচনা পূর্ব্বক জন্ম ও প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়াছেন, তাহা নয় ভাই, তিনি বহু দর্শন পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়াছেন। তুমি তাঁহার দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পার নাই আমি পূর্ব্বেই এমত আশঙ্কা করিয়াছিলাম তন্নিমিত্ত বাৎসায়ন ভাষ্যের এক পত্র সঙ্গে আনিয়াছি। দেখ তিনি কেমন অর্থ করিয়াছেন। সকল

ঋষির মধ্যে আদৌ গোতম মানব প্রকৃতির যথার্থানুভব সংক্ষেপে সূত্রিত করিয়াছিলেন যথা দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। বাৎসায়ন ইহার এই প্রকার অর্থ করেন যথা।

মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং বর্ত্ততে আত্মনি তাবন্নাস্তি ইতি অনাত্মন্যাত্মেতি দুঃখে সুখমিতি অনিত্যে নিত্যমিতি অত্রাণে ত্রাণমিতি সভয়ে নির্ভয়মিতি জুগুপ্সিতেয়মভিমতমিতি হাতব্যেঽপ্রতিহাতব্যমিতি প্রবৃত্তৌ নাস্তি কর্ম্ম নাস্তি কর্ম্মফলমিতি দোষেষু নায়ং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি প্রেত্যভাবে নাস্তি জন্তুর্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াৎ প্রেত্য চ ভবেদিতি অনিমিত্তং জন্ম অনিমিত্তো জন্মোপরমইত্যাদিমান প্রেত্যভাবোঽনন্তশ্চেতি নৈমিত্তিকঃ প্রেত্যভাব ইতি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রবন্ধাভ্যাং নিরাত্মকঃ সন্নকর্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি অপবর্গো ভীষ্মঃ খল্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ সর্ব্ববিপ্রয়োগোপবর্গো বহুত্র ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কশ্চ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বসুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং রোচয়েদিতি। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাৎ অনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ রাগদ্বেষাধিকরণাশ্চাসূয়ের্ষ্যামায়ামদমানলোভাদয়ো দোষা ভবন্তি। দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্ত্তমানো হিংসাস্তেয়প্রতিষিদ্ধমৈথুনমাচরতি বাচান্তৃতপরুষসূচনাসংবদ্ধানি মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যাভীপ্সানাস্তিক্যঞ্চেতি সেয়ং পাপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্ম্মায় অথশুভং শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি মনসা দয়ামস্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্চ সেয়ং ধর্ম্মায়। অথ প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবৃত্তিশব্দেনোক্তৌ। যথান্নসাধনাঃ প্রাণাঃ অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ ইতি সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্যাভিপূজিতস্যচ জন্মনঃ কারণং। জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ অস্মিন্ সতি দুঃখং তৎপুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়াতাপ ইতি ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংসারইতি। যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি দুঃখাপায়ে আত্যন্তিকোঽপবর্গো নিশ্রেয়সমিতি। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং আত্মনি তাবদস্তীতি অনাত্মনি অনাত্মেতি এবং দুঃখেঽনিত্যেঽত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যং প্রবৃত্তৌ অস্তি কর্ম্মাস্তি কর্ম্মফলমিতি দোষেষু দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি প্রেত্যভাবে খল্বস্তি

জন্তুর্জীবঃ সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেত্যভাবো ইতি নিমিত্তবজ্জন্ম নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোঽপবর্গান্ত ইতি নৈমিত্তিকঃ সন প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তঃ ইতি সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি অপবর্গান্ততঃ খল্বয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোঽপবর্গ ইতি বহুত্র কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কশ্চ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বদুঃখচ্ছেদং সর্ব্বদুঃখাসম্বিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি তদ্যথা মধুবিষসংপৃক্তান্নমনাদেয়মিতি এবং সুখদুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি।

"অস্যার্থ, মিথ্যাজ্ঞান অনেক প্রকার, আত্মার বিষয়ে যে তাহা নাই, অনাত্মার বিষয়ে যে তাহা আছে, দুঃখে সুখভাণ, অনিত্যে নিত্যভাণ, অত্রাণে ত্রাণ, সভয়ে নির্ভয়, নিন্দিতে অভিমত, ত্যাজ্যে অত্যাজ্যজ্ঞান, প্রবৃত্তি বিষয়ে যে কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল ও নাই, দোষের বিষয়ে যে সংসার দোষ নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব বিষয়ে যে জীব জন্তু নাই, সত্ত্ব আত্মাও নাই, যাহা মরণের পর পুনর্জাত হয়, জন্ম অনিমিত্ত, মৃত্যুও অনিমিত্ত, প্রেত্যভাবের আদিআছে কিন্তু অন্ত নাই, প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক অতএব কর্ম্ম নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব নিরাত্মক কেননা তাহাতে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বেদনার বিস্তার এবং উচ্ছেদ আছে, অপবর্গ ভয়ানক কেননা ইহাতে সকল কর্মের লোপ, সকল বিষয়ের বিরহ, ইহাতে অনেক উত্তম বস্তুর নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান লোক সর্ব্ব সুখ ভ্রষ্ট ঐ অচৈতন্য মুক্তির অবস্থা বাঞ্ছা করিবেক।

"এই মিথ্যা জ্ঞানেতে অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে এবং রাগদ্বেষের অধিকৃত অসূয়া ঈর্ষ্যা, মায়া, মদ, অভিমান লোভ ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়, দোষাশ্রিত হইলে শারীরিক প্রবৃত্তি দ্বারা লোকে হিংসা,

চৌর্য্য, লাম্পট্য আচরণ করে মুখেতে মিথ্যা কটু এবং নিন্দা বাক্য কহে মনেতে পরহিংসা, পরদ্রব্য লোভ এবং নাস্তিক্য ধারণ করে, এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি হইতে অধর্ম্ম সম্ভবে, কিন্তু শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা করা, মুখেতে সত্য, হিত, প্রিয়বাক্য কহা এবং বেদাধ্যয়ন করা, মনেতে দয়া, শ্রদ্ধা করা এবং নিস্পৃহ হওয়া ইহাতে ধর্ম্ম সম্ভবে, এই প্রবৃত্তি সাধন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি শব্দেতে উক্ত হয়, যেমন অন্নসাধন প্রাণ, অন্ন শব্দ বাচ্য হয়। এই প্রবৃত্তি কুৎসিত এবং অভিপূজিত জন্মের কারণ। শরীর, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধির সাকার প্রাদুর্ভাবকে জন্ম কহে, জন্ম হইলে দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট বেদনা, বাধা, পীড়া অনুভূত হয়, এই সকল মিথ্যা জ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবর্ত্তমান ধর্মকে সংসার কহা যায়।

" কিন্তু যখন তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হয়, তখন মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ, তাহাই নিশ্রেয়স অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ। তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত কহাতেই হইল, অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে যে তাহা আছে, অনাত্মার বিষয়ে তাহা আত্মা নহে, দুখ, অনিত্য, অত্রাণ, সভয়, নিন্দিত, ত্যাজ্য এই সকল বিষয়েও যথা সম্ভব বুঝা যাইবেক, প্রবৃত্তির বিষয়ে কর্ম্ম আছে, ও কর্ম্ম ফল ও আছে, দোষ বিষয়ে সংসার দোষ নিমিত্ত, প্রেত্যভাব বিষয়ে জন্তু, জীব, সত্ত্ব, কিম্বা আত্মা অবশ্য

আছে, যাহা মরণের পর পুনর্ব্বার জন্মে, জন্মের কারণ আছে, মৃত্যুর ও কারণ আছে, ইহাতে প্রেত্যভাব অনাদি ও অপবর্গ পর্য্যন্ত, প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক, প্রবৃত্তি ইহার কারণ, প্রেত্যভাব সাত্মিক এবং অপবর্গ পর্য্যন্ত, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বেদনার উচ্ছেদ এবং পুনরুক্তিতে বর্ত্তমান এই অপবর্গে সকল বিষয়ের বিচ্ছেদ, সকল বিষয়ের নাশ ইহাতে ঘোরতর পাপ ও ক্লেশ নষ্ট হয়, কোন্ বুদ্ধিমান লোক সর্ব্ব দুঃখ নাশক এই অপবর্গকে ইচ্ছা না করিবেক যেমন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ত্যাজ্য হয় তদ্রূপ সুখ দুঃখ মিশ্রিত জন্মও ত্যাজ্য হয়।

“বাৎসায়নের ভাষ্য এবম্বিধ। দেখ আগমিক ঠিক বলিয়াছেন অমৃত যদি বিষাক্ত হয় তবে হেয় হইয়া পড়ে। সংসার কেবল অবিদ্যা এবং অমঙ্গল রাশি মাত্র। এ কথা প্রত্যক্ষ সত্য, অনুভব মাত্র নহে। সংসারের যদি যথার্থ আখ্যান করা যায় তবে তাহাকে অমঙ্গল ব্যতীত আর কি কহা যাইতে পারে। যে শরীর আমরা ধারণ করি যদিও তাহা প্রমোদ মত্ত লোকের নয়নে রম্য বোধ হয় কিন্তু তাহাকে বিনাশি ব্যতীত আর কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে। রক্ত মাংসময়স্যাস্য সবাহ্যাভ্যান্তরং মুনে নাশৈক ধর্ম্মিণো ব্রূহি কৈব কায়স্য রম্যতা। শরৎ কালীন মেঘ গন্ধর্ব নগর এবং অচিরপ্রভা সৌদামনীতে যে স্থৈর্য্য আরোপ করিতে পারে সেই শরীরেতে বিশ্বাস করুক। তড়িৎসু শরদভ্রেষু গন্ধর্ব নগরেষুচ স্থৈর্য্যং যেন বিনির্ণীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে। দেখ সকলি স্থির, মৃত্যুজন্য জন্ম

আবার জন্ম জন্য মৃত্যু। জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ অস্থিরাঃ সর্ব্ব এবেমে সচরাচর চেষ্টিতাঃ। আয়ুর প্রার্থনা কাহারা করে? কেবল যাহারা বিষয় কাল সর্প সঙ্গে বিষাক্ত চিত্ত হইয়াছে। বিষয়াশীবিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জর-চেতসাং অপ্রৌঢাত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণং। শারীরিক লাবণ্য মানসিক প্রাধান্য এবং কার্য্যদক্ষতাদির যত প্রশংসা কর কিন্তু ভারাক্রান্ত লোকের উপর নূতন ভার সংযোগ করিলে যেমন হয় এ সকলি তদ্রূপ। রূপ মায়ুর্মনো বুদ্ধি রহঙ্কারঃ স্থিরোহিতং ভারো ভারধরস্যেব সর্ব্বং দুঃখায় দুর্ধিয়ঃ। জন্ম লাভ করিয়া বাল্যকালে কার্য্যভাব তরঙ্গ বিশিষ্ট তরলাকার সংসার সাগরে দুঃখ পাইতে হয়। পরে যৌবন কালে নানা প্রকার মানস উদ্বেগে নিপাত, আর বার্দ্ধক্যের কথা কি কহিব? তখন একে জরা এবং শক্তি বিরহ তাহাতে আবার বিষয় লিপ্সার অতীব প্রাবল্য। এমত দুঃখ ও বেদনা আর কোথায় আছে

লব্ধাপি তরলাকারে কার্য্যভাবতরঙ্গিণি। সংসারসাগরে জন্ম বাল্যং দুঃখায় কেবলং॥ বাল্যানথমথ ব্যক্ত্বা পুমানভিহিতাশয়ঃ। আরোহতি নিপাতায় যৌবনং সংভ্রমেণ তু॥ দুষ্প্রেক্ষং জরঠং দীনং হীনং গুণপরাক্রমৈঃ। গৃধ্রে হক্ষমিবাদীর্ঘংগর্দ্ধোপ্যভ্যেতি বার্দ্ধকং॥

"অতএব শ্রীরাম চন্দ্র কহিলেন আমি এমত দেহ গৃহে বাস করিতে চাহি না যাহাতে বৃথা তৃষ্ণাই গৃহিণী ইন্দ্রিয় গণই পশু এবং চিত্তই ভৃত্য। অখিল সংসার দুখের মধ্যে তৃষ্ণাই দীর্ঘ দুঃখদায়িকা যাহা অন্তঃপুরের মধ্যেও সঙ্কট যোজনা করে। অহো উহারাই সাধু যাহারা এবম্ভূত সংসারে

আর জন্ম গ্রহণ করেনা অবশিষ্ট সকলেই জঠর গর্দ্দভ জানিবা।

পংক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়পশুং ফল্গুতৃষ্ণাগ্রহাঙ্গনং। চিত্তঃ স্বকৃতানন্দং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ সর্ব্বসংসারদুঃখানাং তৃষ্ণৈকা দীর্ঘদুঃখদা। অন্তঃপুরস্থমপি যা..যোজয়ত্যপি সঙ্কটে॥ জাতাস্তএব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ। যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥

"সংসারে সুখের অত্যন্তাভাব আমরা কহিনা এবং ধর্ম্ম ও সৎপ্রবৃত্তিও সম্ভবে কিন্তু দুঃখ ও অমঙ্গলের প্রাবল্য প্রযুক্ত আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি মাত্রকে দোষ কহি কেননা তাহাতে কর্ম্মের উৎপত্তি আর কর্ম্ম হইতে জন্ম। এই আমারদের ঘোরতর বন্ধন তন্নিমিত্ত সর্ব্ব বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তিই নিঃশ্রেয়স। মধু পূর্ণ পাত্রেতে কালকূট সংযুক্ত হইলে সমুদয় পাত্র ত্যাজ্য হয়।"

সত্যকাম। "তর্ককাম তুমি কি ঠিক জান তোমার পাঠ্যমান তুলৎ বাৎসায়ন ভাষ্যের পত্র এবং ইহা ন্যায়সূত্রকার গোতম ঋষির তাৎপর্য্য প্রকাশক। সিদ্ধার্থ গোতম শাক্যমুনির বচন তো নয়?"

আগমিক। "ছি২ মহাভারত২! এ কি কথা, বেদের অবিরোধি ব্রহ্মর্ষি গোতমকে বেদ বিদ্বেষি দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক বৃদ্ধের তুল্য করিলা; এমত বাক্য পরিহাসে কহিলেও মহাপাতক হয়।"

সত্যকাম। "ক্ষন্তু মর্হষি আগমিক। ফলে বেদের অবিরোধি ব্রহ্মর্ষি গোতম এবং বেদ বিদ্বেষি দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক গোতম এ দুএর উপদেশে আমি বড় প্রভেদ দেখি

নাই তন্নিমিত্ত ভ্রম অসম্ভব নয়। উহাঁরদের সিদ্ধান্তকে সোদর বলিলেই হয়। ব্রহ্মর্ষি গোতম বলেন অপবর্গ জ্ঞানাপেক্ষ, ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমেরও ঐ মত যথা

মোহকলুষান্ধকারং প্রজ্ঞাপ্রদীপেন বিধমথা সর্ব্বং। সানুশয়দোষজালং বিদারয়ত জ্ঞানবজ্রেণ ॥

* * * * *

মোহান্ধস্থিরবিদ্যাঘাতকো হিরিশিরিভরিতো। ত্বং বৈদ্য কুশলচিকিৎসকো হ্যমৃতসুখদদো।

* * * *

জ্ঞানিং জ্ঞানকথাপ্রধারকা জ্ঞাপয়সি ত্রিভবে ত্রৈবিদ্য বিমোক্ষদেশকা ত্রিমলমলনুদা

"ব্রহ্মর্ষি গোতম কহেন মিথ্যা জ্ঞান দোষ এবং প্রবৃত্তির হেতু এবং তৎপ্রযুক্ত জন্মের কারণও হয়, ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমেরও ঐ উপদেশ। ব্রহ্মর্ষি গোতম বলেন সংসার ইষ্টানিষ্ট সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মে মিশ্রিত তন্নিমিত্ত সকলি ত্যাজ্য এবং অপবর্গই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমও কহেন সংসার ধর্ম্মাধর্ম্ম কুশল অকুশলে মিশ্রিত এবং নির্ব্বাণই সর্ব্ব দুঃখের এক উপায়, তিনিও ব্রহ্মর্ষি গোতমের ন্যায় উপদেশ করেন জন্ম মরণাদি সংসার বন্ধনের উপয়ান্তর নাই।

মোক্ষং তে চ লঘুং সর্ব্বে ছিত্ত্বা বৈ ক্লেশবন্ধনম্। যাস্যন্তি নিরুপাদানাঃ ফলপ্রাপ্তি বরং শুভম্ ॥ দক্ষিণীয়াশ্চ তে লোকে আহুতীনাং প্রতিগ্রহাঃ ন তেষু দক্ষিণা ন্যূনা সত্ত্বানির্ব্বাণহেতুকী ॥

(দুঃখা জাতিপুনঃ পুনঃ)

জাতিজরামরণদুঃখক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষয়িতুং। চরিতুং বিশুদ্ধগমনাস্তসমং তং শুদ্ধসত্ত্বমনুবন্ধয়ত ॥

"বাৎসায়নভাষ্যে যেমন ব্রহ্মর্ষি গোতমের তাৎপর্য্য প্রকাশ ও জন্মের সহিত মিথ্যা জ্ঞানের এবং অপবর্গের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত, তদনুরূপ ললিত বিস্তরে ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমের তাৎপর্য্যও তাদৃশ দেখা যায় যথা।

কস্মিন্ সতি জরামরণং ভবতি। কিং প্রত্যয়ং চ পুনর্জরামরণম্॥ জাত্যাং সত্যাং জরামরণং ভবতি। জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণম্॥ কস্মিন্ সতি জাতির্ভবতি কিম্প্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ॥ ভবে সতি জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ॥ কস্মিন্ সতি ভবো ভবতি কিম্প্রত্যয়শ্চ পুনর্ভবঃ॥ উপাদানে সতি ভবো ভবত্যুপাদানপ্রত্যয়ো হি ভবঃ॥ কস্মিন্ সত্যুপাদানং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনরুপাদানম্॥ তৃষ্ণায়াং সত্যামুপাদানং ভবতি তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং হ্যুপাদানম্॥ কস্মিন্ সতি তৃষ্ণা ভবতি কিম্প্রত্যয়া চ তৃষ্ণা॥ বেদনায়াং সত্যাং তৃষ্ণা ভবতি বেদনাপ্রত্যয়া চ তৃষ্ণা॥ কস্মিন্ সতি বেদনা ভবতি কিম্প্রত্যয়া পুনর্বেদনা॥ স্পর্শে সতি বেদনা ভবতি স্পর্শপ্রত্যয়া হি বেদনা॥ কস্মিন্ সতি স্পর্শো ভবতি কিম্প্রত্যয়শ্চ পুনঃ স্পর্শঃ॥ ষড়ায়তনে সতি স্পর্শো ভবতি ষড়ায়তনপ্রত্যয়ো হি স্পর্শঃ॥ কস্মিন্ সতি ষড়ায়তনং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনঃ ষড়ায়তনম্॥ নামরূপে সতি ষড়ায়তনং ভবতি নামরূপ-প্রত্যয়ং হি ষড়ায়তনম্॥ কস্মিন্ সতি নামরূপং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনর্নাম-রূপম্॥ বিজ্ঞানে সতি নামরূপং ভবতি বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং হি নামরূপম্॥ কস্মিন্ সতি বিজ্ঞানং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ বিজ্ঞানম্ সংস্কারেষু সৎসু বিজ্ঞানং ভবতি সংস্কারপ্রত্যয়ঞ্চ বিজ্ঞানম্॥ কস্মিন্ সতি সংস্কারা ভবন্তি কিম্প্রত্য-য়াশ্চ সংস্কারাঃ॥ অবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা ভবন্তি অবিদ্যাপ্রত্যয়া হি সংস্কারাঃ॥

"অর্থাৎ কি হইলে জরা মরণ হয়, এবং জরা মরণের প্রত্যয় কি; জন্ম হইলে জরা মরণ হয়, জরা মরণের প্রত্যয় জন্ম।

কি হইলে জন্ম হয়, এবং জন্মের প্রত্যয় কি; সংসার হইলে জন্ম হয়, জন্মের প্রত্যয় সংসার।

কি হইলে সংসার হয়, এবং সংসারের প্রত্যয় কি; উপাদান অর্থাৎ আসক্তি হইলে সংসার হয়, সংসারের প্রত্যয় উপাদান।

কি হইলে উপাদান হয়, এবং উপাদানের প্রত্যয় কি; তৃষ্ণা হইলে উপাদান হয়, উপাদানের প্রত্যয় তৃষ্ণা।

কি হইলে তৃষ্ণা হয়; এবং তৃষ্ণার প্রত্যয় কি; বেদনা হইলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণার প্রত্যয় বেদনা।

কি হইলে বেদনা হয়, এবং বেদনার প্রত্যয় কি; স্পর্শ হইলে বেদনা হয়, বেদনার প্রত্যয় স্পর্শ।

কি হইলে স্পর্শ হয়, এবং স্পর্শের প্রত্যয় কি; ষড়িন্দ্রিয় হইলে স্পর্শ হয়, স্পর্শের প্রত্যয় ষড়িন্দ্রিয়।

কি হইলে ষড়িন্দ্রিয় হয়, এবং ষড়িন্দ্রিয়ের প্রত্যয় কি; নামরূপ হইলে ষড়িন্দ্রিয় হয়, ষড়িন্দ্রিয়ের প্রত্যয় নামরূপ।

কি হইলে নামরূপ হয়, এবং নামরূপের প্রত্যয় কি; বিজ্ঞান হইলে নামরূপ হয়, নামরূপের প্রত্যয় বিজ্ঞান।

কি হইলে বিজ্ঞান হয়, এবং বিজ্ঞানের প্রত্যয় কি; সংস্কার হইলে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানের প্রত্যয় সংস্কার।

কি হইলে সংস্কার হয়, এবং সংস্কারের প্রত্যয় কি; অবিদ্যা হইলে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয় অবিদ্যা।

"এই রূপে জরা মরণের হেতু সমূহ ক্রমশঃ বর্ণন করিয়া শাক্য সিংহ তাহার নিরোধের উপায় পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তর ধারায় স্থির করিয়াছিলেন যথা

কস্মিন্নসতি জরামরণং ন ভবতি কস্য বা নিরোধাজ্জরামরণনিরোধঃ ॥
জাত্যাং অসত্যাং জরামরণং ন ভবতি জাতিনিরোধাজ্জরামরণনিরোধঃ ॥

কস্মিন্নসতি জাতির্ন ভবতি কস্য বা নিরোধাজ্জাতির্নিরোধঃ ।। ভবেঽসতি জাতির্ন ভবতি ভবনিরোধাজ্জাতিনিরোধঃ ।। কস্মিন্নসতি বিস্তরেণ যাবৎসংস্কারা ন ভবন্তি । কস্য বা নিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ ।।

অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্ত্যবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ সংস্কার নিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ ।।

কিসের অভাব হইলে জরা মরণের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে জরা মরণের নিরোধ হয়; জন্মের অভাব হইলে জরা মরণের অভাব হয়, জন্ম নিরোধেতে জরা মরণ নিরোধ ।

কিসের অভাব হইলে জন্মের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয়; সংসারের অভাব হইলে জন্মের অভাব হয়, সংসারের নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয় ।

অন্ততঃ কিসের অভাব হইলে সংস্কারের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে সংস্কারের নিরোধ হয়; অবিদ্যার অভাব হইলে সংস্কারের অভাব হয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধেতে অবিদ্যার নিরোধ ।

"অতএব ভায়া তর্ককাম গোতম যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাতে শাক্য সিংহের অতিরিক্ত কিছুই নাই দুই গোতমেরই অবিকল এক মত" ।

তর্ককাম । "শাক্য সিংহ কেবল জরা মরণ বিষয়ে দুই এক কথা লিখিয়াছিলেন, আর কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই । সংসারের জ্বালা সকলকেই ভোগ করিতে হয় বৌদ্ধেরা কি এবিষয়ে মুক্ত ছিলেন তাহা নহে তাঁহারদিগকেও সংসার যাতনা সহিতে হইত কিন্তু ঐ যাতনা মোচনের কোন উপায় জানিতেন না সুতরাং কেবল ত্রাহি২

বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা সংসার যাতনার অনুভব পাইয়া অবিদ্যা বশতঃ কোন উপায় করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কি আমারদের তুল্য হইতে পারেন। অস্মদীয় মহর্ষি গোতম দুঃখ শান্তির উপায়ও করিয়াছেন তিনি কেবল অসুখের বর্ণনা করিয়া অন্ধ তমসের দর্শন দিয়াছিলেন এমত নহে দুঃখাপনোদের উপায়ও শিখাইয়াছেন এবং দিপ্তির দর্শন দিয়াছেন। সুচিকিৎসকের ন্যায় রোগের নিদান ব্যবস্থা পথ্য সকলি উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা জরা মরণাদি সংসার জ্বালাতে সন্তপ্ত হইয়া কেবল হাহাকার ধ্বনি করিয়াছেন মাত্র, তাপ শান্তির উপায় কিছুই জানিতেন না মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক গুরুকে বৈদ্য কুশল চিকিৎসক উপাধি দিয়াছিলেন কিন্তু সে বৈদ্য কুশল চিকিৎসক যে উপদেশ করিয়াছিলেন গ্রাম্য চাসারাও তাহা বলিতে পারিত তিনি এই মাত্র শিখাইয়াছিলেন যে সকলেই হতভাগ্য দুঃখী আর নিপাত ব্যতীত দুঃখ শান্তির উপায়ান্তর জানিতেন না ভিষগ্বন্ধু শিরোমণির মতে বিনাশই আত্মার পথ্য, নির্ব্বাণ বই আর কিছু জানিতেন না কিন্তু নিত্য আত্মার কি ধ্বংস সম্ভবে। অস্মদীয় মহর্ষি অপবর্গ এবং মুক্তির শিক্ষা দিয়াছিলেন"।

সত্যকাম। "অপবর্গ ও নির্ব্বাণ ভিন্ন২ শব্দ বটে যেমন অচল এবং নগ, কিন্তু অর্থের ভেদ তো কিছু দেখি না। অপবর্গের লক্ষণ কি?"

তর্ককাম। অপবর্গের অর্থ দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও

মিথ্যা জ্ঞানের অপবর্জ্জন—ত্যাগ। তাহা শুদ্ধ সুখাবস্থা”।

সত্যকাম। “তোমরা কহিয়া থাক অপবর্গ কালে আত্মা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তোমারদের মতে সে অবস্থায় আত্মাতে শরীর ও মনের সংযোগ থাকে না সুতরাং চৈতন্য ও প্রবৃত্তিও সম্ভবে না। তবে অপবর্গ নিতান্ত অচৈতন্য অবস্থা। এমত অবস্থায় সুখ কি প্রকারে সম্ভবে, আর তাহা বৌদ্ধোক্ত নির্ব্বাণ হইতে কি প্রকারে প্রভিন্ন তাহাও বুঝিতে পারি না”।

তর্ককাম। “সত্যকাম এমন২ তত্ত্ব আছে তাহা মানুষিকী ভাষাতে বর্ণন করা যায় না এবং মানুষিকী বুদ্ধিরও অগম্য। এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বেতে কেবল আত্মার অনুভূতি সম্ভবে যাহারদের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহারাই বুঝিতে পারে অতএব অপবর্গের লক্ষণ করা যায় না তাহাতে ভাষা ও শব্দের অবসান হয় তবে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা পরম সুখাবহ উহাতে তাবৎ অমঙ্গল শোক দুঃখ যন্ত্রণা ব্যথা সকলেরি নিত্য শান্তি। সরস্বতীও এমত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং শাশ্বত সুখের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, বৃহস্পতিও অবিমুক্ত অবস্থায় তাহার অনুভব করিতে পারেন না। এমত অনির্ব্বচনীয় আনন্দাবস্থাকে বুদ্ধোক্ত নির্ব্বাণের অবিশেষ কহিলে দুর্বুদ্ধির সীমা থাকে না”।

সত্যকাম “আমাকে একটী কথা বলিতে হইল তুমি যেমন অপবর্গকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কহিলা বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের অবিকল তদনুরূপ বর্ণনা করেন। পালীয় শাস্ত্রে

নির্ব্বাণের লক্ষণ এই যে তাহা জরা মরণ ব্যাধি হইতে নির্মুক্ত এবং পরম সুখ সম্পন্ন। ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা কহেন নির্ব্বাণ অবস্থায় কোন দুঃখ থাকে না কোন দ্রব্য কিম্বা আশ্রম সহকারে উহার প্রকৃত উপমা হয় না কেবল এই মাত্র বলা যায় যে নির্ব্বাণ হইলে সমুদয় দুঃখ শান্তি ও মুক্তি এবং পরম সুখলাভ হয়। বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছিলেন।

ইহ তে কামক্রোধা মোহপ্রভবা জগৎপরিনিকাসাঃ। সাহূতা ইব চৌরা বিনাশিতা যে নিরবশেষাঃ॥ ইহ সা অকার্য্যকর্ত্রী ভবতৃষ্ণাচারিণী তথাঽবিদ্যা। সানুশয়মূলজালা মহাজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধা॥ ইহ সা অহং মমেতি চ কালিপাশ-দুরানুগাঢলিতমূলা। নাবরণকঠিনগ্রন্থিশ্ছিন্না মম জ্ঞানশস্ত্রেণ॥ কাঙ্ক্ষা বিমতিসমুদয়া দৃষ্টিজলজস্তিতা অশুভমূলা। তৃষ্ণানদী তিবেগা প্রশোষিতা মে জ্ঞানসূর্য্যেণ॥ কুহনলপনপ্রতাণং মায়ামাৎসর্য্যদোষঈর্ষ্যাছং। ইহ তে ক্লেশারণ্যং ছিন্নং বিনাগ্নিনা দগ্ধম্॥ সর্ব্বভববন্ধনানি চ মুক্তানি ময়েহ তানি সর্বাণি। প্রজ্ঞাবলেন নিখিলাস্ত্রিবিধমিহ বিমোক্ষমাগম্য॥ ইহ রাগমদন-মকরং তৃষ্ণোর্মিজলং কুদৃষ্টিনক্রাতম্। সংসারসাগরমহং সন্তীর্ণো বীর্য্যবলনাবা॥ ইহ তন্ময়াঽনুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভিযদপ্রাপ্তং। অমৃতং লোকিহতার্থং জরা-মরণশোকদুঃখান্তং॥ ইহ তন্ময়াঽনুবুদ্ধং যদ্বুদ্ধং প্রাক্তনৈর্জিনৈরপরিমাণৈঃ। যস্য মধুরোঽভিরম্যঃ শব্দো লোকেষু বিখ্যাতঃ॥

"ইহাতে মোহজাত জগদ্ভ্রামক কাম ক্রোধ দোষীকৃত চোরের ন্যায় নিরবশেষে বিনাশিত হইল। ইহাতে অকার্য্য করী ভবতৃষ্ণা এবং অবিদ্যা, অনুশয় মূল সমূহের সহিত মহা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইল। ইহাতে কঠিন বিষয় গ্রন্থি যুক্ত অহং মমরূপ কঠোর কালপাশ আমার জ্ঞান শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইল। কুমতি হইতে উদিতা এবং দৃষ্টি জল দ্বারা বর্দ্ধিতা যে অশুভ মূলা অতি বেগবতী তৃষ্ণা নদী তাহা আমার জ্ঞান সূর্য্য দ্বারা শোষিত হইল। ইহাতে

প্রবঞ্চনা নিন্দা কুৎসাদি মায়া মাৎসর্য্য ঈর্ষ্যারূপ ক্লেশারণ্য বিনয়াগ্নিতে দগ্ধ হইল। ইহাতে আমি প্রজ্ঞাবল দ্বারা ত্রিবিধ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব সংসার বন্ধন মুক্ত করিলাম। ইহাতে আমি বীর্য্য বল পোত দ্বারা সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইলাম যাহা কুদৃষ্টি সঙ্গ্রহে রাগ ও কাম এবং তৃষ্ণা তরঙ্গ রূপ নক্র চক্র সঙ্কুল দেখা যায়। ইহাতে আমি লোক হিতার্থ অন্যান্য প্রবাদ পর লোকের অপ্রাপ্য জরামরণ শোক দুঃখান্ত অমৃত হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ইহাতে আমি ঐ পরম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম যাহা অগণনীয় পূর্ব্ব জিন বৃন্দের হৃদয়ঙ্গত হইয়াছিল এবং যাহার মধুর রমণীয় শব্দ সর্ব্বলোক বিখ্যাত”।

তর্ককাম। “এত তর্কের তাৎপর্য্য কি? বৌদ্ধ শিক্ষা কি মহর্ষি প্রণীত ন্যায় শাস্ত্রের তুল্য হইবে। গোতমোক্ত উপমান অবলম্বন করিয়াই গোতমের হিংসা করিতেছ। তুমি কি জান না কোন২ তত্ত্ব এমত জাজ্বল্যমান যে দিবাকরের ন্যায় স্বতঃ সিদ্ধ এবং জগদ্দীপক হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি লোকে যদি তাহার অনুভব না পায় তাহাতে তাদৃশ তত্ত্বের হানি হয় না যেমন পেচকাদি অপকৃষ্ট জন্তু মধ্যাহ্নে অন্ধ থাকিলেও তাহাতে অংশুমালির নিন্দা নাই, কিন্তু স্থূল বুদ্ধি মূর্খ লোকেও এমত পরম তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ অনুভব পাইতে পারে সে অনুভবে ঐ তত্ত্বের মহিমা হানি হয় না বরং সত্যতার দার্ঢ্য হয় অতএব মহর্ষি গোতম যে পরম তত্ত্ব আদৌ উপদেশ করেন বৌদ্ধেরা যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকে তাহাতে কি তাহারদের প্রাধান্য হইবে”।

সত্যকাম। তুমি যথার্থতঃ কি বলিতে পার যে বৌদ্ধেরা গোতমোক্ত ন্যায়সূত্র প্রতিপাদিত "পরম তত্ত্বের" যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইয়াছিল। শাক্য সিংহের শিষ্যেরা বরং কহিতে পারে তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব অভূত পূর্ব্ব, পূর্ব্বে অশ্রুত ছিল। প্রত্যুতঃ অস্মৎপূর্ব্বরদের মধ্যে তত্ত্ববিচারি পণ্ডিতবর্গ বহুকালাবধি সংসারের বিবধ অমঙ্গল দর্শনানন্তর বৈদিক ক্রিয়া কলাপে তৎশান্তি অসম্ভব জ্ঞান করিয়াছিলেন প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেই দুঃখ শান্তি হইবে ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই সুতরাং মন্ত্র ব্রাহ্মণের উপদেশাতিরিক্ত পুরুষার্থের বাসনা মধ্যে২ তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইত। এই প্রকার মনোবৃত্তি বহুদিবসাবধি এতদ্দেশীয় কোবিদ্ বৃন্দের মধ্যে প্রবল ছিল। গোতম সর্ব্বাগ্রে তাহা সূত্র বদ্ধ করেন বলিলে কেবল সাহসের কথা হয় কেননা বৌদ্ধ মত ন্যায় সূত্রের অগ্রে প্রচার হইয়াছিল ইহাতে সংশয়াভাব। একথাকে সর্ব্ববাদি সম্মত বলিলেও হয় তোমরা আপনারা এই বলিয়া গোতমের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক যে বৌদ্ধ মত খণ্ডনই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায়। অপিচ জাতি দুঃখ ও অপবর্গ অথবা মুক্তির আনন্দ বর্ণন যাদৃশ বৌদ্ধ মত সঙ্গত তাদৃশ ন্যায় দর্শন সঙ্গত হইতে পারে না। বৌদ্ধ শব্দে সহজেই এই২ ভাব স্মৃতিপথারূঢ় হয় যথা সংসারের লক্ষণ অনিত্য দুঃখ অনাত্ম, এবং নির্ব্বাণ পরম সুখ। ন্যায় শাস্ত্র শব্দে প্রমাণ প্রমেয় অনুমান ব্যাপ্তি প্রভৃতি চিত্তক্ষেত্র গত হয়। অতএব সংসারের দুঃখ ও অপবর্গ কিম্বা নির্ব্বাণ বিষয়ে যদি ন্যায় এবং বৌদ্ধ মতে

কোন নির্বিশেষ সামান্য শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে এই মাত্র সম্ভবে যে শাক্য সিংহ আদৌ সে শিক্ষা প্রচার করেন পরে গোতম স্বয়ং তাহা গ্রাহ্য করেন:

"তর্ককাম তুমি কেমন করিয়া বলিলা যে জাতি দোষ ও নির্ব্বাণ সুখ আদৌ ন্যায় সূত্রে প্রতিপাদিত হয়। তুমি কি জান না যে ন্যায় সূত্র রচনার পূর্ব্বে শাক্য সিংহের চরিত্রেতেই তাহার প্রতিপাদন দেখা যায়। তাঁহার জীবন চরিতে জরা মরণের দুঃখ এবং অপবর্গ ও নির্ব্বাণের আনন্দ বর্ণন ব্যতীত প্রায় আর কোন বৃত্তান্ত নাই বাল্যাবস্থাবধি তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাণের সাধনে ছিলেন ঐ প্রকার বৈরাগ্য বর্ণন এবং নির্ব্বাণের সাধন শাক্য সিংহের পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রোক্ত পুরুষের চরিত্রে দেখা যায় না"

আগমিক। "শ্রীরামচন্দ্র তো বাল্যকালেই সংসারে বিরক্ত হইয়া মুক্তির সাধন করিয়াছিলেন তিনি কি শাক্য সিংহের পূর্ব্বে ছিলেন না"

সত্যকাম। "যোগ বাশিষ্ঠে ঐ রূপ বর্ণনা আছে বটে কিন্তু যোগ বাশিষ্ঠ আধুনিক গ্রন্থ কহিতে হইবেক। বাল্মীকি তাহার গ্রন্থকার ছিলেন এমত বোধ হয় না। গ্রন্থকার শাক্য সিংহের ন্যায় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন বটে এবং জরা মরণ তৃষ্ণা প্রভৃতি বৌদ্ধ শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু সে বৌদ্ধেরদের নকল মাত্র আর তাহা বাল্মীকি রামায়ণের বিরুদ্ধ। বাল্যাবস্থায় রামচন্দ্রের মনে যদি শাক্য সিংহের ন্যায় বৈরাগ্য ভাব জন্মিয়া থাকে তবে

তাহা বহুবার ব্যাপী ছিল না। শাক্য সিংহের বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি শীল হওয়াতে তিনি পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ সাধনার্থ প্রব্রাজক হয়েন। কিন্তু রামচন্দ্রের যে প্রকার চরিত্র রামায়ণে বর্ণিত আছে তাহাতে বোধ হয় না যে বাল্য কালে তাঁহার মনে কোন বৈরাগ্য ভাব জন্মিয়াছিল যদি জন্মিয়া থাকে তবে দশরথের কৌল পুরোহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে রাজা সুধোধনের সভা পণ্ডিতবৃন্দাপেক্ষা চতুরতর কহিতে হইবে কেননা সুধোধনের পণ্ডিতেরা শাক্য সিংহকে নিরস্ত করিয়া গৃহাশ্রমে রাখিতে পারেন না কিন্তু রামচন্দ্র সংসার ধর্ম্মপালনে আশু স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাক পক্ষধর অবস্থাতেই রাক্ষস বধার্থ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়াছিলেন পরে ঋষি সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ পূর্ব্বক সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন পরে পিতৃআজ্ঞায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে সম্মত হয়েন সে অভিষেকে যে ব্যাঘাত হয় তাহা তাঁহার বৈরাগ্য বশতঃ নহে কিন্তু কৈকেয়ীর কৌটিল্য হেতুক। পরে যখন তাপস বেশ ধারণ করিয়া অরণ্য যাত্রা হয়েন তখন জাতি জরা মরণাদি দোষে সংসারে বিরক্ত হইয়া বনবাস করেন এমত কহা যাইতে পারে না কেননা তখনও সংসারের দোষ বশতঃ বৈরাগ্য ভাব প্রচার করেন নাই বরঞ্চ সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পিতৃ সত্য পালনার্থ অরণ্য বাস করিতেছেন। আর অরণ্য বাসেও দার সমভিব্যাহারে ছিলেন। বিমাতার ঈর্ষ্যায় বহুতর ক্লেশ ভোগ হইলেও এবং পরে লঙ্কাধিপতি

কাপুরুষ রাবণ সীতা হরণ করিলেও রামচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য ভাবোদয় হয় নাই বরং বিরহ ভাবের লক্ষণ ব্যক্ত আছে অনন্তর তিনি সহধর্ম্মিণীর উদ্ধারার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া রাবণ বধ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যাভিষেক গ্রহণ করেন।

"শাক্য সিংহের চরিত্র তদ্রূপ নহে পিতা মাতাদি আত্মীয় বর্গের এবং পৌরজনগণের মহা আদরান্বিত ও স্নেহ-ভাজন হইলেও অবাধে রাজ্যাধিকার করিবার সম্ভব স্থলে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে সংসার ও জীবন কেবল দুঃখ রাশি অতএব সর্ব্ব পরিহার করিয়া নির্ব্বাণ সাধন কর্ত্তব্য। তিনি কোন ক্রমে সংসার ধর্ম্ম পালনে স্বীকৃত হইলেন না তাঁহার সংসার ত্যাগ বৈরাগ্য এবং নির্ব্বাণ সাধন এমত প্রসিদ্ধ কথা যে তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত নেপাল তিব্বৎ ব্রহ্ম সিংহল শ্যাম চিণ তাতার প্রভৃতি দেশেও সাধারণের বিদিত হইয়াছে।"

আগন্মিক। "সত্যকাম, আমি দেখিতেছি তুমি সামান্য দর্শনে বড় পটু বিশেষ দর্শনে তাদৃশ পটু নহ নচেৎ বুঝিতা যে বৌদ্ধেরা ঈশ্বর এবং আত্মা মানে না এবং বেদ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে"।

সত্যকাম। "নাস্তিকতা বৌদ্ধদিগের সাধারণ লক্ষণ নহে, কেননা তাহারদের এক সম্প্রদায় ঐশ্বরিক নামে বিখ্যাত, উহারা আদি বুদ্ধ নামে এক স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর স্বীকার করে। তাহারা আত্মাও নিতান্ত অস্বীকার করে না, ফলে

ভাবি সুখ দুঃখের প্রসঙ্গ করিলে বস্তুত আত্মা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বৌদ্ধেরা ভাবি সুখ দুঃখের প্রসঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতে সংশয়াভাব। তাহারা কহে অবিশ্বাসির দ্বিবিধ দণ্ড, হয়তো নরক গামী হইবে নচেৎ পশু হইয়া জন্মিবে। জ্ঞানির দ্বিবিধ পুরস্কার হয়তো দেব লোকে যাইবে নচেৎ মানব যোনিপ্রাপ্ত হইবে। যাহারা বুদ্ধের দর্শন পায় তাহারদের সহস্র কল্প পর্য্যন্ত কোন দুর্গতি হয় না।

যেষাং ত্বদ্দর্শনং সৌম্য এগুতে পুরুষর্ষভ। ন তে কল্পসহস্রাণি জাতু যাস্যন্তি দুর্গতিং ॥

“তাহারদের বেদ নিন্দার কথা যাহা উল্লেখ করিলা তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তাহারা বেদবিহিত যাগ যজ্ঞের প্রণালী পালন করে না বটে সুতরাং বেদকে এক প্রকার নগণ্য করিয়াছে, কিন্তু বেদনিন্দা যে তাহারদের সাধারণ লক্ষণ এমন কহা যাইতে পারেনা বিবাদ স্থলে শ্রুতি পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট তিরস্কৃত হইলে তাহারাও কঠোরোক্তি করিয়া বেদকে বঞ্চক পুরুষ কৃত কহিয়া থাকিবে, কিন্তু বিবাদ মুখে ক্রোধ ভরে সে সকল কঠোরোক্তি করিয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্য নহে কেননা দেবর্ষি নারদ যিনি স্বয়ং বিষ্ণু পূজার প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন তিনিও একদা ক্রোধপরবশ হইয়া নারায়ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত কি তাঁহাকে বিষ্ণুনিন্দক কহিবা। যথা তুলসীদাস কৃত রামায়ণের উক্তি

সুনত বচন উরজা অতি ক্রোধা। মায়াবশ্য ন রহা মন বোধা॥ পরসম্পদা সকহু নহি দেখী। তুমরে ইর্ষা কপট বিশেষী। মথত সিন্ধু রুদ্রহিঁ বৌরায়েহু। সুরন প্রেরি বিষ পান করায়েহু॥ অসুর সুরা বিষ শঙ্করহিঁ আপু রমা মণি চারু। স্বারথ সাধক কুটিল তুম সদা কপটব্যাবহার॥

"বৌদ্ধেরা বেদকে যেমন নগণ্য করিয়াছেন বৈদিক ঋষিরাও সে বিষয়ে ত্রুটি করেন নাই এবম্বিধ বেদ নিন্দা ভগবদ্গীতাতেও আছে যথা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ * * ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

"অর্থাৎ হে পার্থ অপণ্ডিত বেদোক্তি পরায়ণ লোকেই এই পুষ্পিত বাক্য প্রয়োগ করত কহে তার কোন পরমগতি নাই কিন্তু বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয় মাত্র হে অর্জ্জুন তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। শাক্য সিংহ ইহার অধিক আর কি কহিয়াছেন তিনিও এইমাত্র উপদেশ করেন যে বৈদিক প্রণালী দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। গোতম এবং কপিল মহর্ষিরদের উপদেশও ঐরূপ, তবে বৌদ্ধেরদের বিশেষ দোষ কি।

"ব্রাহ্মণ নিন্দার বিষয়ে যাহা কহিয়াছ তাহাতেও স্মরণ করিতে হইবে যে ব্রহ্ম নিন্দা বৌদ্ধেরদের সার কথা নহে শাক্য সিংহ এমত উপদেশ করেন নাই যে ব্রাহ্মণ নিন্দা করিলেই মুক্তি হইবে। তাঁহার উপদেশে জাত্যভিমানের চিহ্ন ছিলনা বটে তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি করিতেন কিন্তু উত্তম বর্ণের উৎকর্ষ অস্বীকার করেন নাই কেননা তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন যে নরঘাতক লোক পঞ্চ খণ্ড ভঙ্গ

হইলে নরক গামী হইবে অথবা যদি কোন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য বশতঃ মানব কুলে জন্ম লাভ করে তবে অন্ত্যজ জাতি হইয়া জন্মিবে কিম্বা যদি উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় তবে তাহারদের আয়ুক্ষয় ও অকাল মৃত্যু হইবে। যদি কেহ জীবহিংসায় বিরত হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রক্তপাত না করে এবং যাবদীয় প্রাণির উপর দয়া ও কৃপা করে তবে মরণান্তে দেব লোক প্রাপ্ত হইবে অথবা নর লোকে আসিয়া ক্ষত্র ব্রহ্মাদি উত্তম বর্ণ লাভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে।

"শাক্য সিংহ ব্রাহ্মণদিগের দৈবপ্রভাব স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়েতেও ব্রাহ্মণদিগের দৈবপ্রভাব সম্পূর্ণ গাহ্য নহে ইহাঁরা জাতি বর্ণ ভেদ না করিয়া সর্ব্ব প্রকার লোককে স্বীয় সম্প্রদায় ভুক্ত করেন বৌদ্ধেরাই বা ইহার অধিক কি করে। তাহারা কেবল এই মাত্র প্রচার করিয়া থাকে যে ব্রাহ্মণ সেবাতে পরম গতি লাভ হয় না, নির্ব্বাণ মুক্তিই পরম গতি।

"নির্ব্বাণ মুক্তি বাদে অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু নৈয়ায়িক অপবর্গবাদ হইতে বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদ অপেক্ষাকৃত উত্তম। বৌদ্ধ এবং নৈয়ায়িক উভয় মতেই সংসার দুঃখরাশি মাত্র এবং কর্ম্ম বশতঃ জন্ম, কিন্তু বৌদ্ধেরা নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় এমত কহে না যে সৎকর্ম্মে নির্ব্বাণের ব্যাঘাত হয় কেননা সৎকর্ম্ম করিলেও শুভ ফল ভোগার্থ জন্ম অবশ্যম্ভব। বৌদ্ধেরা এমত কহে না যে সদসৎ কর্ম্ম উভয়ই হেয়। নৈয়ায়িকদিগের তুল্য তাহারা অকুশল অর্থাৎ অধর্ম্মকে ঐহিক এবং পারত্রিক দুঃখ কর কহে বটে

কিন্তু কুশল অর্থাৎ ধর্ম্মকে পরমপুরুষার্থের বাধক কহে না তাহারদের মতে ধর্ম্মেতে দেবলোক ব্রহ্মলোক অথবা মার্গ চতুষ্টয় প্রাপ্তি হয় মার্গ চতুষ্টয় নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণের উপায় রূপেই নানাবিধ সদসৎ বিধি নিষেধের নিয়ম করিয়াছে।”

“কিন্তু ন্যায় সূত্রকার গোতম এমত সদসৎ বিধি নিষেধের নিয়ম করিতে পারেন নাই তিনি ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি দিতে পারেন নাই কেননা তাঁহার মতে ধর্ম্মসাধনের ফল অপবর্গের বাধক হয়। তিনি যম নিয়মাদি যোগাভ্যাসের বিধি দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত অধর্ম্ম নিবারণার্থ, অপবর্গার্থ নহে। ধর্ম্মসাধনের ফলে যে অপবর্গের বাধা হয় তাহা তিনি এই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যথা পূর্ব্বপক্ষ

ঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ।

“অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম বশতঃ তিন ঋণ গ্রস্থ হয়েন ব্রহ্মচর্য্যার্থ ঋষিরদের ঋণী, যজ্ঞার্থ দেবতাদের, অপত্যার্থ পিতৃলোকের। এই সকল ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য লাভ হয় সুতরাং তৎফল ভোগার্থ স্বর্গাদি গমন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম আবশ্যক। পরিশোধ না করিলে অধর্ম্ম হয়, তাহারও ফল ভোগার্থ নরকাদি গমন পূর্ব্বক জঘন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবি। তবে পুনর্জ্জন্ম নিরোধ কিরূপে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে গোতম এমত শিক্ষা দেন না যে ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে অপবর্গের ব্যাঘাত নাই তিনি কেবল ঋণ পরিশোধ বিধির গৌণার্থ প্রতিপন্ন করেন। যথা

প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদো নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ ।।

"পরে অন্য এক পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করেন নন্বগ্নিহোত্রস্য প্রতিবন্ধকত্বেপি তৎফলঃ স্বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্ধকঃ স্যাৎ অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গ তাহাও তো অপবর্গের প্রতিবন্ধক, ইহার উত্তর।

পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ।।

"ব্রাহ্মণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষুত্ব সে আশ্রমে যজ্ঞের শ্রুচাদি পাত্র সঞ্চয় সম্ভবে না পাত্রাভাবে জ্ঞানির যজ্ঞসম্পাদনাভাব সুতরাং তৎফলাভাব। যজ্ঞের সঙ্কল্পাভাব না থাকাতে অধর্ম্মাভাব। অতএব ঐ আশ্রমে জ্ঞানির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাভাব প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিবন্ধক হয় না। ন্যায় শাস্ত্রের এই মীমাংসা যে চতুর্থাশ্রমি ভূসুর ভিক্ষু ব্যতীত আর কাহারাও অপবর্গ সম্ভবে না কেননা অন্য সকলেই বিবিধ বিষয়ে ঋণী সে ঋণ পরিশোধ করিলে ধর্ম্মলাভ এবং তদ্বশতঃ পুনর্জন্ম। পরিশোধ না করিলেও সদ্য অধর্ম্মপ্রাপ্তি ও পরিণামে নরকাদি দুঃখ ভোগ। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং যুবক ব্রাহ্মাণাদির পক্ষে ন্যায় সূত্রোক্ত অপবর্গোপায় নাই। বৌদ্ধ দর্শন ভূরি২ দোষ সংসক্ত হইলেও ন্যায়াপেক্ষা উত্তম বোধ হয় কেননা তাহাতে আপামর সাধারণ লোকের উপদেশ সম্ভাব্য এবং সকলেই ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক নির্ব্বাণের অধিকারী হইতে পারে।"

তর্ককাম। "সত্যকাম তুমি তো আপনি ক্ষপণক নহ। আমার মনে শঙ্কা হইতেছে তুমি বুঝি গোপনে

শাক্য সিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে আমারদিগকেও তৎপথাবলম্বি করিতেছে। আগম্যিক দেখিও ভাই যেন অন্ধ হইয়া পাষণ্ড কূপে পতিত না হও।”

সত্যকাম। “এমত শঙ্কা করিতে হইবেক না, আমি শাক্য সিংহের শিষ্য নহি। তবে আমার নিজ মত কি তাহা এক্ষণে বিবাদ মুখে ব্যক্ত করিতে চাহি না যদি বিবাদিত বিষয় বিবেচনার পর তোমার শুশ্রূষা হয় তবে পরে আত্ম মত ব্যক্ত করিব সম্প্রতি বক্তব্য এই যে তোমারদের মহর্ষি গোতম স্বয়ং তোমারদিগকে অন্ধ করিয়া শাক্য সিংহ গোতমের পাষণ্ড কূপের গভীর তলেই আনিয়াছেন। তাঁহার উপদেশেতে বৌদ্ধ শিক্ষার অবশিষ্ট আর কি আছে? তাঁহার মতে সংসার জন্ম জীবন সকলি দূষ্য, আত্মাকে প্রবৃত্তি ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অণু এবং মনের আদ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে যে অচেতন অবস্থায় ছিলেন তাহাতে পুনশ্চ প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবেক নচেৎ নিস্তার নাই এবং কেবল অন্তিমাশ্রমি ভিক্ষু ব্রাহ্মণ অপবর্গের অধিকারী যাহারা পাত্রচয়াভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হওতঃ ধর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়। যদি ষোড়শ এবং ষট পদার্থ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে তবে তাহারাই অপবর্গের অধিকারী”।

তর্ককাম। “সত্যকাম তুমি বিদ্রূপ কর আর না কর কিন্তু সংসার নানা দোষাকীর্ণ ইহা কি অস্বীকার করিতে পার। সংসারারণ্য কেবল বিষ বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ মহর্ষি গোতমের সূত্রেতে অত্যুক্তি কিছুই নাই। এই কুসংসার নিত্য নিরঞ্জন আত্মার ঘোরতর যন্ত্রণা দায়ক, শরীর এবং মনের

সহিত ইহাঁর নিত্য সংযোগ নাই কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয় কালে ইনি শরীর ও মনেতে সংসক্ত থাকেন না, যাহা নিত্য নহে কেবল ক্ষণিক মাত্র তাহা নশ্বর, ভগবান বাসুদেব আপনি কহিয়াছেন নসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অতএব আত্মার পক্ষে শরীর ও মনের ভার হইতে নিত্য মুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে, আত্মার নিত্য অপবর্গ হইতে পারে, কেননা প্রলয় কালে এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে উনি মুক্ত থাকেন প্রলয় কালের মুক্তি নিত্য নহে কিন্তু কি রূপে ঐ ক্ষণিক মুক্তিকে নিত্য মুক্তি করা যাইতে পারে ইহাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ বিবেচনা কর্ত্তব্য যে নিত্য মুক্তির ব্যাঘাত কি? প্রলয় কালে আত্মা যে মুক্তি ভোগ করেন তাহা কি নিমিত্ত নিত্য হয় না তাহার অবসান কেন হয়? অবসানের কারণ অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয় জানা যাইবে যে সদসৎ কর্ম্ম বশতঃ পাপ পুণ্যের সঞ্চারে শুভাশুভ ফল ভোগ অবশ্যম্ভব হওয়াতে আত্মার পুনশ্চ শরীর পরিগ্রহ হয় সুতরাং সৃষ্টি এবং সংসারের আবৃত্তি। অপবর্গের উপায় অন্বেষণ করিলে আদৌ সৃষ্টি ও সংসার নিরোধের উপায় চেষ্টা করিতে হইবে এই চেষ্টায় শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ অত্যাবশ্যক। পুণ্য পাপের পরিহার কিপ্রকারে হয় তাহাই বিবেচ্য, পুণ্য পরিহার করিলে পাপ স্পর্শ হয় এবং পাপ পরিহার করিলে পুণ্য স্পর্শ হয় কেননা জন্মতঃ মানবরা বিবিধ বিষয়ে ঋণী। ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য, পরিশোধ না করিলে পাপ অবশ্যম্ভব হয় এখন কি করা যায় এমত অকষ্ট বদ্ধ

অবস্থায় গোতমের উপদেশ এই যে ভূসুরকে অন্তিম আশ্রমে ভিক্ষু হইতে হয় তবে যজ্ঞ সমাপনার্থ পাত্রচয় তিনি সঙ্গ্রহ করিতে নাও পারেন ভিক্ষু অবস্থায় উপকরণাভাবে ঋণ পরিশোধে ক্রুটি হইলে পাপসংসক্তি হইতে পারে না এবং যজ্ঞ সমাপনের ফলও এড়ান যাইতে পারে এই রূপে শুভাশুভ ফলের শেষ হইলে সুতরাং মুক্তি হইবে তখন স্বপ্নদর্শন রহিত সুপ্ত পুরুষের ন্যায় বিমুক্ত আত্মার অক্ষয় সুখ হইবে, সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাববদপবর্গঃ।"

আগমিক। "তর্ককাম বলিতে কি এ প্রকার অপবর্গের সাধন আমার মনে বড় ভাল লাগে না। এ সকলি বাক্‌ছল বোধ হয় মহর্ষি সূত্রকার এবং জগদ্গুরু বিপ্র বর্গের পক্ষে এবম্বিধ বাক্‌ছল উপযুক্ত হয় না তন্নিমিত্ত তোমার দর্শনশাস্ত্রে আমার বড় শ্রদ্ধা হয় না। বেদ বিধিতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য স্বর্গকামো যজেত অশ্বমেধেন এই স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গকামনা করাই প্রধান, পুরুষার্থ ইহার পর আবার অপবর্গের ফন্দি কেন? ইন্দ্রত্ব লাভ কি ক্ষুদ্র বিষয়? অপবর্গের ফন্দিতে কেবল শ্রুতির বিরুদ্ধে শ্রুতি ধৃত করা হয় অন্তিম আশ্রমে ভিক্ষু হইতে হয় এই বলিয়া পাত্র চয়ের অভাব ছলে দেবতারদের ঋণ পরিশোধার্থ যজ্ঞ সমাপন করিবা না—এ কি কথা?"

তর্ককাম। "আগমিক সাবধান যেন পাষণ্ড গর্ত্তে পড়িও না ইন্দ্রত্ব লাভ ক্ষুদ্র কথা নহে বটে কিন্তু স্বর্গভোগে আনন্দের পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না দেখ স্বর্গও পৃথিবীর ন্যায় অনিত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র সকলেই বিনাশের পথে পথিক

হইয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতি জাতয়ঃ নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বং। অপবর্গ ব্যতীত নিত্য আনন্দ ও সুখ নাই”।

সত্যকাম। “অপবর্গের এত আড়ম্বর করিতেছ, অপবর্গের লক্ষণ কি? অপবর্গে আত্মার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব সুতরাং বাগ্বুদ্ধি·চেতন কিছুই থাকেনা তাহা স্বপ্ন দর্শনাভাব সুষুপ্তি তুল্য। এমত অবস্থাতে আনন্দ ভোগ কি রূপে সম্ভাব্য। অপবর্গে আত্মার সত্তা থাকে ইহারই বা প্রমাণ কি? চৈতন্য এবং প্রবৃত্তি শূন্য আত্মার সত্তা থাকে ইহা কেমন করিয়া বলিতে পার। চৈতন্য ইচ্ছাদ্বেষ প্রয়ত্নাদি লিঙ্গ দ্বারা আত্মার সত্তা অনুমেয় হয় যে স্থানে সে সকল লিঙ্গাভাব সে স্থলে আত্মার সত্তা পক্ষেও প্রমাণা-ভাব। চৈতন্য প্রযত্নাদির অত্যন্তাভাবে আত্মিকী সত্তার কোন উদাহরণ নাই। তবে জড় প্রস্তরের আত্মিকী সত্তা আছে বলিলেও হয়”।

তর্ককাম। “আমি তোমাকে বলিয়াছি সৃষ্ট্যগ্রের ন্যায় অববর্গাবস্থায় আত্মার সত্তা”।

সত্যকাম। “এবম্ভূত সত্তার লক্ষণ কি? চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি রহিত আত্মিকী সত্তা কি রূপে সম্ভবে। তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় ফলে এমত শব্দের কোন অর্থই নাই। তোমরা কেবল আপনারদের কএক বচন রক্ষার্থ এমত অযুক্তি জাল কল্পনা করিয়াছ। প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করিয়াছ সুতরাং অপবর্গকালে তাহার সদ্ভাব কহিতে পার না প্রবৃত্তিকে আবার চিত্তের সহিত সংযুক্ত করিয়াছ

সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে চৈতন্যের সত্তা উপদেশ করিতে পারনা তন্নিমিত্ত গগণ পুষ্প তুল্য চৈতন্য রহিত আত্মা কল্পনা করিয়া তাহাই বিমুক্ত বলিয়া আড়ম্বর করিতেছ।

"কিন্তু প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করা কখন যুক্ত সঙ্গত হয় না অসৎপ্রবৃত্তিতে অধর্ম্ম জন্মে এবং তাহা নিতান্ত দূষ্য কিন্তু সৎপ্রবৃত্তি দূষ্য নহে আর সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কেই একেবারে হেয় করা বিবেকের চিহ্ন নহে বিষাক্ত অমৃতের কথা যাহা বলিয়াছ তাহা বাক্‌ছল মাত্র। অপিচ দার্শনিক পণ্ডিতের কার্য্য এই যে সদসৎ প্রভেদ করিয়া সৎকে উপাদেয় এবং অসৎকে হেয় করেন এবং বিজ্ঞান বিলোড়ন দ্বারা বিষাক্ত অমৃতকেও মথিত করিয়া কালকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুধা রক্ষা করেন সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কে হেয় করা পাণ্ডিতের লক্ষণ নহে। শ্রীরামচন্দ্র কি রাবণ বিভীষণ উভয়ই রাক্ষস বলিয়া দুই জনকে নষ্ট করিয়াছিলেন হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ উভয়েই দৈত্য বলিয়া কি সম দূষ্য হইবে? মানুষিকী প্রবৃত্তি অসৎ উপদেশ ও শাসনে অতি কদর্য্য হয় বটে কিন্তু সদুপদেশ ও সৎশাসনে ধর্ম্মসম্পাদিকা এবং শ্রেয়স্করী হইতে পারে।

"মানুষিকী প্রবৃত্তি অসৎ শাসনে অতীব দূষ্য হয় বটে কিন্তু এই বলিয়া তাহা নিতান্ত অপবর্জন করিবার কল্পনা অসাধ্য কল্পনা মাত্র কেননা আত্মিকী সত্তা কখন চৈতন্য ও প্রবৃত্তির অভাবে থাকিতে পারে না। মহর্ষি কণাদ কহিয়াছেন গুণ কর্ম্ম ব্যতীত দ্রব্যের সত্তা নাই আত্মাও দ্রব্যের মধ্যে গণ্য সুতরাং আত্মারও গুণ কর্ম্মের অভাব

হইতে পারে না আত্মা অবিনাশী তন্নিমিত্ত চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি আত্মিক গুণ কর্ম্মও সুতরাং অবিনাশী। তোমরা যে প্রকার অপবর্গের কল্পনা করিয়াছ তাহা শশ বিষাণবৎ শব্দ মাত্র এবং গগণ পুষ্প গন্ধর্ব নগরাদির ন্যায় অবস্তু।

"যদিও এবম্ভূত অপবর্গ সম্ভবে তথাপি তাহা শ্রেয়স্কর নহে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ একেবারে হেয় করাতে কাহারও মঙ্গল হয় না তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি সংশোধন করিয়া স্ব২ নিয়মিত কর্ম্ম সম্পাদনই প্রাণির পক্ষে শ্রেয়। মানুষিকী প্রকৃতিতে বিবিধ দোষ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃতি সংশোধনের উপায় অন্বেষ্টব্য। প্রবৃত্তি মাত্রকে দূষ্য করা যায় না নচিকেতা যখন পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন তখন এমত পিতৃ ভক্তিকে কি দোষ কহা যাইতে পারে হরিশ্চন্দ্র রাজার মহিষী শৈব্যা যখন পতি ঋণ বিমোচনার্থ স্বয়ং দাসীত্ব স্বীকার করিলেন তখন এমত পতিপরায়ণতাকে কি দোষ কহা যাইতে পারে? ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে অদোষ ছিলেন তাহাতো বলিতেছি না কিন্তু পিতৃ ভক্তি পতিপরায়ণতাদি প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করাই দোষ। রাগ দ্বেষ প্রযুক্ত বিবিধ অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি কিন্তু সদ্বিষয়ের অনুরাগ ও অসদ্বিষয়ের বিদ্বেষে কখন অমঙ্গল কিম্বা দুঃখ সম্ভবে না।

"ন্যায় সূত্রের বৃত্তিকার রাগদ্বেষের যথার্থ বর্ণনা করেন নাই তিনি কেবল দূষ্য পক্ষ বর্ণনা করত সপ্তবিধ রাগ ও ষড়্বিধ দ্বেষ গণনা করিয়াছেন যথা

তত্র রাগপক্ষঃ কামো মৎসরঃ স্পৃহা তৃষ্ণা লোভো মায়া দম্ভ ইতি কামো রিরংসা।

"এস্থলে পিতৃভক্তি মাতৃস্নেহ প্রজা পুত্র বাৎসল্য স্বামি ভক্তি দয়া দাক্ষিণ্যাদির কোন উল্লেখ নাই এমত বর্ণনায় কেবল পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয় নচেৎ মানুষিকী প্রকৃতিতে এতদ্ভিন্ন বহুবিধ সৎপ্রবৃত্তি আছে। কামের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু সদ্বিষয়ের কামনা বিস্মরণ পূর্ব্বক কামের 'রিরংসা' মাত্র লক্ষণ করিয়াছেন।" ফলে মানুষিকী প্রবৃত্তি যদি অবিকল এই প্রকার হইত তবে এত দিন পর্য্যন্ত সংসারের স্থিতি হইতে পারিত না। বৃত্তিকার দ্বেষ পক্ষে লিখিয়াছেন।

দ্বেষপক্ষঃ ক্রোধ ঈর্ষ্যাঽসূয়া দ্রোহোঽমর্ষোঽভিমান ইতি ক্রোধোনেত্রলৌহিত্যাদিহেতু র্দোষবিশেষঃ

"এস্থলেও স্মরণ করা উচিত যে পাপ এবং অধর্ম্মাদির হিংসায় কোন দোষ নাই পাপ এবং অধর্ম্ম নির্ম্মূল করণার্থ চেষ্টা বরং প্রশংসনীয়।

"কঠ উপনিষদে অন্যান্য অনেক দোষ থাকিলেও রাগ, দ্বেষের উত্তম বর্ণনা আছে যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

"শরীরকে রথ রূপ জানিও আত্মা রথী বুদ্ধি সারথি মন রশ্মি ইন্দ্রিয় গ্রাম ঘোটক বিষয় তাহারদের গোচর। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞ এবং সর্ব্বদা অযুক্ত মনা থাকে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাম দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশীভূত হয় যে ব্যক্তি যুক্ত

মনের দ্বারা সর্ব্বদা বিজ্ঞানবান্ থাকে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাম সদশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। অশ্বের মধ্যে সদসৎ আছে কোন২ অশ্ব শাসন দোষে অতীব দুরন্ত হয় তন্নিমিত্ত কি অশ্ব জাতিকে নিতান্ত দূষ্য বলিয়া একেবারে অশ্বারোহণ কিম্বা রথারোহণে বিমুখ হইবা? তদ্রূপ মানুষিকী প্রবৃত্তিতে দোষ সম্ভবে বলিয়া একেবারে সকলি দূষ্য করা উচিত নহে। দয়া ভক্তি দাক্ষিণ্য কিছু দূষ্য নহে এবম্ভূত সৎ প্রবৃত্তি জনিত সুখ অপবর্গ নামিত সুখাপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট, ফলেও তোমরা বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ মুক্তির অনুকরণপূর্ব্বক অপবর্গ সুখের কল্পনা করিয়াছ বস্তুতঃ উহা শব্দ মাত্র মহর্ষি কপিল এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারদের মতে অপবর্গ অবস্থায় কেবল দুঃখের অভাব মাত্র সুখের বাস্তবিকী সত্তা নাই, তবে মূর্খের চিত্ত সন্তোষের নিমিত্ত অপবর্গের প্রশংসার্থ উহাকে সুখ ও আনন্দ কহা চাটূক্তি মাত্র যথা দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মনি শ্রৌত আনন্দ শব্দো গৌণঃ। বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাং। মন্দানজ্ঞান্ প্রতি দুঃখনিবৃত্তি রূপামাত্ম স্বরূপ মুক্তিং সুখত্বেন শ্রুতিঃ স্তৌতি প্ররোচনার্থমিত্যর্থঃ। তবে বস্তুতঃ তোমারদের কল্পিত অপবর্গ আত্মার বিনাশ মাত্র। কেবল অজ্ঞান লোককে ভুলাইবার নিমিত্ত তাহার সুখরূপ বর্ণনা ইহা উক্ত বচনে স্বীকৃত হইয়াছে অতএব অপবর্গ এক প্রকার নির্ব্বাণ হইতেও অধম। কিন্তু বস্তুতঃ মানবী প্রকৃতিতে এমত বিনাশ সম্ভবে না আত্মার চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি গুণ নিত্যই থাকিবে।

“ তবে এমত মিথ্যা অপবর্গের আড়ম্বর কেন কর। প্রবৃত্তি

নাশ কখন হইতে পারে না যাঁহারা ইন্দ্রিয় নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেবল দয়া দাক্ষিণ্য নিরোধ করিয়াছিলেন মাত্র নচেৎ অন্যান্য পক্ষে বিলক্ষণ বিষয়াক্ত ছিলেন ইহা ভূরি২ মহর্ষির বৃত্তান্তে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

"মানবী প্রকৃতি সংশোধনার্থ প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়া একান্ত হেয় বলিয়া অপবর্গের সাধন উপদেশ করাতে কেবল উপদেশকের অক্ষমতা প্রকাশ পায়· যদি সন্নিপাত রোগ চিকিৎসক কোন বৈদ্যরাজ আসিয়া দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত উপদেশ করেন যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার সর্ব্ব দোষের মূল কেননা তদ্দ্বারা অন্তরে কফ শ্লেষ্মা জনক বায়ুর প্রবেশ হয় তাহাতেই শরীর রুগ্ন হয় সুতরাং নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার নষ্ট করিলেই রোগ নাশ ও শরীর সৌস্থ্য হইবে, যদি কোন বৈদ্য বন্ধু আসিয়া এমত ব্যবস্থা করত নিশ্বাস রোধ দ্বারা রোগির প্রাণ নাশনে উদ্যত হয় তবে তাহাকে কি উত্তর দিবা? অথবা যদি কোন চিকিৎসক আসিয়া কহেন" যে আহারের দোষেই বায়ু পিত্ত কফের বৈগুণ্য হয় তাহাই রোগের কারণ তন্নিমিত্ত একেবারে আহার ত্যাগ করা উচিত তবে এমত বৈদ্য রাজকে কি কহিবা। বোধ হয় তাহার ঔষধ গ্রহণের পূর্ব্বেই অর্দ্ধ চন্দ্র দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিবা।

"আত্ম শুদ্ধ্যর্থ গোতমের ব্যবস্থাও তদনুরূপ। কি উপায়ে প্রবৃত্তি শোধন সম্ভবে কি উপায়ে আত্মিক রোগের চিকিৎসা হইতে পারে তদ্বিষয়ে কিছু না বলিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে প্রবৃত্তি নিতান্ত দূষ্য, প্রবৃত্তি ও চৈতন্য নিরোধ কর্ত্তব্য। বৌদ্ধদিগের পাষণ্ডতাও বোধ হয় এমত

ব্যাপক নহে তোমরা শাক্য সিংহকেও জিতিয়াছ কেননা তোমরাও বৌদ্ধেরদের ন্যায় জরামরণব্যাধির দোষ ঘোষণা করিয়া জন্ম নিরোধ সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছ তোমরাও উহারদের ন্যায় অপবর্গ রূপ নির্ব্বাণের কল্পনা করিয়াছ আর উহারদের অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কেই দূষ্য করিয়াছ"।

আগমিক। "ভ্রাতঃ তর্ককাম বলিতে কি, সত্যকামের উক্তি নিতান্ত অমূলক নহে। আমার তো আদৌ দার্শনিক পণ্ডিত গণের বিরুদ্ধে মহা সংশয় ছিল সে সংশয় অদ্য আরো দৃঢ়তর হইল। মন্ত্র ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত কথার প্রসঙ্গ করাতেই সূত্রকারেরা বৌদ্ধ পাষণ্ড কূপে পতিত হইয়াছেন, কেবল আপনারা পতিত হইয়াছেন এমত নহে আপামর সাধারণ সকলকেও সেই মতি ভ্রম কূপে আকর্ষণ করিতেছেন। মন্ত্র ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বর্গ লাভের স্পষ্ট সাধন আছে ঐ যাগ যজ্ঞকে কর্ম্ম কাণ্ড বলিয়া অবহেলা করা বৌদ্ধ কল্প ব্যবহার কহিতে হইবে। যাগ যজ্ঞ অবহেলা করিয়াই বা অধিক সিদ্ধান্ত কি করিলে? কেবল খপুষ্প এবং নরশৃঙ্গের তুল্য বৃথা অপবর্গ ও নির্ব্বাণের কল্পনা করিলে। স্বর্গলাভকে অবহেলা করাতে সামান্য আস্পর্দ্ধা প্রকাশ হয় না। তোমরা যা বল কিন্তু আমার ভাই এমত নির্ব্বাণে কাজ নাই স্বর্গ লাভ হইলেই আমার সন্তৃপ্তি হইবে তবে তোমরা আমার নিমিত্ত এই মাত্র প্রার্থনা কর যেন আমি স্বর্গ লাভের উপযুক্ত পাত্র হই"।

সত্যকাম। "তথাস্তু আগমিক। তুমি যেন স্বর্গ

লাভের উপযুক্ত পাত্র হও। অসৎসঙ্গাসক্ত অপ্সরো গণের আস্ফালন স্থান নন্দন কাননাদি ইন্দ্র পুরী প্রাপ্ত হও আমি এমত বাসনা করি না কিন্তু পূর্ব্বেরা স্বর্গের পর্য্যায়ে কোন২ স্থলে সুবর্গ লিখিয়াছেন যথা

তেনৈবাস্যরূপেণ যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি।

সুবর্গ শব্দেতে ঐ সাধুবর্গের স্থান বুঝায় যাঁহারা ঈশ্বর প্রসাদাৎ সংসারের বিবিধ দোষ ও ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে অনন্ত বিশ্রাম পাইয়াছেন তুমিও যেন পাপ ক্ষালনার্থ ঈশ্বর নিরূপিত সত্য যজ্ঞ যজন পূর্ব্বক সেই অনন্ত শুদ্ধ সুবর্গ প্রাপ্ত হও"।

স্বর্গ লাভের বিষয়ে আগমিক যে উক্তি করিলেন তৎ শ্রবণে সকলের অন্তঃকরণে বিচিত্র ভাবোৎপত্তি হইল। তর্ককাম দর্শন শাস্ত্র প্রশংসায় সদা অনুরক্ত হইয়া স্বর্গ সুখকে অনিত্য বলিয়া অনাদর করিতেন তিনিও আগমিকের উক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন হায় ধর্ম্মপরায়ণ আপামর সাধারণ জনগণকে স্বর্গ ভোগাদি বিষয় মৃগ তৃষ্ণায় বিড়ম্বিত বলিয়া আমি তো বিপরীত মরীচিকা সহকারে আত্ম বিড়ম্বনা করি নাই। সত্যকাম সুবর্গ শব্দ সমন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আপাততঃ আমি বুঝিতে পারি নাই কিন্তু আগমিক তদর্থ গ্রহ করিয়া থাকিবেন কেননা তৎক্ষণাৎ সম্মতি সূচক বদন ভঙ্গিমা সহ তিনি সত্যকামের মুখের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিলেন আগমিকের মুখ ভঙ্গিমা যদিও আমার চিত্তক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত

দেদীপ্যমান আছে কিন্তু সে বিষয় বর্ণনায় আমার লেখনী অসমর্থা হইলেন। তর্ককামের ক্ষণিক অনুশোচনের কথা শুনিয়া সম্প্রতি আমার চিত্ত স্থৈর্য্য নাই মনের মধ্যে বিপরীত ভাবোদয় হইতেছে আমিও অতীব বিহ্বল হইয়াছি অতএব এমত অবস্থায়—অলং বিস্তরেণ।

চতুর্থ সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

আপনকার কর কমল লিখিত পত্র তো এ পর্য্যন্ত পাই নাই, তীর্থকাকবৎ বহুদিবসাবধি তৎপ্রতীক্ষায় আছি কিন্তু অদ্যাপি সে প্রতীক্ষা সফল হইল না। যাহা হউক সরস্বতী কুমার শাস্ত্রিকে আমারদের শাস্ত্রীয় আলাপ বিষয়ক মদীয়া লিপি দেখাইয়াছিলা তাহা ভালই হইয়াছে কেননা যদিও তোমার স্বাক্ষরিত কোন পত্র এখনো পাই নাই তথাপি উক্ত শাস্ত্রী উত্তর লেখাতে বিপুল সন্তোষ লাভ হইয়াছে। সরস্বতীকুমার লিখিয়াছেন, 'কলিযুগে যে মানব 'আয়ুর খর্ব্বতা হইয়াছে, কি করা যায়, কৃতযুগের ভূসুর 'বর্গের ন্যায় কি আর বিদ্যা লাভ সম্ভবে, তাহার 'বিংশাংশও এখন পাওয়া যায় না, এই কারণই সম্প্রতি 'তত্ত্ব বিদ্যার মূল সূত্র জ্ঞান এমত বিরল। এ কেবল 'কালের দোষ, আমারদের দোষ কি? বিদ্যারম্ভে কিম্বা 'বিদ্যানুশীলনে আমারদের তৎপরতা নাই এমত নহে, 'পঞ্চম বর্ষে বালকের বিদ্যারম্ভ করাইতে আমরা ত্রুটি 'করি না, হাতে খড়ি দিয়া ক খ লেখাই, কিন্তু বালক

'অতি মেধাবী হইলেও বর্ণ পরিচয় পূর্ব্বক ভাষা শিক্ষা
'করিতে দুই তিন বৎসর অতীত হয়। অষ্টম বৎসরের
'অগ্রে শাস্ত্র শিক্ষা সম্ভবে না। ব্যাকরণের সূত্রাবৃত্তিতে দুই
'এক বৎসর গত হয়, পরে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায়,
'ব্যাকরণ অভিধান গণ প্রভৃতিতে যোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে কেহ
'ব্যুৎপন্ন হয়েন না, তদনন্তর কাব্য সাহিত্যাদি পাঠ্য হয়,
'দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের অগ্রে প্রায়
'আরম্ভ হয় না। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা অভিপ্রেত হইলে
'প্রথমতঃ ভাষা পরিচ্ছেদাদি পাঠ হয়, পরে অনুমান খণ্ডের
'অধ্যয়ন হয়। এই দুরূহ ব্যাপারে কতিপয় বর্ষ
'দেখিতে২ই যায় পরে বিদ্যার্থির উপর সংসার ভার
'পড়াতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম পরিহার পূর্ব্বক গৃহাশ্রম
'অবলম্বন করিতে হয়। সে সময়ের পর আর বিদ্যার
'চর্চ্চা কি সম্ভবে? চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুথিতে
'জলাঞ্জলি দিতে হয় তখনপর্য্যন্ত যে বিদ্যালাভ তাহাতেই
'সন্তুষ্ট হইতে হয়। এ সময়ের মধ্যে কত বিদ্যা হইতে
'পারে, অনুমান খণ্ড যদি কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে তবে অনুমান
'ও ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু
'চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে অনুমান একাংশ মাত্র, আর প্রমাণ
'যোড়শ পদার্থের এক পদার্থ। অতএব কলিযুগের ভূসুর
'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিহার কালীন গৌতম পদার্থের চতুঃ-
'ষষ্টিতমাংশ মাত্র পাঠ করিতে পায়েন। মূল সূত্রের
'কথা কি কহিব, হয়তো তাহা উহাঁর নয়ন গোচরও
'হয় নাই'।

সরস্বতীকুমার পরে লিখেন, ‘ কিন্তু সত্যকাম ম্লেচ্ছরাজ ‘ দ্বারা সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এ প্রকার ‘ বিদ্যালয়ের নিয়ম এই, যে নানাবিধ বিষয়ের কিঞ্চিৎ২ ‘ শিক্ষা, তথাকার বিদ্যার্থিরা কোন পদার্থের প্রগাঢ় ‘ জ্ঞানের সাধনে থাকেন না অথচ সকল বিষয়েরই কিঞ্চিৎ ২ ‘ অনুসন্ধান করেন। তন্নিমিত্তই কোন ২ প্রকরণে সত্যকাম ‘ তর্ককামকে প্রায় নিরুত্তর করিয়াছেন ’।

সরস্বতীকুমার কাণাদ দর্শনের অদৃষ্টবাদ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন কল্য সত্যকাম তর্ককাম প্রভৃতিকে তাহা দেখাইয়াছিলাম। অনেকে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বারুণী স্নানের দিন এবং প্রাতেই যোগ এ প্রযুক্ত গঙ্গাহীন দূরস্থ গ্রাম হইতে বহু সংখ্যক লোক জাহ্নবী তটে পাপ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত সংহত হইয়াছিলেন। স্নানাহ্নিকের পর তর্ককাম দার্শনিক শাস্ত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া সত্যকামের ভবনে আসিয়াছিলেন, উহার মধ্যে এক জন ন্যায় বিশারদ ছিলেন তাঁহার উপাধি ন্যায়রত্ন, আর এক জন সাংখ্য বিশারদ তিনি কাপিল নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সত্যকাম কণাদের অদৃষ্টবাদকে নাস্তিক্য কল্প কহিয়াছিলেন ন্যায়রত্নকে আমি তদ্বিষয় অবগত করিয়া সরস্বতীকুমারের উক্তি পাঠ করিলাম, যথা, ‘ সত্যকাম সূত্রের ‘ আবৃত্তি ঠিক করিয়াছেন, মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন বটে ‘ যে পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম অদৃষ্ট বশতঃ হয়, আর সেই আদ্য ‘ কর্ম্মের অভিঘাতে পরমাণু সংযোগারম্ভ হয় সুতরাং তাহাই ‘ জগতের নিমিত্ত কারণ। শঙ্করমিশ্রের টীকারও ঐ

‘ তাৎপর্য্য। আদ্যমিতি সর্গাদ্যকালীনমিত্যর্থঃ। তৎ-
‘ কালে অন্য কোন অভিঘাতের সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে
‘ জিজ্ঞাস্য এই, অদৃষ্টের ভাব কি? শব্দার্থ, যাহা দৃষ্ট নহে, ক্ত
‘ প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত বিশেষণ কহিতে হইবে, কিন্তু দার্শনিক
‘ পণ্ডিতগণের পরিভাষায় ইহা বিশেষ্য, আর ইহাতে চেতনা-
‘ চেতন পদার্থ নিষ্ঠ সংস্কার বা শক্তি বিশেষকে বুঝায়,
‘ সচেতন পদার্থ নিষ্ঠ হইলে ইহাতে শারীরিক ও মানসিক
‘ সংস্কার ও প্রবৃত্তি বিশেষকে বুঝায়, অচেতন পদার্থ নিষ্ঠ
‘ হইলে ইহাতে সেই পদার্থ গত শক্তি বিশেষকে বুঝায়।
‘ দেহির পক্ষে এই অদৃষ্ট শক্তি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ও শারীরিক
‘ চেষ্টা নিয়মিত হয়। যথা শ্রীহর্ষ কবির উক্তি, অদৃষ্টমপ্যর্থ-
‘ মদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিং। স্বপ্নেতে
‘ অদৃষ্ট বল দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থেরও দৃষ্টি হয়। এবং পার্ব্ব-
‘ তীর বিদ্যালাভের বিষয়ে কালিদাস লিখিয়াছেন তাং
‘ হংসমালা শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ
‘ স্থিরোপদেশামুপদেশ কালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম বিদ্যাঃ।
‘ শরৎ কালে যেমন হংস শ্রেণী গঙ্গাতে আইসে এবং
‘ রজনীতে যেমন ওষধির আত্মভাস প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ
‘ উপদেশকালে পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের বিদ্যালাভ হয়।
‘ আর শারীরিক চেষ্টার বিষয়ে কুসুমাঞ্জলির টীকাকার
‘ লিখিয়াছেন, অদৃষ্টাকৃষ্টৈরের শরীরেন্দ্রিয়াদিভিস্তদ্ভোগজন-
‘ নাৎ। স্বর্গ ভোগ জনন হেতু অদৃষ্টাকৃষ্ট শরীরেন্দ্রিয়াদি
‘ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনাদি হয়। দেহির পক্ষে এই অদৃষ্ট
‘ বল পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়া বশতঃ প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ত

'ইহাকে কখন২ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মও কহা যায়। কণাদ
'যেমন অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার
'টীকাকার শঙ্করমিশ্র সংসারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত কহেন,
'যথা সংসারমূলকারণয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা। কণাদ
'কহেন দেহির দেহান্তর প্রাপ্তি অদৃষ্ট বশতঃ হয়, অপসর্পণ
'মুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্য
'দৃষ্টকারিতানি। গোতম বলেন উহা কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন
'হয়, পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। অচেতন পদার্থ গত
'অদৃষ্টে সংস্কার বা বেগ বিশেষ বুঝায় যথা কণাদের উক্তি
'মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারণকং।

'অদৃষ্টের অর্থ এই বটে কিন্তু কণাদের এইমাত্র অভিপ্রায়
'যে নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ইহা আদিম, ইহা ঈশ্বরের প্রতি-
'যোগি নহে, অদৃষ্ট তাঁহার যন্ত্রমাত্র, তিনি আপনি যন্ত্রী'।

সরস্বতীকুমারের এই উক্তি শুনিয়া তর্ককাম কহিলেন, "অহো কেমন অদ্ভুত শাস্ত্র বুদ্ধি! অর্থতঃ ও সরস্বতীকুমারই বটে, সরস্বতী পুত্র না হইলে কি এমন বুদ্ধি সম্ভবে। তবে সত্যকাম, এখন তো বুঝিলা, আর কণাদকে মানস কল্পনাতেও নিরীশ্বরবাদী কহিও না। মহর্ষি নিন্দা শ্রবণেও পাপ আছে, ন কেবলং যো মহতোপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্"।

সত্যকাম। "সরস্বতীকুমার শাস্ত্রী স্বয়ং বিদ্যা স্থান অত্র সন্দেহো নাস্তি কিন্তু তাঁহার বিচারে এই মাত্র স্থির হইল যে অদৃষ্ট শব্দে প্রাক্তন সংস্কার অথবা শক্তি বিশেষ প্রতিপন্ন হয়, আর তাহা চেতনাচেতন পদার্থ মাত্রেই থাকে।

পদার্থক্রিয়া কখন-২ স্বনিষ্ঠ কখন বা পরনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে হইয়া থাকে। কেহ২ স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে স্বয়ং আত্মোপযোগি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় কেহ বা পরনিষ্ঠ দৈবশক্তিতে অন্যের ভোগাথ চালিত হয়, যথা এবং শপ্তাঃ স্মো ভবগবন্ পিত্রা দৈববশাৎ পুরা। অপর শ্রীহর্ষের উক্তি, সেয়মুচ্চরতা দুরিতা-নামন্য জন্মনি ময়ৈর কৃতানাং। যুস্মাদীয়মপি যা মহিমানং জেতুমিচ্ছতি কথা পথপারং। কিন্তু সরস্বতীকুমার ইহার কোন মীমাংসা করেন নাই যে কণাদোক্ত পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম স্বনিষ্ঠ বা পরনিষ্ঠ অদৃষ্টবলেতে সম্পন্ন হয়”।

ন্যায়রত্ন। “সে মীমাংসার এখানে অপেক্ষা কি? স্বনিষ্ঠ অদৃষ্ট হউক কিম্বা পরনিষ্ঠই হউক, সরস্বতীকুমারের সিদ্ধান্তে কাণাদ দর্শনের সেশ্বরবাদ সপ্রমাণ হইয়াছে”।

সত্যকাম। “এ কথার মীমাংসার অবশ্য অপেক্ষা আছে কিন্তু কণাদের সেশ্বর বাদ কি রূপে সপ্রমাণ হইল?”

তর্ককাম। “আচ্ছা আমরা এই স্থির করিলাম যে স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে পরমাণুর কার্য্য হয়”।

সত্যকাম। “তবে সে অদৃষ্টবলকে ঈশ্বরের যন্ত্র কি রূপে বলিতেছ। আদৌ তো ঈশ্বর শব্দই কাণাদ সূত্র মধ্যে পাওয়া যায় না। দুই সূত্রেতে টীকাকারেরদের মতে ঈশ্বর শব্দ উহ্য আছে যথা তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং। তদ্বচনাৎ অর্থাৎ ঈশ্বর বচনাৎ কিন্তু শঙ্করমিশ্র আপনি আবার কহিয়াছেন যে তদ্বচনাৎ এ শব্দে বিকল্পে ধর্ম্ম বচনাৎ বুঝাইতে পারে আর আমরা কাপিল সাংখ্যেতে দেখিয়াছি মহর্ষিরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও বেদ প্রামাণ্য

স্বীকার করিতে পারেন। নিরীশ্বর মীমাংসকেরা ধর্ম্মবচন বলিয়াই বেদ প্রামাণ্য করেন। সুতরাং উক্ত সূত্রে কণাদের সেশ্বরবাদ অসংশয় হয় না আর সেশ্বরবাদ যদি সংশয়াপন্ন রহিল তবে তদুক্ত পরমাণুর স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবল ঈশ্বরের যন্ত্র কহা সাহস মাত্র”।

ন্যায়রত্ন। “সত্যকাম তুমি কি জান না যে গৌতম সূত্র যেমন আদ্য ন্যায়শাস্ত্র তদ্রূপ কাণাদ সূত্র উত্তর ন্যায়। আদ্য খণ্ডে সেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে অতএব উত্তর খণ্ডে তাহা উহ্য হইবে ইহাতে বাধা কি?”

সত্যকাম। “আমি জানি কাণাদ সূত্র উত্তর ন্যায়। গৌতম সূত্রেতে যাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে বৈশেষিক সূত্রেতে যাহার বিরোধ না থাকিলে উহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌতম সূত্রের কোন্ স্থলে ঈশ্বরাস্তিত্বের পোষক শব্দ আছে?”

তর্ককাম। “গৌতম সূত্রে কি ঈশ্বর শব্দ নাই”

সত্যকাম। “আছে, গগণকুসুম শব্দের ন্যায় আছে”।

তর্ককাম। “প্রহেলিকা যে আরম্ভ করিলা”।

সত্যকাম। “ক্ষন্তু মর্হসি। ঈশ্বর শব্দ আছে, কিন্তু ঈশ্বরাস্তিত্ব সংশয়াপন্ন করাই সে শব্দের তাৎপর্য্য পূর্ব্ব পক্ষোক্ত ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ আছে, কিন্তু সূত্রকার স্বয়ং সিদ্ধান্ত করেন যে ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন, পুরুষ কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টই জগৎকারণ। এস্থলে আপাততঃ এমন বোধ হয়, কপিলের ন্যায় গোতমেরও অভিপ্রায় যে ঈশ্বর অদৃষ্টের প্রতিযোগী। পরন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন

যে গোতমের মতে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। বৃত্তিকারের কথা গ্রাহ্য করিলেও এইমাত্র কহা যাইতে পারে, যে গৌতম সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বের সঙ্কেত মাত্র আছে যেমন পরমাণু বাদেরও সঙ্কেত আছে। কাণাদ দর্শন উত্তর ন্যায়, ঈশ্বর-বাদ প্রতিপন্ন করা যদি কণাদের অভিপ্রায় হইত, যেমন পরমাণুবাদ প্রতিপন্ন করা তাঁহাব অভিপ্রায় ছিল, তবে পর-মাণুবাদ যেমন স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঈশ্বরবাদও তেমনি করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল অদৃষ্টের কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন তবে এস্থলে গৌতম সূত্র স্মরণে ঈশ্বর বাদের অনুবৃত্তি কি রূপে হইতে পারে, অর্থাৎ যদি বিশ্বনাথের বৃত্তিকে প্রমাণ করা যায়”।

তর্ককাম। “যদি বিশ্বনাথের বৃত্তি প্রমাণ করা যায়! বটে, একথার গভীর অর্থ আছে কেননা অপর টীকাকারেরা ত্রিসূত্রের অর্থান্তর প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার কথা তো এখনো কিছু বল নাই”।

সত্যকাম। “এখনো সে কথা বলি নাই তাহার কারণ এই, যে এতক্ষণ প্রচলিত ন্যায় সূত্র বৃত্তির প্রসঙ্গ হইতেছিল। তুমি উদ্দ্যোতকর মিশ্রাদির টীকার প্রসঙ্গ করিলা। আমি তাহার উল্লেখ করি নাই কেননা তাহা বড় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে, অখিল বঙ্গ ভূমিতে চারি খান পুথি আছে কি না বলা যায় না, কিন্তু বিশ্বনাথের বৃত্তি মুদ্রিত হওয়াতে সর্ব্বত্র দেখা যায়। ফলেও গৌতম সূত্রের বিচার হইতেছে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরদের মতের নহে। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বর-বাদী তাহা তো আমি অস্বীকার করি নাই। বিশ্বনাথ বৃত্তিকার

মাত্র, কেবল অনবৃত্ত্যাদি দেখাইয়া সূত্রার্থ করিতে উদ্যত। কিন্তু উদ্দ্যোতকর মিশ্র সূত্রের উপর স্বকপোল কল্পিত কথা বাহুল্য রূপে বিস্তার করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরবাদী বটেন, এবং তদ্বাদানুসারে ত্রিসূত্রের অর্থ করিয়াছেন। গোতমের পক্ষে তাঁহাকে সাক্ষী করিতে চাহ, কর, কিন্তু তাহাতে কণাদ একেবারে নাস্তিক শিরোমণি সাভ্যস্থ হইবেন, কেননা উদ্দ্যোতকর অদৃষ্টকে সরস্বতী কুমারের ন্যায় ঈশ্বরের যন্ত্র না কহিয়া তদ্বিপরীতে অদৃষ্ট সম্বলিত পরমাণুবাদকে নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন, যথা

যে পরমাণুং পুরুষকর্ম্মাধিষ্ঠিতত্বাৎ জগৎকারণত্বেন বর্ণয়ন্তি তান প্রতীদমুচ্যতে পরমাণবঃ প্রবর্ত্তেত ইতি সততং প্রবৃত্ত্যা ভবিতব্যং অথ বিশেষাপেক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে। * * * ক্ষীরাদিবদচেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরিতি চেৎ যথাপত্যভরণার্থং ক্ষীরাদেরচেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরেবং পরমাণবোঽচেতনাঃ পুরুষার্থে প্রবর্তিষ্যন্ত ইতি তন্ন যুক্তং সাধ্যসমত্বাৎ যথৈব পরমাণবঃ স্বতন্ত্রাঃ প্রবর্তন্ত ইতি সাধ্যং তথা ক্ষীরাদ্যচেতনং স্বতন্ত্রং প্রবর্তত ইতি যদি স্বতন্ত্রং ক্ষীরাদি প্রবর্ত্তেত মৃতেষ্বপি প্রবর্ত্তেত ন তু প্রবর্ততে॥

"অস্যার্থ, যাঁহারা বলেন পুরুষ কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টের অধিষ্ঠানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয় তাঁহারদিগকে এই জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুর চলন কি নিত্য প্রবৃত্তি দ্বারা হয়, কিম্বা তাহা বিশেষাপেক্ষা, যদি বল ক্ষীরাদি পদার্থ অচেতন হইলেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অপত্য ভরণার্থ যেমন নব প্রসূতির স্তনে অচেতন দুগ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অচেতন পরমাণুও পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত হয়, ইহার উত্তর এই, যে ইহা সাধ্যসম হওয়াতে যুক্তি সঙ্গত কথা হইল না। অচেতন পরমাণু স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত হয়, ইহা তোমার সাধ্য,

এস্থলে নব প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের স্বতন্ত্র উদ্রেক দৃষ্টান্ত করিয়াছ। দুগ্ধ-যদি স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত হইত তবে মৃত দেহেও তদ্রূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব উদ্দ্যোতকরকে সাক্ষী করিয়া গোতমকে রক্ষা করিলে কণাদকে সদ্যো বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

"ইহাও স্মর্ত্তব্য যে উদ্দ্যোতকরের মতে অদৃষ্টের কারণত্ব মাত্র নাই। তৎকারিত্বাদহেতুঃ এই গৌতম সূত্রের অর্থ করেন, যে জগৎ ঈশ্বরের কারিত হওয়াতে পুরুষ কর্ম্ম অহেতু হইল। কণাদও ঐ অদৃষ্টকে আবার সৃষ্টির কারণ করিয়া ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। উদ্দ্যোতকরের ভাষ্যানুসারে গোতম ঈশ্বরকে অদৃষ্টের প্রতিযোগী করিয়া অদৃষ্টকে অহেতু করিয়াছেন, তবে কণাদ সেই অদৃষ্টকে হেতু করত গোতমের স্পষ্ট বিরোধী হইয়াছেন, এমত স্থলে গোতমের অনুরোধে কণাদকে কি রূপে ঈশ্বরবাদী করা যায়। ভাষ্যকারের কথা প্রমাণ গোতমকে ঈশ্বরবাদী করিলে ন্যায় এবং বৈশেষিক পরস্পরের স্পষ্ট প্রতিযোগী হয়। ন্যায়ের মতে তবে জগৎ ঈশ্বরকারিত এবং অদৃষ্ট অহেতু, এবং বৈশেষিকের মতে জগৎ অদৃষ্টকারিত, অদৃষ্টই প্রসিদ্ধ হেতু"।

তর্ককাম। "তুমি পুনঃ২ বলিতেছ কণাদ ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। তোমার কি মনে নাই পঞ্চভূতের সঙ্গা কর্ম্ম বিষয়ে তিনি কি কহেন, তাহাতো তিনি স্পষ্টই ঈশ্বর কারিত কহিয়াছেন। তিনি বলেন বায়ু অপ্রত্যক্ষ প্রযুক্ত আগমিক, এবং তৎসঙ্গা কর্ম্ম ঈশ্বর কৃত"।

সত্যকাম। "তুমি কি ভাই অত্যুক্তি করিলা না? কণাদ তো স্বয়ং ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই, তাঁহার উক্তি এই মাত্র, বায়ু সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে। তস্মাদাগমিকং। সংজ্ঞাকর্ম্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং॥ সঙ্গা কর্ম্ম অস্মদ্বিশিষ্টেরদের চিহ্ন। এই বাক্যের উপর টীকাকার কৌশলপূর্ব্বক ঈশ্বরবাদ অধ্যারোপ করিয়াছেন যথা অস্মদ্বিশিষ্টানাং ঈশ্বরমহর্ষীণাং সত্ত্বে লিঙ্গং। সঙ্গা করণ আমারদের হইতে বিশিষ্টতর ঈশ্বর মহর্ষিগণের চিহ্ন। আমারদের হইতে বিশিষ্টতর শব্দ প্রয়োগে ঈশ্বরবাদের চিহ্ন তো আমি কিছুই দেখি না। নাস্তিকেরাও আপনারদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক আছে তাহা অস্বীকার করে না, কাপিল দর্শন বেত্তারা কপিলের গুরুত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কণাদও তদ্রূপ এইমাত্র লিখিয়াছেন যে সঙ্গাকর্ম্ম উৎকৃষ্টতর জন গণের কার্য্য কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ কোথায়? টীকাকারই বা কি প্রমাণ বশতঃ ব্যাখ্যা করিলেন যে ইহাতে সঙ্গাকর্ত্তা ও জগৎ কর্ত্তার অভেদ সূচনা হইল। সঙ্গা কর্ত্তু র্জগৎ কর্ত্তুশ্চাভেদ সূচনার্থং। যঃ শব্দো যত্রেশ্বরেণ সঙ্কেতিতঃ স তত্র সাধুঃ। এব্যাখ্যায় আর এক বাধা এই যে কণাদ এক সঙ্গা কর্ত্তার প্রসঙ্গ না করিয়া বহুবচনে অস্মদ্বিশিষ্টানাং প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা সঙ্গা কর্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বর বাদের চিহ্ন কি? ঈশ্বর মহর্ষীণাং এশব্দের প্রমাণ কি?"

তর্ককাম। "তুমি কি স্বীকার কর না ভাষা ও শব্দ ঈশ্বর মূলক, অতএব কণাদ ঈশ্বর বর্জ্জিয়া অস্মদ্বিশিষ্টানাং

কেন কহিবেন। কোন২ শব্দ মহর্ষিরদের দ্বারা সৃষ্ট কোন২ শব্দ ঈশ্বরকৃত। আর যে২ শব্দ মনুষ্য কৃত তাহারও মূল কারণ ঈশ্বর কেননা দ্বাদশ দিবসে পিতার দ্বারা নামকরণ হইবে ইহা ঈশ্বরের বিধান। যাপি ** সাপি দ্বাদশেহনি পিতা নাম কুর্য্যাদিত্যাদি বিধিনা নূন মীশ্বর প্রযুক্তৈব”।

সত্যকাম। “এক্ষণে জগৎ সৃষ্টির কথা হইতেছে এস্থলে শব্দ সৃষ্টির প্রকরণ আনিলে কেবল গোলযোগ বাড়িবে। জগৎ সৃষ্টির প্রকরণে যিনি ঈশ্বরবাদের সূচনা করেন নাই তিনি শব্দ সৃষ্টির প্রকরণে তাহা করিবেন এমত সম্ভবে না, তবে কি তুমি বৌদ্ধদিগের উপদেশ মান্য করিয়া কহিবা যে জগতের বীজ অক্ষর। কণাদ জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে ঈশ্বরের কারণত্ব প্রতিপন্ন করেন নাই শব্দ সৃষ্টিতে তাহার অনুবৃত্তি আছে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত গ্রাহ্য করা যায় না। আর শঙ্কর মিশ্রের টীকা প্রমাণ করিলেও অস্মদ্বিশিষ্টানাং বহু বচন শব্দে পরাৎপর পরমেশ্বর বুঝাইতে পারে না। তাহাতে কেবল সামান্য জন্য দেব বুঝাইতে পারে যেমন কপিলও স্বয়ং স্বীকার করীতেন যথা ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।

“কিন্তু এ সকল কথাতে আমারদের প্রতিজ্ঞাত বিচারের সংস্রব নাই। প্রতিজ্ঞাত বিচার এই যে সরস্বতী কুমারের মীমংসা গ্রাহ্য কি না, সরস্বতী কুমার লিখিয়াছেন যে অদৃষ্ট পরমাণুনিষ্ঠ ঐশ্বরিক যন্ত্র বিশেষ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য কোন সময়ে ঐ অদৃষ্টবল পরমাণুগত হইল? পরমাণুকে

তোমরা অনাদি ও নিত্য কহিয়া থাক অতএব অদৃষ্ট এই নিত্য পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি হইতে পারে না কেননা কহিতেছ তাহা ঈশ্বর দত্ত। তবে কোন্ কালে দত্ত হয়? যদি বল সৃষ্টি কালে ঐ শক্তি দত্ত হওয়াতে পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম হয়, উত্তর, কণাদের এ অভিপ্রায় হইলে সেই শক্তি প্রদানকেই আদ্য অভিঘাত কহিয়া অদৃষ্টকে কারণ না করিয়া শক্তিদাতা ঈশ্বরকে কারণ করিতেন। যদি বল অদৃষ্টকে মূল কারণ কহেন নাই কেবল সামান্য কারণ করিয়াছেন, উত্তর, শঙ্কর মিশ্রের টীকাতে অদৃষ্টই মূল কারণ যথা সংসার মূল কারণয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা।

"অধিকন্তু শঙ্করাচার্য্যের বচন প্রমাণ কণাদ অদৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রতিযোগি মূল কারণ করিয়াছেন যথা।

বিভাগাবস্থানাং তাবদণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষোভ্যুপগন্তব্যঃ কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বান্নিমিত্তং কিমপ্যভ্যুপগন্তব্যং অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবান্নাণুষ্বাদ্যঙ্কর্ম্ম স্যাৎ অভ্যুপগমেপি যদি প্রযত্নোভিঘাতাদির্বা যথা দৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো নিমিত্তমভ্যুপগম্যেত তস্যাসম্ভবান্নৈবাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ ন হি তস্যামবস্থায়ামাত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সংভবতি শরীরাভাবাৎ শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনস্যাত্মমনঃসংযোগে সত্যাত্মগুণঃ প্রযত্নো জায়তে এতেনাভিঘাতাদ্যপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যং সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং নাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং সংভবতি অথাদৃষ্টমাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তমিত্যুচ্যেত তৎপুনরাত্মসমবায়ি বা স্যাদণুসমবায়ি বা উভয়থাপি নাদৃষ্টং নিমিত্তমণুষু কর্ম্মাবকল্পেত অদৃষ্টস্যাচেতনত্বাৎ ন হ্যচেতনং চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি সাঙ্খ্যপরীক্ষায়ামভিহিতং আত্মনশ্চানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যামবস্থায়ামচেতনত্বাৎ আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ নাদৃষ্টমণুষু কর্ম্মণো নিমিত্তং স্যাৎ অসংবন্ধাৎ অদৃষ্টবতা পুরুষেণাস্ত্যণূনাং সংবন্ধ ইতি চেৎ সংবন্ধসাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গঃ নিয়ামকান্তরাভাবাৎ তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্যাভাবান্নাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগো ন স্যাৎ সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধন দ্ব্যণুকাদিকার্য্যজাতং ন স্যাৎ।

"অস্যার্থ, বিভাগাবস্থায় পরমাণু সমূহের সংযোগ কর্ম্মাপেক্ষ হয় কেননা কর্ম্মবিশিষ্ট তন্তু প্রভৃতিরই সংযোগ দেখা যায় এবং কর্ম্মের কার্য্যত্ব প্রযুক্ত কোন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন থাকে। নিমিত্ত কারণ স্বীকার না করিলে অণু সমূহের আদ্য কর্ম্ম অসম্ভব হয়। আর স্বীকার করিলেও যদি তাহাতে কোন প্রত্যক্ষ প্রযত্ন অভিঘাতাদি নিমিত্ত কারণ গ্রহণ করাযায় তথাপি তাহার অসম্ভব প্রযুক্ত অণু সমূহের আদ্য কর্ম্ম অসম্ভব হয়। প্রযত্ন আত্মগুণ প্রযুক্ত সে অবস্থাতে অসম্ভব হয় কেননা তখন শরীরের অভাব। শরীর প্রতিষ্ঠার উত্তর কালে আত্ম মনের সংযোগ প্রযুক্ত আত্মগুণ প্রযত্নাদি উৎপন্ন হয়। এই বাক্যেতে প্রত্যক্ষ অভিঘাতাদি নিমিত্ত কারণ অপ্রমাণ হইল। সৃষ্টির উত্তর কালেতে প্রত্যক্ষ অভিঘাতাদি সম্ভবে আদি কর্ম্মেতে সম্ভবে না যদি বল অদৃষ্টই আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত কারণ হউক, কিন্তু সে অদৃষ্ট আত্ম সমবায়ি কিম্বা অণু সমবায়ি। উভয়থাই অদৃষ্ট অণুর আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না কেননা অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না অন্য কোন বস্তুকেও প্রবৃত্ত করিতে পারে না ইহা আমরা সাঙ্খ্য দর্শন পরীক্ষা কালীন উপপন্ন করিয়াছি। অপিচ তৎকালে আত্মার চৈতন্য অনুৎপন্ন প্রযুক্ত আত্মা সে সময় অচেতন হইয়া থাকেন অতএব আত্মসমবায়ি অদৃষ্ট স্বীকার করিলেও সে অদৃষ্ট অণুর আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না কেননা ইহার মধ্যে সম্বন্ধ নাই যদি বল অদৃষ্টবান্

পুরুষ এবং অণুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে; উত্তর তবে সম্বন্ধ সাতত্য প্রযুক্ত প্রবৃত্তি সাতত্য সম্ভবে, কেননা অন্য কোন নিয়ামক নাই অতএব কোন নিয়ত কর্ম্ম নিমিত্ত না থাকাতে অণুর আদ্য কর্ম্ম সম্ভবে না এবং কর্ম্মাভাবে তন্নিবন্ধন সংযোগ অসাধ্য হয় তথা সংযোগাভাবে তন্নিবন্ধন দ্ব্যণুকাদিও হইতে পারে না।

"অতএব আপনারা দেখুন দর্শন বিশারদ শঙ্করাচার্য্যও কণাদ সূত্রে ঈশ্বরের কোন চিহ্ন পায়েন নাই এবং তৎ-প্রোক্ত অদৃষ্টকে ঈশ্বরের যন্ত্র কহিতে পারেন নাই, ফলে কণাদ স্বীয় সূত্রে পরাৎপরের কোন স্থান রাখেন নাই"।

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম, এ সকল অসংলগ্ন তর্ক। উদ্দ্যোতকর মিশ্র এবং শঙ্করাচার্য্য কণাদের বিষয়ে যাহা বলুন কিন্তু আমরা ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী, আমরা এমত কহি না যে কোন অচেতন শক্তির অভিঘাতে পরমাণুর আদ্য প্রবৃত্তি হওয়াতে জগৎ উৎপন্ন হইল। কণাদও বস্তুতঃ এমত উপদেশ করেন নাই, সূত্র লইয়া বিচারের প্রয়োজন কি? আমরা নৈয়ায়িক, অস্মদ্গুরুর বিষয়ে আমারদেরই বাক্য প্রমাণ করিতে হইবে, তুমি তো গোতম কণাদের শিষ্য নহ, তবে অনধিকারচর্চ্চা কেন কর? আমরা নিরীশ্বর-বাদ প্রচার করি না, আর আমরা চিরকাল উক্ত মহর্ষি-দ্বয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। তুমি বল আমরা তাঁহারদের উপদেশকে অন্যথা করিয়াছি। এমন কখন হইতে পারে না। কোন্ কালে কি প্রকারে আমরা স্বীয় গুরূপদেশে নূতন কথা আরোপ করিয়াছি তাহা বল দেখি।

সত্যকাম। "আপনারা স্বীয় গুরূপদেশেতে নূতন কথা আরোপ করিয়াছেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে গোতম এবং কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রভেদ করেন নাই। তাঁহারা সকল আত্মাকেই নিত্য পদার্থ কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে পরমাত্মা এক জন আছেন ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে আপনারা পরমাত্মা জীবাত্মার প্রভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করেন; কিন্তু আপনারদের আদ্য মহর্ষিরা তাহা করেন নাই, যদি ঈশ্বর বাদ তাঁহারদের অভিপ্রায় হইত তবে ভূরি ২ সামান্য বিষয়ে এমত সূক্ষ্ম প্রভেদ করিয়া কি এবম্ভূত গুরুতর বিষয়ে বিশেষ উপদেশ করিতেন না"?

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম গোতম এবং কণাদ আমারদের পরমপূজ্য, তাঁহারদের নিন্দা শ্রবণে মহা পাতক হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমি এ সকল কথার বিচার করিব না, কোন উত্তরও দিব না"।

তর্ককাম। "তুমিই তো বারম্বার কহিয়াছ, সূত্রকার মহর্ষিরা তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকে উপদেশ করেন নাই। অপর লোকের পক্ষে তাঁহারদের সূত্র রুদ্ধ-দ্বার গৃহ তুল্য, কেহই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে তুমি দ্বার ভগ্ন করিয়া তস্করবৎ প্রবেশ করিতে প্রয়াস কর কেন? অনধিকার চর্চ্চা আর করিও না, আমারদের কথা প্রমাণ কর, এবং গোতম অথবা কণাদকে নাস্তিক কপিলের ন্যায় নিরীশ্বরবাদী বলিও না"।

তর্ককামের এই উক্তি শ্রবণানন্তর সত্যকাম কিঞ্চিৎ কাল মৌনবলম্বন করিলেন; কিন্তু আর একটা প্রমাদ উপস্থিত হইল, কাপিলাভিধেয় সাংখ্যশাস্ত্রী, যিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনব্রত হইয়া একাগ্রচিত্তে এই বিচার শুনিতে ছিলেন, তিনি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিষণ্ন বদনে আরক্ত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, "অহো কলির কি বিষম শক্তি! ভূসুর পণ্ডিতের চিত্ত ক্ষেত্রেও মাৎসর্য্য বীজ বপন করে!" কাপিলের এই খেদোক্তি শুনিবা মাত্র তর্ককাম অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে২ ভাবিয়া বুঝিলেন যে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক মহর্ষি কপিলের নাম করাতে সাংখ্যশাস্ত্রী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, অতএব তৎক্ষণাৎ অনুশোচন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে আত্ম দোষ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কাপিলের মনঃক্ষোভ ক্ষণমাত্রে শমতা পাইবার নয়, তিনি অভিমান পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, "না না আমার ক্রোধের বিষয় কি? যাহা ইচ্ছা বলুন, কপিলের যশ এমন নয় যে একটা কটু শব্দ প্রয়োগে তাহা একেবারে মলিন হইয়া যাইবে। আমি ক্ষুব্ধ হই নাই, আমি জানি পরের নিন্দাবাদ আপনকারদের উদার চিত্তের অভিমত নহে। তবে আমার এইমাত্র ক্ষোভ যে যাদৃশ বুদ্ধি কৌশলে ন্যায়ের পোষকতা করিলেন, তাদৃশ কৌশলে যদি কপিলের সাপক্ষতা করিতেন তবে সকলেই বুঝিতে পারিত সাংখ্যদর্শনে ন্যায়দর্শনাপেক্ষা অধিক নিরীশ্বরবাদ নাই"। কাপিলশাস্ত্রী এই কথা বলিয়া ক্ষণমাত্র মৌনাশ্রয় করিয়া পরে বিলক্ষণ ঔৎসুক্য সহ কহিতে লাগিলেন,

"মহর্ষি কপিলকে তোমরা নাস্তিক বলিয়া থাক, তাঁহার বিচারে কখন মনঃসংযোগ করিয়াছ? তাঁহার নিরীশ্বরবাদের হেতু কি, জান? বিচারে সেশ্বরবাদে কি বাধা আইসে তাহা কি জান না? সচেতন আত্মা প্রবৃত্তি বিরহে কার্য্য তৎপর হয়েন না সুতরাং নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না, আর কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রবৃত্তিও সম্ভবে না। জগৎ কর্ত্তাকে আকাঙ্ক্ষাবান্ কহিলে তাঁহার পূর্ণ-কামত্বে ও নিরপেক্ষতায় ব্যাঘাত প্রযুক্ত দোষারোপ হয়, দোষ সত্ত্বে সৃষ্টি ক্ষমতা সম্ভবে না। আবার আকাঙ্ক্ষাবান্ না কহিলে প্রবৃত্ত্যভাবে সিসৃক্ষু কহাও যায় না। গোতম কি এই বাধা জানিতেন না? তিনি আপনি প্রবৃত্তি দুঃখ এবং দোষকে অপবর্গের বিরোধি করিয়াছেন এবং প্রবর্ত্তনাকে স্পষ্ট দোষমূলক কহিয়াছেন, তবে তিনি কিরূপে সচেতন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়াই জগদ্ব্রহ্মের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইল তবে ন্যায় সূত্রের মতেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষযুক্ত কহিতে হইবে, কেননা স্বার্থেই হউক কিম্বা পরার্থেই হউক কেহ কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা দোষ অবশ্য থাকিবে যথা, অপিচ প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ নহি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। * * স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্যানীশ্বর-প্রসঙ্গাৎ।

"এই বাধা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে জগদ্ব্রহ্ম অভেদ, কপিল সে সিদ্ধান্তেও প্রকাণ্ড বাধা

দেখিয়া স্থির করিলেন যে অচেতন প্রকৃতিই জগৎ কারণ। ন্যায়সূত্রকারও সেই বাধা দেখিয়াছেন; কিন্তু কপিলের ন্যায় স্পষ্টোক্তিতে কাতর হইয়া সঙ্কেতে নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন”।

ন্যায়রত্ন। “কাপিল, তুমি আমারদের পরমসুহৃৎ আমরা এক্ষণে সত্যকামের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি অতএব তোমার সহিত বিচার করিতে চাহি না। তুমি স্বীকার করিয়াছ যে মহর্ষি কপিলের নিন্দাবাদ তর্ককামের অভিপ্রেত নহে, তর্ককাম তোমার ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন অতএব ক্ষান্ত হও, আর বিবাদের আবশ্যক নাই।

“সত্যকাম, তোমাকেও একটী কথা বলি অবধান কর, মহর্ষিগণের কুৎসা বাদ ভাল নহে। আমারদের দার্শনিক মত আমরাই প্রতিপন্ন করিবার অধিকারী। আমরা কহি যে পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। আমি শুনিয়াছি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও পরমাণুবাদের পোষক, ফলে পরমাণুবাদ স্বীকার না করিলে এই বিচিত্র জগতের ব্যাপার কখন প্রতিপন্ন হয় না।

“আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে খগোল ও গণিত বিশারদ স্যার আইজেক নিউটন পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কণাদের শিষ্য কহিলেও হয়।

“আমারদের আধুনিক উপদেশ আদৌ গোতম ও কণাদ দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা স্বকপোল কল্পিত কথার

প্রসঙ্গ করি না, এমত স্বৈরতা আমারদের অভিপ্রেত নহে, আমরা অদ্যাবধি চলিত প্রাচীন ঋষি বাক্যই অবলম্বন করি, তাহাতে ভ্রান্তি সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন ঋষি বাক্য এই যে পরাৎপর বিশ্বনিয়ন্তা নিত্য কঠিনতর অবিভজ্য অবিনশ্বর অণুরাশি সংযোগ করিয়া জগতের রচনা করিয়াছেন প্রথম সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, পরে দ্ব্যণুক ত্রয়ে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়।

"পরমাণুবাদের হেতু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবা। ভৌতিক দ্রব্য বিভাগ অশেষ পরিমাণে হইতে পারে না বিভাগের সীমা ধার্য্য করিতে হইবেক, যে ক্ষুদ্রতম অবয়ব আর বিভাগ হয় না তাহাকেই আমরা অণু কহি। অশেষ বিভাগ স্বীকার করিলে সুমেরু পর্ব্বত সর্ষপ তুল্য হয়। সর্ব্বেষামনবস্থিতাবয়বত্বে মেরুসর্ষপয়ো স্তুল্যপরিমাণত্বাপত্তিঃ। পরমাণুবাদে যদি দোষ দেখাইতে না পার তবে ন্যায়শাস্ত্রের বৃথা নিন্দা করিও না"।

সত্যকাম। "আপনারা আপনারদের শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদনে অধিকারী তাহা আমি অস্বীকার করি না, যদি সূত্র বিচার আপনারদের প্রেয়ঃ না হয় আচ্ছা সে বিচারে আর প্রয়োজন নাই। তবে কি না কোন্ কথা কোন্ ঋষি কি প্রকারে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা উচিত কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। আমি জানি যে আধুনিক নৈয়ায়িকেরা নিরীশ্বরবাদী নহেন তথাপি আপনারা পরমাণুকে অকারণ নিত্য কহেন। সদকারণবন্নিত্যিং"।

ন্যায়রত্ন। "তাহাতে হানি কি? অবশ্য সদকারণবন্নিত্যং। কণাদের এই সূত্র তো আমারদের প্রকৃত মত, ইহাতেই অন্যান্য দর্শনের উপর ন্যায়ের উৎকর্ষ"।

সত্যকাম। "অণু যদি অকারণবৎ তবে উৎপন্ন হইল কেমনে?"

ন্যায়রত্ন। "অকারণবন্নিত্যং। পরমাণুর উৎপত্তি নাই, তাহা নিত্য, তোমার এ প্রশ্ন অতি অসঙ্গত, নিত্য পদার্থের কারণান্বেষণ আর বন্ধ্যা স্ত্রীর অপত্যান্বেষণ, দুই সমান কথা"।

সত্যকাম। "আপনারা কহেন আত্মা নিত্য পদার্থ এবং ভৌতিক পরমাণুও নিত্য হইল, তবে বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর বস্তুতঃ কিছুরই উৎপত্তি করেন নাই, কেবল পরমাণু রাশির সংযোগ করিয়াছেন"।

ন্যায়রত্ন। "ইহার ঊর্দ্ধ আর কি করিতে পারেন? অণুর কি সৃষ্টি হইতে পারে? অসৎ হইতে কি সৎ হয়? তক্ষক কি কাষ্ঠাভাবে পর্য্যঙ্ক করিতে পারে"।

সত্যকাম। "তক্ষক ক্ষীণজীবি পরিচ্ছিন্নশক্তি মর্ত্ত্য মাত্র, তাহার এই পর্য্যন্ত শক্তি সম্ভবে যে কাষ্ঠ পাইলে তোমার অভীষ্ট শয়নাসনাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে কিন্তু বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন শক্তি। তাঁহার সামর্থ্যের সীমা নাই। এই অচিন্ত্য জগৎ রচনা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার এক সর্ব্বজ্ঞ এবং অসীমপরাক্রমশালী স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃত-

স্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্ত-ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। অতএব জগৎকর্ত্তাকে যদি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তি কহিতে হইল তবে তাঁহাকে নিত্য পরমাণুর সহকারিতা ব্যতীত জগৎ রচনায় অক্ষম বলিলে তাঁহার ক্ষমতার সীমা বন্ধন করা হয়, আর তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্বে দোষ পড়ে। পরিচ্ছিন্ন শক্তি সর্ব্বশক্তির প্রতিযোগী, পরমাণু না থাকিলে তিনি সৃষ্টিক্ষম হয়েন না এ কথা বলিলে তাঁহার মহিমার হানি হয়, ভৌতিক জড় বস্তু পরমাণুরূপে নিত্য এবং তাঁহার তুল্য ও নিরপেক্ষ কহিলে তাঁহাকে সাপেক্ষ করা হয়। তাঁহার আপনার বহির্ভূত বস্তু বিশেষ ব্যতীত যদি তিনি কিছু করিতে না পারেন তবে তাঁহার পরকীয় পদার্থ বিশেষের অভাব আছে, যাঁহার পরকীয় পদার্থের অপেক্ষা থাকে তিনি স্বতন্ত্র কিম্বা নিরপেক্ষ হয়েন না, তিনি অবশ্য পরতন্ত্র ও সাপেক্ষ।

"তত্ত্ববিদ্যার এক প্রধান নিয়ম এই যে কারণ গৌরব পরিহার্য্য, যে স্থলে এক কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা কার্য্য মীমাংসা হয় সেখানে অনেক কারণ নির্দ্দেশ্য নহে। এক সর্ব্বশক্তি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ঐশ্বরিক কারণ উদ্দেশ করিলেই জগৎ সৃষ্টির বিচারাবসান হয়। অতএব আর এক নিত্য এবং স্বতন্ত্র জড় পদার্থ কল্পনা করিলে প্রথমতঃ তত্ত্ববিদ্যার নিয়ম লঙ্ঘন হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা মানসিক বিবেক বিরুদ্ধ। শুদ্ধমতি হইলে সকলেই অন্তরে বুঝিতে পারে পরমেশ্বরের অপার এবং অসীম মহিমা। ইহা অন্তঃ-

করণের সহজ জ্ঞানের মধ্যে গণ্য। কেমন ন্যায়রত্ন এ কথা যথার্থ নহে?”

ন্যায়রত্ন। “ও কথা অবশ্য যথার্থ”।

সত্যকাম। “দেখ তোমরা সকলেই স্বীকার কর যে চক্ষু কর্ণাদি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তবে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন প্রমাণ মনও তদ্রূপ প্রমাণ। ফলে মনের অভাবে বাহ্যেন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানও প্রাপ্য হয় না। বাহ্য ভৌতিক পদার্থের পক্ষে যেমন বাহ্যেন্দ্রিয় অসংশয় প্রমাণ তদ্রূপ অন্তরীণ জ্ঞানের পক্ষে মনও অটল প্রমাণ। সেই মনের বিবেচনায় পরাৎপর বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর পরম মহিমাস্পদ। প্রাতঃ স্নান করিয়া যে জাহ্নবী তট হইতে এখন আইলা তাহার সত্তা কল্পে যেমন চাক্ষুষ প্রমাণ উপাদেয় ঐ সর্ব্ব মহিমাস্পদ বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরের সত্তা কল্পে তোমার মানসিক প্রমাণও তদ্রূপ উপাদেয়”।

ন্যায়রত্ন। “একথায় আমার কোন আপত্তি নাই”।

সত্যকাম। “তবে ঐ মানসিক প্রমাণ বশতঃ নিত্য পরমাণু বাদে মহাবাধা দেখা যায়। নিত্য এবং স্বতন্ত্র জড় পদার্থ ঈশ্বরের দোসর কারণ রূপে কল্পনা করিলে তাঁহার অতুল মহিমার হানি হয়”।

ন্যায়রত্ন। “তবে মহাত্মা নিউটন কি পরমাণু বাদ কল্পনা করিয়া ঐশ্বরিক মহিমার হানি করিয়াছেন”।

সত্যকাম। “নিউটন এমত হানি করেন নাই। তিনি তোমারদের ন্যায় নিত্য পরমাণুর কল্পনা করেন নাই। ঈশ্বর ব্যতীত তিনি অন্য কোন পদার্থকে অকারণবান

কিম্বা নিত্য কহেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় ঐ এক অকারণবান্ নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর স্বয়ং সকল পদার্থের সৃষ্টি ক্ষম। তাঁহার উক্তি এই—এপ্রকার বিবেচনায় বোধ হয় যে পরমেশ্বর আদৌ ভৌতিক পদার্থ দৃঢ়তর অভেদ্য অণুরূপে সৃষ্টি করেন”।

ন্যায়রত্ন। “অসৎ অবস্থা হইতে সত্তা কিরূপে সম্ভাব্য”

সত্যকাম। “সর্ব্বশক্তির পক্ষে অসাধ্য কি?”

ন্যায়রত্ন। “কেহ কখন দেখে নাই যে অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে”।

সত্যকাম। “অণুত্ব হ্রস্বত্ব সংযোগে মহত্ত্ব দীর্ঘত্বের উৎপত্তিও কেহ কখন দেখে নাই। পরমাণুর দৈর্ঘ্য বিস্তারাদি নাই তথাপি সংযোগানন্তর দৈর্ঘ্য বিস্তারাদির সত্তা অসত্তা অবস্থা হইতে হয় কহিয়া থাক। এ কথা যদি অবাধে কহিতে পার তবে ঐশ্বরিক শক্তিতে অসত্তা হইতে জগৎসত্তা সম্ভাব্য ইহা বুঝিবার বাধা কি?”

“অপিচ, দেখ শঙ্করাচার্য্য কেমন তোমারদের পরমাণু-বাদ খণ্ডন করিয়াছেন যথা

পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালমনারব্ধকার্য্যা যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাস্তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাদদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতমারভন্তে কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরং। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকমারভেতে তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ো দ্ব্যণুকে শুক্লাদীনপরানারভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যমপরমারভতে দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে তি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনীপরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকমারভেতে তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবাযিনাং শুক্লাদীনামারম্ভকত্বং। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈবারভেতে চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্ব-পরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ॥

"অস্যার্থ, পরমাণু রাশি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যোদ্যম না করিয়া যথাযোগ্য রূপাদিমান হইয়া পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ অবস্থায় থাকেন, পরে অদৃষ্টাদি সংযোগ পটু অমাত্য বিশিষ্ট হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমেতে সমুদয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়েন তাহাতে কারণ গত গুণ কার্য্যেতে গুণান্তর আরম্ভ করেন। যখন দুইটী পরমাণু দ্ব্যণুকের আদ্যকৃতি করেন তখন পরমাণু গত শুক্লাদি রূপ স্বরূপ গুণ দ্ব্যণুকেতে অপর শুক্লাদি গুণ সৃষ্টি করে কিন্তু পরমাণুর বিশেষ গুণ যে পারিমাণ্ডল্য তাহা দ্ব্যণুকেতে অপর পারিমাণ্ডল্য উৎপন্ন করে না কেননা ইহাঁরা স্বীকার করেন যে দ্ব্যণুকের অন্য পরিমাণ হয়, বলেন যে দ্ব্যণুকে অণুত্ব এবং হ্রস্বত্ব হয়। এবং যখন দুই দ্ব্যণুকের সংযোগে চতরণু আরম্ভ হয় তখনও ঐ প্রকারে দ্ব্যণুক গত শুক্লাদি রূপ চতুরণুতে অপর শুক্লাদি রূপ উৎপন্ন করে কিন্তু দ্ব্যণুক সমবায়ি অণুত্ব এবং হ্রস্বত্ব চতুরণুতে আরব্ধ হয় না কেননা ইহাঁরা বলেন চতুরণুতে মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ হয়।

"শঙ্করাচার্য্যের সহিত আপনারদের যে বিবাদ তাহাতে আমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনি আজ্ঞা করিলেন সমবায়ি কারণ বিরহে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবে না অতএব জগদুৎপত্তিতেও সমবায়ি কারণের অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্তই আপনারা নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য তাহার মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব নাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতীস্থ তাবৎ

দ্রব্যেরই মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব আছে, অণুদ্বয় সংযোগে যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দ্ব্যণুকের হ্রস্বত্ব উৎপত্তির তো কোন সমবায়ি কারণ নাই, এবং পরে যখন দুই দ্ব্যণুক সংযোগে চতুরণু হয় তখনও চতুরণুর মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব কোন সমবায়ি কারণ বিরহে উৎপন্ন হয়। অতএব জগতীস্থ তাবৎ দ্রব্যের পরিমাণ যদি সমবায়ি কারণ বিরহে উৎপাদ্য হয় তবে অখিল জগৎ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ বিশিষ্ট পরমাণু ব্যতীত কেবল পরাৎপর বিশ্বপাতার ইচ্ছা বলেতে উৎপাদ্য কেন হইবে না। মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব যদি সমবায়ি কারণ ব্যতীত সম্ভাব্য তবে গগণ কুসুমবৎ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ বিশিষ্ট নিত্য পরমাণুর কল্পনা না করিয়া কেবল এক পরাৎপর পরমেশ্বরকে অখিল বস্তুর আদি কারণ বলাতে বাধা কি? এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু পরমেশ্বরের শক্তিতে যাবদীয় সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে কারণ গৌরবও হয় না এবং অখিল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশও হয়, কিন্তু অগণনীয় নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিলে অসংখ্য কারণ কল্পনা হয়, এবং সে কারণও তোমার প্রতিজ্ঞানুযায়ি কার্য্যোপযোগি হয় না কেননা কার্য্যের মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব আছে পরমাণু তাহাতে বিরহিত। পরমেশ্বর যদি সমবায়ি কারণাভাবে মহত্ত্ব দীর্ঘত্বের সৃষ্টিক্ষম হইলেন তবে পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ পরমাণুও তদ্রূপ তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা বলাতে বাধা কি?

"দেখুন মহাশয় আদ্য সৃষ্টি অপরিচ্ছিন্ন শক্তি বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরের কার্য্য, তাহা মানুষিক কার্য্যের তুল্য নহে সম-

বায়ি কারণ না থাকিলে মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাবলে সকলি করিতে পারেন।

আপনি এমত মনে করিবেন না যে আমি পরমাণুবাদ মাত্রেই আপত্তি করিতেছি, অকারণবৎ নিত্য পরমাণুর কথাই আমার অসঙ্গত বোধ হয়, নচেৎ ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের ন্যায় সৃষ্ট ও জন্য পরমাণুর কথাতে আমার নিতান্ত আপত্তি নাই।

"বৈশেষিক পরমাণুবাদে অন্য প্রকার বাধাও আছে তাহা পঞ্চীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায় যথা, দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে। তবে কি অবিভজ্য পরমাণুর বিভাগ সম্ভবে?

"পরমাণুবাদের আর এক বাধা শঙ্করাচার্য্য এই রূপে উক্ত করিয়াছেন,

সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচ য়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গোদৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ প্রদেশবতোদ্রব্যস্য প্রদেশ বতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ একদেশেনচেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ।।

"অস্যার্থ, দুই অণুর পরস্পর সংযোগ সর্ব্বাত্মভাবে কিম্বা একদেশভাবে সম্ভাব্য। যদি বল সর্ব্বাত্মভাবে সংযোগ হইয়া থাকে তবে উপচয়ের অসম্ভব প্রযুক্ত সংযোগেও অণুমাত্রত্ব এবং দৃষ্টবিপর্য্যয় ভাব থাকিবে কেননা কোন প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের অন্য প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল অণুর

এক দেশ ভাবে সংযোগ হয়, উত্তর, তাহা হইলে অণুর সাবয়বত্ব উপপন্ন হইল।

শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য নৈয়ায়িকেরদের মতে পারিমাণ্ডল্য কিছুরই কারণ হইতে পারে না, যথা পারিমাণ্ডল্য ভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতং। পারিমাণ্ডল্য শব্দার্থ অণু পরিমাণ। কোন পরিমাণ অন্য পরিমাণের কারণ হইলে কার্য্য ভূত পরিমাণ কারণভূত পরিমাণ হইতে স্বজাতীয় ভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়। অতএব অণু পরিমাণ কারণ ভূত হইলে তৎ কার্য্য ভূত পরিমাণ অণুতর হইবে, যথা

পারিমাণ্ডল্যং অণুপরিমাণং কারণত্বং তদ্ভিন্নানামিত্যর্থঃ অণুপরিমাণং ন তু কস্যাপি কারণং পরিমাণস্য স্বসমানজাতীযোৎকৃষ্টপরিমাণজনকত্বাৎ মহত্ত্বারব্ধস্য মহত্তরত্ববৎ অণুজন্যস্যাণুতরত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ॥

"সুতরাং সর্ব্বাত্মক অণু সংযোগ স্বীকার করিলে তাহাতে হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব মহত্ত্ব হইবার সম্ভাবনা নাই কেননা কারণভূত অণুর কার্য্য অণুতর হইবারই সম্ভাবনা শঙ্করাচার্য্যের এই অভিপ্রায় কিন্তু ইহার দোষগুণ বিবেচনার অধিকারী আমি নহি আপনারা তাহার মীমাংসা করুন।

"জন্য অণুসদ্ভাব অস্বীকার করা আমার প্রতিজ্ঞা নহে অকারণবৎ নিত্য অণুই আমি অস্বীকার করি।

"আপনারা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রভেদ করিয়া আদ্য সূত্র শোধন করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে যেমন আপনারা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রভেদ করিয়া ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিয়াছেন তেমনি আবার সেই পরম বিশ্বকৃৎ ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য স্বীকার করুন

বিবেচনা করিলে দেখিবেন যে অপরিচ্ছিন্ন শক্তি সর্ব্বেশ্বর সত্ত্বে অন্য কোন অকারণবৎ নিত্য পদার্থ কল্পনা করিলে কারণ গৌরব হয়। কারণ গৌরব দর্শন শাস্ত্রে মহা দোষ বলিয়া গণ্য। আর দেখুন অকারণবৎ নিত্য দ্রব্যান্তর কল্পনা করিলে পরমেশ্বরের সর্ব্বেশ্বরত্বের হানি সম্ভবে কেননা যদি কোন পদার্থ তাঁহার কৃত না হয় তবে তাঁহার সাপেক্ষও নয় তাঁহার ইচ্ছাধীনও নয়, সুতরাং তিনি উহার ঈশ্বর হইতে পারেন না, আর যদি তিনি কোন পদার্থের ঈশ্বর ও কর্ত্তা না হন তবে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা কি রূপে বলা যাইতে পারে অতএব নিত্য দ্রব্যান্তরের কল্পনা ছাড়িয়া কেবল একমাত্র নিত্য কারণের মহিমা করুন যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা"।

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম তুমি যে কথা বলিলা তাহা অসঙ্গত নহে বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি কেবল একটী মাত্র নিত্য পদার্থ স্বীকার কর তবে জীবাত্মার কি মীমাংসা করিলা। জীবাত্মা তো জন্য পদার্থ নহে তবে কি তুমি বেদান্তিরদিগের ন্যায় অদ্বৈত বাদী হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নষ্ট করিবা, তাহা না করিলেই বা কি রূপে একমাত্র নিত্য পদার্থ নির্ণয় করিবা, আর অদ্বৈত বাদ পরিহার করিলে ন্যূন কল্পে জীবাত্মাকেও দ্বিতীয় নিত্য পদার্থ কহিতে হইবে নচেৎ তোমার বাক্য বেদান্তিরদিগের প্রতিপাদিত ঔপনিষদ বচন সদৃশ হইবে যথা আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোপশ্যৎ অত্রহি এতে সর্ব্বে একং ভবন্তি"।

সত্যকাম। "বেদান্তিরদিগের পথানুযায়ি হইবার আমার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদিও আমি জগদ্ বু[illegible]র ঐক্য অস্বীকার করি তথাপ্পি সৃষ্ট্যগ্রে কেবল এক মাত্র আত্মা ছিলেন ইহা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। আর কিছুই তৎ-কালে ছিলনা অপর সকল পদার্থই জন্য। জীবাত্মাও জন্য পদার্থ, জীবাত্মা নিত্য নহেন, কেবল পরমাত্মাই নিত্য, অপর দ্রব্যান্তর সকলি তাঁহার সৃষ্ট, জীবাত্মাও তাঁহার সৃষ্ট, আপ-নারা কহেন জীবাত্মাকে দ্বিতীয় নিত্য পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহার ভাব কি? দেখিতেছি আপনিই অর্দ্ধ বেদান্তী হইয়াছেন বেদান্তিরাই কেবল সমষ্টি ভাবে এক আত্মার প্রসঙ্গ করেন, জীবাত্মার সমষ্টি কি রূপে সম্ভাব্য জীবাত্মা ব্যষ্টি ভাবে এক২ দেহের দেহী হয়েন সুতরাং বহুল জীবাত্মা স্বীকার করিতে হইবেক। যত মানবীয় দেহ ততই জীবাত্মা। তবে কহ দেখি কত দেহীকে নিত্য করিবা। প্রত্যেক দেহীই কি নিত্য?"

তর্ককাম। "হানি কি? তাহাই যদি হয়"।

সত্যকাম। "এমন কত দেহী আছে"।

তর্ককাম। "যত মানবীয় দেহ"।

সত্যকাম। "পৌরাণিকেরা কহেন অনেক মনুষ্য তির্য্যক যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল তবে পাশব দেহীও নিত্য"।

তর্ককাম। "অবশ্য সমুদয় দেহী, পাশব দেহীও"।

সত্যকাম। "এবং দৈব দেহী?"

তর্ককাম। "হাঁ দৈব দেহী"।

সত্যকাম। "আসুরিক দেহী?"

তর্ককাম। "অবশ্য"

সত্যকাম। "দেহী কখন২ উদ্ভিজ্জ অবয়বও আশ্রয় করেন, যথা বাল কৃষ্ণ দ্বারা উৎপাটিত যমলাৰ্জ্জুন। তথাচ শ্রুত্যুক্তি, যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ স্থাণুমন্যেনুসংযান্তি যথা কৰ্ম্ম যথা শ্রুতং। তবে কি তরুবর দেহীও নিত্য?"

তর্ককাম। "সুতরাং, দোষ কি?"

সত্যকাম। "তবে সুরাসুর, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, সকলেরি দেহী নিত্য, নিত্য দেহির কোন সংখ্যা আছে?"

তর্ককাম। "সংখ্যা অবশ্য থাকিবে। ঋষিরা যোগ বলে বলিতে পারেন"।

সত্যকাম। "এ শুষ্ক তর্কে আর কাজ নাই, কিন্তু ন্যায়রত্ন, আপনি বিচার করুন যে স্থলে এক নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার করিলেই তর্কাবসান সম্ভবে সেখানে এমত অসংখ্যেয় নিত্য দেহী এবং নিত্য পরমাণুর কল্পনাতে কি প্রকাণ্ড কারণ গৌরব হয় না। আর দেখুন এ প্রকার কল্পনাতে কেমন পাষণ্ডতা এবং কুনীতির সম্ভাবনা। জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ বলে পরমেশ্বর আমার স্রষ্টা অথবা স্বৰ্গীয় জনক নহেন, তবে তাহাকে কি বলিবেন?"

ন্যায়রত্ন। "এমন বক্তাকে প্রকৃত পাষণ্ড কহিতে হইবে"।

সত্যকাম। "সংসারস্থ জনক জননীকে অশ্রদ্ধাকা অপেক্ষাও পামর"।

ন্যায়রত্ন। "বটেইতো"।

সত্যকাম। "আচ্ছা তবে দেখুন দেখি জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে কেমন পাষণ্ডতা ও কুনীতি সম্ভবে। সকল দেহী যদি নিত্য হইল তবে সকলেই অকারণবান্ কেহই কারণ পরতন্ত্র নহে, কেহই জন্য নহে, সৃষ্ট নহে, সকলেই অসৃষ্ট। আর সকলেই যদি অসৃষ্ট হইল তবে সকলেই স্বয়ম্ভু। যদি সকলকে স্বয়ম্ভু কহ, তবে সুতরাং তাহারা নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র-ভাব হইল। তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কর্ত্তা কিম্বা স্রষ্টা কহিবার প্রয়োজন কি? আর তিনি যদি স্রষ্টা কিম্বা কর্ত্তা না হইলেন যদি সকলেই স্বয়ম্ভু এবং স্বতন্ত্র-ভাব হইল তবে তিনি নিয়ন্তা ও শাস্তাই বা কি রূপে হইবেন। সকল প্রাণীই তবে এক প্রকার দেবতা আর পরমেশ্বরকে বিশ্বকৃৎ কিম্বা বিশেষ করিয়া স্বয়ম্ভু বলাও বিধেয় হয় না। দেখুন জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে কেমন পাষণ্ড মত হইয়া পড়ে।"

ন্যায়রত্ন। "বলিতে কি সত্যকাম আমারদের সৌত্রিক আর্ষ উপদেশানুযায়ি জীবাত্মাকে আমরা নিত্য কহিয়া থাকি। ঐ উপদেশে মহা বাধা দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ সকল আমরা আদৌ বিবেচনা করি নাই। জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে অখিল প্রাণিকে স্বয়ম্ভু বলা হয় বটে, আর অখিল প্রাণিকে স্বয়ম্ভু বলিলে ঘোরতর পাষণ্ড শিক্ষা হয় তাহাতে সন্দেহ কি? বেদান্তের অদ্বৈত বাদ স্বীকার না করিলে নিত্য জীবাত্মাকে ব্যষ্টিভাবে স্বতন্ত্র করা হয়। জীবাত্মার সমষ্টি নাই ইহা সত্য। সমষ্টি ভাবে জীবাত্মার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ

করাযায় কিন্তু সে সমষ্টি ধর্ম্ম ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেকের অধিকৃত হইবে সুতরাং নিত্য কহিলে সকলকেই নিত্য স্বয়ম্ভূ করা হয়। তোমার কথাতে সৌত্রিক উপদেশে সংশয় উৎপন্ন হইল তুমি এক প্রকার নূতন শিক্ষা দিয়া আমার হিতকারী হইলা কিন্তু এক্ষণে ঐ সংশয় চ্ছেদ করিতে না পারিলে আর মনঃ স্থৈর্য্য সম্ভবে না। কি করিব আচার্য্যের গঙ্গা লাভ হইয়াছে নচেৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতাম জীবাত্মা স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্রভাব না হইলে কি প্রকারে নিত্য হইতে পারেন।"

সত্যকাম। "ন্যায়রত্ন তোমার অতীব সারল্য স্বভাব। কিন্তু যদিও তোমার আচার্য্য সংসার লীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন তথাপি তুমি তো এখনও বর্ত্তমান তুমি তাঁহার পদাভিষিক্ত দেশ-গুরু। তোমাকেই এখন এ প্রশ্নের মীমংসা করিতে হইবেক। তুমি সর্ব্ব নৈয়ায়িকেরদের পূজ্য। জীবাত্মার নিত্যত্ব পোষক সৌত্রিক উপদেশ তোমাকেই শোধন করিতে হইবে তাহা করিলে মহোপকার সাধন হইবে। অস্মদীয় ন্যায়শাস্ত্রের সহস্র গুণ আছে কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব হানি কর সৌত্রীয় উপদেশ দোষে সে সহস্র গুণ তিরোহিত হওয়াতে ন্যায় শিক্ষা এক্ষণে পাষণ্ড প্রায় দোষ প্রধান হইয়াছে তুমি সে দোষ মোচন করিয়া শাস্ত্র উজ্জ্বল কর। তত্ত্ব বিদ্যার আদ্য তাৎপর্য্য এই যে, আদি কারণের বাহুল্য না হয়। এক বিশ্বকৃৎ শুদ্ধ বুদ্ধ পরমেশ্বর স্বীকার করিলে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য কারণ নির্দেশ হয়, কারণান্তরের গবেষণ করিবার প্রয়োজন থাকে

না। অসংখ্যেয় নিত্য পরমাণু এবং নিত্য জীবাত্মার কল্পনাতে কেবল কারণ গৌরব মাত্র সম্ভবে।

"আর এ প্রকার প্রকাণ্ড কারণ গৌরবে ঈশ্বর ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত হয় এবং শ্রদ্ধধান চিত্তের ক্ষোভ জন্মে। পরমেশ্বরের প্রকৃত মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে অপর নিত্য পদার্থের অপেক্ষা থাকে না, তবে এত দোসর কল্পনার কারণ কি?"

ন্যায়রত্ন জীবাত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সৌত্রিক আর্ষ উপদেশ এক প্রকার পরিহার করাতে সভাস্থ সকলের চমৎকার বোধ হইল। আগমিক মনে করিলেন যেন মস্তকে বজ্রপাত হইল তাঁহার মুখে বাক্য রহিল না। তর্ককাম কাপিলের মনঃ ক্ষোভ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনি তো পূর্ব্বেই ক্ষুব্ধ ছিলেন পরে ন্যায়রত্নকে দ্বিতীয় বিভীষণ ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ফলে সকলেই অবাক হইলেন। অপর সভাস্থ দ্বিজবৃন্দ কিয়ৎ কাল মৌনব্রত পালন করিয়া সমকালীন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মণেভ্যোনমঃ কহিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

পূর্ব্ব পত্রে তোমাকে লিখিয়াছি তর্ককাম সত্যকামের লিখিত প্রবন্ধ হস্তে লইয়া গিয়াছিলেন, পরে বৃহস্পতি বাসরে আগমিককে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালের গতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথোপকথন গতে তর্ককাম কহিলেন, সত্যকাম তোমার সমুদয় প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছি, তোমার যে ঋষিনিন্দা, তাহাতে কেবল মনঃ ক্ষোভ সম্ভবে, মহর্ষিবৃন্দের উপর তোমার কোন দ্বেষ থাকিবে নচেৎ লেখনীতে এমত কুৎসাবাদ কেন আসিবে। ভাল২ ইহাতে ক্ষতি নাই। তোমার দূষণ বশতঃ গোতম কণাদাদির মহিমা তিরোধান না করিয়া বরং অধিক উজ্জ্বল হইবে। হস্তইব ভূতিমলিনো যথা যথা লঙ্ঘয়তি খলঃ সুজনং। দর্পণমিব তং কুরুতে তথা তথা নির্ম্মলচ্ছায়ং। তোমাকে খল কহিতেছি না কিন্তু এ শ্লোকের তাৎপর্য্য যথার্থ। সুজন মহাজন ঋষি বৃন্দের এমত মহিমা যে, কেহ কুৎসাবাদ করিলে তাঁহারদের হানি হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহারা মলিন ভস্মহস্ত ঘর্ষিত দর্পণের ন্যায় অধিক

তেজস্কর হয়েন। কি বলিব সত্যকাম, তুমি দুইটী গুরুতর কথা বিস্মৃত হওয়াতেই তোমার ঘোর ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। তুমি কি জান না যে মহর্ষিরা কর্ম্ম বন্ধ ও ধর্ম্মপাশ নিকৃন্তন পূর্ব্বক জন্ম রোধ ও মোক্ষ লাভের উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আর তুমি কি ইহাও ভুলিয়াছ যে অসৎ হইতে সৎ অথবা অবস্তু হইতে বস্তু উৎপন্ন হয় না সুতরাং উপাদান কারণ কি প্রকারে হেয় হইতে পারে। তন্নিমিত্ত ন্যায়েতে পরমাণুবাদ, সাংখ্যেতে প্রকৃতি বাদ, বেদান্তেতে ব্রহ্ম বাদ। ইহাতে দোষ কি, এবং এমত নিন্দার কারণই বা কি? মহর্ষিগণকে বরং পূজ্য করা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম বন্ধ নিকৃন্তনের উপায় করিয়াছেন।

সত্যকাম। "আমার দুইটী বিস্মৃতি হইয়াছে! আচ্ছা আদ্য বিস্মৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি কর্ম্ম বন্ধ নিকৃন্তন এবং জন্ম রোধের অর্থ কি?"

তর্ককাম। "কর্ম্মবন্ধের অর্থ এই যে প্রত্যেক প্রাণী কর্ম্ম বশতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব কৃত পাপ পুণ্যের ভোগ করে এবং সেই ভোগ কালীন যেং ক্রিয়া করিয়া থাকে তদ্বিপাকে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভু হয় এই রূপে জন্মও কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ। কর্ম্ম বন্ধন প্রযুক্ত জন্ম এরং জন্ম প্রযুক্ত কর্ম্ম বন্ধন। দার্শনিক মহর্ষিরা ঐ বন্ধনচ্ছেদ করিয়া পুনর্জ্জন্ম রোধ করিতে যত্ন করিয়াছেন।"

সত্যকাম। "তুমি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিলা যে পূর্ব্ব জন্ম অবশ্য ছিল।"

তর্ককাম। "আমি কি আপনি একথা বলিতেছি?

ইহা সর্ব্ব দর্শনের কথা এবং ইহ সংসারেও ইহার বহুল প্রমাণ দেখিতেছি।"

সত্যকাম। "আমি তো এমত কোন প্রমাণ দেখি নাই এবং এ বিষয়ে এমত কোন দার্শনিক হেতুবাদও দেখি নাই যাহাকে সাধ্যসম কহা না যায়।"

তর্ককাম। "তবে কি দার্শনিক মহর্ষিরা কেবল সাহস পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা লিখিয়াছেন তাঁহারা কি হেতুবাদ দ্বারা স্বীয়২ বচন সপ্রমাণ করেন নাই।"

সত্যকাম। "আমি তো কোন যথার্থ হেতুবাদ দেখি নাই। তাঁহারদের তর্ক কেবল স্বীয় উক্তি মাত্র। এই সংসার ব্যতীত লোকান্তর নাই আমি এমত কথা কহি না কেননা সংসার ভঙ্গ হইলে অনন্ত কাল উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইহ লোকের পূর্ব্ব আমারদের জন্ম হইয়াছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই সুতরাং এমত অমূলক কথার উপর দার্শ-নিক গোলযোগের নির্ভর থাকিতে পারে না।"

তর্ককাম। "সংসারের মধ্যে জন্ম অবস্থা মনোবৃত্তি এবং ভোগের ঘোরতর বৈষম্য দেখা যায় ইহাতেই তো পূর্ব্ব জন্ম সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ২ অত্যন্ত সুখী যথা দেব বৃন্দাদি, কেহ২ অত্যন্ত দুঃখী যথা তির্য্যক্ পশ্বাদি, আর কেহ২ মধ্যমাবস্থ যথা মনুষ্যাদি। এই প্রকার বৈষম্য দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম ফল বশত অবস্থার বৈষম্য হয়। সংসারের যে বি-চিত্রতা এবং অনিয়ম—পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার না করিলে তাহা নিয়ম বদ্ধ করা যায় না এবং বিশ্বপাতার শাসনে দোষ

পড়ে। এক গৃহের মধ্যে হয়তো এক জন সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং চতুর দ্বিতীয় জন স্থূল বুদ্ধি এবং মূর্খ কেহ বা জিতেন্দ্রিয় এবং ধার্ম্মিক কেহ বা বিষয় ভোগে মত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ কেহ বা ধনসম্পন্ন আর কেহ বা নিষ্কিঞ্চন ও দুঃখী। ইহাতে কি নিশ্চয় অনুমান হয় না যে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃ ইহ সংসারে বিভিন্ন মতি এবং সুখ দুঃখের বৈষম্য হইয়া থাকে বিশেষতঃ যখন অনেক স্থলে দুর্জনের প্রাদুর্ভাব এবং সজ্জনের দুরবস্থা স্পষ্ট দেখা যায়"।

সত্যকাম। "তোমার কথাতে পূর্ব্ব জন্মের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় না! শঙ্করাচার্য্যের বচন এখন থাকুক প.র বিবেচনা হইবে, ফলে তাঁহার কথার ঐক্য নাই। জন্মের যে বৈষম্য কহিলা তাহাতে সুখানুভবের বৈষম্য নিশ্চয় হয় না কেননা ধন সম্পন্ন হইলেই সুখী হয় এমত নহে। জনৈক পারস্য দেশীয় কবি লিখিয়াছেন রিক্ত হস্ত ভিক্ষুক কেবল এক মুষ্টি অন্নের চিন্তায় থাকে কিন্তু পৃথিবীশ্বরের অখিল ধরাতলের চিন্তা। ভিক্ষুক সায়াহ্নে এক মুষ্টি অন্ন পাইলেই রাজার ন্যায় নিরুৎকণ্ঠে নিদ্রা যায়।

"বিভিন্ন মতির কথা যে কহিলা তাহাতেও পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার উপপন্ন হয় না, ইহ সংসার পরীক্ষা ভূমি, যে ব্যক্তি যে প্রকারে স্বকীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করে তাহার তদনুযায়ি মনের গতি হয়। অপিচ সুখ দুঃখের বৈষম্য বর্ত্তমান সংসারের সদসৎ কার্য্য বশতঃ সম্ভবে। সদাচার স্বতই সদাচারির হিতকর হয় এবং কদাচারও স্বভাবতঃ কদাচা-

রির অহিত উৎপন্ন করে। অনেক স্থলে এমত দেখা গিয়াছে, তাহার সাক্ষী সদসৎ ব্যবহারের ফলে চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা, যথা দুরাচার করিলে স্বতই মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। সংসারে অভীষ্ট সিদ্ধিও প্রায়শঃ স্বকীয় কার্য্যানুযায়িনী হয়। যাহারা ভাগ্যবান্ নামেতে বিখ্যাত তাহারা হয়তো পরিশ্রমে ও যত্নে ত্রুটি করে নাই এবং প্রতারণা অথবা অবিনয় দোষে দূষিত হয় নাই। যাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই তাহারদের হয়তো যত্নেতে, পরিশ্রমেতে, বিবেচনাতে, কিম্বা বিনয় ও সারল্যে ত্রুটি ছিল। যথার্থতা, সত্যতা, দয়া, ধর্ম্মাদি সদাচারেতে বহুধা সম্ভ্রম এবং ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন হয় এবং অধর্ম্মের ফলে অনেকশঃ দুর্নাম এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। বর্ত্তমান অবস্থাতেই দোষাদোষ ঘটিত সুখ দুঃখাদির বৈলক্ষণ্য দেখা গিয়াছে তবে বিপত্তি উপস্থিত হইলে মূর্খের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম বশতঃ দৈবের দোষ দিলে কি হইবে। বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ। আত্মনঃ। কর্ম্ম দোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ। আর দৃষ্ট কারণ সত্ত্বে অদৃষ্টের কল্পনা করা দর্শন শাস্ত্র বিহিত নহে।

"কিন্তু আমি এমত কহিতে পারি না যে এপ্রকার হেতুবাদে সমুদয় বৈষম্যের সমাধা হয়। অনেকাংশ সমাধা হইলেও কিছু বৈষম্য অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অল্প নহে"।

তর্ককাম। "এখন পথে আইস, আমার বিবক্ষিত কথাই কহিলা। তোমার পাণ্ডিত্য বলে সমুদয় বৈষম্যের সমাধা হইবে না তবে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতেই তো

পূর্ব্ব জন্ম নিশ্চয় হইতেছে নচেৎ বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে দোষ পড়িবে”।

সত্যকাম। “তর্ককাম, যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত লোকান্তরে দৃষ্টি করা আবশ্যক বটে। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্মুখ দৃষ্টি করিলেই হইবে, পরাঙ্মুখে দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?”

তর্ককাম। “পূর্ব্ব জন্মর কথা ঋষিরদের কল্পনা মাত্র হইল এখন সে কল্পনা খণ্ডন করণার্থ আপনি এক অদ্ভুত লোকান্তর কল্পনা করিতেছ। ইহারই বা প্রমাণ কি?”

সত্যকাম। “আমি স্বকল্পনা সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হই নাই। বস্তুতঃ সংসারে অনেক বৈষম্য আছে তাহার সমুদয় সমাধা দৃষ্ট কারণ বশতঃ হয় না তন্নিমিত্ত লোকান্তরের প্রসঙ্গ আবশ্যক কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিলে কেবল গোলযোগের বৃদ্ধি এবং অহিতকর সংস্কারের সম্ভাবনা আর তাহাতে সাধ্য সিদ্ধিও দুর্ঘট। তুমি কহিতেছ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ও ক্রিয়াভেদে বর্ত্তমান অবস্থার বৈষম্য সমাধা হইতে পারে। এ সমাধা কেবল জল বুদ্বুদ তুল্য ক্ষণ মাত্র স্থায়ী, একটী উত্তর প্রশ্ন করিলেই সমাধার বিলয় হয়। পূর্ব্ব জন্মের সংসার ভেদ এবং বৈষম্য কিহেতুক? যদি কোন২ দার্শনিক পণ্ডিতগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কহ যে পূর্ব্ব জন্মের বৈষম্য তৎপূর্ব্ব জাতি সংস্কার ভেদ বশতঃ, তবে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হইবেক, সে পূর্ব্ব জাতি সংস্কার ভেদ কি কারণ? যদি আর এক পূর্ব্বতর জাতির প্রসঙ্গ কর তবে আবার সে জাতির বৈষম্য সমাধা করিতে হইবে।

এইরূপ ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের অবসান কিসে হইবে? অন্ততঃ দার্শনিক ঋষিগণের ন্যায় কহিতে হইবে যে জগৎ অনাদি। এ কি কথা! জগৎ পাতার নিয়ম সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া একেবারে জগতের নিত্যত্ব সুতরাং সৃষ্টি এবং স্রষ্টার অভাব স্থির করিয়া বসিবা। নিয়ম রক্ষার্থ নিয়ন্তার বিপরীত কথা! রোগের চিকিৎসার্থ রোগির প্রাণ হরণ! পূর্ব্ব জন্মের কথাতে বৈষম্য সমাধা তো হয়ই না, লাভে এই হয় যে তাহাতে লোকে দৈবপর হইয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যৎ বিচার প্রতীক্ষায় যে প্রত্যাশা ও ভয় সম্ভাব্য তাহাও অসম্ভব হইয়া যায়"।

তর্ককাম। "কিন্তু আমারদের অদৃষ্টবাদে কি ভয় ও প্রত্যাশা অসম্ভব হয়? আমরা তো এমন কথা কহিনা যে মনুষ্য সকল বিষয়েই অদৃষ্ট পরবশ। অদৃষ্টের প্রভাবে কেবল জন্ম ও অবস্থার নিরূপণ হয় কিন্তু আত্ম চেষ্টাকল্পে সকলেই স্বাধীন। কাহারও পক্ষে যত্নের নিষেধ নাই, তবে নিরুদ্যম হওনের কারণ কি? পূর্ব্ব জন্ম সংসক্ত অদৃষ্টবাদে বরং অধিক ভয় ও প্রত্যাশা ভবিতব্য কেননা প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ইহ সংসারে ভোগ করাতে মানব মণ্ডলী এখানেই টের পাইতেছে যে ঐহিক কর্ম্ম ফল পরত্র অবশ্যম্ভু সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক সদসৎ বিবেচনা পুরঃসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি পায়"।

সত্যকাম। "কিন্তু তোমরা কি বল না,—শাস্ত্রকর এবং দার্শনিক পণ্ডিত বৃন্দ অবশ্যই কহিয়া থাকেন—যে সকলেই দৈবাধীন, অদৃষ্ট দ্বারা কেবল জাতি নিরূপণ হয়

এমত নহে, কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ভোগার্থ তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি কার্য্যও আদিষ্ট হয়। অদৃষ্টাকৃষ্টৈরেব শরীরেন্দ্রিয়াদিভিস্তদ্ভোগজননাৎ। ফলেও জাতি নিরূপণ দ্বারা কার্য্য নিরূপণ এবং পারত্রিক অবস্থা নিরূপণও হয়। ঋষি শ্রেষ্ঠেরা কত বার অদৃষ্টবল উল্লেখ করিয়া স্বকৃত দোষ খণ্ডন করিয়াছেন. যথা দৈবমত্র পরং মন্যে ধিক্‌ পৌরুষমনর্থকং। অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতং॥ কোনং স্থলে দৈবে দোষারোপ পূর্ব্বক পরদোষ খণ্ডনও দেখা যায়। অপরাদ্ধঃ স দৈবস্য ন পুনর্মন্ত্রিণাময়ং। কার্য্যং সুঘটিতং যত্নাৎ দৈবযোগাৎ বিনশ্যতি॥ তন্নিমিত্ত অপরাপর পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে নিরুদ্যম হইয়া থাকাই উচিত। সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণং ইতি দৈবপরা ধ্যায়ন্নাত্মানমপি চেষ্টয়েৎ। তাঁহারা এই ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট হয়েন যে সুখ দুঃখ হেতুশ্চাদৃষ্টং। অতএব পূর্ব্ব জন্ম কল্পনা দ্বারা চেষ্টা এবং উদ্যমের হ্রাস সম্ভাবনা হওয়াতে ঐ কল্পনাকে অবশ্য দূষ্য করা যাইতে পারে।

"সংসারে যে অবস্থার বৈষম্য আছে পরকাল মান্য করিলেই তাহার সমাধা হইতে পারে। পরকালে যে পুরস্কার ও দণ্ড বিধান হইবে, তাহাতে ইহ কালের বৈষম্য বিষম বোধ হইবে না। সাধু জনকে সংসারে দুঃখ গ্রস্ত দেখিলে এমত কহা উচিত নহে যে তিনি স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন বরং ইহাই বলা কর্ত্তব্য যে তিনি এক্ষণে পরীক্ষার অবস্থায় আছেন পরে অনলোত্তীর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে। তর্ককাম রাজা হরিশ্চন্দ্রের

কথা কি জাননা, বস্তুতঃ সত্য না হউক কিন্তু এমত সদাশয় মহীপালকে প্রেয়সী বিরহে চণ্ডাল আশ্রমে বাস করিতে হইয়াছিল, ইহা শুনিবামাত্র কে অশ্রু পূর্ণ নয়ন না হয়? তখন এমত কথা কি বলিতে পার যে ঐ সূর্য্যবংশাবতংস ভূপাল এবং তাঁহার অনুপমা মহিষী আত্ম দুরাচারের ফলে এবম্ভূত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। এমত কহিও না! তাঁহারা কেবল ভক্তি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, দেখ চরমে কেমন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন সকলের বিষয়েই তদ্রূপ জানিবা। ইহ সংসারে ধার্ম্মিক যেন সমর অবস্থায় আছেন, অনেকশঃ পরাভূত প্রায় হয়েন, কিন্তু উত্তরে লব্ধ জয় হইবেন সন্দেহ নাই। পরকালে অনন্ত সুখ ও অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলে এই কএক দিনের দুঃখ যেন শৈলাধিপতি হিমালয় সন্নিধানে বালুকাকণার ন্যায় বোধ হইবে"।

তর্ককাম এস্থলে ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে আগমিক কহিলেন, "সত্যকাম, তুমি বহু কালের বন্ধু, যাহা বলিলে সকলি বিবেচ্য বটে কিন্তু আমি যাবনিক বিদ্যা বিশারদ জনৈক শেরেস্তাদারের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত বর্গও পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিতেন, দেখ পূর্ব্ব জন্মের কথা সর্ব্ববাদি সম্মতা, ইহার ঈদৃশী নিন্দা কি কর্ত্তব্য। এমত নিন্দায় কি ঘোরতর মাৎসর্য্য প্রকাশ হয় না"।

সত্যকাম। "অস্মদীয় দেশে পূর্ব্বজন্ম বাদ বশতঃ অসীম অনিষ্ট হইয়াছে তন্নিমিত্ত ইহার এমত দূষণ করিতেছি নচেৎ ইহার আন্দোলন করিবার প্রয়োজন হইত না। বলিতে কি এই পূর্ব্ব জন্ম বাদ বিষয়ে ইউরো-

পীয় পণ্ডিতেরাও বহুকাল পর্য্যন্ত মতিভ্রমাচ্ছন্ন ছিলেন। দেহী দেহ হইতে বিভিন্ন এবং অতীন্দ্রিয় একথা বুঝিতেন গোতমের ন্যায় 'শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ' বলিয়া ঐ মত স্থির করিয়াছিলেন এমত নহে কিন্তু শরীর হইতে আত্মার বিলক্ষণ ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্রতার অগণ্য প্রমাণ দেখিয়া শরীর ভঙ্গে আত্মার অভঙ্গ বিশ্বাস করিতেন, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' কিন্তু আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া অস্মদীয় প্রাচীনেরদের ন্যায় একটা অমূলক বচন আশু গ্রাহ্য করিলেন যথা, আদি থাকিলেই অন্ত থাকে, জন্ম হইলে মৃত্যুও হয়, উৎপত্তি এবং নাশের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ। আত্মার অন্ত নাই, মৃত্যু নাই, নাশ নাই, একারণ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন তবে আত্মার আদি ও জন্মও নাই, উৎ-পত্তিও নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের এই প্রাক্তন ভ্রম পরে শোধিত হয়, প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে এক অতি মানুষিক ধীশক্তি সম্পন্ন দৈবোপদেশক অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার দ্বারা জীবন এবং অমরত্বের তত্ত্ব প্রকটিত হয় সেই উপদেশ শ্রবণে ইউরো-পীয় পণ্ডিতেরা এখন বুঝিয়াছেন যে মানবীয় আত্মার আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই। আত্মা আদ্যন্ত রহিত কহিলে মনুষ্যকে ঈশ্বরতুল্য কহা হয় কিন্তু উক্ত দৈবোপদেশকের উপদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আত্মাকে আদ্যন্ত রহিত কহিয়া একেবারে নিত্য পদার্থ করিয়াছি-লেন সুতরাং পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার করিতেন কিন্তু এমত ভাবেন নাই যে মানবীয় আত্মাকে নিত্য কহিলে একেবারে

স্বয়ম্ভু বলাও হয় এবং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব অগ্রাহ্য করা হয়।

“প্রাচীন যবন পণ্ডিতেরদের বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা মিথ্যা নহে কিন্তু হেতুবাদ বিচারের পূর্ব্বে তাহারদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পেলেতো পূর্ব্ব জন্ম বিষয়ে এই কহেন যে স্মৃতি ভিন্ন অবগতি নাই সকল জ্ঞানই স্মৃতি সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম অবশ্যই ছিল”।

তর্ককাম। “পেলেতো উত্তম হেতুবাদ করিয়াছেন গোতম ঋষির ও ঐরূপ হেতুবাদ। সত্যকাম তুমি কি বলিয়া পূর্ব্ব জন্ম অস্বীকাব করিতেছ দেখ দেখি গোতমের হেতুবাদে কেমন নিরুত্তর হইতে হয়। আচ্ছা সংসারের বৈষম্য যেন পরকাল স্বীকারে সিদ্ধান্ত হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের যে স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাহা কি প্রকারে অগ্রাহ্য হইবে”।

সত্যকাম। “বটে! গোতমের হেতুবাদ কহ দেখি”।

তর্ককাম। “গোতম আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন যে তাহার আদিও নাই অন্তও নাই। অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবাদ এই যথা

পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ ॥

জাতস্য বালস্য এতজ্জন্মানননুভূতেষ্বপি হর্ষাদিহেতুষু সৎসু হর্ষাদীনাং সম্প্রতিপত্তিঃ উৎপত্তিস্তস্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বানুভবাধীনস্মৃতিসম্বন্ধাদেব সম্ভবাৎ ইত্থঞ্চেদানীন্তনস্যাত্মনঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসিদ্ধৌ তস্যানাদিত্বমনাদেশ্চ ভাবস্য ন নাশ ইতি নিত্যত্বসিদ্ধিরিতিভাবঃ ॥

“অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যো জাত শিশুর হর্ষ ভয় শোক হইয়া থাকে। এই গৌতমোক্তির উপর বৃত্তিকার কহেন সদ্যোজাত বালকের এজন্মের অননুভূত

হর্ষ শোক পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভবাধীন স্মৃতি প্রযুক্ত উৎপন্ন হয় পূর্ব্বা পূর্ব্ব কহাতে অনাদি সিদ্ধি হইল। দেখ দেখি সত্যকাম এমত হেতুবাদের বিপরীতে তর্কাভাসও সম্ভবে না ইহার উপর কোন কথা কল্পনাতেও আইসে না।"

সত্যকাম। "গৌতম সূত্রে তোমার যে সূত্রকারের অপেক্ষাও অধিক স্নেহ দেখিতেছি; সূত্রকার আপনি পূর্ব্ব পক্ষ রূপে উক্ত সূত্রের উপর আপত্তি শঙ্কা করিয়াছেন যথা

পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকারবত্তদ্বিকারঃ ॥২০॥

বালস্য হর্ষাদয়ো মুখবিকাসাদনুমেয়া ন চ তৎসম্ভবঃ পদ্মাদীনাং প্রবোধাদিবদদৃষ্টবিশেষাধীনক্রিয়াবশাদেব তদুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥

"অর্থাৎ বালকের হর্ষ শোকাদি জাত মুখ বিকার পদ্মাদির বিকাসাদির ন্যায় অপর দ্রব্যাদি বিশেষাধীন হইতে পারে, পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন নহে"।

তর্ককাম। "বটে কিন্তু গোতম এ আপত্তি নিরাকরণ করিয়াছেন যথা উষ্ণশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাং। পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কোন কাজের নয় কেননা উষ্ণ, শীতাদির দ্বারা পঞ্চ ভূতের বিকার সম্ভবে"।

সত্যকাম। "এ উক্তি তর্কের অবসায়ক হইতে পারে না ফলেও পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব পক্ষের বাস্তবিক তাৎপর্য্য বোধ হয় এই, গোতম কহেন যে সদ্যোজাত শিশুর মুখ বিকার দ্বারা চিত্ত বিকার অনুমেয় হয় সুতরাং ঐ চিত্ত বিকারের কারণ ভূত পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার স্বীকার করিতে হইবেক। পূর্ব্ব পক্ষের মতে চিত্ত বিকার অনুমেয় বটে কিন্তু তৎ কারণী

কৃত পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার স্বীকার্য্য নহে তাহা ইহ জন্মান্তর সংসারস্থ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন হয়। শিশুর অন্তরীণ আদ্য হর্ষ শোক তৎসন্নিকৃষ্ট কোন বাহ্য বস্তু সহকারে উদ্ভূত হয়। অপর শিশুর মুখোপরি যে বিকার হয় তাহার অব্যবহিত কারণ ঐ হর্ষ শোক বটে কিন্তু যে বাহ্য বস্তু বশতঃ ঐ হর্ষ শোক জন্মে তাহাকে উহার মূল কারণ কহিতে হইবে। শিশুর মুখ বিকার সরোরুহের বিকাস নিমীলনাদির তুল্য ইহা অসম্ভব নহে। সরোরুহের বিকাসাদি শীতৌষ্ণ্য জনিত। ভাল। কিন্তু শীতৌষ্ণ্য তাহার একমাত্র অথবা অব্যবহিত কারণ নহে। বিকাস নিমীলনাদির কারণ কমলনিষ্ঠ রসসঞ্চালক কেশর মৃণালাদি অবয়ব। ঐ কেশরাদিতে শীতৌষ্ণ্য সংযোগ বশতঃ পুষ্প বিকাসাদি হয়। কেশরাদি অবয়ব বিশেষের অভাবে পুষ্প বিকাসাদি হয় না, তোমার বংশধর কুমারের ক্রীড়াপদ্মে ঐ রূপ অঙ্গ না থাকাতে তাহার বিকাসাদি দেখা যায় না জলরুহেরও ঐ অবয়বের অভাব হইলে বিকাসাদির অভাব হইত। অতএব পদ্মের বিকাসাদি নবকুমারের মুখপদ্মের বিকারের তুল্য কহাতে দোষ কি? উভয় স্থলে বাহ্য বস্তু সংযোগ দ্বারা অন্তরীণ অবয়ব বশতঃ বিকার বিকাসাদি হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্ব জন্ম কল্পনার কারণ কি?

"যদি বল শিশুর মুখ বিকার বাহ্য দ্রব্যাধীন নহে সুতরাং অবশ্যই পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ হইবেক, এ হেতুবাদ সাধ্যসম, কেবল বলের কথা যুক্তির কথা নহে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নবকুমারের ইন্দ্রিয় গ্রাম বাহ্য দ্রব্যের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হয় তৎ

সন্নিকর্ষে তাহার অন্তরে বিবিধ চিত্তবৃত্তি সম্ভবে সে চিত্ত-বৃত্তি বশতঃ মুখ বিকারের সম্ভব। পূর্ব্ব পক্ষোক্ত জলরুহে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন বাহ্য দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে মানব প্রকৃতি বশতঃ শিশুর অন্তরে বিবিধ চিত্তবৃত্তির সম্ভব তদ্রূপ উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি বশতঃ শীতোষ্ণ্য সংযোগে মৃণালকেশরাদির রসাকর্ষণ ও রস সঞ্চালন শক্তির তারতম্য ব্যত্যয়াদির সম্ভব আর যেমন শিশুর চিত্ত বৃত্তি হেতুক মুখ বিকার সম্ভবে তদ্রূপ মৃণালাদির রস সঞ্চালনাদির তারতম্য প্রযুক্ত কুসুম বিকাসাদি হইয়া থাকে: উভয় স্থলে সহজ কারণাধীন বাহ্য সন্নিকর্ষ সংযোগে স্বতন্ত্র কার্য্য দেখা যায় পূর্ব্ব জন্মের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন সুতরাং কারণ গৌরব মাত্র"।

তর্ককাম। "গোতমের তর্কে আমি তো কোন দোষ দেখি না কিন্তু ঐ তর্ক ভিন্ন আরও এক তর্ক আছে যথা প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ। প্রেত্য মৃত্বা জাতমাত্রস্য। সদ্যোজাত শিশুর পূর্ব্ব আহারাভ্যাস প্রযুক্ত স্তন্য অর্থাৎ দুগ্ধের অভিলাষ দেখা যায় সুতরাং পূর্ব্ব জন্মসদ্ভাব সিদ্ধ হইল নচেৎ দুগ্ধের গুণাগুণ বিবেকের পূর্ব্বে কেন এমত অভিলাষ হইবে"।

সত্যকাম। "এ তর্কেরও আপত্তি সম্ভবে, গোতম আপনি পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করিয়াছেন যথা অয়সোয়স্কান্তাভি-গমনবত্তদুপসর্পণং। মাতৃস্তনে শিশুর আকৃষ্ট হওয়া লৌহেতে অয়স্কান্তমণির আকর্ষণ তুল্য।"

তর্ককাম। "গোতম স্বীয় ঔদার্য্য প্রযুক্ত এরূপ পূর্ব্ব পক্ষ

স্মরণ করেন কিন্তু দেখ কেমন উত্তর করিয়াছেন। নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ। বৃত্তিকার ইহার এই রূপ অর্থ করেন যথা

স্তনপান এব বালঃ প্রবর্ত্ততে নত্বন্যত্রেতিনিয়মঃ কথং স্যাৎ বস্তুতস্তু অন্যত্র অয়সি প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবৃত্তিহি চেষ্টানুমিতালিঙ্গং নতু ক্রিয়ামাত্রমতোন ব্যভিচার ইতি ভাবঃ ॥

"লৌহ জড় পদার্থ ইহার আকর্ষণ চেষ্টা পূর্ব্বক নহে। শিশু সচেতন প্রাণী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্পন্ন, চেষ্টা পূর্ব্বক স্ব.. কার্য্য করেন সুতরাং এস্থলে কোন সাদৃশ্য না থাকাতে দৃষ্টান্ত দূষ্য হইল এবং সূত্রকারের তর্কেতেও ব্যভিচারাভাব"।

সত্যকাম। "সদ্যোজাত নব কুমারকে অচেতন লৌহ তুল্য করা যায় না বটে কিন্তু গোতমের তর্কে ব্যভিচার আছে নিঃসন্দেহ, তাঁহার আরও এক তর্ক আছে তাহা উদ্ধৃত কর পারে একে বারেই উত্তর দেওয়া যাইবে"।

তর্ককাম। "তৃতীয় কারণ এই যথা বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ। কেহই বীতরাগ ও নিস্পৃহ হইয়া জন্মে না সুতরাং পূর্ব জন্ম প্রতিপন্ন হইতেছে"।

সত্যকাম। "ইহাতেও আপত্তি আছে যথা সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবৎ তদুৎপত্তিঃ। যেমন গুণ সমন্বিত দ্রব্যোৎপত্তি তদ্রূপ রাগাদিসহ মনুষ্যের জন্ম"।

তর্ককাম। "ও আপত্তি কোন কাজের নয় যথা ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাৎ রাগাদীনাং। রাগাদি সঙ্কল্প নিমিত্তক, জড় পদার্থের সহজ গুণের তুল্য নহে"।

সত্যকাম। "এ প্রত্যুত্তর যুক্তি সঙ্গত নহে। গোতমের দ্বিতীয় তর্ক এই যে সদ্যোজাত শিশুর দুগ্ধাভিলাষ

দেখিয়া পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার প্রতিপন্ন হয়। এ তর্কে আদৌ হেতু ও উপনয়ের দোষ স্পষ্টতর দেখা হইতেছে। সদ্যোজাত শিশুর বস্তুতঃ দুগ্ধাভিলাষ হয় এমত কথা সাহস মাত্র। কেবল এই বলিতে পার যে সদ্যোজাত শিশুর চোষ্যাভিলাষ আছে। যাহা দেও তাহাই চুষিবে। স্বীয় করপল্লবও চুষিবে। পরে স্তন্য পানানন্তর দুগ্ধ জ্ঞান জন্মিলে স্তন্যের অভিলাষ হয়। অতএব লৌহ ও অয়স্কান্তের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে। লৌহের উপর যেমত অয়স্কান্তের আকর্ষণ তদ্রূপ সদ্যোজাত শিশুর চোষণশক্তি স্বভাবতই হয়। যেমন পাদপের রসাকর্ষণ শক্তি। পূর্ব্বজন্ম পক্ষে গোতমের তিন হেতুবাদ সঙ্কলন করিলে এক মাত্র তর্ক হয় অর্থাৎ জন্মাবধি মনুষ্যের যে২ চিত্তবৃত্তি ও অভিলাষ রাগাদি দেখা যায় তাহা পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ প্রকটিত হইয়া থাকে। গোতমের তাৎপর্য্য এই কি না?”

তর্ককাম। “তাৎপর্য্য ঐ বটে কিন্তু ইহাতে তো কোন দোষ দেখিনা”।

সত্যকাম। “গোতমের বচন প্রমাণেই উহাতে অব্যাপ্তি দোষ স্পর্শ হয়। ১ অধ্যায়ের দশম সূত্রেতে লিখেন ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গং। ইচ্ছা দ্বেষাদি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। ইচ্ছা দ্বেষাদি যদি আত্ম ধর্ম্ম হইল তবে ইচ্ছা দ্বেষ দেখিলে কেবল আত্মার সত্তাই অনুমেয় হইবে পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার উহাতে অনুমেয় হয় না। আত্মা থাকিলেই ইচ্ছা দ্বেষ তদন্তর্গত থাকিবে তবে কেবল ইচ্ছা দ্বেষ লক্ষিত্ত করিয়া অন্য কোন কথার সিদ্ধান্ত হইতে পারে

না। প্রাবৃট্ কালে বারাণসী তটে জাহ্নবীর তোয় বৃদ্ধি দেখিলে কেবল এই অনুমান করা যায় যে জলদ হইতে বারি পাতে নদী বৃদ্ধি হইয়াছে তখন কি এমত আশঙ্কা করিতে পার যে সাগর হইতে জোয়ার আসিয়া জলের উন্নতি করিয়াছে অতএব সদ্যোজাত নবকুমারের রাগ দ্বেষাদি দেখিলে কেবল এই মাত্র কহিতে পার যে কুমারের অন্তরে রাগ দ্বেষাদি বিশিষ্ট আত্মার সদ্ভাব আছে কিন্তু এমত সিদ্ধান্ত করিতে পার না যে পূর্ব্বজন্ম বশতঃ ঐ রাগাদির উৎপত্তি। স্তন্যপায়ি শিশুগণের চোষণ শক্তিই আদ্য প্রকটিত হয় তখন আর কোন চেষ্টার সামর্থ্য থাকে না সুতরাং রসনাতে যাহা সংলগ্ন হয় তাহারই চোষণ করে ইহাতে পূর্ব্বজন্ম সংস্কারের চিহ্ন কিছুই নাই। শৈশব ধর্ম্মই চোষণ যেমন পাদপের ধর্ম্ম মূল দ্বারা রসাকর্ষণ"।

তর্ককাম। "গোতম কেবল চোষণের কথা কহেন এমত নহে কিন্তু দ্রব্য বিশেষের অভিলাষ দেখিয়া পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের কথা কহেন। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ দুগ্ধাদি দ্রব্য বিশেষেরি অভিলাষ হয়"।

সত্যকাম। "এ কথা বস্তুতঃ যথার্থ নহে ইহ জন্মের জ্ঞান বিস্তারের অগ্রে দ্রব্য বিশেষাভিলাষের চিহ্ন দেখা যায় না সদ্যোজাত শিশু যাহা পায় তাহাই চোষে। কোন২ দেশীয় লোকের মধ্যে সদ্যো জাত কুমারকে সর্ব্বাগ্রে এরণ্ড তৈল দত্ত হয়, কুমারও তাহা সচ্ছন্দে চুষিয়া খায়। বিষাক্ত দুগ্ধ কিম্বা মধু দিলেও চুষিয়া খাইবে। এমন কি

কহিতে পার যে পূর্ব্ব জন্মে এরণ্ড তৈল এবং কালকূটের অভিলাষ সংস্কার বদ্ধ হইয়াছিল"।

তর্ককাম। "পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার না থাকিলে শিশু চোষ্য দুগ্ধাদি উদরস্থ করিবার ধারা কেমন করিয়া শিখিল। কণ্ঠ দিয়া উদর পর্য্যন্ত যে পথ আছে তাহা কে বলিয়া দিল?"

সত্যকাম। "এ সকল সহজ জ্ঞান, স্বভাবতঃ এ অনুভব হয়। অন্যান্য দ্রব্যের প্রাকৃতিক ব্যাপার যে প্রকারে হইয়া থাকে শিশুরও এই ব্যাপার সেই প্রকার। চম্পক কুসুমকে সৌরভ বিস্তার করিতে কে শিখাইল, সিংহকে বিক্রম প্রকাশ করিতে কে উপদেশ করিল। দিনমণিকে প্রভা প্রেরণ করিতে কে আদেশ করিল। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর হইবে। তর্ককাম যিনি স্বীয় ইচ্ছাতে এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই এ সকলের উপদেষ্টা এবং আদেষ্টা তিনিই সদ্যোজাত শিশুকে দুগ্ধ পান করিতে শিক্ষা দেন এবং ক্ষুধা কালে চীৎকার করিতে আদেশ করেন। তাঁহার নৈসর্গিক নিয়মে সচেতন অচেতন উদ্ভিজ্জ তাবৎ বস্তুর শাসন ও রক্ষা হয়। হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতা ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সতে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। তিনিই তোমার আমার সকলের ভরণ করেন তিনিই কোকিলের কুহুরব চক্রবাকের বিরহভাব দন্তির পরাক্রম বিধান করিয়াছেন। তাঁহার নৈসর্গিক উপদেশে অপত্য প্রসবের প্রাক্ কালীন পক্ষিণী নীড় করে, মালতী লতা স্বীয় অবলম্বন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া কুণ্ডলিনী হয়, পদ্মিনী দিবা ভাগে কুমুদিনী রজনী-

যোগে বিকসিতা হয় এবং বৃক্ষ লতা গুল্ম সকলি স্ব২ অবয়বের উপযোগি অঙ্কুর উৎপন্ন করে জরায়ুজাদি জন্তুও স্বীয়২ প্রকৃত্যনুসারে আহার অন্বেষণ করে"।

তর্ককাম। "তোমার মীমাংসা শুনিতে উত্তম বটে কিন্তু এ কেবল তোমার স্বকপোল কল্পিত বাক্য মাত্র। গৌতম মত তো খণ্ডন করিতে পারিলা না। পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিলেও উক্ত বিচিত্র বিষয়ের সমাধি হইতে পারে"।

সত্যকাম। "আমার কথাতে গোতমের মত খণ্ডন না হউক কিন্তু তাঁহার হেতুবাদেও তদীয় মত সপ্রমাণ হয় না। ফলে তাঁহার তর্কে অতি ব্যাপ্তি দেখা যায়, কেবল পূর্ব্বজন্ম স্থাপন নয় কিন্তু প্রাণি মণ্ডলীর নিত্যত্ব পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বলেন এক জন্ম হইতে তৎপূর্ব্ব সপ্রমাণ হয়, তাহা হইতে আবার তৎপূর্ব্ব, এই রূপ ধারাবাহিক তর্কেতে পূর্ব্ব২ সপ্রমাণ হওয়ায় মনুষ্যের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হইতেছে তাহাও মন এবং দেহের বিরহে কেবল আত্মিক অবস্থায় নহে কিন্তু শরীর ও চিত্ত সহ নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হইতেছে কেননা দেহ ও চিত্ত বিরহে জন্মের সম্ভব হয় না। তবে তর্কের অতিব্যাপ্তি কি পর্য্যন্ত দেখ। যদি মনুষ্য জাতি অনাদি কাল ব্যাপিয়া পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে যদি অনাদি কালাবধি স্তন্যাদি আহার গ্রহণ করিয়াছে তবে উদ্ভিজ্জ পদার্থেরও নিত্যতা প্রমাণ হইল। উদ্ভিজ্জ না থাকিলে মনুষ্যের আহার কি রূপে হইল। অন্নাহার ব্যতীত কি নব প্রসূতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চা-

লন হয়? সুতরাং মনুষ্যকে নিত্য কহিলে বৃক্ষ শাক লতাদিকেও নিত্য কহিতে হইবে আর উদ্ভিজ্জ পদার্থকে নিত্য কহিলে মৃত্তিকাদি জড় পদার্থকেও নিত্য কহিতে হইবেক নচেৎ উদ্ভিজ্জ কি অবলম্বন করিয়া এবং কিসেরই বা রস গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। গোতমের সিদ্ধান্তে তাবৎ পদার্থই নিত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, কেবল বিযুক্ত পরমাণু অবস্থায় নহে কিন্তু সংযোগ অবস্থাতে নিত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, বিশ্বপাতার শাসন রক্ষার্থে পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিয়া দেখ দেখি কি সিদ্ধান্ত করিলা। সংসার অনাদি নিত্য এবং অকারণ! তবে বিশ্বসৃক্ পরমাত্মার আর অপেক্ষা কোথায় রহিল? সুতরাং গোতমের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় তর্কে কেবল নাস্তিকতার পোষণ হয়। এমত নাস্তিক্য পোষক তর্ককে কি বিশ্বপাতার শাসন রক্ষক কহা যাইতে পারে। তোমার তর্কেতে বিশ্বপাতার শাসন কেমন রক্ষিত হয় যেমন কালকূট প্রয়োগে জীবের প্রাণ”।

তর্ককাম। “পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে বিশ্ব নিয়ন্তার শাসন কি রূপে যথার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। কোন২ লোক জন্ম বশতঃ সুখী কোন২ লোক দুঃখী ইহাতে প্রাক্তন অঙ্গীকার না করিলে পরমেশ্বরে সুতরাং বৈষম্য দোষ স্পর্শ হয়। তুমি কহিলা যে ইহ সংসারে কার্য্য বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ভোগ বৈলক্ষণ্য। কোন২ বিষয়ে ইহা সম্ভবে বটে কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে সম্ভবে না, দীন দরিদ্র সকলেই কি পামর দুরাত্মা”।

সত্যকাম। “কিয়ৎ পরিমাণে সংসারের মধ্যেই কার্য্য

দোষে লোকের দুঃখাদি হয় তাহা তুমি স্বীকার করিলা। আচ্ছা এপর্য্যন্ত আমরা এক মত হইলাম। অপর আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে জাতি ভেদে সুখদুঃখের ভেদ অবশ্যম্ভু নহে। কুরঙ্গ তুরঙ্গ মাতঙ্গ এক জাতি নহে তন্নিমিত্ত কি কুরঙ্গকে তুরঙ্গাপেক্ষো অথবা তুরঙ্গকে মাতঙ্গাপেক্ষা অধিক দুঃখী কহিবা? মানব জাতি বিষয়েও তদ্রূপ জানিবা। পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনার মধ্যে নানা জাতীয় পদার্থ আছে তাহাতে স্বকীয় অবস্থানুযায়ি কার্য্য তৎপর থাকিলে কাহাকেও দুঃখী কহা যাইতে পারে না। এই বিচিত্র রচনাতে যে সকল বৈষম্য দোষারোপ করিয়াছ তাহাতে কেবল অপরিমেয় বুদ্ধি কৌশল এবং সদাশয়ত্ব সূচিত হয়। সৃষ্ট্যগ্রে কাহারও কোন বিশেষ জাতিতে অধিকার ছিল না বিশ্বসৃক্ পরমাত্মা স্বেচ্ছাধীন সৃষ্টি করিবার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টিতে বিচিত্রতা আছে অথচ বিরোধ নাই। প্রকাণ্ড কায় মত্ত হস্তিতে যেমন তাঁহার কৌশল দৃষ্ট হয় তদ্রূপ পরমাণু তুল্য কীটেতেও দেখা যায়। ইহাতে নৈর্ঘৃণ্যের কোন চিহ্ন নাই ক্ষুদ্র বৃহৎ না থাকিলে বিচিত্রতা কি রূপ সম্ভবে? আর অবিরোধ বিচিত্রতাতে কেবল কৌশল জাজ্বল্যমান হয়।

"অধিকন্তু আমি স্বীকার করিয়াছি যে সংসারের মধ্যে কোন২ বৈষম্য আছে বটে যাহা নৈসর্গিক সিদ্ধান্তে মীমাংসা হয় না কিন্তু তন্মীমাংসার্থ পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিলে কেবল গোলযোগের বৃদ্ধি হইবে। তাহার মীমাংসা এই যে ইহ সংসার পরীক্ষাভূমি, পরত্র দোষাদোষের বিচারে সকল

সুনিয়ম হইবে। পরীক্ষাতে ক্লেশের অপেক্ষা থাকে। আগ্নিক তাপ ব্যতীত কাঞ্চনের পরীক্ষা হয় না। গুরুর তাড়না ব্যতীত শিশুর উপদেশ সম্পন্ন হয় না। তদ্রূপ ঐহিক পরীক্ষা দ্বারা পারত্রিক সুখলাভ"।

তর্ককাম। "পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তাকে গোতমের স্বকপোল কল্পিত কহিলা, কিন্তু সাংসারিক পরীক্ষার জল্পন কি তোমার স্বকপোল কল্পনা নহে? ইহারই বা নিশ্চয় প্রমাণ কি?"

সত্যকাম। "গণিত শাস্ত্রের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ের উপপত্তি হয় না সুতরাং যাহাতে কোন বিচিত্র ব্যাপারের অবিরোধ সিদ্ধান্ত হয় তাহাকে উপাদেয় প্রমাণ কহিতে হইবে। পর্ব্বজন্মের কল্পনাতে সংসারের বৈষম্য সিদ্ধান্ত অবিরোধ হয় না কেননা তাহাতে নাস্তিক্য পোষণ হয় কিন্তু ঐহিক পরীক্ষা ও পারত্রিক বিচার স্বীকার করিলে অদোষ ও অবিরোধ সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব্বজন্মের বার্ত্তাতে কি পর্য্যন্ত দোষ তাহা শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে যথা।

কিং পুনরসামঞ্জস্যং হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধত ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষপ্রসক্তেরস্মদাদিবদনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত।

প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষত্বাদদোষ ইতিচেন্ন কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ অনাদিত্বাদিতিচেন্ন বর্ত্তমানকালবদতীতেষ্বপি কালেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষাদন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ।

"অসার্থ, অসামঞ্জস্য কি? ঈশ্বর হীন মধ্যম উত্তম ভাবেতে প্রাণি ভেদ করিয়া রাগদ্বেষাদি দোষস্পৃষ্ট হওয়াতে মনুষ্যাদির ন্যায় অনীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যদি বল পূর্ব্ব-

জন্মকৃত প্রাণি কর্ম্মাপেক্ষা প্রযুক্ত উক্ত ভেদে দোষ নাই এ সিদ্ধান্ত সংযুক্ত নহে কেননা ঈশ্বর আপনি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অতএব কর্ম্মেতে এবং ঈশ্বরেতে প্রবর্ত্য প্রবর্তয়িতা সম্বন্ধ এই হেতুক ইতরেতরাশ্রয় দোষ পড়ে। যদি বল সংসার অনাদি হওয়াতে সে দোষ থাকে না এ কথাও গ্রাহ্য নহে কেননা বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতীত কালেও ঐ ইতরেতর দোষ সম্ভবে সুতরাং এমত অনাদি কল্পনাতে কেবল অন্ধ পরম্পরা ন্যায়াপত্তি হয়।

“ শঙ্করাচার্য্যের তর্কের দোষ গুণ বর্ণনা আমার সাম্প্রতিক অভিপ্রায় নহে। এইমাত্র বক্তব্য যে এস্থলে ঐ দর্শন বিশারদ আচার্য্য পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা হেয় করিয়াছেন তাহাতে সংসারের বৈষম্য শমন হয় না বরং সংসারের নিত্যতা আশঙ্কনীয় হইয়া পড়ে সুতরাং পূর্ব্বজন্মের জল্পনেই ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব প্রাপ্তি সম্ভাবনা”।

আগমিক। “ কিন্তু দেখ সত্যকাম ভারতবর্ষীয় সকল পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিয়াছেন এবং গ্রীক জাতীয় অনেক পণ্ডিতেও ঐ রূপ উপদেশ করিয়াছেন। তবে এ মতকে এ প্রকার দূষ্য করা কি কর্ত্তব্য?”

সত্যকাম। “ পূর্ব্ব জন্মের কথা অবলম্বন করিয়া অস্মদীয় কোবিদ্‌বর্গ অনেক অনিষ্টকর মত প্রচার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ঐ মত খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নচেৎ এ বিষয়ে এত তর্ক করিয়া পরিশ্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না। গ্রীক পণ্ডিতেরা তাদৃশ অনিষ্টকর মতের উল্লেখ করেন নাই। প্লেতো ঐ প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু

তদ্বশতঃ কোন অধর্ম্ম শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় আত্মার অমরত্ব এবং অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন, তিনি লিখিয়াছেন যে সুবিখ্যাত আচার্য্য সোক্রাতিসের উপর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইলে পর আচার্য্য কোন প্রকারে বিষণ্ণ না হইয়া বরং পরমানন্দ সহ ভাবি সুখের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার শিষ্য গণ গুরুর নিধন আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু আচার্য্য ব্যাকুল না হইয়া বরং মহা আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে শীঘ্র এই কুসংসার ত্যাগ করিয়া অক্ষয় সুখের স্থল প্রাপ্ত হইবেন। শিষ্য বর্গ এ কথায় বিশ্বাস না করাতে তিনি আত্মার অমরত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে আরও কহিলেন যে আত্মার আদিও নাই অন্তও নাই। অতএব পূর্ব্ব জন্ম কেবল প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করিয়াছিলেন।

"অপিচ প্লেতোর মতে বস্তু জ্ঞান কেবল পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের ধারণা মাত্র, নূতন পদার্থ গ্রহ নহে। তিনি সোক্রাতিসের এক আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, সোক্রাতিস এক মূর্খ কৃষাণ কুমারকে নিকটে ডাকিয়া কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা সম চতুষ্কোণ দ্বিত্ব করিবার নিয়ম আবৃত্ত করাইয়া শিষ্য বর্গকে কহিলেন, দেখ, এ বালক গণ্ড মূর্খ তথাপি ক্ষেত্র তত্ত্ব জানে, ইহ জন্মে তো কখন শিখে নাই, তবে অবশ্য এ বিষয় পূর্ব্বেই ইহার অনুভূত ছিল এক্ষণে কেবল প্রকটিত হইল, সকল বিদ্যাই এইরূপ, অনুভূত পদার্থের ধারণা মাত্র। সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বসনীয়"।

আগমিক। "সোক্রাতিসের তর্কে দোষ কি? তাহাতে পূর্ব্ব জন্ম অবশ্য স্থাপন হয়"।

সত্যকাম। "সোক্রাতিসের তর্কে দোষ এই যে মুহুর্ম্মুহু প্রশ্ন দ্বারা উপদেশ কৌশলে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া মানব প্রকৃতি সঙ্গত তাহাতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। মানুষিক চিত্তের ধর্ম্মই এই যে এক কথার আভাসে কথান্তর মনোগত হয় সুতরাং বারম্বার প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞান প্রচার সহজেই সম্ভাব্য হয় পূর্ব্বজন্মের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু সোক্রাতিস পূর্ব্বজন্মের কল্পনা কেবল সৎপ্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত করিয়াছিলেন"।

তর্ককাম। "আমারদেরও প্রাচীন মহর্ষিগণ কেবল সৎপ্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ঐ রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারদের ও তাৎপর্য্যান্তর ছিল না"।

সত্যকাম। "এখনও ঐ কথা ছাড়িলা না ভাই তর্ককাম। যে কল্পনাতে নিরীশ্বরবাদ অথবা জগৎ পাতার নিন্দা কিম্বা অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভব হয় তাহাকে অনিষ্টকর বলা যায় কি না"।

তর্ককাম। "নিরীশ্বরবাদ পোষক হইলে অবশ্য অনিষ্টকর বলিতে হইবে"।

সত্যকাম। "আচ্ছা তবে দেখ দেখি পূর্ব্বজন্মের কল্পনাতে সংসারের নিত্যত্ব কল্পনা হয়, সংসারকে নিত্য করিলে কাজে২ই নিরীশ্বরবাদ হয়। ঐ পূর্ব্ব জন্মের কল্পনাতে আবার অদৃষ্টের কল্পনা তাহাতে লোকে এই উপদেশ পায় প্রাক্তনে যাহা হইয়াছে তাহারি ফল এখন প্রকটিত হই-

তেছে ইহা খণ্ডিবার কোন উপায় নাই। অদৃষ্টের নামান্তর দৈব, স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জিতং। মহর্ষিরা লিখিয়াছেন যে দৈবের খণ্ডন ঈশ্বরেরও অসাধ্য। শঙ্করাচার্য্য কহেন যেমন গোধুম বীজেতে ব্রীহির উৎপত্তি হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরও অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে পারেন না। এই রূপে ঈশ্বরকে অদৃষ্টাপেক্ষ করাতে কি পর্য্যন্ত দোষ হয় তদ্বর্ণন বাহুল্য মাত্র"।

তর্ককাম। "অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়িনী জাতি ও অবস্থার নিরূপণ হয় মাত্র, কিন্তু আত্ম চেষ্টায় কোন হানি হয় না"।

সত্যকাম। "বৈদিক প্রণালীতে প্রায় সকলই জাতি তন্ত্র। যদি কেহ অদৃষ্ট বশতঃ শূদ্রজাতি হইয়া পড়ে তবে তাহার দ্বিজ সেবা ব্যতীত আর কোন চেষ্টাই সম্ভব হয় না বিশেষ ভাগ্য ক্রমে পুনশ্চ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্তাসম্ভব নহে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃষ্ট আশালতার উৎপত্তি সম্ভবে না। কোন২ স্থলে এমত বচন আছে বটে যে সৎপুরুষের দৈবপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জ্জিতাঃ কিন্তু ইহার বিপরীতে আবার ভূরি২ বচন আছে যাহাতে অদৃষ্টের অপরিমিত শক্তি উপদিষ্ট হয় যথা

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভাশুভং সংযোগশ্চ বিযোগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলং।

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোপি বনে বিসর্জ্জিতঃ কৃতপ্রযত্নোপি গৃহে ন জীবতি॥

"দার্শনিক পণ্ডিতেরা কহেন জ্ঞান দ্বারা অদৃষ্টের খণ্ডন হয় এবং বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক মহাশয়েরা কহেন যে ইষ্ট

দেবোপাসনার দ্বারা অদৃষ্ট লঙ্ঘন হইতে পারে যথা দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং সলীলয়া। ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্ত শ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ। কিন্তু জ্ঞানী এবং ইষ্টদেব ভক্ত জন গণকে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা স্বতন্ত্র করাতে সামান্য লক্ষণকে সাধারণের পক্ষে বলবত্তর করিয়া অদৃষ্টের শক্তি বৃদ্ধি করাই হইল। আর আত্ম চেষ্টা কল্পে যে সকল বচন আছে তাহার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে অদৃষ্ট এবং পুরুষোদ্যম উভয়ই আবশ্যক"।

তর্ককাম। "আচ্ছা, দৈব পর হইলে দোষই বা কি?"

সত্যকাম। "অদৃষ্টের সর্ব্বশক্তি স্বীকার করিলে অশেষ দোষ সম্ভাবনা। যদি কেহ অদৃষ্ট পর হইয়া আপনি মনে করে এবং পরকে শিক্ষা দেয় যে কাহারও কোন বিষয়ে আত্ম চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যে যাহা করে সকলি ভবিতব্য, কাহারও কোন বিষয়ে দোষ গুণ নাই, কেহই স্বকীয় কার্য্যবশতঃ নিন্দনীয় কিম্বা প্রশংসনীয় হইতে পারে না, কোন লোকের অন্তঃকরণ বাল্যকালাবধি এরূপ সংস্কারবদ্ধ হইলে কি প্রকার আচার ব্যবহার সম্ভবনীয় তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এমত কুসংস্কার বদ্ধ লোক অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল ইন্দ্রিয় পরবশ হইবে। হয় তো সকলকেই তৃণ জ্ঞান করিবে এবং নিরঙ্কুশ চিত্তে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে তাহাতে কেহ মুহূর্ত্ত কাল তাহার নিকটে তিষ্ঠিতে পারিবে না, নচেৎ পদে২ কঠোর শাস্তি পাইয়া আপনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পড়িবে। এপ্রকার কুসংস্কার নিবারণের এক উপায় এই যে দার্শনিক মহর্ষি বৃন্দ যাহা

বলুন কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা স্বয়ং মানব মণ্ডলীর চিত্ত ক্ষেত্রে এমত বিবেক শক্তি রোপিত করিয়াছেন যে কাহারও মন সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ হইতে পারে না সকলেই অন্তরে টের পায় যে নিষ্কর্ম্মা কিম্বা দুষ্কর্ম্মা হইলে স্বভাবতঃ দোষ-স্পৃষ্ট হইতে হয়। তাহার সাক্ষী সংহিতা কর পণ্ডিতেরা অদৃষ্টের বল স্বীকার করিয়াও বলেন যে অদৃষ্ট পর হওয়া উচিত নহে। যথা

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ। অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥ উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোত্র দোষ॥

তর্ককাম। "কিন্তু দৈবের অর্থ কি? দেবতার অদৃষ্টা ইচ্ছা। মানব মণ্ডলীর কি উচিত নহে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর রাখিয়া দিনপাত করে। আত্ম চেষ্টার উপর নির্ভর রাখিয়া কি ঈশ্বরকে বিস্মরণ করা কর্ত্তব্য"?

সত্যকাম। "ঈশ্বরেচ্ছাধীন কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে তাহাতে প্রকৃত চেষ্টা কিম্বা যত্নে ত্রুটি হইতে পারে না কিন্তু পণ্ডিতেরা অদৃষ্ট কিম্বা দৈবের এ প্রকার অর্থ করেন নাই, যথা

অদৃষ্টং জন্মান্তরীয়সংস্কারে। তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পূর্ব্বদেহিকং। অদৃষ্টস্য প্রাক্তনশুভাশুভকর্ম্মণঃ। পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।

"দৈবের পর্য্যায়ে দিষ্ট অদৃষ্ট ভাগ্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ও কার্য্য বলিয়া এ সকলের অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর এ সকলের অচেতন পদার্থ বলিয়াও

ব্যাখ্যা দেখা যায় সুতরাং দৈবাধীন হওয়া আর ঈশ্বরাধীন হওয়া, এ দুই ভাব পরস্পর তুল্য নহে। ঈশ্বরাধীন হওয়ার অর্থ শুদ্ধ বুদ্ধ বিশ্ব নিয়ন্তার শাসনে থাকা, কিন্তু দৈবাধীন হওয়ার অর্থ কোন অলক্ষিত অচেতন পদার্থবিশেষের পরতন্ত্র হওয়া, ইহাতে কেবল অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায় স্মরণে আইসে, এ প্রকার বন্ধনে অবশ্য অসহিষ্ণুতা জন্মিতে পারে।

"সুতরাং পূর্ব্বজন্মবাদে যে দার্শনিক কুমত উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কথাই নাই। দেখ গোতম মহর্ষি সৃষ্টি প্রকরণে কি কহেন, আদৌ পূর্ব্বপক্ষের বচন উদ্ধৃত করেন 'ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ,' অর্থাৎ ঈশ্বরই কারণ কেননা পুরুষ কর্ম্মের অফল্য দেখা যায়। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন, 'ন, পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ'। ঈশ্বর একক কারণ নহেন কেননা পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তি হয় না। পূর্ব্ব জন্ম বাদ বশতঃ ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মকে তাঁহার সহকারি করিলেন যথা বৃত্তিকারের উক্তি, পুরুষকর্ম্মণোপি সহকারিতাবশ্যকী।* ফলে গোতম অন্যত্র স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন যে সংসার নিত্য।

"বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদও অদৃষ্টবাদ প্রযুক্ত সৃষ্টি প্রকরণে ঈশ্বর বাদকে বহির্ভূত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়া যাহাতে

* কোন ২ টীকাকার প্রকারান্তরে সূত্রার্থ করিয়াছেন চতুর্থ সংবাদে তাহার প্রসঙ্গ করা যাইবে।

সংসারসৃষ্টি হয় তাহা অদৃষ্টদ্বারা সিদ্ধ হয়। অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্যক্‌পতনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং।

"জৈমিনির মীমাংসাতে কর্ম্মই তো সার কথা আর কর্ম্মেতে কেবল অদৃষ্টের প্রভাব বুঝায়। কর্ম্মের দ্বারা সংসার শাসন এবং ফল প্রাপ্তি হয় কর্ম্ম এবং ফল বীজাঙ্কুরের ন্যায় নিত্য সংবদ্ধ।

"নিরীশ্বর সাংখ্যেরও শরণ ঐ অদৃষ্ট বাদ। সংসারের সুনিয়ম দেখিয়া কপিল সন্দিহান হইয়াছিলেন হয়তো পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু অদৃষ্ট স্মরণেই সে সংশয় ছেদ হইল, 'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ'। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে ফল নিষ্পত্তি হয় না কেননা কর্ম্মের দ্বারা তৎসিদ্ধি।

"বেদান্ত দর্শনের এক স্থলে অদৃষ্ট বাদ হেয়কল্প হইয়াছে বটে কিন্তু অন্যত্র আবার ঐ বাদ প্রযুক্ত ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা খণ্ডন দেখা যায়। যথা পূর্ব্ব পক্ষ উদ্ধৃত করত শঙ্করাচার্য্যের উক্তি

নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে কুতঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্ কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্ কাংশ্চিন্মধ্যমভাজো মনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্‌জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিপরিলোপঃ প্রসজ্যেত তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত তস্মাদ্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য প্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে কস্মাৎ সাপেক্ষত্বাৎ যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীত স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ ন তু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বমস্তি সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে কিমপেক্ষত ইতি চেৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ অতঃ সৃজ্যমান

প্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমাসৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্দ্রষ্টব্যঃ যথা হি পর্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণ কারণম্ভবতি ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি ॥

সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি প্রাক্সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতিচেন্নৈষদোষঃ অনাদিত্বাৎ সংসারস্য ভবেদেষদোষো যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে ॥

"অস্যার্থ, ঈশ্বর জগতের কারণ উপপন্ন হয়েন না, কেন? তাঁহাতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রসঙ্গ আছে। কাহাকে২ অত্যন্ত সুখ ভাক্ করেন যথা দেবাদি কাহাকে২ অত্যন্ত দুঃখ ভাক্ করেন যথা পশ্বাদি কাহাকে২ বা মধ্যম ভাক্ করেন যথা মনুষ্যাদি এই প্রকার অসমান সৃষ্টি করাতে অন্যান্য নর লোকের ন্যায় ঈশ্বরেরো রাগদ্বেষ উপপন্ন হয় অতএব শ্রুতিস্মৃতির অবধারিত ঈশ্বরের স্বভাব ও স্বচ্ছতার লোপ প্রসক্তি হয় এবং দুঃখ যোগ বিধান ও সমুদয় প্রজা সংহরণ হেতু খলজন সমাজে নিন্দিত এমন নির্ঘৃণত্ব এবং অতি ক্রূরত্ব প্রসক্তিও হয় অতএব বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রসক্তি প্রযুক্ত ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন। পূর্ব্ব পক্ষের এতাদৃশ উক্তিতে আমাদের উত্তর এই যথা বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ ঈশ্বরেতে প্রসক্ত হয় না কেননা তিনি নিরপেক্ষ নহেন ঈশ্বর যদি নিরপেক্ষ হইয়া একক বিষম সৃষ্টি করিতেন তবে

তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ প্রসক্ত হইত কিন্তু নিরপেক্ষের নির্মাতৃত্ব নাই ঈশ্বর সাপেক্ষ অর্থাৎ পরাধীন হইয়া অসমান সৃষ্টি করেন যদি বল তিনি কিসের অপেক্ষায় পরাধীন? উত্তর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষায়। অতএব সৃজ্যমান প্রাণির ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষায় অসমান সৃষ্টি হয় ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই ঈশ্বরকে বৃষ্টিবৎ জ্ঞান করা উচিত বৃষ্টি যেমন ধান্য যবাদি সৃষ্টিতে সাধারণ মাত্র কারণ কিন্তু ধান্য যবাদির বৈষম্যে তত্তদ্বীজ গত অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ হয় তদ্রূপ দেব মনুষ্যাদির সৃষ্টিতে ঈশ্বর সাধারণ মাত্র কারণ কিন্তু দেব মনুষ্যাদির বৈষম্যে তাহাদের জীব গত অসাধারণ কর্ম্মই কারণ হয় অতএব ঈশ্বর সাপেক্ষ হওয়াতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষে দূষিত হয়েন না।

•" যদি বল আদৌ তিনি কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় ছিলেন এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই ছিল না তবে কিসের অপেক্ষায় বিষম সৃষ্টির সম্ভব, সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদির বিভাগাধীন কর্ম্ম সম্ভবে এবং কর্ম্মাধীন শরীরাদি বিভাগ এই ইতরেতরাশ্রয়ত্বও সম্ভবে অতএব বিভাগের পর কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর হউন কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে বৈচিত্র্য জনক কর্ম্মের অভাবে আদৌ সৃষ্টির সমানত্ব সম্ভবে, উত্তর, ইহাতে কোন দোষ নাই কেননা সংসার অনাদি, সংসারের যদি আদি থাকিত তবে দোষ হইত কিন্তু সংসার অনাদি হওয়াতে কর্ম্মের এবং বিষম সৃষ্টির বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পরের কার্য্য কারণ ভাবে থাকায় কোন বিরোধ নাই"।

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আগমিক কহি-

লেন, "শঙ্করাচার্য্য না অনাদি সাংসারের কথাকে অন্ধ পরম্পরার ন্যায় কহিয়াছিলেন, তবে আবার অনাদি সাংসারের পোষকতাও কি করিয়াছেন?"

সত্যকাম। "দুই উক্তিই তো তাঁহার বটে, এখন আপনারা যাহা সমাধা করেন। শারীরিক সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৭ সূত্রের ভাষ্যে অনাদি সাংসারের কথাকে অন্ধ পরম্পরা ন্যায় কহিয়াছেন কিন্তু ঐ অধ্যায়ের ১ পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যে সংসারের অনাদিত্ব পোষক তর্ক করিয়াছেন।"

আগমিক। "কিন্তু এ দুই উক্তির কি সমন্বয় হইতে পারে না?"

সত্যকাম। "তর্ককাম ভায়া এ বিষয়ে বড় মেলক, উনিই ইহার উত্তর করুন। আমার বোধে পূর্ব্ব জন্ম বাদ এমত অসঙ্গত বার্ত্তা যে তদ্রক্ষার্থ মহর্ষিরও মুখে আত্ম বচন বিরোধিনী কথা নির্গত হয়। ঐ বাদের পোষকতায় বিশ্বনিয়ন্তার মহিমাস্থাপন দূরে থাকুক বরং তাঁহার অস্তিত্ব পক্ষেও তাহাতে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়।"

আগমিক। এ সকল কথার উত্তর আশু দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু বিবেচনার বিষয় বটে"।

তর্ককাম। "নরজাতির বিবেক শক্তি আছে তন্নিমিত্ত জগতীস্থ সকল বিষয়ই বিবেচ্য।"

আগমিক। "সত্যকাম তুমি পূর্ব্ব জন্ম অস্বীকার করিয়া আত্মাকে জন্য পদার্থ করিলা, তবে কি তুমি আত্মার ধ্বংসও স্বীকার কর।"

সত্যকাম। "কখন না। আত্মা জন্য পদার্থ বটে কিন্তু বিনাশী নহেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে জন্য পদার্থের ধ্বংস অবশ্যম্ভু কিন্তু ইহা কেবল সাহসের কথা ইহার কোন প্রমাণ নাই। আত্মা নিত্য না হইয়া অমর হয়েন ইহাতে বাধা কি? প্লেতো স্বয়ং আত্মার অমরত্বের এমত প্রমাণ দিয়াছেন যাহা নিত্যত্বের সম্বন্ধ নহে 'আমার দৃঢ়তর প্রত্যাশা আছে যে মৃত্যুর পর অবস্থান্তর আছে আর সেখানে সৎলোক সুখে বাস করিবে'। অতএব এমত মনে করিওনা যে আমি আত্মার ভাবি প্রধানত্ব অস্বীকার করি। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিবার আমার এমত অটল প্রমাণ আছে যাহা দার্শনিক বিচারকে অতিক্রমণ করে। কিন্তু পূর্ব্বজন্ম বাদে আমি বিষম বাধা দেখিতেছি। তাহাতে বিশ্বনিয়ন্তার শাসন ও স্বতন্ত্রতার খণ্ডন হয় অথবা তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তে সংশয় উৎপন্ন হয়। এ বড় দূষ্য কথা ইহাকে নাস্তিক্য কল্প বলিলেই হয়।"

"তর্ককাম। বড়২ কথায় কেবল বাগাড়ম্বর হয়, সৃষ্টি প্রকরণে সর্ব্ব দর্শনেরই দোষ ধরিয়াছ কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম এখনও বুঝ নাই অসৎ হইতে কি সৎ সম্ভবে। কার্য্য মাত্রেরই কারণ আবশ্যক।"

সত্যকাম। "কার্য্য মাত্রেরই কারণ আবশ্যক ইহা কে অস্বীকার করে? তবে কি না বিশ্বকৃৎ পরাৎপরের কার্য্য লৌকিক কার্য্য বৎ নহে তাঁহার কার্য্যের সমবায়ি কারণ নিতান্ত আবশ্যক নহে। এক্ষণে নৈয়ায়িকেরা ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করেন যথা

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা। কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং॥ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং। এবং ন্যায়-নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং॥ যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সম-বায়ি জনকং তৎ। তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥

"অর্থাৎ অন্যথা সিদ্ধি শূন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি যাহা তাহাই কারণ আর সেই কারণ ত্রিবিধ সমবায়ি অসমবায়ি এবং নিমিত্ত। যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ তাহাতে আসন্ন যাহা তাহা অসমবায়ি কারণ এবং এ উভয় হইতে পৃথক যাহা তাহা নিমিত্ত কারণ। কিন্তু সূত্রকার গোতম কেবল সমবায়ি কারণেরই গৌরব করেন। কণাদ বহুবিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ পক্ষে সচেতন জনকের বার্ত্তা না করিয়া অচেতন দ্রব্যাদির অভিঘাতের প্রসঙ্গ করিয়াছেন উদাহরণ স্থলে সঙ্কল্প পূর্ব্বক বুদ্ধি সম্পন্ন কারকের নাম না করিয়া এই মাত্র লিখিয়াছেন যে পাকজেতে অগ্নির ঔষ্ণ্য এবং ধর্ম্ম সাধনে বেদ বচনের প্রবর্ত্তকতা নিমিত্ত কারণ। সংযুক্ত সমবায়াদগ্নের্বৈশেষিকং। অগ্নে-র্বৈশেষিকং বিশেষগুণং ঔষ্ণ্যসংযুক্তসমবায়াৎ পাকজেষু নিমিত্তকারণং। সাংখ্যদর্শনে সচেতন নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ প্রায় নাই। উপাদান কিম্বা সমবায় কারণই কেবল মূলীভূত। নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। উপাদাননিয়মাৎ। এই কারণ সূত্রকারের মনে এমনি দেদীপ্যমান ছিল যে ধ্বংসের লক্ষণেও কহেন নাশঃ কারণলয়ঃ। নাশের অর্থ কারণেতে লীন হওয়া। উৎপত্তির আবার এই লক্ষণ করেন যে উৎপত্তি কেবল অভিব্যক্তি ব্যবহার যথা

নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ। কার্য্যোৎপত্ত্যের্ব্যবহারাব্যবহারৌ কার্য্যাভিব্যক্তিনিমিত্তকৌ অভিব্যক্তিত উৎপত্তিব্যবহারোভিব্যক্ত্যভাবাচ্চোৎপত্তিব্যবহারাভাবো নত্বসতঃ সত্তেত্যর্থঃ ॥

"এই লক্ষণের তাৎপর্য্য কারণ ভূত পদার্থের অভিব্যক্তি প্রযুক্ত কার্য্যোৎপত্তি কহা যায় যেমন শিলা মধ্যে প্রতিমা আদ্যাবধিই আছে। লৈঙ্গিকব্যাপারে তাহার অভিব্যক্তিকেই তদুৎপত্তি কহা যায় এবং যেমন তিলের নিষ্পীড়নে তৈলোৎপত্তি ও ধান্যের অবঘাতে তণ্ডুলোৎপত্তি। যথা শিলা মধ্যস্থপ্রতিমায়া লৈঙ্গিকব্যাপারেণাভিব্যক্তিমাত্রং তিলস্থতৈলস্য চ নিষ্পীড়নেন ধান্যস্থতণ্ডুলস্য চাবঘাতেনেতি।

"এই কারণ বাদ প্রযুক্ত কপিলের নিরীশ্বর বাদের প্রসঙ্গ। জগতের মধ্যে আত্মাতো নিত্য আর অনাত্ম পদার্থ সকল অচেতন ও জড় তবে জগৎ কারণ চেতন পদার্থ কি রূপে হইবে? এই প্রকার তর্ক করিয়া কপিল সিদ্ধান্ত করিলেন যে অচেতন প্রকৃতিই জগতের কারণ কেননা জগৎ এবং প্রকৃতি উভয়ই ত্রিগুণাত্মক এবং অচেতন। ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ।

"বেদান্ত দর্শনে সচেতন নিমিত্ত কারণের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু ঔপনিষদ উপাদান কারণ বাদের পোষকতা করাতে বেদান্তে মহা গোলযোগ হইয়াছে। সচেতন নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য উত্তম লিখিয়াছেন বটে, যথা

নচ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিন্নিয়ামকমস্তি। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্বনিমিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্টঃ। ন কার্য্যকারণভাবাদ্বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুং।

"ঃ অস্যার্থ, এমত কোন নিয়ম নাই যে উপাদান স্বরূপাশ্রিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গে মৃত্তিকাদি সমবেত মূল কারণের অবধারণই আবশ্যক কুম্ভকারাদি বাহ্যকারণের অবধারণ উচিত নহে। প্রেক্ষা পূর্ব্বক নির্ম্মিত শয়নাসনাদিতেই কার্য্য কারণের ভাব দৃষ্ট হয়। কার্য্য কারণ ভাবেতে বাহ্যাধ্যাত্মিক ভেদের অচেতন পূর্ব্বক কল্পনা করা যায় না। তথাপি শঙ্করাচার্য্য আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন যে জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সূত্র ও পটের সম্বন্ধবৎ এবং দুগ্ধ ও দধির তথা মৃত্তিকা ও ঘটের স্বর্ণ ও রুচকের লৌহ ও নখ কৃন্তনের সম্বন্ধবৎ। যে ঔপনিষদ বচনে ব্রহ্মের অখিল কারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাতেই পঞ্চমীতে যতঃ শব্দ প্রযোগ হইয়াছে—যাহা হইতে (যাহা দ্বারা নয়) জগৎ উৎপন্ন হয়।

যত ইত্যয়মপি পঞ্চমী যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণএবোপাদানে দ্রষ্টব্যা।

তর্ককাম। "এ প্রকার কারণ বাদে দোষ কি? গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা যেন উপদান করণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিমিত্ত কারণ প্রতিপন্ন করেন নাই তাহাতে হানি কি? গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছানুযায়িনী হইতে পারে। প্রতিজ্ঞাত পদার্থ বর্ণনায় কি কিছু দোষ দেখাইতে পার?"।

সত্যকাম। "দোষ এই যে কার্য্য কারণ ভাবে (যথা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি) প্রেক্ষা পূর্ব্বক নির্ম্মিত কার্য্যের সচেতন বাহ্য কারক বুঝায়, সমবায় সম্বন্ধ স্পষ্ট রূপে বুঝায় না, তোমার শঙ্করভাষ্য পুথির কারণ তুলা ও হরিতাল কহিলে

কেমন শুনায়? আচ্ছা বল দেখি তর্ককাম আদৌ যখন বেলাতি ঘড়ী দেখিয়াছিলা তখন তাহার ধাতু কি যন্ত্র সংযোগ অথবা নির্ম্মাতার কার্য্য কৌশল এই তিন কারণের মধ্যে কোন কারণকে অদ্ভুত জ্ঞানে অতি বিস্মিত হইয়াছিলা"।

এই প্রশ্ন শ্রবণে তর্ককাম যৎকিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইলেন কেননা ধাতু, যন্ত্রসংযোগ, এবং নির্ম্মাতার নৈপুণ্য এই তিনই ক্রমশঃ ঘটিকা যন্ত্রের সমবায়ি অসমবায়ি এবং নিমিত্ত কারণ ছিল সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তরে নিমিত্তকারণেরই প্রাধান্য সম্ভাব্য। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া উত্তর করিলেন "অবশ্য ঘটিকা যন্ত্রেতে নির্ম্মাতার কৌশলই অধিক বিচিত্র"।

সত্যকাম। "ঘটিকা যন্ত্রের কারণ কল্পে নির্ম্মাতার কৌশল ধাতু ও সংযোগাপেক্ষা অধিক বিচিত্র"।

তর্ককাম। "এমনি তো বোধ হয়"

সত্যকাম। "ধাতু যাহা হউক, স্বর্ণই হউক কিম্বা রৌপ্যই হউক, কিন্তু ঘটিকার উৎকর্ষ নির্ম্মাতার কৌশলানুযায়িই অবশ্য হইবে"।

তর্ককাম। "তাহাতে সন্দেহ কি? নির্ম্মাতার নৈপুণ্য দ্বারা রৌপ্য ঘটিকাও উত্তম হয় আর নির্ম্মাতার দোষে স্বর্ণ ঘটিকাও অধম হয়, নির্ম্মাতার কৌশলই প্রধান কারণ"।

সত্যকাম। "তবে তোমার মুখেই তো ন্যায় সাংখ্যাদির কারণবাদের দোষ প্রকটিত হইল। কোন বিচিত্র যন্ত্র দেখিলে তাহার নির্ম্মাতার কৌশলই প্রথমতঃ মনে আইসে, কি পদার্থে হইল তাহাতে বড় মনোযোগ সম্ভবে না। গোতম এবং কপিল যে কারণের এমত প্রাধান্য

করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় হয় আর যে কারণ তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন তাহাই মনে প্রথমতঃ জাজ্বল্যমান হয়।”

তর্ককাম। “এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?”

সত্যকাম। “তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টি প্রকরণে উপাদান কারণের গবেষণ করত দার্শনিক আচার্য্যেরা সকলেই মহাভ্রমে পড়িয়াছেন, কেহ বলেন প্রকৃতিই জগৎ কারণ, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন জগৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, কপিল বলেন ক্ষীর যেমন স্বতন্ত্রতঃ দধি হয় তদ্রূপ প্রকৃতি স্বতন্ত্রতঃ জগৎ হইয়াছে। এস্থলে আদৌ উদাহরণ দোষ দেখাযায়, ক্ষীরতো স্বতন্ত্র দধি হয় না, শীতৌষ্ণ্যাদির অভিঘাত ব্যতীত দুগ্ধের পরিণামে দধি সম্ভবে না। কিন্তু উপাদান কারণের গবেষণই মতি ভ্রম। উপাদান তো প্রধান কারণ নহে। তাহা কারণের মধ্যেই নহে ইহা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি প্রকরণে উপাদান কারণ কোন মতে অন্বেষ্টব্য নহে। কোন আশ্চর্য্য গঠন দেখিয়া লোকে প্রথমতঃ নির্ম্মাতার কৌশলই বিচিত্র জ্ঞান করে, কিসে নির্ম্মিত হইল ইহা ভাবে না। কিন্তু দার্শনিক আচার্য্য দিগের এমত বিষম অভিপ্রায় যে এই বিচিত্র জগতের উপর দৃষ্টি করিয়া আদৌ এমত চিন্তা করেন না অহো এই অচিন্ত্য রচনার সৃষ্টিকর্ত্তার কেমন অদ্ভুত কৌশল! কিন্তু উপাদানের গবেষণ করত কহেন জগৎ কিসেতে নির্ম্মিত হইল, প্রকৃতিতে না পরমাণুতে। এই উপাদানের গবেষণে তাঁহারা ইহাও ভাবেন নাই যে সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর উপাদান সমবায়ের অপেক্ষা

রাখেন না, স্বকীয় ইচ্ছার বলে সকলি করিতে পারেন। মানবীয় তক্ষকেরা উপাদান না পাইলে কিছুই করিতে পারে না বটে, কুম্ভকার মৃত্তিকা না পাইলে ঘট করিতে পারে না, তন্তুবায় কার্পাসাদির অভাবে বস্ত্র করিতে পারে না, স্বর্ণকার রজত কাঞ্চনাভাবে চন্দ্রহার প্রস্তুত করিতে পারে না, কিন্তু ঐশ্বরিক সৃষ্টি লৌকিক রচনার সদৃশ নহে যেমন শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং কহিয়াছেন 'ন লোকবদিহ ভবিতব্যং।' তিনি কোন জড় পদার্থের সাপেক্ষ নহেন। আপন ইচ্ছার প্রভাবে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যে পদার্থ তিনি প্রথমতঃ করেন তাহাই অখিল জগতের উপাদান। নিত্য উপাদান কিছুই নাই। নিরীশ্বর সাংখ্যের তো কথাই নাই, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকেরদের ন্যায় অচেতন নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিলে ঈশ্বরের মহিমা হানি করা হয়, যদি অসৃষ্ট জড় পদার্থ তাঁহার দোসর সহকারী হইল তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও নিরপেক্ষতা কোথায় রহিল? আর বেদান্তিদের ন্যায় তাঁহাকে জগৎ স্বরূপ করিলে সৃষ্ট স্রষ্টার ভেদ লোপ দ্বারা তাঁহার প্রভুত্ব ও ঈশ্বরত্বে কুঠারাঘাত হয়।"

"তর্ককাম ভায়া, তুমি কহিলা যে অদৃষ্ট বাদ ও উপাদান কারণ বাদ প্রযুক্ত মহর্ষিরা ষড়্‌দর্শন বাদ প্রকটিত করিয়াছেন। বাঢ়ং। কিন্তু অদৃষ্ট ও উপাদান বাদ কেমন অমূলক তাহাতো দেখিলা, মূলে দোষ থাকাতে দার্শনিক বাদেও সুতরাং দোষ পড়িল। ফলেও দার্শনিক দিগের মীমাংসায় হয়তো ঘোরতর নিরীশ্বর বাদ হয় যথা সাংখ্য

ও মীমাংসায়, নচেৎ ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার হানি হয় যথা নৈয়ায়িক মতে। বেদান্তের সিদ্ধান্তও নিরীশ্বর কল্প, কেননা জগদ্ব্রহ্মে যদি অভেদ হইল. তবে একপক্ষে জগৎকেই ব্রহ্ম করা হয় দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মকে জগৎ করা হয়, তাহাতে আবার জগৎকে মিথ্যা কহিলে বিকল্পে ব্রহ্মকেও মিথ্যা কহা হয়, যেমন রামানুজ আচার্য্য লিখিয়াছেন, তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ।

"অতএব তর্ককাম সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যেন দার্শনিক তর্ক কুহকে মুগ্ধ হইয়া আমরা ঐ এক পরাৎপর নিত্য পুরুষের মহিমা অথবা অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার না করি যিনি বিপত্তি কালে অভয় দাতা এবং নিরন্তর অখিল সংসারের শরণ্য"।

দ্বিতীয় সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত সপ্তাহের নিরূপিত কথানুসারে আমি দার্শনিক বিচার শুশ্রূষু হইয়া ইন্দু বাসরে সত্যকামের নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম হয় তো তর্ককাম আসিয়া গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণের গূঢ় কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু এক২ বার এমত আশঙ্কাও হইয়াছিল যে ঐ দিবস বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐ দিন স্থির করাতে আমারদের বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছিল। পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিলেই ভাল হইত, কেননা পঞ্জিকা দর্শন করিলে জানা যাইত যে ঐ আদিত্য বারের রাত্রিতে শীতাংশুর পূর্ণিমা হইবে আর সেই পূর্ণিমাতে কলানিধি দৈত্য গ্রাসে পড়িবেন এমত কথা ছিল। এপ্রকার চন্দ্রগ্রহণ কেহ কখনো দেখে নাই, একেই তো মধুমাসের চন্দ্র, তাহাতে আবার নভোমণ্ডলে মেঘ ধূম কুজ্ঝটিকা কিছুই ছিল না, রাহুর দোষ কি দিব, এমত চন্দ্রকে ধরিয়া খাইতে আমারদেরই অভিলাষ হয়, রাহুর তো নামই বিধুন্তুদ, আর আদৌ সমুদ্র মন্থন কালে সুধার লোভেই নিশাপতির

সহিত বৈরিতা হয়, আহা যে জোৎস্না হইয়াছিল যেন সাক্ষাৎ অমৃতধারা, অতএব অমৃতলোভী এমত সুধাকরকে গ্রাস করিবে তাহাতে চমৎকার কি? নিশীথ সময়ে গিয়া ধরে পরে পাঁচ দণ্ডাধিক পর্য্যন্ত গ্রাসে রাখে, প্রায় সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল।

"আগমিক ঐ দিবসে আসিবেন তাহার সম্ভাবনা মাত্র ছিলনা প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দার্শনিক বিচার শ্রবণার্থ উপস্থিত হইবেন ইহা কোন মতে সম্ভাব্য নহে ফলে তিনি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও আইসেন নাই। তর্ককামেরও আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তর্ককাম গোলাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের যথার্থ কারণ বুঝিতেন। রাহু কেতু সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পে তাঁহার আস্থা ছিলনা সুতরাং তিনি যে একটা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া অব্যবস্থিত চিত্ত হইবেন এমত বিশ্বাস্য নহে, কিন্তু লৌকিক অপযশের শঙ্কায় ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য করেন নাই, ফলেও লৌকিক নিয়মের বিপরীতাচরণ করা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

আমি আসিবামাত্র সত্যকাম কহিলেন "আচার্য্য ভায়ারা এখনও আইসেন নাই। বুঝি চন্দ্রগ্রহণের পর প্রত্যূষে উঠিতে পারেন নাই"।

আমি কহিলাম সেই কারণেই তাঁহারা অনাগত ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলে অদ্য বিচারে ব্যাঘাত পড়িল ইহাতে আমি দুঃখিত নহি। ধর্ম্মশাস্ত্রেই আমার পাঠ, দর্শন শাস্ত্রে অধিক দৃষ্টি করি নাই। বিচারের পূর্ব্বে একবার

গৌতম সূত্র উত্তম করিয়া দেখিলে মর্ম্ম বুঝা যাইবেক। এক্ষণে আমারদের সকলেরি চমৎকার ব্যবহার হইয়াছে। ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সূত্র প্রায় কেহই পড়ে না। ভাষা পরিচ্ছেদ ও বেদান্তসার আমারদের মূলগ্রন্থ হইয়াছে। গৌতমসূত্র কেহ২ পড়ে বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র পাঠক অতি বিরল। আর কণাদ কপিল পতঞ্জলি ও জৈমিনির সূত্র পাঠ করা দূরে থাকুক অনেকে তাহা কখন চক্ষুতে দেখেও নাই। তথাপি আমরা এ সকল বিষয়ে তর্ক করিতে বিরত হই না। কিন্তু একটা চমৎকারের বিষয় এই যে ষড় দর্শনের মধ্যে প্রত্যেক সূত্রকার অন্য সকল সূত্রকারের প্রসঙ্গ করেন। ইহাঁরা সকলেই কি সমকালীন ছিলেন অথবা যোগবলে পরস্পারের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন? এই বিষয়ের রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। ষড়দর্শনের কি পূর্ব্বাপর কথা স্থির করা যায় না।”

সত্যকাম। “যাহা বলিলা সত্য বটে অনেক দ্বিজবর সূত্রে দৃষ্টি না করিয়াও গোতম কণাদাদির মত আন্দোলন করিয়া থাকেন। ইহাতে বহুল অসত্য কথার সঞ্চালন হয়। দ্বিজবরেরা কহেন যে সাংখ্য শাস্ত্রে নিরীশ্বর মত আছে বটে কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের মুখ্য তাৎপর্য্য যথার্থ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর স্থাপন”।

মদীয়া উক্তি। “আচ্ছা, সে কথা কি সত্য নহে”।

সত্যকাম। “গোতম ও কণাদের সূত্রের মধ্যে এমত মুখ্য তাৎপর্য্য দেখা যায় না। তোমাকে পরে এক দিন সূত্র দেখাইব। ষড় দর্শনের পূর্ব্বাপর কথা স্থির করা

অতীব কঠিন, আমি স্বীয় অভিপ্রায় লিপি বদ্ধ করিয়াছি কিন্তু ইহাতে অনেক দোষের সম্ভব, সাহস করিয়া বলিতে পারিনা যে তোমার শ্রোতব্য।"

মদীয়া উক্তি। "তোমার যে বিষম অভিপ্রায়, শুনিতে ভয় হয়, কিন্তু এ বিষয়ের তুমি আলোচনা করিয়াছ বটে। অতত্রব কি লিখিয়াছ, পড় দেখি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্যকাম নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ষড়্দর্শনের পূর্ব্বাপর কথা নিরূপণ করা সহজ নহে। প্রাচীনেরা গদ্যেতে পুরাবৃত্ত রচনা করেন নাই, কোন্ কালে কি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। অস্মদীয় পূর্ব্বেরা আদৌ কবিতার মাধুর্য্যে মোহিত হওয়াতে কেহই কোন কালে সে মোহন হইতে মুক্ত হয়েন নাই। ভক্তিরহস্য প্রবন্ধে কবিতা রচনা করিলে কোন হানি হইত না, কেননা ছন্দোবদ্ধ পদ্যকে ভক্তির উপকরণ কহা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্ত ও দর্শনশাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যাতেও তাঁহারা পদ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার সাক্ষী ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা এবং ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়। দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের কথা স্বভাবত রসাত্মিকা নহে সুতরাং পদার্থ নির্ণয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ সহ কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারিলে দুই পক্ষেই লাভ। কিন্তু দুই পক্ষে লাভ করিতে গেলে দুই পক্ষের হানিরও সম্ভব। পুরাবৃত্ত ও পদার্থ নির্ণয় শাস্ত্রে তত্ত্বনিষ্ঠ যথার্থানুভবই প্রাপ্য, কবিতার রসাস্বাদন স্বভাবতঃ প্রাপ্য নহে, যাহা প্রাপ্য

নহে তাহার লিপ্সা করাতে যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই। ইতিহাস সংহিতাদিতে যেমন অপ্রাপ্য কাব্য রস লাভ হইয়াছে তেমনি ছন্দোবন্ধন ও রসবিস্তারের অনুরোধে প্রাপ্য যথার্থানুভব অপ্রাপ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারেরা পাঠকবর্গকে কাব্য রস মোদক দিয়া আমোদিত করিয়াছেন, কিন্তু বহু আয়াস পূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্য যে যথার্থানুভব তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

"দেখ কালনিরূপণের বিষয়ে কেমন নিতান্ত অসম্ভব কথা সম্ভব কথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রই বা কোথায়, এবং দাশরথি রামচন্দ্রই বা কোথায়, তথাপি যে গাধেয় রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই রামচন্দ্রকে জনক রাজার সভায় লইয়া যান। ইহাঁরদের অন্যতরের সমকালীন বিশ্বামিত্রের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহাকে উভয় মহীপালের সমকালীন করা কেমন অসংলগ্ন হইয়াছে বিবেচনা কর। তদ্রূপ রাজা দিলীপের পুরোহিত বশিষ্ঠকে তৎ প্রপৌত্র দশরথের কুল পুরোহিত করাও কেমন অব্যবস্থার কথা।

"ইতিহাসাদি সংহিতায় এই রূপ অসংলগ্ন বিবরণ থাকাতে কোন কথায় স্থির বিশ্বাস জন্মে না তবে এই একটী কথা নিশ্চয় বটে যে প্রাচীন ঋষিদিগের জাতীয় মনঃ সংস্কার বেদ বচন হইতে উৎপন্ন, তাঁহারা পূর্ব্বাবধি চতুর্বেদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কি ধর্ম্মতত্ত্বে কি ব্যবহার তত্ত্বে সর্ব্বত্র বেদের প্রমাণে তর্কাবসান হইত। বেদোক্তি অন্যথা করিতে কাহার সাহস হইত না, বেদের পর প্রমাণান্তর ছিল না।

"কিন্তু আমারদের স্বদেশীয় কোবিদ্‌বৃন্দ এক্ষণে কেবল বেদের নামই জানেন, বোধ হয় কেহই অখিল বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, হয়তো চক্ষুতে দেখেনও নাই। কোন২ ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা খণ্ডশঃ বেদ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আমারদের মধ্যে অত্যল্প লোক তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন। তবে উপনিষৎ নামে যে ক্ষুদ্র২ খণ্ড আছে তাহা কেহ২ পাঠ করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি বহু কালাবধি চলিত আছে কেননা দর্শনাদি শাস্ত্ররচকেরা ইতিশ্রুতেঃ বলিয়া যে২ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সকলি প্রায় ঔপনিষদ বচন।

"বেদের মধ্যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ নামে দুই প্রধান শাখাভেদ আছে। মন্ত্রশাখাকে ভক্তিরস প্রধান কহা যাইতে পারে কেননা তাহাতে দেবস্তুতিই অধিক। ব্রাহ্মণশাখা বিধি প্রধান, তন্মধ্যে যজন যাজনের নিয়ম আছে। উপনিষৎ নামে বিখ্যাত খণ্ড প্রায় সকলি ব্রাহ্মণভুক্ত। তাহা মন্ত্রব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাচীন নহে কিন্তু তন্নিমিত্তই তাহার অধিক সমাদর হইয়াছে কেননা বৈদিক ধর্ম্মের পরিপাকে তাহার উৎপত্তি। এই কারণ উপনিষৎ পরা বিদ্যা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, মন্ত্রব্রাহ্মণ অপরা বিদ্যা নামে এক প্রকার তিরস্কৃত হইয়াছে। ঔপনিষদখণ্ডে উৎকৃষ্টভাবের কিছু২ লক্ষণ দেখা যায় বটে, এবং যেমন ঘোরান্ধকার নিশিতে নক্ষত্রগণের ক্ষুদ্র জ্যোতিতেও পান্থের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ উপকার সম্ভবে তদ্রূপ ঔপনিষদখণ্ডে দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বার্ত্তা-জিজ্ঞাসুর পক্ষে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে নিয়ম শৃঙ্খলাভাব, এবং কোন২ স্থলে কাব্য রসেরও আতিশয্য দেখা যায়।

উৎকৃষ্টভাব আছে বটে, কিন্তু সকলি অসংলগ্ন, অচিরপ্রভার ন্যায় ক্ষণৈক মাত্র হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া পরে ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন করে। অধিকন্তু স্থানে২ আদি রসের প্রাধান্য প্রযুক্ত নিকৃষ্ট অশ্লীল দোষও দেখা যায়, এমত২ শব্দ আছে তাহা নির্লজ্জ লোক ব্যতীত সহসা উচ্চারণ করিতে পারে না। অত্র লেখনীকে অপবিত্র করিয়াও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে হইল যথা বৃহদারণ্যকের উক্তি 'যোষা বা অগ্নি র্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমোযোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যাঃ পুরুষঃ সম্ভবতি'।

"বৈদিক রচনার মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতা অতি প্রাচীন এবং ঔপনিষদখণ্ড নব্য। যদিও তোমারদের প্রেয় না হয় তথাপি রচনা পরীক্ষার্থ এস্থলে জিজ্ঞাস্য মন্ত্রলেখকেরা কি তাহা দৈব বাণী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিম্বা তাঁহারদের বচন প্রমাণেই উহা তাঁহারদের স্বকপোল কল্পিত বলিতে হইবেক। তোমারদের মধ্যে চলিত প্রবাদ এই যে অখিল বেদ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যেই এমত উক্তি আছে যে তদ্বক্তা ঋষিরা উহার প্রণেতা, আর তোমরাও মন্ত্র আবৃত্তি কালে আদৌ তদৃষির নাম করিয়া থাক তবে সেই ঋষি স্বয়ং তাহার রচক ইহা অসম্ভব নহে।

"প্রাচীনেরা চতুর্বেদকে এমত পূজ্য করিবেন তাহাতে চমৎকারের ব্যাপার কি? দেশীয় বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের পক্ষে বেদই আদ্য চেষ্টিত। বিদ্যার আদ্যাবস্থাতে বর্ণ পরিচয় শূন্য অবিদ্বান্ লোক লিপি পাণ্ডিত্যকে সরস্বতী

প্রসাদাৎ দৈববিদ্যা জ্ঞান করিত, সুতরাং গ্রন্থরচনাকেও দৈব-রচনা বোধে বিশেষ পূজ্য করিত। তাহাতে আবার মন্ত্র-সংহিতা দেবস্তবাত্মক। সুতরাং যাহারদের বর্ণপরিচয় ছিল না তাহারা আরো ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিত এবং বিষয় কর্ম্মের অবসরে যথা শক্তি আবৃত্তি করিত। যাহারদের বর্ণ পরিচয় ছিল তাহারাও দেবারাধনার ন্যায় পাঠ করিত।

"ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র হইলে ভক্তিরসের বিশেষ উদ্রেক হয় সন্দেহ নাই। মন্ত্রসমূহের মধুর ছন্দ গীত বাদ্য সহকারে উচ্চার্য্যমাণ হইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই মোহিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সকলেই মন্ত্রপাঠকে দেববাণী জ্ঞান করিত তন্নিমিত্ত কাব্যকরেরাও লিখিয়াছেন যে বেদ-পাঠ শ্রবণে পশু পক্ষী প্রভৃতিও স্তব্ধ হইত।

"এইরূপ মন্ত্রপাঠে যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা সহজেই অখিল বেদেতে আরোপিত হইল। ব্যাখ্যার কথা লোকে সামান্য জ্ঞান করিত, পুরুষপরম্পরায় যেমন প্রতিপন্ন হইয়া-ছিল তাহাই সকলে গ্রহণ করিত। কেহই স্বতন্ত্ররূপে বেদার্থ প্রতিপাদনে সাহসিক হইত না সুতরাং একবার যে প্রকার রীতি ধার্য্য হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে বলবতী হইল। ফলে সকল দেশের লোকই শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল ব্যবহারের উপর নির্ভর রাখিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে।

"আদ্যাবধি বেদেতে কেবল পণ্ডিতবৃন্দের অধিকার ছিল, পণ্ডিতবৃন্দই মন্ত্রপাঠ করিতেন, মন্ত্রের নামান্তর ব্রহ্ম, তন্নিমিত্ত মন্ত্রপাঠক কোবিদ্বর্গের নাম ব্রাহ্মণ হইল। তৎকালে বর্ণ ভেদ ছিল না ইহার প্রমাণ মহা ভারতের এক বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত

হইয়াছে আরো ভুরি২ প্রমাণ আছে তাহা পুনরুক্তি অপবাদ শঙ্কায় এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। অধ্যয়নশক্তি থাকিলেই কোবিদ্বর্গের মধ্যে গণ্য হওয়া যাইত এবং বেদাধিকার প্রাপ্য হইত, মহাভারতের পুর্ব্বোক্ত বচনে সপ্রমাণ হইতেছে যে আদৌ বর্ণভেদ ছিলনা কিন্তু কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হইল অর্থাৎ কোবিদ্গণ ব্রাহ্মণাখ্যা পাইয়া স্বতন্ত্র বর্গ হইলেন, পরে তাঁহারা সমুদয় দেশের পৌরোহিত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থ ও পরার্থ তপস্যা করিবার অধিকারী হইলেন। যথা রামায়ণের উক্তি, পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন। সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই কেবল তপস্বী ছিলেন তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাপসান্তর ছিল না। ব্রাহ্মণবর্গের তদ্রূপ কোন বিশেষ অধিকার ছিল তাহার প্রমাণান্তর এই যে বিশ্বামিত্র ও জনক রাজা স্বভাবতঃ তদধিকার ভাজন না হইলেও তদ্ভাগী হইবার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন।

"তপস্যাধিকার যে সামান্য বিষয় গণ্য হইত না তাহার আর এক প্রমাণ ঐ রামায়ণে পাওয়া যায়, যথা :

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ। দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্ লম্ব-মানমধোমুখং ॥ রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমং। উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত ॥ কস্যাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্ত্তসে দৃঢ়বিক্রম। * * * শূদ্রয়োন্যাং প্রজাতোস্মি তপ উগ্রং সমাশ্রিতঃ ॥ ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া ॥ ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভং। নিষ্কৃষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্য পরাক্রমং ॥ সুরকার্য্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে। স্বর্গভাক্ ন হি শূদ্রোয়ং ত্বং কৃতে রঘুনন্দন ॥ * * * যদি দেবা প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স

I

জীবতু । * * * যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোয়ং বিনিপাতিতঃ । „ তস্মি-ন্মুহূর্ত্তে বালোসৌ জীবনে সমযুজ্যত ।। উত্তর ৭৫ ।

“ অর্থাৎ জনৈক শূদ্র স্বর্গলাভার্থ তপস্যা করিতেছিল বলিয়া দেশের মধ্যে অকাল মৃত্যু ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে রামচন্দ্র স্বহস্তে ঐ শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং দেবতারাও স্বর্গপ্রেপ্সু শূদ্র তপস্বির মুণ্ডপাত দেখিয়া রামচন্দ্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । অনন্তর যদিও রাজন্যবর্গ ত্রেতাযুগে তপস্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন তথাপি বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য পায়েন নাই । অধ্যাপনা বিপ্রবর্গের স্বাধিকার, সকলকেই তাঁহারদের উপদেশ আপ্ত বাক্য রূপে গ্রহণ করিতে হইত ।

“ আদৌ সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিপ্রবর্গের উপদেশ আপ্ত বাক্য রূপে গ্রহণ করিত, তাঁহারদেরই পাণ্ডিত্য ছিল একারণ সকলেই তাঁহারদের বাক্য শ্রদ্ধাসহ মান্য করিত । কিন্তু অচিরাৎ কালের ব্যত্যয় হইয়া পড়িল । দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ঘোরতর লৌকিক মতান্তর হয় ।

“ কখন২ অতিশয় শ্রদ্ধার পর অতিশয় অশ্রদ্ধা ঘটন অদ্ভুত নহে যেমন অতিবৃষ্টির পর অনাবৃষ্টি । ভূসুরবর্গ দেবতার তুল্য আরাধনাকাঙ্ক্ষী হওয়াতে লোকে তর্ককরিতে লাগিল বৈদিক ধর্ম্ম কি বস্তুতঃ সত্য পরমার্থ । বৈদিকধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরা তো আপনারদের জাতীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে রাজন্যবর্গকেও তৃণজ্ঞান করিতেন, রাজা রাজপুরুষ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রহ্মশাপের ত্রাসে সর্ব্বদা বিপ্রগণকে ভয় করিতেন । ব্রহ্মশাপ হইলে অগণিত পুরুষ পর্য্যন্ত পাতিত্য দশায়

নরক ভোগ হইবে এই শঙ্কায় রাজন্যবর্গ সর্ব্বদা বিপ্রবর্গের উপাসনা করিতেন। ইহার প্রমাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। ঐ মহীপাল ব্রহ্মশাপের ভয়ে প্রাণপ্রিয়া মহিষী ও বংশধর পুত্রকে বিক্রয় করিয়া আপনি চণ্ডালত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশে ঐ হরিশ্চন্দ্রের কুলে পরে এক রাজকুমার উৎপন্ন হইয়াছিলেন যাঁহাদ্বারা বিপ্রবর্গের গরিমা ও বৈদিক-ধর্ম্মের মহিমা কিয়ৎকালের নিমিত্ত একেবারে অস্তঙ্গমিত হইয়াছিল। ঐ রাজকুমারের নাম সিদ্ধার্থ, তিনি বুদ্ধ শাক্য-মুনি সংজ্ঞাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দেশীয় ধর্ম্ম শোধনার্থ উদ্যম করিলেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ভূসুরবর্ণ মধ্যে ভুক্ত হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না অথবা পরশু-রামজিৎ রামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গকে সমরে পরাস্ত করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞ নিতান্ত ব্যর্থ ভাবিয়া যাজ্ঞিকবর্গের গরিমা কাজে২ ই খর্ব্ব করিলেন। তরুণ বয়সে তিনি জরা মরণ ব্যাধিকে সাতিশয় ক্লেশকর বোধ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণই সর্ব্ব দুঃখের মূল নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অতএব সংসারে বিরত হইয়া রাজপদ ও প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগি-লেন যে সংসার মিথ্যা, মায়ামরীচি সদৃশ, এবং জাতি জরা মরণহইতে রক্ষার্থ নির্ব্বাণ মুক্তি সাধনে থাকা উচিত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বাল্যক্রীড়া মাত্র, এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদক বিপ্রবর্গও অলীক জাত্যভিমানে মত্ত। তিনি চতুর্ব্বেদকেও অপ্রমাণ করিয়া বর্ণভেদকে অহঙ্কারমূলক বলিয়া উপদেশ করিলেন এবং সর্ব্বজাতীয় লোককে সাম্য ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়

ভুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের মধ্যে অনেকে ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিয়া থাকেন যে শাক্যমুনি দেহাতিরিক্ত পারলৌকিক আত্মা অথবা সংসার ভঙ্গানন্তর পারিব্রক সুখ দুঃখ স্বীকার করেন নাই।

"শাক্যমুনি বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত দেহী অমান্য করিয়াছিলেন কি না তাহার আলোচনায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা সত্য বটে যে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার সমুদয় উপদেশ কেবল অনুমান ও হেতুমূলক ছিল। তন্নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষে দর্শন বিচার ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইল। যাহারা চতুর্ব্বেদকে প্রমাণ করিত তাহারদিগের তর্কের প্রয়োজন ছিল না কেননা বেদবচন উদ্ধারেই বিবাদ মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন হইত কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করাতে হেতুবাদ ব্যতীত তর্কাবসানের সম্ভব হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষার্থ শাক্যমুনির শিষ্যেরাই প্রথমতঃ দর্শন ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন করেন, তন্নিমিত্ত পুরাণাদি সংহিতাতে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হেতু শাস্ত্র বাচ্য হইয়াছে।

"কিন্তু বৌদ্ধেরা বিপ্রবর্গকে চিরপরাস্ত করিতে পারিলেন না বরং তাঁহারদিগকেই স্বদেশত্যাগী হইয়া দেশান্তর গমন করিতে হইল, দেশান্তরে গিয়া বহুল স্থানে আপনারদের মত প্রবল করিলেন। ফলে তাঁহারদের মত প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যেও প্রবল হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমি

* ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্

হইতে উৎপাটিত হইলেও নির্মূল হয় নাই, অগণ্য অঙ্কুর ও বীজ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই অবশিষ্ট ছিল, বৌদ্ধেরদের ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণবর্গও হৈতুকশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন হৈতুকশাস্ত্রের বারিধারায় বৌদ্ধাবশিষ্ট অঙ্কুর অবিলম্বে তেজস্কর হইয়া ব্রহ্মক্ষেত্র মধ্যেই বহুল পরিমাণে অবৈদিক ফলোৎপাদন করিল তৎপ্রযুক্ত দার্শনিক বিপ্রবরেরা বৈদিক ক্রিয়ায় অশ্রদ্ধা ও নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কারণে পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ষড়্দর্শনের ঘোরতর দূষণ দেখা যায়। লিখিত আছে যে সে সকল তামসিক শাস্ত্র, তৎশ্রবণমাত্রেই পাতিত্য হয়, মহর্ষি জৈমিনি বেদের অত্যন্ত মাহাত্ম্য করিয়াছেন, তথাপি নিরীশ্বর বাদী। মায়াবাদ যাহা নব্য বেদান্তের মূল কথা তাহাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত, ষড়্দর্শন বৌদ্ধমতের তুল্য অহিতকর এবং জগতের নাশ কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং। মচ্ছক্ত্যা-বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃ পরং॥ কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যং তু কপিলেন বৈ॥ দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্। ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতং। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥ বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥ ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥ কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥ সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥ ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ষড়্দর্শন মধ্যে জৈমিনিকৃত মীমাংসা এবং ব্যাস প্রণীত বেদান্তকে বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারদের বোধে মীমাংসা এবং বেদান্তের মধ্যে বেদ বিরোধিনী কথা নাই অবশিষ্ট চতুর্দর্শনকে তাদৃশ মান্য করেন না। যথা;

অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ। ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্ন্নৃভিঃ॥ জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

"ফলেও বোধ হয় যে পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসা অপর দর্শনগত দোষ শোধনার্থে রচিত হইয়াছিল। ন্যায় এবং সাংখ্যকে এক প্রকার বৈদিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যস্থ কহা যাইতে পারে কেননা ঐ দর্শনে কেবল ব্রহ্ম বর্ণের প্রাধান্যের বিপরীত তর্ক নাই, কিন্তু বৌদ্ধমতের অন্যান্য সকল লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। গোতম এবং কণাদ বেদের পোষকতা করেন বটে কিন্তু তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপেক্ষা করিয়াছেন।"

"বৌদ্ধেরা প্রবল হইলে যখন ব্রাহ্মণবর্গ দেখিলেন তর্কশাস্ত্রানুশীলন না করিলে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা হয় না, তখন আদৌ ন্যায় এবং সাংখ্য শাস্ত্রের রচনা হয়, সাংখ্য-সূত্রেতে বৈশেষিক ষটপদার্থের উল্লেখ থাকাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে ন্যায়ের পর তাহার রচনা হয়। সূত্র নিচয়ে অনেক অশুদ্ধ পাঠ থাকাতে সূত্রোক্তিকে অসংশয় প্রমাণ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্যে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উল্লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় যে ন্যায়

প্রথমত চলিত হয় পরে সাংখ্য। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকটিত হইলে আদৌ ন্যায়দর্শন সহকারে বিপ্রবর্গ তর্কশাস্ত্রানুশীলন করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ক্রিয়াকাণ্ডে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলে পাষণ্ডমত খণ্ডন হইবে না। গড্ডালিকাপালের ন্যায় কেবল পূর্ব্ব লক্ষিত বৈদিক মার্গে চলিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিবে না। শূদ্রেরা যেমত মূর্খ বিপ্রসন্তানেরাও তদ্রূপ হইবেন, সুতরাং বৌদ্ধদিগের উত্তরোত্তর অধিক প্রাদুর্ভাব হইবে, তন্নিমিত্ত হৈতুকশাস্ত্র খণ্ডনার্থ ভূসুরবর্গ আপনারাই হৈতুকশাস্ত্রী হইতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকুমারেরা বৌদ্ধদিগের তার্কিক শক্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, ইহাঁরদিগকে হেতুবাদ সহকারে উপদেশ না করিলে বর্ণাশ্রম রক্ষা দুষ্কর হইবে এই ভাবিয়া প্রাচীনেরা তর্কশাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্বেদকে নিতান্ত অপ্রমাণ করেন নাই, তন্মধ্যে মধুর ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র ছিল তৎশ্রবণে কর্ণসুখ ও চিত্তমোদন হয়, আর বেদকে অশ্রদ্ধা করিলে ব্রাহ্মণবর্গের প্রাধান্যই বা কিরূপে রক্ষা পায়? আর মতেরই বা স্থৈর্য্য কি প্রকারে সম্ভবে? বিপ্রকিশোরেরা নিরঙ্কুশ তর্ক করিলে নিয়মই বা কিসে থাকে? জঘন্য শূদ্রেরাই বা কি বলিবে?”

“অতএব বর্ণাশ্রম রক্ষা পূর্ব্বক তর্কানুশীলন ধার্য্য করিয়া ঋষিরা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সংগোপনে তদ্বিষয়ের উপদেশ করিতে হইবেক, কোন২ বিপ্রকিশোরকে মনোনীত করিয়া অপর সকলকে অনধিকারী বলিয়া হেয় করিলেন এবং সাধারণের অবোধ্য সঙ্কেত দ্বারা সূত্র রচনা

করিয়া অধিকারী শিষ্যবর্গকে স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্বেদের মৌখিক আস্থাতে বিরত হইলেন না কিন্তু তদুপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে অনর্থকর কহিয়া অদ্ভুত তত্ত্ব জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ উপদেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূত তত্ত্ব এবং অতীন্দ্রিয় আত্ম তত্ত্ব উভয় সম্শ্লিষ্ট ছিল, ঋষিরা উভয়েরই ফল মুক্তি বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"সূত্রকার মহর্ষিবৃন্দ কেবল কতিপয় মনোনীত বিপ্র কিশোরকে শিষ্য করণ পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার অর্পণ করিয়াছিলেন ইহার বহুল প্রমাণ আছে তাঁহারা অপর লোককে অনধিকারী বলিয়া তত্ত্ব বিদ্যা প্রদান করিতেন না এবং যদি কেহ কোন প্রকারে সূত্র অপহরণ করিয়া বিদ্যা তস্কর হয় এই আশঙ্কায় গূঢ়ার্থ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। এস্থলে শেকন্দর শাহ মহীপালের এক কথা স্মরণ হইল। বিক্রমাব্দের দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুর নাম আরিস্তুতিল। মহীপাল একদিবস গুরুকে কহিলেন ভো গুরো আপনি আমার দিগকে পদার্থ তত্ত্বের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আবার লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকটিত করিলেন কেন? অপর লোকে তো এখন সকলি বুঝিবে তবে যাহারদিগকে শিষ্য করণ দ্বারা বিশেষ রূপে বরণ করিয়াছেন তাহারদের উৎকর্ষ কোথায় রহিল? সকলেই যদি পণ্ডিত হইল তবে আপনকার শিষ্যীকৃত অস্মদ্বর্গের প্রাধান্য কি? গুরু উত্তর করিলেন ভো শুভংযো আমার উপদেশ প্রকটিত বলিলেও হয় অপ্রকিট বলিলেও

হয় কেননা যাহারা আমার প্রমুখাৎ তদ্ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কেহ কিছুই বুঝিতে পারিবেক না। এই গুরু শিষ্য সংবাদ যথার্থই হউক কিম্বা কল্পিতই হউক কিন্তু কল্পিত হইলেও অরিস্ততিলের উপদেশ সাধারণের বোধে কেমন দুরূহ তাহা নিশ্চয় অনুমেয় হইতেছে। কিন্তু অরিস্ততিলের উপদেশে উদ্দেশ্য বিধেয়াদি স্পষ্ট ছিল, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া উক্ত ছিল, তথাপি তাহা সাধারণের দুর্বোধ্য হইয়াছিল তবে অস্মদীয় মহর্ষি গণের সূত্রের বিষয়ে আর কি কহিব? ইহাঁরদের উপদেশের ভূরিং স্থলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সূত্র শব্দান্তর্গত না হইয়া সূত্রকারের মানস ক্ষেত্রেই সংগোপিত ছিল। দূর অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তির তো সীমাই নাই, স্থানেং বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তিও আছে। কাহার সাধ্য এমত সূত্রার্থ অবগতি করে।

"এপ্রকার বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তি কি আকস্মিক হইতে পারে? গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা কি সাধারণের বোধ্য বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন? এমত অনুভব কখন মনোগত হইতে পারে না সুতরাং তাঁহারা সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষম অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তি সমন্বিত সূত্র গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে ইহা তাঁহারদের অভিপ্রায় ছিল না কেবল কতিপয় মনোনীত শিষ্যের বোধার্থে রচনা করিয়াছিলেন। শূদ্রের তো তাহাতে অধিকার ছিলই না।

"বোধ হয় চতুর্বেদে সূত্রকারদিগের যথার্থ বিশ্বাস ছিল না আগমিক সে দিবস যাহা কহিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত

অলীক নহে গোতম এবং কণাদ বেদের অপরিচিত পদার্থ জ্ঞানকে অপবর্গের আবশ্যক কারণ কহাতে বস্তুতঃ শ্রুতিতে এক প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা বেদ বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই বেদের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তর্ককাম বেদকে সদর আদালত কহিয়াছেন, এক প্রকার সদর আদালত করেন বটে কিন্তু সে মৌখিক সমাদর। তবে আপনারদের অসংলগ্ন উক্তির সমন্বয় এই করেন যে অখিল বেদ কর্ম্ম কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডে অজ্ঞানদিগের, জ্ঞান কাণ্ডে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরদিগের অধিকার। এপ্রকার অধিকার ভেদ দেশকালভেদ নিমিত্তক হইলে বরং বুঝা যাইত কিন্তু তাঁহারা কহেন যে অখিল বেদ সৃষ্টি কালেই উৎপন্ন হইয়াছিল তখন তো জ্ঞানি অজ্ঞানির প্রভেদ অসম্ভব। ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের বিভাগ স্বতই অসংলগ্ন কেননা জ্ঞান কাণ্ডেও কর্ম্ম কাণ্ডের সূচনা আছে।

"বেদেতে শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধার সংযোগ কাপিল সূত্রে অতি বিচিত্র রূপ দেখা যায়। ৮২ সূত্রে মহর্ষি লিখেন যে বৈদিক নিয়ম ত্রিবিধ তাপের বিনাশে সমর্থ নহে এবং তাহার অব্যবহিত পরে ৮৩ সূত্রে শ্রুতির এই দুর্ব্বলতা বিষয়ে বৈদিক বচনকেই প্রমাণ করেন। বেদকে এই প্রকারে স্বীয় দোষের সাক্ষী হইতে হইল।

"মহর্ষিরা কি অভিপ্রায়ে এই রূপ অসংলগ্ন বচন গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝা যায় না বোধহয় মনে করিতেন যে বেদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলে

স্বীয় শিষ্য গণেরই বিরক্তি জন্মিতে পারে অপিচ দ্বিবিধ কাণ্ড বিভাগ কল্পনা করিলে এক পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড বলিয়া বেদের নিন্দা ও দূষণ করিতে পারেন অপর পক্ষে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া স্বীয় মত নিষ্কণ্টকে প্রচারও হইতে পারিবে। এ প্রকার কল কৌশলে বাক্ ছল ছিল সন্দেহ নাই তাহা অবশ্য ন্যায় এবং সত্যতার বিরুদ্ধ বটে কিন্তু তৎকালে এবম্ভূত ছল ব্যবহার অধিক দূষ্য বোধ হইত না।

"শিষ্যদিগের মন রক্ষার্থ মহর্ষিরা আরও উপদেশ করিয়াছিলেন, যে পদার্থ বিদ্যার ফল মুক্তি। পরমার্থের আশা না থাকিলে শিষ্যেরা পঞ্চভূতের রূপ রস গন্ধাদির আলোচনায় পরিশ্রম করিতেন না। প্রাচীন বেদ সংহিতা দেবতা স্তবে পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি পূর্ব্বেরদের অন্তঃকরণে ভক্তি রসের প্রাধান্য ছিল তাঁহারা দেব বৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা করত সাংসারিক অনিত্য পদার্থ হেয় করিতেন এমত স্থলে দার্শনিক মহর্ষিরা মনে করিয়া ছিলেন যে পরমার্থ লাভের উদ্দেশে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন না কহিলে কেহ কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইবেক না তন্নিমিত্ত যে কোন বিষয়ে উপদেশ করুন আদৌ অপবর্গকে উপদেশের প্রয়োজন বলিযা বিস্তার করিতেন।

"দার্শনিক সূত্রকারেরদের মধ্যে বোধ হয় গোতম ঋষি সর্ব্ব প্রাচীন। বেদ পুরাণ পাঠকেরা গোতম নাম পুনঃ২ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক গোতমের প্রসঙ্গ আছে তিনি মন্নামধারী জাবলির প্রতিপালক ও গুরু। অহল্যা পতি গোতমের নামও সকলেই শুনিয়াছেন, ইন্দ্রের

লাম্পট্য প্রযুক্ত যাঁহার গৃহিণীকে পাষাণময় হইতে হয় কিন্তু অহল্যা পতি আর হারিদ্রুমত এক ব্যক্তি কি না তাহা বলা যায় না । আরও অনেক গোতমের নামোল্লেখ আছে, পাণ্ডবেরদের গুরু এক গোতম ছিলেন, বৌদ্ধদিগের আরাধ্য এক গোতম আছেন বুদ্ধভূমিতে যাঁহার নামান্তর গদনা । ইহাঁরদিগের মধ্যে ন্যায় সূত্র প্রণেতা কোন জন, অথবা ইহাঁরদের কেহ কি না তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য, ন্যায় সূত্র প্রণেতার নামান্তর অক্ষপাদ এ শব্দের ব্যুৎপত্তির নিশ্চয় নাই শব্দ মুক্তা মহার্ণবে ইহার এই রূপ সাধন, অক্ষেণ জ্ঞান বিশেষেণ ব্যবহারেণ বা পদ্যতে জ্ঞায়ত ইতি অক্ষপাদঃ ।

"গোতম ঋষি পদার্থ ও মানস তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন কেননা তাঁহার বোধে ঐ প্রকার অনুশীলনে দ্বিজবর গণের বিবেক শক্তির প্রখরতা হইবার সম্ভাবনা । বেদ বিহিত কর্ম্ম মার্গে অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় চলাতে ব্রাহ্মণ বর্গের কেবল বুদ্ধির স্থূলত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল তন্নিমিত্তই ভূরি২ লোক ব্রাহ্মণ দিগেতে অশ্রদ্ধা প্রযুক্ত বেদ ত্যাগী পাষণ্ড হইয়াছিল । বৌদ্ধেরা বুদ্ধি বিবেকের চর্চ্চা করাতে ব্রাহ্মণ বর্গ নিরুত্তর হইয়াছিলেন । অনেক ভূসুরও বেদ পরিত্যাগ পুরঃসর পাষণ্ড পালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে শত্রুর বিলক্ষণ আস্কালন হইয়াছিল সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে তর্ক যুদ্ধে দীক্ষিত করা অতি আবশ্যক বোধ হইল উহাঁরদিগকে তর্ক বিশারদ করিলে হেতুবাদে বিপক্ষ দলের একাধিপত্য নষ্ট হইবে ।

"এই ভাবিয়া মহর্ষি গোতম ব্রাহ্মণ বর্গকে বিদ্যার বি-

বিধ শাখায় উপদেশ করিতে লাগিলেন বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আদৌ ষোড়শ পদার্থ সূত্রবদ্ধ করিলেন। অন্যান্য সূত্রকারের ন্যায় অথ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন নাই। ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আত্মিক ভৌতিক নানা প্রকার তত্ত্ব অন্তর্গত আছে কিন্তু বোধ হয় রূপরস গন্ধাদির আলোচনায় দ্বিজ কিশোরদিগের অধিক প্রবৃত্তি ছিল না সূত্রকার তাঁহাদের প্রবৃত্তি দৃঢ়তর করণার্থ ঐ আলোচনাকে অপবর্গের হেতু বলিয়া লিখিলেন।

"গোতমকে আদ্য সূত্রকার কহিবার কারণ এই যে যদিও তিনি কোন২ স্থলে পাষণ্ডাদিমতের খণ্ডন চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি অন্যান্য দর্শন সূত্রের কোন প্রসঙ্গ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না অনেক পূর্ব্ব পক্ষ দেখা যায় যাহা বোধ হয় তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কিন্তু ন্যায় বেদান্তাদির কোন স্পষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না। টীকা ও ভাষ্যকারেরা কপিলের সহিত দুই এক বার দ্বন্দ্বের লক্ষণ দেখেন বটে কিন্তু সাংখ্য মতের কোন স্পষ্ট দূষণ দৃষ্ট হয় না।

"গোতমের তাৎপর্য্য বিপ্রবর্গের মধ্যে ভূত পদার্থ ও তর্ক শাস্ত্রের অনুশীলন হয় কিন্তু বিবিধ বিলক্ষণ বিষয় একত্র করাতে কোন বিষয় চূড়ান্ত করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার উপদেশে অনেক উপকার হইয়াছে কেননা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষা তিনিই প্রথমতঃ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রচার করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে রাজা সেকন্দর সাহের গুরু আরিস্ততিল ন্যায় শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন কিন্তু গোতম তৎপূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের আদ্যকৃতি করিয়া-

ছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দ ন্যায় শাস্ত্রানুশীলনে ভারতবর্ষীয় কোবিদ্বর্গকে পরাস্ত করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, তাহার কারণ তাঁহারা বহুকালাবধি শাস্ত্র চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাপর দোষ শোধন করিয়া আসিতেছেন আমারদের পূর্ব্বের দিগের দোষ শোধন কেহ করে না, প্রাচীন উপদেশই ধারা বাহিক চলিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষে যদি প্রাচীন দিগের দোষ শোধন করিবার রীতি থাকিত তবে গোতমের সূত্র অবলম্বনে ইউরোপের ন্যায় এদেশেও ন্যায় শাস্ত্রের উন্নতি হইত।

"এতদ্দেশের লোকেরা বোধ করেন যে প্রাচীনদিগের দোষ শোধন করিবার কল্পনা করিলে ঘোর অধর্ম্ম সম্ভাবনা, মহর্ষি গণেতে দোষ আরোপ করাই দূষ্য। ভাষ্যকারেরাও দোষাচ্ছাদন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন কিন্তু যে স্থলে স্পষ্ট দোষ থাকে সে স্থলে তাহা আচ্ছাদন করাতে বস্তুতঃ প্রাচীনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয় না কেননা তাহাতে সেই দোষ আরও বদ্ধমূল হয় অধিকন্তু সত্যের হানি ও সম্ভাবনা। সূত্রকার ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা সামান্য ব্যাপার নহে পরে তাঁহার সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি কোন স্থলে শোধনীয় বোধ হয় তবে তাহা শোধন করিলে সত্যের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের উন্নতি সম্ভাবনা কিন্তু দোষ আচ্ছাদন করিলে সর্ব্ব পক্ষে মন্দ হয়, যেমন কোন সুচারু চিত্রপটের যদি কোন স্থলে মলিনতা সংযোগ থাকে তবে তাহা মার্জ্জন না করিয়া অবিকল মলিন রাখিলে কি পটের প্রতি যত্ন প্রকাশ হয়"?

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সত্যকাম কএকটী অস্পষ্ট লিখিত শব্দে নিরীক্ষণ করত ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করাতে আমি কহিলাম ঋষিদিগের আবার দোষ কি? তাঁহারা অভ্রান্ত তাঁহারদিগের দোষ সংশোধন বার্ত্তার তাৎপর্য্য কি? সত্যকাম কহিলেন ঋষিরা কেমন অভ্রান্ত তাহা পরে দেখা যাইবেক। সম্প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে ঋষিরা পরস্পর একমত নহেন তবে অভ্রান্ত হইবার সাধ্য কি। দুই জন পরস্পর বিরুদ্ধ মত হইলে উভয়ে অভ্রান্ত হইতে পারেন না অন্যতরের অবশ্য ভ্রম থাকিবে।

মদীয় উক্তি। "হয় তো তাঁহারা বস্তুতঃ বিরুদ্ধ মত নহেন। লোকে ভ্রম প্রযুক্ত তাঁহারদিগকে পরস্পর বিরোধী জ্ঞান করিত"।

সত্যকাম। "ঋষিরাই পরস্পর বিরুদ্ধ ঋষির প্রসঙ্গ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও কপিল কণাদাদির বিপ্রতিপত্তি স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। আর যদিও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ মত না হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিরোধী জ্ঞান করিতেন তথাপি সেই জ্ঞানই ভ্রম"।

পরে সত্যকাম লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। "গোতমের পরই কপিল কহা যাইতে পারিত কিন্তু কাপিল সূত্রে (২৫। ১) বৈশেষিক ষট্ পদার্থের স্পষ্ট প্রসঙ্গ থাকাতে কণাদকে কপিলের পূর্ব্ব কহিতে হইল।

"কাণাদ দর্শনকে ন্যায়ের শাখান্তর কহিলেই হয়। তাহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গোতম ঐ বাদ সঙ্কেতে মাত্র শিখাইয়াছিলেন বৈশেষিক সূত্রকার তাহার

বাহুল্য বিস্তার করাতে কণভুক্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কণাদ অভিধানও ঐ রূপ উপাধি, যথার্থ নাম নহে। তবে তাঁহার নাম কি, কেহই জানে না।

"প্রথম তিন সূত্রকে অদ্ভুত উপক্রমণিকা কহিতে হইবে, তাহাতে ধর্ম্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম্য সূচিত, যথা অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥ যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥২॥ তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং ॥৩॥ বৈ সূং॥ কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ অতি বিরল। গ্রন্থ ধর্ম্ম প্রধান না হওয়াতে সূত্রকার বোধ হয় শঙ্কা করিয়াছিলেন যদি কেহ তাঁহাকে ধর্ম্মহীন জ্ঞান করে, তন্নিমিত্ত পূর্ব্বেই একটা ধর্ম্মের কাহিনা লিখিলেন কিন্তু গ্রন্থ ধর্ম্মপ্রধান না হওয়াতে আদৌ ধর্ম্মের লক্ষণ করাতে সংযুক্তি নাই।

"বৈশেষিক পদার্থ এবং সেকন্দর শাহের গুরু অরিস্ত-তিলের পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা চমৎকারের বিষয়। আর কণাদের বচন প্রমাণ জগতের আদি কারণ ও কস্যচিৎ রোমীয় পরমাণুবাদি পণ্ডিতের আদিকারণ প্রায় সর্ব্বতোভাবে সমান। রোমীয় পণ্ডিত অনীশ্বরবাদী, লিখি-য়াছেন যে স্বভাবতঃ নিত্য পতনশীল পরমাণু সকলের গতিতে কথঞ্চিৎ স্বল্প বক্রতা হওয়াতেই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জগতের আদি কারণ হইল। কণাদ স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী নহেন কিন্তু লিখিয়াছেন জগৎসৃষ্টি কল্পে অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন ও বায়ুর তির্য্যক্ পতন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যথা অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়ো-

স্তির্য্যক্পতনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং। এস্থলে সৃষ্টি কল্পে স্বয়ম্ভু পরমাত্মার কোন হাত দেখা যায় না"।

এই কথা শুনিয়া আমাকে একটা প্রশ্ন করিতে হইল, কি বলিলে, তবে কি কণাদ অনীশ্বর বাদী।

সত্যকাম। "আমি কেমন করিয়া বলিব? বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রসঙ্গ নাই এবং সৃষ্টি কল্পে অদৃষ্টই পরমাণুর আদ্য ক্রিয়ার প্রণায়ক হইলেন। পরমাণুর সংযোগ স্বতন্ত্র দ্রব্যের অভিঘাত দ্বারা হয়। সূত্রকার পূর্ব্বাপর দ্রব্যের অভিঘাত বর্ণনা করিয়া যখন আদ্য সংযোগের প্রসঙ্গ করিলেন তখন অপর বস্তুর অভাবে অদৃষ্টকে তাহার কারণ করিলেন। ইহাকে যদি অনীশ্বর বাদের লক্ষণ কহ তবে আমি কি করিব"।

মদীয়া উক্তি। "কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি সমুদয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের কথা প্রমাণ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন এবং পরমাণু সমবায়ি কারণ, যথা কাণাদাস্ত্বেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং নিমিত্তকারণমনুমিমতে অণূংশ্চ সমবায়িকারণং"।

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্য কণাদের শিষ্যগণের ঐ রূপ মত কহেন বটে, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বাদীও বটেন কিন্তু সূত্রের মধ্যে স্পষ্ট ঈশ্বর বাদ নাই। শঙ্করাচার্য্যও অন্যত্র সূত্রকারের মত এই রূপে প্রতিপন্ন করেন যথা

ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েষ্বণুষ্বদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্মোৎপদ্যতে তৎকর্ম্ম স্বাশ্রয়-

মণুমণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি ততোদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুরুৎপদ্যতে এবমগ্নিঃ এবমাপঃ এবং পৃথিবী এবং শরীরং সেন্দ্রিয়মিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদণুভ্যঃ সম্ভবতি অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যোদ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি ॥

"অস্যার্থঃ। সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টাপেক্ষ একটী ক্রিয়া হয় তাহাতে সেই ক্রিয়াশ্রিত পরমাণু অন্য একটী অণুর সহিত সংযুক্ত হয় পরে দ্ব্যণুকাদি ক্রমেতে বায়ু উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ অগ্নি তদ্রূপ জল তদ্রূপ পৃথিবী, এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত শরীরও এই রূপে হয়। এবম্প্রকারে অখিল জগৎ পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং অণুগত রূপাদিতে দ্ব্যণুকগত রূপাদি উৎপন্ন হয়"।

সত্যকামের এই উক্তিতে আমার চমৎকার বোধ হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর কিছু না বলিয়া আমি তাঁহাকে স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে কহিলাম। তিনিও পাঠ করিতে লাগিলেন। "কণাদের পর কপিল ত্রিতাপ উন্মূলনের উপায় রচনা করেন, তাহা বেদের অথবা সাধারণ লোকের বুদ্ধির সাধ্য ছিল না। কিন্তু এই কপিলের পরিচয় কি তাহা কেহই স্পষ্ট জানে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বৃহ্মার পুত্র কপিলের প্রসঙ্গ আছে তিনিও সাংখ্য শাস্ত্র প্রণায়ক রূপে বিখ্যাত কিন্তু কোন২ ব্যাখ্যাকারের মতে কপিল শব্দ বর্ণ বাচক মাত্র, নাম করণ পূর্ব্বক দত্ত অভিধান নহে। কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার কথনও আছে, আর সেই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা এমত বর্ণনও আছে। রামায়ণে ঐ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তাঁহারি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়। ভাগবতে

এই আখ্যায়িকাতে সংশয় প্রকাশ আছে কেননা এমত বহুল প্রাণিসংহার তমঃ প্রধান ব্যক্তির কার্য্য, সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুবতার ও সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতার উপযুক্ত নহে।

“বৌদ্ধেরদিগের ইতিহাসেও কপিলমুনির প্রসঙ্গ আছে তাহারা কহে ইক্ষ্বাকু নামে সূর্য্যবংশীয় রাজকুলে পরে ইক্ষ্বাকু বিরোধক নামে এক রাজা হয়েন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল তিনি আদ্যা মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানকে রাজ্য দান করিতে বচন বদ্ধ ছিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানকে নিষ্কণ্টক করণার্থ রাজ পুরুষদিগের মন্ত্রণাতে প্রথম পক্ষীয় চারি সন্তানকে নির্বাসন করেন। নির্বাসিত রাজকুমার চতুষ্টয়ের সঙ্গে২ তাহারদের ভগিনী পঞ্চ রাজকুমারীও রাজধানী ত্যাগ করেন। তাঁহারা সকলে নানা স্থলে ভ্রমণ করত পরে কপিলমুনির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হয়েন। ঐ কপিল মুনি তাৎকালিক বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং পরে গোতম বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কপিলের অনুমতিতে রাজকুমারেরা অগ্রজা ভগিনীকে বর্জিয়া অনুজা চতুষ্টয়কে উদ্বাহ করিয়া কপিলবস্তু নামে এক নগর স্থাপন করেন ঐ নগরে পরে তাহারদের বংশে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ শাক্য মুনির জন্ম হয়।

“কপিলের এই রূপ বিবিধ পরিচয়। সে যাহা হউক কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী। চমৎকারের. বিষয় এই যে ব্রাহ্মণবর্গ অদ্যাপি এমত ঘোরতর নাস্তিক্য বাদিকে মহর্ষি কহিয়া থাকেন, একেবারে বৌদ্ধের

দিগের সহিত পাষণ্ড কহেন নাই, কিন্তু কপিল ব্যবহারে বর্ণাশ্রম বিরোধি ছিলেন না আর ব্রাহ্মণবর্গ আপনারদের ভুসুরত্ব পোষক গ্রন্থকারের অন্যান্য দোষ সহজেই মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের ৯২। ৯৪ সূত্রকে তামস সূত্র কহা যাইতে পারে, তাহার তাৎপর্য্য বিশ্বসৃক্ পরমাত্মার অত্যন্তাভাব। যথা ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধযোরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। উভয়থাপ্যসৎ করত্বং॥

"কপিলের মতে প্রবৃত্তি পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারেন না একারণ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র। তিনি আরও কহেন প্রবৃত্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য অসম্ভব অতএব প্রবৃত্তি পরবশ না হইলে পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না কিন্তু প্রবৃত্তি পরবশ হইলে তাঁহার বন্ধ নিশ্চয় ও মোক্ষ হানি হয় সুতরাং শক্তিরও হানি, কেননা বদ্ধাত্মার দুর্বলতা অবশ্যম্ভু।॰ প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি থাকে না শক্তিমান্ মুক্তাত্ম হইলে প্রবৃত্তি থাকে না। অতএব সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষের ইচ্ছা হইলে শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলে ইচ্ছা হয় না। এ প্রকার তর্কে তীক্ষ্ণতা আছে বটে কিন্তু গাঢ়তা নাই ইহা আমারদিগের বাল্যকালের ব্যাকরণের ফাঁকির ন্যায়।

"সাংখ্য শাস্ত্র এইরূপ নিরীশ্বর হইলেও পুরাণ তন্ত্রাদিতে ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে 'নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং'। সাংখ্য শব্দার্থ সংখ্যা বত্তা, সংখ্যার অর্থ গণনা অথবা সূক্ষ্ম বিচার, তন্নিমিত্ত কাপিল

দর্শনের প্রচুর মাহাত্ম্য, অনেক সেশ্বর গ্রন্থকারও ঐ দর্শনের গরিমা করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কহিতে হইবে।

"কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞানদ্বারা সাংসারিক ত্রি-তাপের যথার্থ মোচন সম্ভাব্য। বিজ্ঞান লাভের তিন উপায়, প্রত্যক্ষ অনুমিতি এবং শব্দ। গোতম এই তিন প্রমাণ স্বীকার করত তদতিরিক্ত উপমিতি আর এক প্রমাণের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু কণাদ কেবল দুই প্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি গ্রাহ্য করিয়াছেন তাঁহার মতে শব্দ প্রমাণ অনুমিতিতে সহজে উহ্য হয়।

"গোতম, কণাদ, কপিলের বোধে শব্দ প্রমাণ কাহাকে বলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাঁহারা কহেন আপ্ত বাক্যই শব্দ। কিন্তু আপ্ত শব্দে ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব বুঝায় অথবা ভ্রান্তির শূন্যতা মাত্র বুঝায় তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কেবল দৈববাণীতে ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব কহা যাইতে পারে তথাপি মনুষ্যের বাক্যেতে কখন২ ভ্রান্তি শূন্যতা দেখা যায়। ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব না থাকিলে যদি কাহাকে আপ্ত কহা না যাইতে পারে, তবে শাস্ত্রীয় বচন ব্যতীত শাব্দ প্রমাণ হইতে পারে না কিন্তু সংসারের বহুল ব্যাপারে মানুষিক বচন প্রমাণ সত্য নির্ণয় করা যায়। মানুষিক বচন কোন্ স্থলে প্রামাণ্য কোন্ স্থলে বা অপ্রামাণ্য ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা সে বিষয়ের আলোচনা করেন না। তাঁহারদের নিয়ম প্রমাণ করিলে এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয় কোন ঘটনা নিশ্চয় করিতে পারে না অতীত

রজনীতে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই তাহারা গোতম কপিলাদির নিয়মানুসারে কখন বিশ্বাস করিতে পারে না।

"কপিলের মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থ বিজিজ্ঞাস্য। আদ্য পদার্থ প্রকৃতি অন্তিম পদার্থ পুরুষ। প্রকৃতির লক্ষণ সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতি পদার্থ আছে যথা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, মন সহ ষট জ্ঞানেন্দিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যপতেজ আদি পঞ্চ ভূত। প্রকৃতি অমূল মূল, এবং সকলের উৎপাদিকা। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র।

"কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলি দ্বারা শোধিত হয়। পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন তন্নিমিত্ত তাঁহার দর্শন সেশ্বর সাংখ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পতঞ্জলি ঈশ্বর বাদী ছিলেন বটে কিন্তু ঈশ্বরকে জগৎ স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কপিল যেমন পুরুষকে প্রবৃত্তি শূন্য অসঙ্গ কহিয়াছিলেন পতঞ্জলিও তদ্রূপ ঈশ্বরের লক্ষণ করিয়াছেন। ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ। সুতরাং তাঁহারও মতে ঈশ্বর সৃষ্টিক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়েন না। উক্ত ঋষিদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে কপিল পুরুষমাত্র স্বীকার করিতেন পতঞ্জলি সকলের গুরু পরম পুরুষ এক ঈশ্বরও মান্য করিতেন, স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। কপিলের এক মহতী অযুক্তি এই যে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াও বেদ মান্য করিয়াছেন।

যদি সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষের অভাব কহ তবে বেদ কাহার নিঃশ্বসিত?

"পাতঞ্জল দর্শন অন্যান্য বিষয়ে অদ্ভুত প্রলাপ বোধ হয়। তাহাতে যোগের নিয়মই সার কিন্তু যোগ কিম্ভূত পদার্থ তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য। ঈশ্বর প্রণিধানের কথা আছে বটে সুতরাং জগৎকর্ত্তার নাম স্বীকার দেখিয়াও অন্তঃকরণে হর্ষ জন্মে কিন্তু চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ম ও ন্যাসের যে সকল বিধি আছে তাহা ঐন্দ্রজালিক বিড়ম্বন বোধ হয়। ফলে যোগের নিয়ম সকলি নিষেধ বাচক। যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ। কিন্তু মনের ধর্ম্মই এই যে কোন পদার্থ ধ্যান করিবে বৃত্তি শূন্য হইতে পারে না, যদি বল ঈশ্বর প্রণিধানের বিধি আছে কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যাভাবে তাঁহার কি বিষয় ধ্যান করা যাইতে পারে? আর বাহ্য বস্তু হইতে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ নিরোধ জীবদ্দশায় সম্ভবে না।

"অপর নিশ্বাস রোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল সূত্র আছে তাহাও উন্মত্ত প্রলাপ বোধ হয়, ঐ প্রকার বিক্ষেপ ন্যাসাদির দ্বারা অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রাপ্য। ইন্দ্রিয় গ্রামকে পার্থিব পদার্থ হইতে নিরুদ্ধ করিলে দিব্য ইন্দ্রিয় প্রাপ্তি হয়। সাধারণের দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বস্তুর অদর্শনাদিতে যোগির এমত শক্তি হয় যে সাধারণের অবোধ্য বিষয় বোধগম্য করিতে পারেন। তিনি যোগবলে আপনাকে এমত লঘু তৌল করিতে পারেন যে অক্লেশে আকাশ বিহারে সমর্থ হয়েন। ভাস্করাচার্য্য তো কহিয়াছেন যে পৃথিবীর শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুরুদ্রব্য ধরাতলে

আকর্ষিত হয় যথা আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে। কিন্তু এ আকর্ষণ শক্তি যোগ বলের কাছে কোথায় থাকে। যোগী কায়াকাশের সম্বন্ধ সংযমন পূর্ব্বক আকাশ গমন করিতে পারেন। সুতরাং যোগবল বেলুন যন্ত্রকেও জয় করে। যোগবলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান জন্মে। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগত-জ্ঞানং। পশু পক্ষীর শব্দ বোধও জন্মে। শৃগালের কিম্বা কাকের চীৎকার শুনিয়া যোগী তাহার শব্দ সাধন ও অর্থ করিতে পারেন। শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং। যোগী জাতি-স্মরও হয়েন। সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং। জাতিস্মর তো সহজ কথা তিনি পর চিত্তজ্ঞানও লাভ করিতে পারেন, কাহার সাধ্য তাহার নিকট প্রতারণা করে। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানং। কিন্তু পরচিত্ত জ্ঞান চতুর লোকের পক্ষে গুরুতর কথা নহে, যোগী পর শরীরেও প্রবেশ করিতে পারেন সুতরাং পরের ঐশ্বর্য্যভোগ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনা-চ্চিত্তস্য পরশরীর প্রবেশঃ। আর যেখানে থাকুন নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান করিতে পারেন। কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্য শক্তিস্তম্ভে চক্ষুপ্রকাশাসংপ্রযোগেন্তর্ধানং। অতএব যোগির অসাধ্য কিছুই নাই।

"কিন্তু অদ্যাপি সংসারভঙ্গ হয় নাই ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হয় যে পতঞ্জলির এ সকল বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র।

নচেৎ তাঁহার সূত্রজ্ঞান দ্বারা যোগবলের আধিক্য হইলে কোন শাসন থাকিত না। দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিরাকরণ চেষ্টায় কেবল জগদ্বিনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণোক্ত যে দূষণ পাঠ করিয়াছি তাহা অন্যায় নহে। সকলেই বিহিত কর্ম্ম লোপ করিবার যত্ন করিয়াছেন, কর্ম্ম লোপ করিলে আর রহিবে কি? বর্ণাশ্রমে আমার বড় আস্থা নাই তাহা তোমরা জান কিন্তু হিতাহিত কর্ম্মের বিচার না করিয়া একেবারে কর্ম্ম লোপ করিবার উপদেশ করাতে কেবল অসৎকর্ম্মের বৃদ্ধি সম্ভবে। বেদেতেও আমার অধিক শ্রদ্ধা নাই কিন্তু যে মুখে বেদকে ব্রহ্ম বাক্য কহা হইল, তাহাতেই আবার আনুশ্রবিক ক্রিয়া কলাপকে ত্রিতাপ নাশনে অসমর্থ কহাতে কেবল অধর্ম্ম ও স্বৈরিতা বৃদ্ধির সম্ভব। বেদ বিহিত ক্রিয়া যদি পরমার্থের উপায় না হইল তবে বেদ ব্রহ্ম-নিশ্বসিত কহিবার প্রয়োজন কি? আর বৌদ্ধেরদের ন্যায় বেদ নিন্দার বা অবশিষ্ট রহিল কি?

"ফলে দার্শনিক পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্ধ খণ্ডন প্রতিজ্ঞা করিয়া বৌদ্ধ পোষণই করিলেন। বৌদ্ধেরা নিরীশ্বরবাদী কি না তাহা ঝটিতি নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধেরা যদি নিরীশ্বর বাদী হয় তবে এবিষয়ে কপিল ও কণাদ তাহারদের হইতে বড় ন্যূন হইবেন না। কপিল তো স্পষ্ট নিরীশ্বরবাদী আর কণাদও অদৃষ্টকে জগৎসৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন। তুলনেতে সকলেই প্রায় সমান হইলেন। পাষণ্ড যেমন দার্শনিকেরাও তেমনি"।

সত্যকাম এই পর্য্যন্ত পাঠ করিবামাত্র দেখিলেন তর্ক-কাম উপস্থিত। কিঞ্চিৎ বিরাম করিয়া তর্ককামের অভিবাদন করিলেন। তর্ককাম সুখাসীন হইয়া কহিলেন, "ও কি হে, ও তুলৎগুলা কি? আর কাহাকেই বা পাষণ্ড তুল্য করিলা"।

সত্যকাম। "আমার নিবেদন এই যে পাষণ্ড শিক্ষকেরা যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন কপিল এবং কণাদও সেই রূপ সূত্র করিয়াছেন"।

তর্ককাম। "বেদ নিন্দক এবং বেদ পোষক ইহার মধ্যে কি প্রভেদ নাই। উভয়কেই সমান করিলা"।

সত্যকাম। "কপিল ও কণাদের সূত্রেতে যথার্থ বেদ পোষক উক্তি বড় দেখি নাই কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বর বাদ প্রবন্ধে ইহাঁরদিগকে পাষণ্ডগণের সহিত তুলন করিতেছিলাম। এপ্রসঙ্গে বড় প্রভেদ দেখি না"।

তর্ককাম। "আবার দেখ দেখি বৌদ্ধেরা ব্যবহারে কেমন দূষ্য। বৈদিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। কর্ম্ম বর্জ্জিত ম্লেচ্ছ তুল্য হইয়াছে"।

সত্যকাম। "ব্যবহারেরও কথা এখন হয় নাই। ব্যবহারে বৌদ্ধেরা তোমার মতে দূষ্য তাহা আমি জানি। তাহারা বর্ণাশ্রম পালন করে না ভূসুর বর্গেরও প্রাধান্য স্বীকার করে না। এবিষয়ে তাহারদের যে ত্রুটি তাহা তুমি কি শীঘ্র ভুলিতে পার। তাহারা বর্ণাশ্রম পালন করত ভূসুর বর্গের উপাসনা করিলে তুমি তাহারদিগকে আর পাষণ্ড কহিতা না"।

মদীয়া উক্তি। "সে যাহা হউক তুমি কহিয়াছ যে পুরাণ সংহিতাদিতে সাংখ্য শাস্ত্রের বড় মাহাত্ম্য ইহার ভাব কি"।

সত্যকাম। "ইহার ভাব এই পুরাণ সংহিতাদির সৃষ্টি প্রকরণ সাংখ্য মূলক। কপিলের মতে প্রকৃতিই প্রধান কারণ প্রকৃতিই পুরুষের উপকারার্থ অখিল সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকরণে পুরুষের কোন চেষ্টা নাই তিনি অসঙ্গ এবং উদাসীন। ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য কহা যায়। পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর কিন্তু তাহাতেও সৃষ্টি প্রকরণে পুরুষের কোন চেষ্টা উপদিষ্ট হয় নাই। পুরাণ কারকেরা সাংখ্যোপদিষ্ট প্রকৃতি এবং পুরুষের বার্ত্তা গ্রাহ্য করিয়া নিরীশ্বর বাদ শোধন পূর্ব্বক উভয়ের মিলনে জগদুৎপত্তি উপদিষ্ট করিয়াছেন। সাংখ্য পরিকল্পিত পুরুষের নিশ্চেষ্টতা অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি সহ তাঁহার কার্য্য এই শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব তাঁহারদের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েরই কার্য্য ক্ষমতা আছে আর উভয়ের পরস্পর সহকারিতায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য প্রকৃতি উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্ত কারণ। এই উপদেশ আদৌ আধুনিক নৈয়ায়িকেরদের দ্বৈত কারণ বাদ রূপ ছিল, তাহা তত্ত্বতঃ নৈয়ায়িকেরদের মতের বিপরীত ছিল না, কিন্তু রসিক সংহিতাকারেরা শুষ্ক পরমাণুবাদ পরিহার করিয়া প্রকৃতি পুরুষের ভাবে ভাবুক হইয়া সেই ভাবই উত্তরোত্তর প্রকটিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে দেবতা স্থির করিয়া প্রকৃতিকে জগন্মাতা এবং পুরুষকে জগৎপিতা করিলেন। প্রকৃতি উপাদান সুতরাং স্বয়ং

বিক্রিয়মাণা এবং ক্ষেত্ররূপিণী, পুরুষ নিমিত্ত কারণ, সুতরাং উৎপাদক এবং কর্ত্তা, অতএব প্রকৃতিকে স্ত্রীলিঙ্গ বাচিকা এবং পুরুষকে পুংলিঙ্গ বাচক করিয়া উভয়কে জগতের জনকজননী রূপে বর্ণনা করিলেন, যথা জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ। বোধ হয় এই কারণ আদৌ পুং স্ত্রী উভয় প্রকার দেবতার কল্পনা হয়। আর যে যাঁহাকে আদিদেব কহিত, সে তাঁহাকেই পুরুষস্বরূপ এবং তৎপত্নীকে প্রকৃতি স্বরূপ করিতে লাগিল। শৈবেরা মহাদেবকে জগৎকর্ত্তা পুরুষ কহিয়া পার্ব্বতীকে প্রকৃতি রূপে বর্ণন করিল। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে পুরুষ ও লক্ষ্মী অথবা বৃষভানুসুতাকে প্রকৃতি করিল। আর যাহারা এই বিলক্ষণ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয় দেবকেই সমান মান্য করিত তাহারা শিব এবং বিষ্ণুকে ঐক্য করিয়া পুরুষ কহিতে লাগিল এবং তত্তৎ প্রিয়াকে অভেদ জ্ঞানে প্রকৃতি শক্তি ও জগন্মাতা বলিতে লাগিল।

"এই প্রকারে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করাতেই শাক্তেয় ও শৈবেরা অর্দ্ধনারীশ্বরাদির আদিরস ঘটিত কথায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল এবং বৈষ্ণবেরাও যুগল কিশোর মূর্ত্তি বর্ণনায় ভক্তি ভাবে পুলকিত হইতে লাগিল। অতএব দেখ সাংখ্য দর্শন সহকারে লৌকিক মতের কি পর্য্যন্ত ব্যত্যয় হইয়াছে"।

তর্ককাম। "এ সকল কি কথা! কেবল শুষ্ক তর্ক-বোধ হয়। যাহা হউক তোমার রচিত প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত কর। আর কয়টা তুলৎ আছে?"

সত্যকাম পাঠ করিতে লাগিলেন। "জৈমিনি কৃত দর্শনের নাম মীমাংসা, বোধ হয় তিনি ন্যায়াদি পূর্ব্ব দর্শনের গোলযোগ নিবৃত্তি করিবার মানসে স্বীয় সূত্র নিচয় রচনা করেন? ন্যায় এবং সাংখ্যের প্রাদুর্ভাবে ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহাতে বেদ পর্য্যন্ত অনাদরে পড়িবার সম্ভব। শুষ্ক তর্কের সীমা পরিসীমা ছিল না। প্রমাণ প্রমেয় বাদ জল্পাদির বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল, বিজ্ঞানের চর্চ্চার শেষ ছিল না, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় কি হইল? কতিপয় পরিভাষা মাত্র চলিত হইয়াছিল। পরিভাষার তাৎপর্য্য কি? কেবল সত্যান্বেষণ এবং সত্যের পরীক্ষা। কিন্তু ঐ সকল পরিভাষা ও তর্কের উপায় দ্বারা সে তাৎপর্য্য কিছু মাত্র সিদ্ধ হয় নাই। গৌতম সূত্রে সত্য স্থির কি হইল এবং অপবর্গেরই বা কি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার অনুভব করা অসাধ্য। সাংখ্য শাস্ত্র দ্বারাই বা কি নিষ্পত্তি হইল তাহাও দুর্বোধ্য। রোগির চিকিৎসার্থ ঔষধ পরিমাণের তৌল দণ্ড ও পেষণার্থ যন্ত্রাদি আছে কিন্তু ঔষধ কোথায়? চিকিৎসকের ব্যবস্থা কি? কিছুই দেখা যায় না। কেবল অনীশ্বর বাদাদি কালকূট ও বিষমূল নিকটে আছে। কি ঔষধ সেবন করিলে তাপত্রয়ের বিনাশ হইবে তাহার কোন কথাই নাই। এমত অবস্থায় জৈমিনি ঋষি বিবাদ মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কি তাহার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। যথা অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। তাঁহার মতে ধর্ম্মই জিজ্ঞাস্য"।

তর্ককাম। "সত্য বটে, কিন্তু মহর্ষি কণাদও আদৌ ধর্ম্মের লক্ষণ করেন"।

সত্যকাম। "ধর্ম্মের লক্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার সার, ধর্ম্মের আর কোন কাহিনী নাই তবে ষষ্ঠাধ্যায়ে কএকটা ধর্ম্মের কথা আছে তাহাতে এই মাত্র শিক্ষা পাওয়া যায় যে কিম্ভূত বিপ্রবর্গের প্রতি দান ধর্ম্ম বিস্তার করা উচিত, কেমন২ লোকের বিত্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কি পরিমাণে প্রাণ রক্ষার্থে পরহিংসা বিধেয়া। কিন্তু বিশ্বসৃক্ পরমেশ্বরের আরাধনা সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই।"

পরে সত্যকাম লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। "জৈমিনির ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা অতি উত্তম কিন্তু তাহা সুধারায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। যদি মানব প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিয়া যথার্থ যুক্তি পুরঃসর ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক উপদেশ করিতেন, তবে ভারতবর্ষীয় জনগণের যথেষ্ট উপকার সম্ভব হইত। গ্রীক দেশেও ন্যায় সাংখ্যাদির সদৃশ অনেক অলীক মত প্রথমতঃ প্রচার হইয়াছিল। সৃষ্টি প্রকরণে কেহ২ জলকে কেহ বা অগ্নিকে কেহ বা বায়ুকে জগতের আদি কারণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কেহ২ কহিতেন যে পরমাণুর সংযোগে জগদুৎপত্তি হইয়াছিল, অপরে উপদেশ করিতেন যে আদৌ এক প্রকাণ্ড পিণ্ড রাশি ছিল পশ্চাৎ বিয়োগ দ্বারা জগৎ রচনা হয়। এই প্রকার অলীক তর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে অনেক কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, অনন্তর সোক্রাতিস নামা মহা পণ্ডিত ঐ সকল তর্কের অবসান করিয়া মানব প্রকৃতির উপযোগি ধর্ম্ম তত্ত্ব

উপদেশ করাতে মহোপকার সিদ্ধ হইয়াছিল। জৈমিনিও সোক্রাতিসের ন্যায় হিত সাধক হইতে পারিতেন কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ তাঁহার গলগ্রহ হইয়া উঠিল। তন্নিমিত্ত তিনি সোক্রাতিসের ন্যায় বিচারে অক্ষম হইলেন। তাঁহার মতে বেদ বিধি ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের ও সদসদ্বিচারের লক্ষণান্তর নাই। বেদ বিধিও বেদ কর্ত্তার ইচ্ছা বশতঃ হয় নাই। মহর্ষি কপিল তো ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। জৈমিনির সূত্রেও তদ্রূপ অযুক্তি দেখা যায় তিনি স্পষ্ট অনীশ্বরবাদী না হইবেন, কিন্তু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ করিয়া যাঁহার আদেশে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব সম্ভব হয় তাঁহার কোন উল্লেখ করেন নাই। শ্রুত্যুক্তিকে ধর্ম্ম কহেন, কিন্তু বেদ বক্তা কে তাহার উদ্দেশ নাই। বেদ বিধির আড়ম্বর করিয়াছেন কিন্তু বিধির বিধাতা কে তাহার নির্দ্দেশ নাই। তাঁহার সূত্রেতে বক্তা বিনা উক্তি বিধাতা বিনা বিধি এবং শাস্তা বিনা শাস্ত্র এই বিষম উপদেশ মাত্র প্রাপ্তব্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মির প্রকৃতি বিচার দূরে থাকুক জগৎশাস্তার আদেশ বিচারও নাই। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত ধর্ম্মের লক্ষণাভাব। বেদের মাহাত্ম্য করিবার নিমিত্ত সদসদ্বিবেকের তো সদ্য উচ্ছেদ করিয়াছিলেন অপর যাঁহার প্রণয়নে কোন গ্রন্থ শাস্ত্র রূপে মান্য হইতে পারে এমত পরম পুরুষেরও উল্লেখ করেন নাই।

"জৈমিনির মতে বিপ্র বর্গের পক্ষে ধর্ম্মই পরমার্থ। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের নানা অর্থ আছে। ইহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝায় এবং কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত পুণ্য এবং পূর্ব্ব

কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যও বুঝায় এই রূপে কখন২ ধর্ম্ম এবং অদৃষ্ট একার্থ শব্দ হয়। কিন্তু যদিও ধর্ম্ম শব্দে কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্ম বুঝায় বটে তথাপি বেদ বিধি মাত্র ধর্ম্ম কহিলে এই কথা কহা হয় যেন বেদ ঈশ্বরোক্তশাস্ত্র এবং বেদবাক্য বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের বাক্য, কিন্তু জৈমিনি কেবল বেদেরই অপরিমিত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তৎপ্রণেতার কোন কথা কহেন নাই। কেবল বেদকেই নিত্য কহিয়াছেন তৎকর্ত্তা কোন নিত্য পরমপুরুষের নামও করেন নাই। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাঁহার সূত্রেতে কোন উপদেশ নাই তন্নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয় কপিল কহিলেও হয়। পদ্মপুরাণেতে তাঁহাকে স্পষ্ট অনীশ্বরবাদী কহিয়াছেন এবং বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণীতে মীমাংসক নাস্তিক তুল্য বর্ণিত আছে যথা মীমাংসকের উক্তি

দেবো ন কশ্চিদ্ভুবনস্য কর্ত্তা ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপি চ কশ্চিদাস্তে। কর্ম্মানুরূপাণি শুভাশুভানি প্রাপ্নোতি সর্ব্বো হি জনঃ ফলানি॥ বেদস্য কর্ত্তা নচ কশ্চিদাস্তে নিত্যাহি শব্দা রচনাহি নিত্যা। প্রামাণ্যমস্মিন্ স্বতএব সিদ্ধমনাদিসিদ্ধেঃ পরতঃ কথং তত্॥ আদ্যন্তশূন্যেত্র জগৎ প্রবাহে ক্রিয়া ভবেৎ কর্ম্মত এব সর্ব্বা। কর্ম্মাপি পুংসাং ভবতি ক্রিয়াতো বীজাঙ্কুরন্যায় তয়া ন দোষঃ॥ যাগাদিকার্য্যাহুতিভাগভাজো মন্ত্রাত্মকা দেবগণা নিরুক্তাঃ। বৃক্ষাদয়ঃ কর্ম্মবশেন ভোগং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেপি চরাচরস্থ॥

"এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে জগৎ কর্ত্তা কিম্বা পাতা কোন দেবতা নাই। লোকে স্ব২ কর্ম্মানুযায়ি ফল ভোগ করে। বেদের কোন কর্ত্তা নাই কেননা শব্দও নিত্য রচনাও নিত্য। জগৎ প্রবাহ আদ্যন্ত শূন্য, কর্ম্ম ও বীজাঙ্কুরবৎ ক্রিয়া হইতেই হয়। প্রাভাকর নামে বিখ্যাত

জৈমিনির শিষ্য বর্গ স্পষ্টতঃ এই প্রকার অনীশ্বরবাদ তর্ক করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য তো কখন কাহার বিষয়ে অযথার্থ বর্ণনা করেন নাই তিনিও জৈমিনির মত নিম্ন লিখিত শব্দেতে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে এক প্রকার নিরীশ্বরবাদীই ধার্য্য করিয়াছেন যথা

শ্রুতিশ্চেত্ প্রমাণং যথায়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। * * ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নং অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্র কার্য্যানুপপত্তেঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাদনুষ্ঠানবৈযর্থাপত্তেশ্চ তস্মাদ্ধর্মাদেব ফলং।

"জৈমিনির পক্ষে এই রূপ নিরীশ্বরবাদ বিপুল অসঙ্গত বোধ হয় কেননা তিনি অন্য সকল পদার্থকে হেয় করিয়া বেদ এবং ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বরের অভাবে শাস্ত্রই বা কি রূপে সম্ভবে আর ধর্ম্মই বা কি রূপে প্রবল হয়।

"সুতরাং মীমাংসা দর্শনে কিছুরই মীমাংসা হইল না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু তার্কিক পণ্ডিত কি কেবল শব্দের নিত্যত্ব শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে? এমত অবস্থায় জৈমিনির গুরু ব্যাস আর এক মীমাংসা দর্শন করিলেন অর্থাৎ উত্তর মীমাংসা, ইহার নামান্তর বেদান্ত, ইহাতে জীবব্রহ্মের ঐক্য ঔপনিষদ উপদেশ উপদিষ্ট হইল আর ইহাকেই লোকে অদ্বৈতবাদ কহে। পূর্ব্ব মীমাংসাতে ঈশ্বরবাদ ছিল না অন্যান্য দর্শনকারেরদেরও এবিষয়ে ত্রুটি ছিল অতএব উত্তর মীমাংসাকর ব্যাস আদৌ বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মের লক্ষণ করিলেন যথা অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জন্মাদ্যস্য যতঃ। তাঁহার দর্শনকে ব্রহ্ম প্রধান কহিতে হইবেক। কিন্তু যদিও তিনি

ব্রহ্ম প্রধান দর্শন রচনা করিয়াছিলেন তথাপি ব্রহ্ম এবং জগতের অভেদ উপদেশ করাতে তাঁহার সূত্রকে ঈশ্বরবাদ বলিলেও হয় অনীশ্বরবাদ বলিলেও হয়। তাঁহার মতে ব্রহ্মই এক বস্তু যাহা জগৎরূপে ব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ বটেন কিন্তু তিনিই আবার উপাদান কারণ, হারেতে ও সুবর্ণেতে যে সম্বন্ধ জগতে ও তাঁহাতেও সেই সম্বন্ধ। জগৎ ব্রহ্ম একই, সুতরাং পূর্ব্ব মীমাংসাতে যেমন ঈশ্বরের অভাবে ধর্ম্মের অসম্ভব উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি শাস্য শাসকের অভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ বিবেক অসম্ভব। সকলি যদি ব্রহ্ম তবে কে কাহার আরাধনা কিম্বা শাসন করিবে ফলেও উপনিষদে স্পষ্টই উক্ত আছে যে সকল এক হওয়াতে কেহ কাহার আরাধ্য হইতে পারে না।

“উত্তর মীমাংসার বিস্তার বিবরণ পরে হইবে এক্ষণে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা দর্শয়িতব্য। সাম্য এই যে উভয়েই শ্রুতিমূলক, উভয়েতেই বেদার্থ প্রতিপাদন আছে, উভয়েতেই শ্রুতি বিরোধি তর্ক হেয় হইয়াছে। এই মাত্র সাম্য। বৈষম্য এই যে জৈমিনির মতে বেদ ক্রিয়াপর, যথা আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাং। ব্যাসের মতে বেদ জ্ঞানপর, ব্রহ্মাবগতিই শ্রুতির তাৎপর্য্য। তন্নিমিত্ত বেদ বচনের স্পষ্টার্থ গ্রহণ করিলেই জৈমিনির তৃপ্তি হইত কিন্তু ব্যাসের হইত না। ব্যাসের যত্ন এই যে বেদের গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ বচনের সমন্বয় করেন। জৈমিনি বৈদিক অক্ষরের উপরে ভাসমান অর্থ পাইয়াই ক্ষান্ত

হইতেন, ব্যাস বেদ নিধির তলস্পর্শ না করিয়া চেষ্টাবসান করিতেন না। তাঁহার বোধে অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় বেদানুগমন করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না তর্ক সংযোগে অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হয়। তাঁহার মতে কেবল শ্রুতিই প্রমাণ এমত নহে কিন্তু অনুমানও প্রমাণ হয়। এই হেতুক বেদার্থ প্রতিপাদনে তিনি বিপুল স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য এপক্ষে যে সূক্ষ্ম হেতুবাদ করিয়াছেন তাহাতেই পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসার বৈষম্য স্পষ্ট বুঝা যায় যথা।

ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথা সম্ভবমিহ প্রমাণং অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য কর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুংশক্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম যথা অশ্বেন গচ্ছতি পদ্ভ্যামন্যথা বা ন গচ্ছতীতি তথা অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি নতু বস্ত্বেবং নৈবমস্তিনাস্তীতি বা বিকল্পতে এবম্ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্।

“অর্থাৎ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাতে কেবল শ্রুতিই প্রমাণ নহে কিন্তু অনুভবাদিও যথা সম্ভব প্রমাণ কেননা অনুভবেতেই ব্রহ্ম জ্ঞানের অবসান হয় এবং তাহা ভূত বস্তু, বিধির কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুভবের অপেক্ষা নাই শ্রুত্যাদিই তাহার প্রমাণ কেননা ক্রিয়া পুরুষাধীন। লৌকিক কর্ম্ম কি বৈদিক কর্ম্মই হউক, তাহা করা যায়, না করাও যায়, অন্যথা করাও যায়, যেমন অশ্বেতেও গমন হয়, পদব্রজেও হয়, এবং অন্যথাও হয়, না গেলেও হয়, তেমনি অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না

উদয়ে হোম করিবে অনুদয়ে হোম করিবে, যখন যেমন বিধি তখন তেমনি করা যায়। কিন্তু বস্তু জ্ঞান এমন বিপরীত হইতে পারে না কেননা এমত এবং এমত নয় এপ্রকার কহা যায় না, আছে এবং নাই এমত বিকল্প হয় না, কেননা বস্তু বিষয়ের প্রামাণ্য বস্তু তন্ত্র।

"ব্যাসোপদিষ্ট মত আদৌ. উপনিষদে উক্ত ছিল তাহার তাৎপর্য্য সকলই ব্রহ্ম, জগৎব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম, কর্ত্তা এবং ক্রিয়াতে অভেদ। এই মত দুই প্রকারে উপদিষ্ট, পরিণাম বাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ এই পরিণাম বাদ, জগৎরূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত হয়েন যেমন বিম্বরূপে জলেতে চন্দ্রের ব্যাবৃত্তি এই বিবর্ত্তবাদ। সুতরাং বিবর্ত্তবাদেতে জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় এনিমিত্ত বিবর্ত্তবাদিরা জগৎকে অবিদ্যাকৃত মায়া মাত্র অথবা জল চন্দ্রবৎ প্রতি-বিম্ব মাত্র কহেন। পদ্ম পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাতে এই দুই মতেরই সমান দূষণ আছে। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ এই পরিণাম বাদ বিশ্বনাশনের কারণ উপদিষ্ট, এবং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

বেদান্ত মত ফলত প্রবল হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক অথবা সদসৎশাসন থাকে না, বেদান্তেতে স্পষ্ট উপ-দিষ্ট আছে যে ঐ প্রকার বিবেক অজ্ঞান অমূলক, জীব ব্রহ্ম এক হওয়াতে কে কাহার অধীন বা ঋণী হইতে পারে, অধীন না হইলেই বা শাসন কিরূপে হয়, এবং ঋণাভাবেই বা দাতব্য কর্ত্তব্য কি হইতে পারে, কে কাহার অভিবাদন করিবে কে কাহাকে মানিবে। শঙ্করাচার্য্য গৌরব

পূর্ব্বক কহেন দেখ এস্থলে কর্ম্মের গন্ধও নাই 'তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়াগন্ধমাত্রস্যাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে'।

" ষড়দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর অধিকন্তু বক্তব্য এই যে প্রাচীন পণ্ডিতেরা জগতের উপাদান কারণের মার্গণেই এবম্ভূত অসংলগ্ন মতের গোল চক্রে পড়িয়াছিলেন। মানবীয় কার্য্য উপাদান ব্যতীত হয় না বটে, সুবর্ণ না পাইলে স্বর্ণকার চন্দ্রহার করিতে পারে না এবং কাষ্ঠের অভাবে তক্ষকের কার্য্যও হয় না কিন্তু জগৎ সৃষ্টি তক্ষক অথবা স্বর্ণকারের কার্য্যের ন্যায় নহে। ইহা পরমেশ্বরের কার্য্য, তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অচিন্ত্য কৌশল, তাঁহার ইচ্ছায় উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি হইবার অসম্ভাবনা কি? কিন্তু প্রাচীনেরা বিপরীত ভাবিয়া নিত্য উপাদানের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। ঔপনিষদ মতে পরমাত্মাই জগতের উপাদান কারণ। ন্যায় এবং সাংখ্য সূত্রে এই ঔপনিষদ মতের দূষণ আছে ঐ সূত্রকারেরা কহেন শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা কিরূপে অশুদ্ধ জড় পদার্থের উপাদান হইবেন সুতরাং নৈয়ায়িকেরা পরমাণুর কল্পনা করিলেন এবং সাংখ্যেরা অচেতন প্রকৃতির কথা আনিলেন, আর ইহাঁরা স্ব২ কল্পিত অচেতন উপাদান স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করিলেন না কাঁহার কৌশলে এই অচিন্ত্য রচনা নিয়ম বদ্ধ হইল সে বিষয়ের চর্চ্চা করিলেন না। তন্নিমিত্ত বেদান্ত দর্শনে ন্যায় এবং সাংখ্যের দূষণ দেখা যায়। কোন জড় পদার্থ কি স্বতঃ এমত নিয়মিত রচনা করিতে পারে?

"বেদান্ত সূত্র কার এই রূপে ন্যায় ও সাংখ্যের দূষণ পূর্ব্বক উপনিষদের অদ্বৈত বাদ পুনশ্চ প্রতিপন্ন করত ব্রহ্মকেই লূতাতন্তু বৎ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ করিলেন। ন্যায় এবং সাংখ্যের তর্ক এই যে শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা অশুদ্ধ জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারে না। বেদান্তের উত্তর এই যে অচেতন জড় পদার্থ স্বতঃ নিয়ম বদ্ধ রচনার কারক হইতে পারে না। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে সকলেই পর পক্ষ দূষণে বিলক্ষণ পটু ছিলেন কিন্তু আত্ম মত কেহই যথার্থ রূপে উপপন্ন করিতে পারেন নাই স্বমত স্থাপন তর্কে সকলেরই দোষ আছে অথচ বিপক্ষ খণ্ডন তর্কে দোষ মাত্র নাই। এই তর্ক যুদ্ধের ফলে পরে নব্যেরা সকল দর্শনেরই কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় করিয়াছেন নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষের মিলনে জগদুৎপত্তির বার্ত্তা লিখিয়াছেন এবং বেদান্তিরা মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া জগৎকে প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অলং বিস্তরেণ"।

সত্যকামের প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে তর্ককাম কহিলেন এখন যে বেলা হইয়াছে অধিক কহিবার সময় নাই কিন্তু তুমি যাহা পাঠ করিলা তাহাতে অনেক অলীক কথা আছে।

সত্যকাম। "হবে, আশ্চর্য্য কি? আমি সামান্য মানব মাত্র। বোধ করি চন্দ্র গ্রহণ বশত তোমার আসিতে বেলা হইয়াছে"।

তর্ককাম। "সেই নিমিত্তই বেলা হইয়াছে বটে। তোমার তুলৎ কয় খান আমাকে দিতে পার। আমি উত্তম রূপে দৃষ্টি করিয়া পরে তোমাকে ইহার দোষ দেখাইয়া দিব। সুরগুরু বাসরে তোমার অবকাশ হইবে? আমি আগমিককে সঙ্গে লইয়া আসিব"।

সত্যকাম তথাস্তু বলিয়া লিখিত প্রবন্ধ তর্ককামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইতি

ষড্ দর্শন সংবাদ।

১ম সংবাদ।

কশ্চিদ্ বঙ্গদেশীয় ভূসুর বারাণসী নগরস্থ জনৈক ভূসুরকে পত্র লিখিতেছেন।

কলিযুগের কাণ্ড দেখিয়া আপনার যে বিস্ময়ের শেষ নাই! সেপাহী মহা পুরুষদিগের ব্যাপার দর্শনে এমত বিস্ময় নিতান্ত অমূলক নহে বটে। অপর, কলির অবসানে সত্য-যুগের পুনরাবৃত্তি, এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে রাজ বিদ্রোহিদের খণ্ড প্রলয়ের পরেই মহা প্রলয় হইবে কিন্তু সে খণ্ড প্রলয় তো এখন সমাপ্ত হইয়াছে তথাচ মহা-প্রলয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

সত্যযুগের পুনরাবৃত্তি আর কি? বোধ হয় ক্রমশঃ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ মতের উন্নতিদ্বারাই তাহার ভবিতব্যতা। যুগান্তে কমলাসন নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন এই প্রবাদ চলিত আছে বটে, তাহার তাৎপর্য্য যে তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তারেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

তুমি লিখিয়াছ যে বারাণসীধামস্থ শাস্ত্রিরা এক্ষণে যে প্রকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা তাহা দেখিলে অবাক্ হইতেন। অতএব এই এক কালের লক্ষণ জানিবা। কিন্তু কেবল ভোলানাথের রাজনগরীতেই এতাবৎ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা নহে বঙ্গভূমির মধ্যেও আমি তাহা দেখিয়াছি।

সেপাহীদিগের খণ্ড প্রলয়ে আমি তো ত্রাহি২ করিয়া বারাণসীধাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। পৌরাণিকেরা বলেন কাশি-ধামের মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চকে বিসর্জন পূর্ব্বক অপর পঞ্চত্ব লাভেই অমৃতত্ব লাভ, "স্যুরমৃতং যস্যাং মৃতা জন্তবঃ" কিন্তু আমার তেমন অমৃত ভোগের বড় স্বাদ ছিল না সুতরাং গোপনেই পটল তুলিয়াছিলাম। পরে মহাবিপদে পড়িয়া সাক্ষাৎ কাল-ভৈরব যোধাদিগের হস্তে বারম্বার পতিত প্রায় হইয়াছিলাম। অনন্তর পাণ্ডু তনয়গণের ন্যায় কিয়ৎকাল অজ্ঞাত প্রবাস পূর্ব্বক পাণ্ডুবর্ণাস্য হইয়া অবশেষে জগৎপাতার কৃপায় প্রাণে২ স্বদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। বহুকাল প্রবাসে থাকায় আমি জন্মভূমিতেও প্রবাসীবৎ হইয়াছি। নগরের মধ্যে বাসা করিয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল সত্যকামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি শুনিয়া থাকি-বেন তাঁহার সহিত আমার বালসখিতা ছিল। এক দিবস দিবা-করের উদয়াচলাবলম্বনের অব্যবহিত পরে মান্দ্য ও শৈত্য প্রযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বহন হওয়াতে আমি গ্রাম পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম রাজমার্গের পার্শ্বে একটী অট্টালিকার দ্বারে সত্যকাম দণ্ডায়মান আছেন। উহাঁর

মতান্তরের কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মহর্ষিগণের নামে উহাঁর আর শ্রদ্ধা নাই এবং বেদবিদ্যার বিনয় বচনেও আস্থা নাই। উহাঁর উক্তি শুনিবা? বলেন কি—"বেদবিদ্যার আবার বিনয়? হৈতুক শাস্ত্রের তীক্ষ্ণধার খড়্গের চোটে পড়িতে চাহেন না। আচ্ছা, নিজ গর্ব্ব খর্ব্ব করুন, জগৎ শাসনের অভিমান পরিহার করুন, তবে কিছু বলিব না, বিপক্ষ শরণাগত হইলেই শস্ত্রকে কোষ গত করিয়া অভয় প্রদান করিতে হয়। স্পর্দ্ধা ও অভিমান সত্ত্বে শরণ চাহিলে সে তো বিনয় বচন নহে, সে গর্ব্বোক্তি। তবে বেদকে কি প্রকারে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে?"

পশ্চিমে তো কালভৈরব তিলঙ্গেরা শস্ত্র চালনা করিতেছেন, আমরা মৎস্যাহারী বাঙ্গালী, শস্ত্র চালনা ক্ষম নাহি, অতএব শাস্ত্র চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলে শস্ত্রচালনায় সেপাহী মহাশয়েরা যেমন চিরপরিপালক রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষা করেন নাই অস্মদীয় শাস্ত্রিরাও তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রের বড় সাপেক্ষ হয়েন নাই। সেপাহীদিগের ব্যাপার তো আপনকার অগোচর নহে, স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন, তবে কোবিদ্‌বর্গের কিঞ্চিৎ কীর্ত্তি কহি, শ্রবণ করুন।

সত্যকামের সহিত এক দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। দ্বারের সম্মুখে কালের গতি প্রসঙ্গে রাজপথেতেই কথোপকথন হইতেছিল। ইতিমধ্যে প্রৌঢ়াবস্থ দুই ব্যক্তিকে সত্যকামের গৃহাভিমুখে আসিতে দেখিলাম। যজ্ঞপবীত দর্শনের পর্ব্বেই অবয়ব নিরীক্ষণে আমার অনুমান হইয়াছিল যে তাঁহারা অবশ্য ভূসুর হইবেন। আহার্য্য শোভা কিছুই

ছিল না। প্রায় অযোধ্যার গোপাল বর্গ তুল্য,১ তবে কি উক্ত মহীসুরেরা অহরহ প্রাতঃ স্নান পূর্ব্বক গাত্র মার্জ্জনাদি অঙ্গ সংস্কার করিতেন, আপনকারদের কৌপ্নিনধারী গোপাল বৃন্দের রুক্ষ শরীরে সে প্রকার সংস্ক্রিয়া কথন দেখি নাই।

উক্ত আছে আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং জ্ঞায়তেন্তর্গতং মনঃ। এবচন প্রমাণ ঐ দ্বিজদ্বয়ের মধ্যে এক জনের আকার ইঙ্গিতাদিতে বোধ হইল অতীব সরল চিত্ত, কিন্তু অপর জনের নেত্র বক্ত্র বিকারে কেমন২ লাগিল।

দ্বিজদ্বয় দূর হইতে নেত্র পথের অতিথি হইবামাত্র সত্যকাম চক্ষুস্থির করিয়া নৈমিষারণ্যবাসির ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন, ক্ষণিক এমনি সমাহিত হইলেন যে মদীয় বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে যেন পথ পাইল না, পরে মহীসুরেরা নিকটস্থ হইলে কহিলেন, "নমস্কার আগমিক! নমস্কার তর্ককাম! অহো অদ্য কেমন সুপ্রভাত! এতকাল অদর্শনের পর এক কালে যুগল মূর্ত্তি দর্শন পাইলাম, তৃষ্ণাতুর চকোরের উপর যেন হিমাংশুপাত।"

এই উক্তির সমকালীন করপল্লবদ্বারা বিপ্রবর দ্বয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে সংঙ্কেত করিয়া একত্র অন্তরে গমন করিলেন। তাঁহারদের অভিবাদনে অন্যমনস্ক হইয়া আমি যে দ্বারে উপস্থিত ছিলাম তাহা ক্ষণিক বিস্মরণ পূর্ব্বক আমাকে ফেলিয়া একেবারে গৃহের মধ্যে গেলেন। আমিও কৌতূহল প্রযুক্ত পশ্চাৎ২ ভিতরে যাইলাম তখন বুঝিলাম যে

১ আহার্য্যশোভারহিতৈরমায়ৈরৈক্ষিষ্ট পুংভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্।

উহাঁরা নব বন্ধু নহেন, প্রাচীন মিত্র। যাইতে২ আগমিক সৌহার্দ্দপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাল, সত্যকাম, আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, এখনও তুমি চন্দ্রচকোরের কথা ভুল নাই। আমিও তোমাকে দেখিয়া অতীব সুখী হইলাম ফলে গুরু-কুলে সহাধ্যায়িগণকে দেখিবামাত্র বাল্য কালের বার্ত্তা স্মরণে আনন্দ সলিলে হৃদয় নিমগ্ন হয়।"

আগমিকের বাক্যে আমি নিশ্চয় অনুভব করিলাম যে উহাঁরদেরও পরস্পর বালসখিতা ছিল। বিদ্যার্থি অবস্থায় সহা-ধ্যায়ীছিলেন সত্যকামের মতান্তর হওয়াতে বিমনা হইয়া-ছিলেন বটে তথাপি হৃদ্যতায় ত্রুটি ছিল না। আগমিক স্বভাবতঃ প্রসন্নচিত্ত কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ম্লান বদন হইয়া কহিলেন, "সত্যকাম, সকলি ভাল, তবে বলিব কি, একটী বিষয়ে আমার মহা খেদ, তোমাকে মনে করিলেই যেন হৃৎপিণ্ডে বিষাদ শঙ্কু নিখাত হয়। যদি বল কেন? ভাই, মনে কর, গুরুকুলে বাস করিয়া আমরা কেমন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহা আচার্য্যেরও কি পর্য্যন্ত শিষ্যবাৎসল্য! কেমন আনন্দ চিত্তে কহিতেন, সত্যকামের যেন দৈব বিদ্যা, শীঘ্রই সমীচীনা ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। এই বলিয়া ভাবিতেন যে তোমার দ্বারা তাঁহার নাম রক্ষা হইবে। এখন কি পরিতাপ, তুমি সে সমস্ত আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়া ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাশ্রিত হইলা। ভাবিয়া দেখ বংশধর পুত্রের মুখ সন্দর্শনে পিতার ঋণোদ্ধার প্রযুক্ত কেমন হর্ষ প্রাপ্তি হয়, কেননা এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রীতি শ্রুতেঃ কিন্তু অস্মদীয় আচার্য্য মহাশয় বেদাদি

শাস্ত্রানুশীলনে আমাদের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া চির নিঃসন্তানের সন্তান লাভাপেক্ষাও অধিক সন্তোষ লাভ করিতেন। জান না কি, ভাই, তাঁহার কেমন পরহিতৈষা ও বিদ্যানুরাগ ছিল। মনে নাই, কি বলিতেন, বিপ্রবৃন্দের উপর স্বভাবতঃ যে ঋণত্রয়ের ভার ২ আছে আচার্য্যগণের তদতিরিক্ত এক চতুর্থ ঋণ আছে। ঋষি দেব পিতৃ বর্গের প্রতি যেমন ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ ও প্রজা বিষয়ে ঋণ, তদ্রূপ উত্তর কালীন জনিষ্যমাণ পুরুষদিগের প্রতিও আপনাকে শিষ্যকরণ বিষয়ে ঋণী জ্ঞান করিতেন। ব্রহ্মনিঃশ্বসিতা সত্যগর্ভা বেদবাণী আপনি কণ্ঠস্থা করিয়াছিলেন এবং অগণিত মুমুক্ষু মুনিবর সংসার সাগর তিতীর্ষু ও জাতি জরা মরণ হইতে মুক্তি প্রেপ্সু হইয়া আগম নিগমের যে রহস্য সদা প্রণিধান করিতেন আমারদের আচার্য্য তাহা বিদ্যা প্রভাবে হস্তামলক তুল্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সুতরাং উত্তরকালীন পুরুষবর্গের হিত কামনায় মনের মধ্যে ভাবিতেন স্বোপার্জ্জিত বিদ্যানিধি ন্যস্তধন রূপে সচ্ছাত্রেতে অপণ করা উচিত তাহাতে উহাদের দ্বারা উত্তরকালীন অসংখ্য বিদ্যার্থি পুরুষ জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারিবেক সুতরাং আর বেদলোপের আশঙ্কা থাকিবেক না এবং ভগবানকেও বেদোদ্ধারের নিমিত্ত পুনশ্চ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক অবতরণ করিতে হইবে না। এই ভাবিয়া আচার্য্য মহাশয় স্বকীয় ছাত্রগণের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পুলকিত হইতেন। মনে করিতেন ইহারদেরদ্বারা আমার ঋণোদ্ধার হইবে, ইহারা

২ তথাচ শ্রুত্যুক্তি “জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋ ণৈ ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।

আমার উপদেশে কৃতবিদ্য হইয়া ব্রহ্মার চতুর্মুখ নির্গত ঋগ্‌যজুষাদির আদ্যোৎপত্তি অবধি চলিত সংসার জ্বালা নিবারণের মহৌষধী অগণ্য লোককে বিতরণ করিবে। আচার্য্যের চিত্ত ক্ষেত্রে এইরূপ আশালতা জন্মিয়াছিল। আহা তুমি তাহা নিতান্ত নির্ম্মূল করিলে হে! তাঁহার পরিশ্রমের কি এই ফল যে তুমি তাঁহার ছাত্র হইয়া বেদ নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলা এবং ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া ভগবান বাসুদেবের স্বকীয় বচন প্রমাণ যাহা তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ তাহা পরিহার পূর্ব্বক যাহা ভয়াবহ তাহাই গ্রাহ্য করিলা। তুমি আচার্য্যের নামে এমত কলঙ্ক স্পর্শ করাইবা ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। তৎকালে কে ভাবিতে পারিত যে আচার্য্য মহাশয় তোমাকে উপদেশ করিয়া শরণ প্রার্থিনী বেদ বিদ্যাকে শত্রুহস্তগতা করিলেন। রাধা মাধব! তুমি কি করিলে হে, ভাই! বলিতে কি বেদতস্কর দুরাচার যবন ফৌজি জলধি মথিত সুধাচোর দানবোপম হইলেও তোমার ন্যায় অত্যাচারী হয় নাই। কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করিলেই বা কি হইবে? অদৃষ্টের খণ্ডন কখনই হইতে পারে না, অদৃষ্টেরই দোষ, দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং ন চ দৈবাৎ পরং বলং"।

এই পর্য্যন্ত বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর আগমিক তো বিমনা হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হইবা মাত্র তাঁহার

৩ যথা। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

৪ যথা শ্রুত্যুক্তি। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি ত্বং মাং পালয় অনর্হতে মানিনে নৈব মাদা গোপায় মাং শ্রেয়সী তেহমস্মি।

সহচর বিপ্রবর সাম বর্জ্জিত তর্জ্জন বাক্যদ্বারা কহিতে লাগিলেন, "বটে ২, অদৃষ্টেরই দোষ, তবে অদৃষ্ট শব্দে বুঝি স্বৈরাভিমান বুঝায়। বলিতে কি ইহাঁর এমনি বিষম অভিপ্রায় সাধারণ সামাজিক ব্যবহার না ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না"।

সত্যকাম আগমিকের আক্ষেপোক্তিতে সাতিশয় অবহিতচিত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তর্ককামের শ্লেষোক্তি শুনিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আগমিক, তুমি মদীয় পরম সুহৃৎ, কিন্তু আমার মত ও ব্যবহারের রহস্য অবগত নহ, তন্নিমিত্ত এমত আক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার সৌহার্দ্দই প্রকাশ হইল। আমি অচিরাৎ স্বীয় মত বিস্তার পূর্ব্বক তোমার উৎকণ্ঠা দূর করিব। কিন্তু কি চমৎকার, তর্ককাম ভায়া আমার বিষম অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ করিয়া আমাকে স্বৈরাভিমানী ও সামাজিক ব্যবহার ত্যাগী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কবিবর কালিদাস এমত তিরস্কার করিলে চমৎকার হইত না কেননা কালিদাস তর্ক বিচারাদিতে কখন নিজ চিত্তকে ক্লেশ দেন নাই জ্ঞানকাণ্ডের চক্রে কখন ফিরেন নাই চলিত ব্যবহারই উত্তম জানিতেন তন্নিমিত্ত সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যারাজ ও তৎপ্রজাবৃন্দের গুণকীর্ত্তন করত কহিয়াছিলেন যে তাহারা কখন চলিত ব্যবহারের বর্ত্ম রেখা পরিমাণেও ব্যতিক্রমণ করে নাই, যথা "রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরং ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।" কিন্তু তর্ককাম জ্ঞানী, তথ্যাতথ্য বিচারে নিপুণ, ইনি যে লৌকিক ব্যবহার ব্যতিক্রমণের দোষ

ধরিয়া অনুযোগ করিলেন ইহা চমৎকারের বিষয় বটে। যিনি আপনি লৌকিক মতকে নভস্তলের নীলত্ববৎ অলীক বোধে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক পণ্ডিতগণকে গড্ডালিকার প্রবাহ কহিয়া অপর জনের জ্ঞানাতীত উৎকট বচনের অহরহ মার্গণ করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অন্য কাহাকে স্বৈরাভিমান ও বিষমাশয় দোষে দূষিত করা সঙ্গত হয় না। উৎকট বচন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শ্রুত কণ্ডূয়ন নিবারণ না করিলে আচার্য্যবর আপনি সন্তৃপ্ত হয়েন না, ইহাঁর মতে সাধারণ জনগণের বুদ্ধি ব্যতিক্রমণ না করিলে কিছুই পণ্ডিত গ্রাহ্য হয় না। চতুর্ব্বেদের শিক্ষাতেও পরমপুরুষার্থ প্রাপ্য নহে। গ্রামস্থ সকল লোকেই জানে ইনি কেমন উৎসুকতা পূর্ব্বক বেদের অপকর্ষ প্রতিপাদক কাপিল সূত্র এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাশ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা 'নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদপুরুষার্থং। ' দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত '। (কাপিল সূত্র ১। ৮৩, কারিকা ২)

ইহাঁর মতে মানব মণ্ডলীর উৎকর্ষ ও পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি সাধারণ জনগণের ব্যবহার্য্য উপায় দ্বারা সম্ভবে না কিন্তু যে সাধন অধিকাংশ মহীসুরবর্গেরও অসাধ্য যাহা চতুর্ব্বেদের বিধি পালন দ্বারা সম্পাদ্য নহে কেবল বেদাতীত জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য, যাহা মধুচ্ছন্দ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের অগোচর ছিল অথচ পরে গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাই নিঃশ্রেয়সের উপায়। প্রাচীন নিয়মের এমত অনপেক্ষ আচার্য্যের

বিচারে বিষমাশয় বলিয়া দূষিত হওয়াই অত্যন্ত বিষম” ।

তর্ককাম স্বীয় ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে এই রূপ অনুযুক্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মনে করিলেন যে এবম্ভূত বাদানুবাদ পরিহার করাই ভাল কিন্তু মৌনাবলম্বন করিলে লোকে ভাবিবেক যে নিরুত্তর হইলেন তন্নিমিত্ত অগত্যা নিম্ন লিখিত প্রত্যুক্তি করিলেন ।

“সত্যকাম ভায়া কেবল দোষ গ্রহণেই নিপুণ, ছিদ্র অনুসন্ধানে বিলক্ষণ পটু। স্বধর্ম্ম ব্যতিক্রমণ না করিয়া পরমার্থ তত্ত্ব বিচারে কি দোষ? অপর জনগণের বোধাতীত তত্ত্ববিবেক জন্য আমি তোমাকে দূষিত করি নাই। পণ্ডিতের মনোবৃত্তি অবশ্য অপণ্ডিতের বুদ্ধি অতিক্রমণ করিবেক। মানস ব্যাপার দ্বারা বৈদিক শিক্ষাপথের ব্যত্যয় দোষও তোমাতে আরোপ করি নাই কেননা বৈদিক বচন-বহির্ভূত বিচার অসম্ভব নহে। চিত্তবৃত্তিতে বেদ ব্যতিক্রমণ করিয়াছ বলিয়া তোমার অপবাদ করি নাই আমি কেবল তোমার ব্যবহার দোষ ধর্ত্তব্য করিয়াছি। তুমি ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়াছ, ম্লেচ্ছসঙ্গে থাক, আর্য্য অনার্য্য শুদ্ধাশুদ্ধের প্রভেদ কর না, প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজাত বর্ণকে অধমাঙ্গ জাত বর্ণের তুল্য করিয়া থাক। এ কি সামান্য দোষ? দেখ বহুকালাবধি যবন ম্লেচ্ছরাজের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত একেই তো আমারদের জাতীয় শাসনের ব্যত্যয় হইয়াছে। হীন জাতির আস্পর্দ্ধার শেষ নাই আর মহীসুর বর্ণ যেন বিবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার তোমার মত প্রবল হইলে নিয়ম

শৃঙ্খলার যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও বিলয় পাইবে। জাতীয় বিশৃঙ্খলা ও বিজাতীয় রাজপ্রাবল্য প্রযুক্ত আমারদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। রাজ্যের যাদৃশী দশা জাতিকুলেরও তাদৃশী হইবে। জঘন্য শূদ্র ও অখণ্ড্য অভিশাপে পতিত ম্লেচ্ছগণ ভূসুর বর্গের তুল্য হইতে অভিমান করিবে ও নির্লজ্জ হইয়া উত্তমাধম ভেদজ্ঞান বিরহে আমারদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটনেরও প্রসঙ্গ করিবে। অসূর্য্যম্পশ্য দ্বিজ কন্যারা ম্লেচ্ছনয়নের দৃষ্টিপথের অতিথি হইবে সুতরাং কুল ধর্ম্ম ও কুল মর্য্যাদা নাশের যে দারুণ ফল গুড়াকেশ কুন্তীনন্দন হৃষীকেশ দেবকীসুতের সম্মুখে আক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন[১] তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলে দেশ ব্যাপ্ত হইবে।"

তর্ককামের এই উক্তিতে ঘোরতর বাদানুবাদের উপক্রম হইল। দার্শনিক মত ও আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে তর্ক হইতে লাগিল আর যদিও তার্কিকেরদের সৌজন্যে ত্রুটি ছিল না তথাপি উভয়েই স্বমত রক্ষায় বিলক্ষণ তৎপর হইলেন।

সত্যকামের উক্তি। "কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ভাই আমি বুঝাইয়া দিব যে আমার মত কিম্বা ব্যবহারে দেশের কোন প্রকার অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তুমি যে মানসিক ব্যাপার দ্বারা যথেচ্ছ বিচারকে অদোষ কহিয়া আমার ব্যবহার দূষণীয় করিলা ইহা অল্প চমৎকারের কথা নহে। তোমার মতে নিয়ম সেবাদি ক্রিয়াকাণ্ড পরম পুরুষার্থ

---

১ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ধর্ম্মে নষ্টে কুলংকৃৎস্নমধর্ম্মোভিভবত্যুত। অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদূষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

সাধনের রাহিত্য প্রযুক্ত অতি তুচ্ছনীয়, সে সকল কেবল অপণ্ডিত জাল্মগণের আদরণীয়, কোবিৎ সমাজে তাহার মাহাত্ম্য নাই। তথাপি আমি বস্তুতঃ তাহার উপেক্ষা করাতে আমার ব্যবহার দূষ্য হইল, লেখনীর দ্বারা ক্রিয়া-কাণ্ডের অনাদর করিলে হানি নাই, ব্যবহারে করিলেই দোষ। অপর জনগণ সেই সকল নিয়ম পালনে মত্ত হওয়াতে তুমিই তাহারদিগকে গাড্ডলিকার প্রবাহ কহিয়া থাক। কিন্তু আমি ব্যবহারে সেই গড্ডালিকার পাল হইতে দূরস্থ হওয়াতে দোষী হইলাম। বর্ণ ভেদ ও জাত্যভিমান তোমার তত্ত্ববোধ সঙ্গত নহে এবং তোমার মনোগত বেদবচনানুযায়ীও নহে তথাপি আমার পক্ষে ঐ অভি-মানের পরিহার মহাপরাধ হইল। তুমিই সর্ব্বদা কহিয়া থাক যে নির্ম্মৎসর হইয়া সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ মান্য করিবে। 'আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ'। কিন্তু বোধ হয় এ সকল উক্তি কেবল বচন বিন্যাসার্থ, এপ্রকার প্রবন্ধ শ্রবণে কর্ণসুখ জন্মে, ও পণ্ডিত মণ্ডলীতে সাধুবাদ প্রাপ্য হয়, কিন্তু সে সকল বচন বিন্যাস শ্রবণার্থ ও প্রচার-ণার্থ মাত্র, আচরণার্থ কার্য্যপর নহে। এপ্রকার কহিলে দোষ নাই কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করিলেই দোষ। আমার স্থূল বুদ্ধিতে এমত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অদ্যাপি স্বায়ত্ত করিতে পারি নাই সুতরাং আমাকে তোমার নিকট অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইল, কি করি, এখনও তোমার ন্যায় বৈশেষিক সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মে নাই। আমার স্থূল বুদ্ধিতে এই মাত্র গ্রহণ করিতে পারি যে যাহা বচন বদ্ধ করিলে বস্তুতঃ উত্তম

হয়. তাহা কার্য্য সিদ্ধ করাতে ফলতঃ দূষ্য নহে, আর প্রচারণার পূর্ব্বে আচরণ ইহা শ্রীহর্ষ কবিও লিখিয়াছেন, যথা 'অধিতি বোধাচরণ প্রচারণৈঃ' যদি 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ' তবে তদনুযায়ী সাধককে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিও না তুমি প্রজাপতির চরণজাত বর্ণকে মুখজাত বর্ণের তুল্য করিলা।

"অপিচ, এপ্রকার তিরস্কার দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে বিশেষতঃ অসঙ্গত কেননা তাঁহারা কহিয়া থাকেন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে মানব মণ্ডলীর সংসার তাপ শান্তি সম্ভাব্য নহে এবং ঐ ক্রিয়াকাণ্ড দূষণার্থ আরো কহেন তাহা অশুদ্ধ, তাহাতে জীব হত্যা সংশ্লিষ্ট যাগ যজ্ঞের বিধি আছে, যথা কাপিল সূত্র ১। ৮৪ 'দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ' অর্থাৎ দুঃখ হইতে কেবল দুঃখের সম্ভব, সুখ হইতে পারে না, আর জল সেচন দ্বারা হিমানুভাব নষ্ট হয় না, তবে যজ্ঞ কালে পশুহিংসায় প্রাণির দুঃখানুভব প্রযুক্ত যজমানের কি প্রকারে নিঃশ্রেয়স সম্ভবে? দার্শনিক পণ্ডিতেরা কেহ ২ এই রূপ হেতুবাদ করিয়া থাকেন। বল দেখি এই হেতুবাদে কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ হয় না, তথাচ তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পাষণ্ড মত কহেন, বৈদিক ধর্ম্মের স্পষ্ট বিপক্ষ এতদপেক্ষা অধিক নিন্দাবাদ আর কি করিতে পারে? বেদে আমার বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, বেদোৎপত্তি যে প্রকারে হউক, কিন্তু যাঁহারা বেদকে ব্রহ্ম বাক্য কহেন তাঁহারদের পক্ষে বৈদিক যাগ যজ্ঞকে অশুদ্ধ কহা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদ যদি বস্তুতঃ নিঃশ্রেয়স সাধনার্থ জগৎ কর্ত্তা হইতে

উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে বৈদিক নিয়ম কোন মানবীয় পৌরুষেয় সূত্র দ্বারা পরিহার্য্য নহে। আর বেদে যদি পরম-পুরুষার্থ সাধনের উপায় ব্যক্ত না হইয়া থাকে তবে তাহা নিত্য সত্যাধার বলিয়া আর বাগাড়ম্বর করিও না, তবে বেদের বচন একেবারে ত্যাজ্য কর। বেদকে ব্রহ্ম বাক্য রূপে স্বীকার করত তদুক্ত যাগ যজ্ঞকে নিরর্থক কহিলে ঈশ্বর নিন্দা হয় এবং তাহাতে সত্যপরতা থাকে না, এমত কথা কেবল প্রতারণা গর্ভ। আচ্ছা, আমি আগমিক ভায়াকেই মধ্যস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করি আমার ন্যায় প্রকাশ্য রূপে বেদকে উপেক্ষা করা বরং ভাল কি না? তথাপি তর্ক-কামের ন্যায় ব্রহ্ম বাক্য বলিয়া মৌখিক স্বীকার করত কার্য্যে তৎপ্রতিপাদিত নিঃশ্রেয়স সাধনে পরিহাস করা কখন উপযুক্ত নহে। ন্যূন পক্ষে আমার বাক্যকে অব্যবস্থা-শূন্য বলিতে হইবেক, কিন্তু বেদকে প্রামাণ্য করিয়া অগ্নি-হোত্রাদি ক্রিয়াকে বৌদ্ধেরদের ন্যায় 'ভস্মগুণ্ঠনং' কহিলে অব্যবস্থা রাশি হয় কি না?"

সত্যকামের এই উক্তি শ্রবণ কালে তর্ককাম মধ্যে২ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন যথা, "বৈদিক নিয়ম পরম পুরুষার্থ সাধক নহে বটে, কিন্তু পুরুষার্থ সাধক বটে। বেদোক্ত সাধন ব্যর্থ নহে, তাহাতে অভ্যুদয় সিদ্ধি হয়। তবে কি? না, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় না। নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি না হইলেও অভ্যুদয় সিদ্ধি কি উপেক্ষণীয়। স্বর্গলাভ কি সামান্য বিষয়? অভ্যুদয় সিদ্ধিতে দূরদর্শি

মুমুক্ষুর সন্তৃপ্তি হয় না বটে, তথাপি তাহাকে অসংশয় মঙ্গলের বিষয় কহিতে হইবে অতএব আমার উক্তিতে অসঙ্গতি কি দেখিলে, ভাই? দুই বিলক্ষণ বর্ম্ম কিছু অসম্ভব নহে, অধিকারি ভেদে উভয়ই পুরুষার্থ সাধন হইতে পারে। মানব মণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত অপণ্ডিত বিজ্ঞ অবিজ্ঞ জ্ঞানি অজ্ঞান দুই প্রকার লোক আছে সকলের এক প্রকার সাধন হইতে পারে। বেদের মধ্যেও মানবীয় মতিবৈলক্ষণ্যের এই সূচনা আছে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি বহুদর্শি তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন কৃতবিদ্য লোকের স্বর্গলাভে সন্তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা স্বর্গাতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে চাহেন, কিন্তু স্থূল বুদ্ধি মূর্খ অবিদ্বান্ অজ্ঞান তিমিরান্ধ লোকেরা তাদৃশ বুদ্ধি প্রভাবের অভাবে নিঃশ্রেয়স সাধনের অধিকারী নহে সুতরাং তাহারদের নিমিত্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড নিরূপিত আছে, তাহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ গমন করিতে পারে।"

সত্যকাম। "বটে! তবে দুঃখাদ্দুঃখং এ বচনে ব্যভিচার আছে, কাপিল সূত্র ব্যাপ্তি বিশিষ্ট নহে। আচ্ছা সে যাহা হউক কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ও পরমপুরুষার্থের অধিকারী বহু সংখ্যক নহে, তবে তো ভূরি২ বিজ্ঞ মহাসুরও পরমপুরুষার্থের অনধিকারি হইলেন। জ্ঞানিরদের কি এই মীমাংসা? তোমারা কি বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলা, তোমারদের মতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সুখের সাধন, পরমপুরুষার্থ সাধন নহে, এবং তাহাতে কেবল অল্প বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি গণের অধিকার। আচ্ছা এতকালের পর তোমরা এই মীমাংসা করিলা, কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তের এক বিষম বাধা দেখিতেছি,

তোমরা কহিয়া থাক যে বেদে কেবল দ্বিজাতিগণেরই অধিকার। স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়া ভূসুর বর্গের প্রধান ধর্ম্ম, শৌদ্র বর্ণ ও স্ত্রীলোকের তাহা শ্রবণ করিবারও অধিকার নাই, যথা 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা'। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড কেবল দ্বিজাতি বর্গেরই সাধন হইতে পারে অপর বর্ণের তাহাতে অধিকার নাই, তবে আবার ঐ ক্রিয়াকাণ্ড সাধনাধিকারী অল্প বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি অনভিজ্ঞ লোক কাহাকে বলে? হোতা ঋত্বিক উদ্গাথাদি দ্বিজাতি বর্গই কি তবে জড় বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি মূঢ় হইল। এখন প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজাত ভূসুর বর্ণের প্রাধান্য কোথায় রহিল? তাহারদের উৎকর্ষাভিমান মিথ্যা হইল আর জাতীয় শ্রেষ্ঠতাও কেবল ভ্রান্তিমূলক। বেদাধ্যয়ন বেদাধ্যাপন যজ্ঞসম্পাদনাদিতে যে তাহারদের বিশেষ অধিকার তাহাও অসার শব্দ মাত্র। জাতীয় উৎকর্ষ জলবুদ্বুদ প্রায় হইল কেননা উৎকর্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত গোতম কণাদাদি মহর্ষির শিষ্যত্ব স্বীকার আবশ্যক। দার্শনিক বিদ্যার আলোচনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা দ্বিজন্মের লক্ষণ দেখাইতে না পারিলে কেবল যজ্ঞপবীত ধারণে পরম গতি পাওয়া যায় না। যাহারদের ঐ রূপ তত্ত্বজ্ঞান নাই তাহারা এক জাতি শূদ্র ও জঘন্য ম্লেচ্ছ তুল্য। ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের পরম গতি উহাঁদের প্রাপ্য নহে। পরম গতি প্রাপ্তির নিমিত্ত দ্রব্য গুণ পদার্থাদির লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং গোতম কপিল কণাদ ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রীয় তর্কের যে তীক্ষ্ণ শস্ত্র চালন হইয়াছে তাহাতেও স্বীয় দল স্থির

করিয়া তদ্রূপ শস্ত্র চালন শিক্ষারও অপেক্ষা আছে। শব্দ নিত্য বা অনিত্য—পরিণাম বাদ, বিবর্ত্তবাদ, প্রতিবিম্ব বাদ, মায়া বাদ, অবচ্ছিন্ন বাদ, ইহার মধ্যে কোন বাদ সত্য,—প্রমার করণ প্রমাণ, তাহা চতুর্বিধ ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ—এবম্বিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবেক, তাহা না করিলে পরমপুরুষার্থ লাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ রূপ তত্ত্বজ্ঞান শূন্য দ্বিজ মুক্তাত্ম সমাজ হইতে শূদ্র ম্লেচ্ছ সঙ্গে বহিষ্কৃত হইবেন। তর্ককাম ভায়া এই তো তোমার সিদ্ধান্ত, এখন দেখ দেখি কত কোটিং ভূসুর শূদ্র ম্লেচ্ছবৎ পরমা গতিতে বঞ্চিত হইল, তবে তুমিও তো হিরণ্য গর্ভের উত্তমাঙ্গ জাত বর্ণকে অধমাংশ জাত বর্ণের তুল্য করিলা।

"আমার আরো এক আবদার আছে, শুন। ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রে যে পরমার্থ উপদেশ নাই তাহা মানবীয় রচনায় প্রাপ্য এ বড় অসম্ভব কথা। দার্শনিক পণ্ডিতদিগের এ কথা প্রচার করিবার কি অধিকার আছে। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির প্রভাব কি অপরিচ্ছিন্নের অতিরিক্ত হইতে পারে? অপিচ, সূত্রকার মহর্ষিগণ কেবল পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা আবার পরস্পর বিরোধি। পাঁচ ঋষির পাঁচ মত, তবে কাহাকে মান্য করিব? অতএব এই পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশকেরদের মধ্যে কেহ মান্য কি না, আর কিনিই বা মান্য, ইহার মীমাংসার্থ কোন অভ্রান্ত শিক্ষকের অপেক্ষা আছে"।

তর্ককাম। "সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার মাসী! আমি কি বলিতেছি কিছুই বুঝিলা না হে, কিন্তু সত্যের কি

প্রভাব! যথার্থবাদই গোত্র স্খলন হইল। অভ্রান্ত শিক্ষকের অবশ্য অপেক্ষা আছে। চতুর্বেদই তো সেই অভ্রান্ত শিক্ষক। বেদে পরমগতির শিক্ষা নাই বটে, কিন্তু তাহা সত্য পরীক্ষার নিমিত্ত অভ্রান্ত কষ্টি। কাহার উক্তি যথার্থ স্বর্ণ তুল্য আর কাহার উক্তি মিথ্যা ও অসার তাহা বেদের আলোচনায় প্রকাশ হয়। বেদের এই মাহাত্ম্য। মহর্ষি গণের মধ্যে বিবাদ হইলে বেদ বচন দ্বারা তাহার মীমাংসা হয়, একবার ইতিশ্রুতেঃ কহিতে পারিলেই বিবাদের অবসান ও সংশয়ের উচ্ছেদ হয়। বেদের পর আর প্রমাণ নাই। দেখ দেখি একি বেদের সামান্য মাহাত্ম্য? বিবাদ মীমাংসায় বেদই সর্ব্ব প্রধান। দার্শনিক বাদানুবাদে ইহা আমারদের সদর আদালত"।

সত্যকাম। "বটে, ভাল, উত্তম সদর আদালত পাইয়াছ। তবে গোতম কপিলাদি ঋষিরা বুঝি তোমারদের মুনশিফ আর সদর আমিন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে তোমার সদর আদালত তাহারদের সকল মীমাংসাই ধার্য্য করেন। বিরুদ্ধ ভাব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যদি কোন মুনশিফ সদর আদালতের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া বলে যে তাহাতে বিচার নিষ্পত্তি সম্ভবে না, যেমন জলসেচন দ্বারা জাড্য শান্তি সম্ভবে না, তবে এমত মুনশিফের কি দশা হয় বল দেখি? ইংলণ্ডীয় এক জন দার্শনিক পণ্ডিত কহিয়াছেন প্রাণির মধ্যে যেমন কেবল মনুষ্যেরই বুদ্ধি বিবেক থাকাতে নিয়ম নিরূপণ করিবার অধিকার আছে তদ্রূপ অযুক্তি বাদেও কেবল মনুষ্যের অধিকার, এবং মনুষ্য মধ্যে দার্শনিক

পণ্ডিতেরাই শেষোক্ত অধিকার প্রচুর রূপে ভোগ করেন। ভারতবর্ষেতে ষড় দর্শনবেত্তারা ঐ অধিকার আত্মসাৎ করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনই তোমারদের মতে সত্য, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ যেন কিছুই নাই। যিনি যখন যে দর্শন হস্তগত করেন তাহাই তখন তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ[১]। এই তোমারদের সিদ্ধান্ত। ফলে তোমারদের বাস্তবিক মত কি তাহা তোমরাও জান না। বিদ্যার তাৎপর্য্য যাহাহউক তাহাতে তোমারদের বড় উদ্বেগ নাই আর বেদেতেও স্থির বিশ্বাস দেখা যায় না। ঘৃতাক্ত সমিৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে স্বাহা বলিয়া নিক্ষেপ করিলেই স্বর্গলাভ হইবে ইহাতে তোমারদের যথার্থ বিশ্বাস নাই তথাপি পাষণ্ড অপবাদের ভয়ে মন্ত্র ব্রাহ্মণের প্রতিপক্ষে কিছুই বলিতে পার না। প্রসিদ্ধ মহর্ষিরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষা করিবারও সাহস নাই এবং কপিলাদি মহর্ষিগণের সূত্র গ্রাহ্য করাতে তোমরা বস্তুতঃ বেদকে পরিহার করিয়াছ। তবে যখন কোন স্পষ্ট বক্তা প্রতারণা পরিহার করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখনি কেবল তোমরা তাহাকে তিরস্কার করণার্থে ক্ষণৈক বেদ পরায়ণ হইয়া থাক”।

এই রূপ তর্কবিতর্ক শুনিয়া আগমিকের মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। আগমিক কর্ম্মকাণ্ড পরায়ণ জ্ঞান কাণ্ডের বড় আদর করিতেন না। তর্ক বাদ জল্প সমুদায়

[১] বারাণসীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্টর বেলেন্টাইন লিখিয়াছেন একদা ভূসুর অধ্যাপকগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তোমরা কি ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য এ সকলেতেই বিশ্বাস কর। অধ্যাপক মহাশয়েরা উত্তর করিলেন যে মহর্ষি প্রণীত দর্শন সকলই গ্রাহ্য তাঁহারদের পরস্পর বিরোধ কেবল প্রতিভাসিক মাত্র!

অনর্থের মূল ভাবিতেন, বিধিপূর্ব্বিকা ক্রিয়াই পুরুষার্থকরী। কিন্তু যদিও হেতু হেত্বাভাসাদির পরীক্ষায় অধিক মনোযোগ না করিতেন তথাচ সরল চিত্ত প্রযুক্ত তাঁহার বার্ত্তাতে বিতর্ক কৌটিল্যের গন্ধ মাত্রও ছিল না। অতএব মনেং কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর কহিলেন, "যথার্থ বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যকামের উক্তি নিতান্ত অমূলক নহে। আমারও মত এই যে তার্কিক পণ্ডিতেরা অন্ধগোলাঙ্গূলের ন্যায় কুতর্ক বলে যত্রকুত্রচিৎ আকর্ষিত হয়েন। দেখ তর্ককাম, বেদমার্গে স্থির থাকাই ভাল, বৈদিক নিষেধ বিধিতে হেয়োপাদেয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে, তবে আবার পরম পদার্থের গোলযোগ কর কেন? বৈদিক নিষেধ বিধিই পরম পদার্থের সাধন, তদতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধন কেবল পণ্ড শ্রম। বেদের পর আবার গতি কি? বেদার্থ প্রতিপাদন জন্য তর্কের প্রয়োজন হইলে তাহাতে হানি নাই, স্বাধ্যায় অধ্যাপনা ব্যাখ্যা এ সকল তো আমারদের জাতীয় ধর্ম্ম" ইহাতে আমারদের বিশেষ অধিকার আছে, মীমাংসা সূত্র রচনা দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং বেদ বিদ্যার উত্তম উপকারিতা করিয়াছেন অতএব মীমাংসা দর্শনে আমার অশ্রদ্ধা নাই। বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষার্থ জৈমিনি হয় তো দুই একটা অত্যুক্তি করিয়া থাকিবেন, বেদের মাহাত্ম্য বিস্তারে একাগ্রচিত্ত হইয়া হয় তো বেদপ্রণায়ক পরমপুরুষের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহা বলিয়া মহর্ষির নিন্দাবাদ করিলে কেবল কুৎসিত বাদ হয়। কিন্তু গোতম কণাদাদি ঋষিগণের উপর আমার বড় বিশ্বাস

নাই। মহর্ষি বেদব্যাসেও আমার মহা শঙ্কা। যদিও শ্রুতি মূলক সূত্র রচনাই তাঁহার অভিপ্রেত বটে, তথাপি তাহাতে ভয় হয়। গোতমের কথা কি বলিব? তিনি বেঁদাতিরিক্ত ষোড়শ পদার্থ উল্লেখ করিয়া কহেন তদালোচনাই নিঃশ্রেয়স সাধন, তবে বেদেতে আর শ্রদ্ধা কোথায় রহিল? ইহাতে কেবল শঙ্করাচার্য্যের উক্তি স্মরণ হয়। যাঁহারা বলেন শাণ্ডিল্য মহর্ষি বেদাতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধনের প্রসঙ্গ করিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য তাঁহারদের বচনকে বেদ নিন্দা কহেন, যথা২, 'বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবানিত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ'। অর্থাৎ ইহাতে বেদবিরোধ হয়, কেননা চতুর্বেদের মধ্যে পরম গতি না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছেন ইহাতে বেদনিন্দা স্পষ্ট দেখা যায়, গোতমের সূত্রেও তাদৃশী বেদনিন্দা সূত্রিতা হইয়াছে কেননা ঐ সূত্রানুশীলন যদি অপবর্গার্থ আবশ্যক তবে অপবর্গ চতুর্বেদের মধ্যে পাওয়া গেল না, তবে এবিষয়ে বেদের ত্রুটি আছে, এবং বেদ প্রকাশক প্রজানাথের বুদ্ধি কুশলতা অহল্যাপ্রিয়ের বুদ্ধি পরিমাণ হইল না। আর কপিলের নাম কি করিব? তিনি ভগবানের প্রশংসিত পুত্র, অপরিমিত জ্ঞান সম্পন্ন, বেদেই তাঁহার যশঃকীর্ত্তন আছে, যথা 'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ'। সুতরাং তাঁহার নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু তাঁহার উপদেশ সাক্ষাৎ বৌদ্ধ পোষক।

২ শারীরিক ভাষ্য ২।২।৪৫।

যদি কাপিল সূত্র পর্য্যন্ত অদোষে য্যওয়া যায় তবে আরও অতিরিক্ত গমনে হানি কি? যদি বেদপ্রতিপাদিত মোক্ষ পদকে মুক্তকণ্ঠে তুচ্ছ করায় দোষ নাই, তবে ব্যবহারে সে পদ পরিহার করায় দোষ কি? তবে সত্যকামকেই বা কি বলিয়া দূষিতে পারি, ফলে তোমরা দুজনেই বেদনিন্দক, এক জনকে প্রশ্রয় দিয়া অন্যতরকে হেয় করিলে মনুর বচনও রক্ষা হইবেক না আর যুক্তি হানিও হইবে। তোমারদের মধ্যে যদি কোন সূক্ষ্ম ভেদ থাকে তাহাতে আমারদের শিরঃপীড়ার কারণ কি? যদি শ্রুতির উপরেই আঘাত পড়িল তবে বিদ্রোহিরা কে কোন দিক্ দিয়া আইসে তাহাতে ইষ্টাপত্তি কি? ব্যবহার ও মতের মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ করিতেছ তাহাতে বরং সত্যকামের গুণই প্রকাশ হয়। মনের গতি এক প্রকার, কার্য্য আর এক প্রকার, ইহাতে প্রতিষ্ঠা কি?”

আগমিকের এই উক্তিতে যেন তর্ককামের উপর বজ্রাঘাত পড়িল। আগমিকের মুখে এমত তর্জ্জন বাক্য নির্গত হইবেক তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া থাকিলেন, পরে এই উত্তর করিলেন, “কি বলিলে? আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমিতে প্রচারিত মহর্ষিবৃন্দ প্রণীত ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহারকে পামর যবন ম্লেচ্ছ নিবসিত দেশীয় নব ব্যবহারের সদৃশ করিলা! অহো কালস্য কুটিলা গতিঃ।”

তর্ককামের উক্তিসহ মুখভঙ্গিমাতে এমত অসূয়া প্রকাশ পাইল যে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্মিল।

সত্যকাম রহস্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভো তর্ককাম আমি দেখিতেছি যে হতভাগ্য যবন ম্লেচ্ছদিগের নাম স্মরণ হইলেই তোমার অদ্বৈতবোধ, সমতা জ্ঞান, অহিংসা, ও নির্ম্মৎসরতা সকলই অন্তর্ধান করে। জনৈক মহর্ষি সূত্র-কার কি আপনি কহেন নাই 'ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ন দেশযোগতোপ্যস্মাৎ'। সুতরাং দেশ কাল বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের কিম্বা নিত্য সত্যের কোন বিকৃতি হইতে পারে না। সত্যেতে দেশ কালের দোষস্পর্শ হইতে পারে না। সত্যের প্রকাশে দেশ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে সত্যের জ্যোতিঃ মলিন হয় না, যেমন সূর্য্য সকল লোকের চক্ষু, বাহ্য চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত হয়েন না, 'সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ" বস্তুতঃ যাহা যথার্থ তাহা সদা সর্ব্বত্রই যথার্থবৎ প্রতীয়মান হয়। সত্যের গুণে দেশ বিশেষের মাহাত্ম্য সম্ভবে কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে সত্যেতে কলঙ্কযোগ হয় না। ম্লেচ্ছ দেশে যদি সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতে সত্যের অপযশ নাই, তন্নিমিত্ত ম্লেচ্ছদেশেরই প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।"

আগমিকের মনে এ প্রকার তর্কযুদ্ধ অতি অনিষ্টকর বোধ হইল, তাঁহার বরং এমত শঙ্কা হইতে লাগিল তর্ককাম বা তর্কমোহনে মুগ্ধ হইয়া কখন কি বলিয়া ফেলেন, তাহাতে আবার যদি ব্রহ্ম বর্ণের প্রতিষ্ঠা হানি হয়। তর্ক বিতর্কে তো তাঁহারে সম্পূর্ণ বিরাগ, অতএব মনে২ এই বাসনা করিতে

৩ কঠোপনিষৎ

লাগিলেন যে তর্ককাম তর্ককামনা পরিহার করিলেই ভাল হয়। পরে কহিতে লাগিলেন "দেখ, তর্ককাম, তোমার তর্কেতে আর কাজ নাই, তর্ক শাস্ত্র সর্ব্ব অনর্থের মূল। আত্মবিনয় পূর্ব্বক বেদ শুশ্রূষাই ভাল। মন্ত্র ব্রাহ্মণে যাহা স্পষ্ট উক্ত আছে তাহাই সার। বেদ বিস্তারক আদি দেব প্রজাপতির অতিরিক্ত বুদ্ধি কৌশলাভিমান ত্যাগ কর। শ্রুতিই পরমাগতি জানিয়া স্থিরধী হও। গোতম কপিলাদির সূত্রানুশীলনে তোমার মন নিতান্ত চপল হইয়াছে। এ চিত্ত চাঞ্চল্য দূর কর। চিত্তচাঞ্চল্য তত্ত্বজ্ঞানির ধর্ম্ম নহে। সূক্ষ্ম সত্র লক্ষ্য ভেদার্থ অহরহ ব্যস্ত থাকায় পরমপুরুষার্থ নাই। দর্শন ফর্শন ত্যাগ করিয়া এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধনেই স্থির থাক। তর্ক বিতর্ক দ্বারা সত্য প্রাপ্তির আশা কেবল আত্মবঞ্চনা। দেখ শঙ্করাচার্য্য কি বলেন, যথা

"নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা; সম্ভবন্তি উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতা স্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্য অন্যস্য বা সংমতস্তর্ক প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রায়েত এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিল কণভুক্ প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ"।

"অস্যার্থঃ। যে সকল তর্ক কেবল পুরুষের উৎপ্রেক্ষা মাত্র নিবদ্ধ, আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যে হেতুক উৎপ্রেক্ষা নিরঙ্কুশ, তাহার কোন শাসন নাই। কেননা কোন২ অভিযুক্ত

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত যত্ন পূর্ব্বক উৎপ্রেক্ষানন্তর তর্ক করিলে তাহা তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি অন্যান্য পণ্ডিত দ্বারা আভাস্য অর্থাৎ তর্কাভাস রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। এবং তাঁহারদেরও তর্ক পরে অন্য পণ্ডিত দ্বারা খণ্ডন হয়। অতএব পুরুষের মতি বৈরূপ্য প্রযুক্ত প্রতিষ্ঠিত তর্ক আশ্রয় করিবার সম্ভব নাই। যদি বল কপিলাদি কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মার সম্মত তর্ক অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই আশ্রয় করা যাউক। উত্তর, তাহাও প্রতিষ্ঠিত নহে কেননা কপিল কণাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যাভিমানী তীর্থকরগণের মধ্যেও পরস্পর বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়'।

"শঙ্করাচার্য্যের এ উক্তির পর আমার আর বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই ইহাতেই বুঝিবা দর্শন ফর্শন সকলই নিরর্থক"।

সত্যকাম। "আগমিক, যদিও তুমি দর্শন শাস্ত্র দূষণ করিয়া আমার কোন উক্তির প্রতিবাদী হও নাই বটে, তথাপি আমাকে একটা কথা কহিতে হইল। শঙ্করাচার্য্যের এক পক্ষের উক্তি যেমন উদ্ধৃত করিলা তদ্রূপ অপর পক্ষে তিনি কি বলেন তাহাও মন্তব্য যথা,

নহি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে মনুরপি চৈবমেব মন্যতে প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং ত্রয়ং সুবিহিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতেতি আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতর ইতি চ ব্রুবন্।

"অস্যার্থঃ এমন বলা যায় না যে প্রতিষ্ঠিত তর্ক মাত্রই নাই। শ্রুত্যর্থের বিপ্রতিপত্তি হইলেও অর্থাভাসের নিরা-

রণ দ্বারা সম্যক্ অর্থ নির্দ্ধারণ কেবল বাক্য বৃত্তি নিরূপণ রূপ তর্কের দ্বারাই সম্ভাব্য। ভগবান্ মনুরও এই প্রকার মত যথা,প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শাস্ত্র এই তিন প্রকার প্রমাণই ধর্ম্ম শুদ্ধি প্রেপ্সু ব্যক্তির পক্ষে বিহিতরূপে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধি তর্ক দ্বারা আর্য ধর্ম্মোপদেশের অনুসন্ধান করে সেই ধর্ম্মজ্ঞ অন্য কেহ নহে।

"ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের মতে আগমিক বিষয়ে তর্ক অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আগম নিরূপণে যদি মতের ঐক্য না হয় তবে কি হইবে? কোন্ গ্রন্থে যথার্থ ঈশ্বরবাণি আছে, কোন্ গ্রন্থ সত্য শাস্ত্র, এবিষয়ে যদি বিভিন্ন মত হয়, তবে যুক্তি সিদ্ধ তর্কের সুতরাং প্রয়োজন, নচেৎ যে শাস্ত্র আমি মাননীয় গণ্য করিনা তদ্বচনে আমাকে নিরুত্তর করিতে পার না।

"যদি কোন যবন মোল্লা আসিয়া কোরাণ কিম্বা কোরাণ পোষক কোন ভাক্ত শাস্ত্র স্মরণ করিয়া কহে যে বক্‌রিদ পর্ব্বাহে মেষ মাংস ভক্ষব্য তবে কি তুমি ভেড়া বা খাসী বা পাঁঠীর মাংস উদরসাৎ করিবা? তখন শাস্ত্রের মূল প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়া যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তর্ক করিতে হইবেক। নচেৎ সে মোল্লাকে কি রূপে নিরুত্তর করা যাইতে পারে।

"অপিচ, আমিও তোমার ন্যায় বিশ্বাস করি যে আগমিক সত্য অবশ্য আছে। ঈশ্বর অনেকশঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আর তাঁহার অভিপ্রায় যথার্থ শাস্ত্রে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি যুক্তির পথ নিতান্ত রুদ্ধ হয় নাই।

এমতং ভূত পদার্থ আছে যাহাতে যুক্তির অনুশীলন অদোষ, বরঞ্চ প্রশংসনীয়। আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি বটে যে মানব যুক্তিতে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের অতিরিক্ত শিক্ষা অসম্ভব। মানুষিক উপদেশ ঈশ্বরীয় উপদেশকে অতিক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু যেং ভূত তত্ত্বানুশীলন মানব বুদ্ধি-যোগে সম্ভাব্য তদ্বিষয়ে ঈশ্বরোক্ত আগমিক শিক্ষা নাই, কেননা তাহা সহজে প্রাপ্য হওয়াতে অতিমানুষিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না কেবল বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা তাহা যথেষ্ট অনুভূত।

"এমত ভূততত্ত্বের সহিত পরম পুরুষার্থের নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ সমূহ দর্শনে কেবল ভক্তির উদ্রেক সম্ভবে। ভূত পদার্থ যাঁহার সৃষ্টি সত্য শাস্ত্রও তাঁহারই রচনা। উভয়ই তাঁহার ক্রিয়া, অতএব কিপ্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে। অক্ত শাস্ত্র, যাহা তাঁহার আপনার প্রণীত নহে, তাহা ভূত পদার্থ দ্বারা অনৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু সত্য শাস্ত্র অবশ্য ভূত পদার্থ সঙ্গত হইবে।

"তবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? আদৌ সত্য শাস্ত্রের অন্বেষণ করিয়া তদন্তর্গত বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া উচিত, এবং তন্নিমিত্ত বুদ্ধি ও বিবেকের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভূত পদার্থ দর্শনে জগৎপাতার শক্তি ও কৌশল বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়, অতএব তদ্দর্শনাধিকার সামান্য অধিকার নহে। দেখ রামায়ণের ভাষ্যকার তুলসী দাস চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক দর্শন জাত দশরথ তনয় ভরতের আনন্দ কেমন অপূর্ব্ব বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, যথা

हर्षहिं निरखि रामपद अङ्का। मानहुं पारस पायेउ रङ्का॥
रज सिर धरि हियनयनन्ह लावहिं। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहिं॥

“কৈকেয়ী নন্দন যেমন রামচন্দ্রের পদাঙ্ক দেখিয়া প্রত্যক্ষ ভ্রাতৃ দর্শন সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আমরাও ভূত পদার্থ মধ্যে আমারদের পরমপিতার পরাক্রম ও কৌশলের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া যেন তাঁহার সহিত প্রমুখাৎ আলাপের আনন্দ লাভ করিতে পারি।

“ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বুদ্ধির অনুশীলন করিলে কখন ধর্ম্মহানি সম্ভবে না, তাহাতে বরং ধর্ম্ম বৃদ্ধির সম্ভব। ভূত পদার্থ বিষয়ে কেমন অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে! জগৎস্রষ্টা জল এবং অগ্নিকে এমত অপূর্ব্ব নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন, যে জলে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা এক প্রকাণ্ড অপরিমেয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সে দ্রব্যের অভিঘাতে বারিধির উপর জাহাজ চালন এবং ধরাতলোপরি অগণিত রথ চালন হইয়া থাকে। যে বিদ্যারহস্যের দ্বারা এমত ব্যাপার সম্ভাব্য জগৎপাতা কি বিবেকি প্রাণি বর্গকে তদনভিজ্ঞ রাখিতে বাঞ্ছা করেন? দেখ, বাষ্প প্রয়োগে দ্রুত গমনাগমন হওয়াতে এক্ষণে অতিদূর দেশও যেন গ্রামের নিকটস্থ হইয়াছে। প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে বারাণসী প্রাপ্ত হইবার সম্ভব হইয়াছে। সুবুদ্ধি জন কি এমত বিদ্যার অনাদর করিতে পারেন? অপিচ, কোন২ ধাতুতে কোন২ অম্লরস সংযোগ করিলে এমত অভিঘাত শক্তি উৎপন্ন হয় যদ্দ্বারা শত২ যোজনান্তরস্থ লোকেরা যেন সমগৃহস্থের ন্যায় জিজ্ঞাসা বার্ত্তা করিতে পারে। তদ্দ্বারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্থ

বিপ্রবর্গ পলমধ্যে কালীঘাটস্থ হালদারদিগকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইতে পারেন। এমত পদার্থ বিদ্যানুশীলন কি বিশ্বপাতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইতে পারে? কবিবর কালিদাসের অনুভবে রামগিরির আশ্রম হইতে অলকা নগর পর্য্যন্ত মেঘের দৌত্য ক্রিয়া দ্বারা সংবাদ প্রেরণের পর দ্রুততর সংবাদ মনের কল্পনাতেও আইসে না, এবং সে কল্পিত মেঘের দৌত্যক্রিয়াও কালিদাস অসম্ভব বোধে কেবল চেতনাচেতন বিবেক শূন্য কামাতুর পুরুষের প্রলাপ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ। ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে কামার্তাহি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু। কিন্তু ফলে বিদ্যানুশীলন কবির উৎকট বর্ণনাও অতিক্রমণ করিয়াছে। যাহা মেঘের অসাধ্য তাহা সৌদামিনী বৎ লৌহ শলাকার সাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে আকাশ পথ অবলম্বনে ইংলণ্ড হইতে বঙ্গভূমিতে সন্দেশ প্রাপণ সম্ভব হইয়াছে আর জলধি পারে রাবণপুরী লঙ্কা হইতে রামরাজধানী অযোধ্যায় প্রায় প্রত্যহ সংবাদ প্রেরণ ও প্রাপণ হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব? দিবাকরের হরিৎ অশ্বেরও এমত বেগ নহে, কখন ২ এক স্থলের প্রভাত সংবাদ অন্যত্র রাত্রি থাকিতে২ও পঁহুছে। অতএব এবম্ভূত বিদ্যার কি অনাদর করা যাইতে পারে।

"অস্মদ্দেশে বহুকালাবধি যে প্রকার দর্শন শাস্ত্র চলিত আছে তাহা বড় শ্রদ্ধা জনক নহে বটে, কেননা তদ্দ্বারা কোন প্রকার অভীষ্ট সাধন হয় নাই। তাহার কারণ এই যে সুত্রকার

মহর্ষি গণ ব্যষ্টি ভাবে ভূত পদার্থের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা পূর্ব্বক সমষ্টিভাবে নিয়ম বন্ধন না করিয়া একে বারেই সামান্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহাও শিষ্য অথবা শ্রোতা কিম্বা পাঠক বর্গের যুক্তিপুরঃসর আলোচনার্থ রচনা করেন নাই, কেবল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করণার্থ উপদেশ করিয়াছিলেন। যুক্তি তর্কাদি করা শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ভাষ্যাদি করিবার নিষেধ ছিল না, কিন্তু তাহাও আদালতের বেতন গ্রাহি উকিলের ন্যায় গুরুবাক্য পোষক করিতে হইত। তাহাতে আবার নানা প্রকার বিলক্ষণ বিদ্যা একত্র মিলিত হওয়াতে সকল দিকেই হানি হইয়াছে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের রূপ রস গন্ধাদি নিরূপণের সহিত নীতিশাস্ত্রের কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিকট সম্বন্ধ নাই তথাপি এ সকলের সিদ্ধান্ত সমকালীন হইয়াছে। ইহাতে সত্য নির্ণয়ে মহা বাধা পড়িবার সম্ভব।

"কিন্তু গোতম কণাদাদি পূর্ব্ব ঋষিগণ এই রূপে স্ব২ কপোল কল্পিত ষোড়শ বা ষট্ পদার্থাদি বিবেচনাকে মোক্ষোপায় কহিয়াছেন বলিয়া আমারদের পক্ষে ভৌতিক পদার্থ নির্ণয়কে পরমপদার্থ নির্ণয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, 'নহি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢেন ভবিতব্যমিতি কশ্চিদস্তি প্রমাণং' অর্থাৎ পূর্ব্বজ মূঢ় ছিলেন তন্নিমিত্ত আপনাকেও মূঢ় হইতে হইবেক এমত কোন প্রমাণ নাই।

"কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রকার ঋষিগণের বিষয়ে ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের মহা পাণ্ডিত্য থাকাতে শিষ্য বর্গ স্বতই তাঁহারদের বচনকে আপ্ত বাক্য জ্ঞানে তদ্বিষয়ে যুক্তি

তর্ক করাতে বিরত হইয়াছিল। সুতরাং ভূত পদার্থ অথবা আত্ম তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা যে উপদেশ করিয়াছিলেন কেহই তাহার কোন পরীক্ষা করে নাই। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, ঋষিদিগেরও ভ্রম সম্ভবে, কিন্তু শ্রদ্ধার আতিশয্য প্রযুক্ত ভ্রম শোধনের কথা দূরে থাকুক কেহ তাঁহারদের বচন পরীক্ষা করিতেও সাহস করেন নাই, সুতরাং ভ্রান্তি প্রবাহ বিনা বাধে বলবান্ হইয়া আসিয়াছে।

"গোতম কণাদাদি ঋষিরা ন্যায় শাস্ত্র রচনা করত পদার্থ নির্ণয়ের উত্তম ২ নিয়ম বচন বদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, যথা, ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পরামর্শ সহকারে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক অনুমান দ্বারা তর্ক মীমাংসা কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনারা সে নিয়ম পালন করেন নাই শিষ্যবর্গের শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া স্বীয় ২ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারদের উপদেশে মানব মণ্ডলীর প্রচুর উপকার হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

"বিদ্যার চর্চ্চা না করিলে বেদের বচন প্রমাণই আত্ম হত্যার পাতক হয়। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদেতে অজ্ঞানকে নিজ আত্মার ঘাতক কহে, যথা 'অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ' অস্যার্থঃ সে সকল লোক সূর্য্য হীন এবং অন্ধকারাবৃত সেখানে আত্মঘাতক জনকে যাইতে হয়। এস্থলে শঙ্করাচার্য্য এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা 'আত্মানং ঘ্নন্তীতি আত্মহনঃ কে তে যেঽবিদ্বাংসঃ কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মনস্তিরস্ক-

রণাৎ'। অর্থাৎ কেমন লোক আত্ম ঘাতক জন? যাহারা অবিদ্বান্। কি প্রকারে তাহারা নিত্য আত্মার হিংসক হয়? অবিদ্যা দোষেতে বিদ্যমান আত্মার তিরস্করণ দ্বারা। ইহার তাৎপর্য্য যাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যালাভের সুযোগ ত্যাগ করে তাহারা আত্মহানিকর হয়"।

সত্যকামের এই উক্তিতে আগমিকের অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দোদয় হইল। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন সত্যকাম নিতান্ত বিবেচনা শূন্য হইয়া দেশীয় শাস্ত্রের সম্যক্ নিন্দক হইয়াছেন এক্ষণে দেখিলেন গোতম কণাদাদিরও কিয়ৎ পরিমাণে পোষকতা করিয়া থাকেন। অতএব এই উত্তর করিলেন, "ভাল সত্যকাম, তুমি যে ২ বার্ত্তার প্রসঙ্গ করিলা তাহা বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু ঝটিতি কোন কথা বক্তব্য নহে। পরে বিবেচনা করিব। তবে তুমি যে কহিলা আমি তোমার মতের কিছুই বুঝি না, এবং পরে তাহা বুঝাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলা, সেই বিষয়ে আমি এখন তোমার অভিপ্রায় শুনিতে বাসনা করি"।

সত্যকাম স্বমত প্রতিপন্ন করিতে আহূত হইয়া দেখিলেন যে তাহা সামান্য ব্যাপার নহে। ধর্ম্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে মতের বৈরূপ্য হইলে পরস্পরের অভিপ্রায় বুঝা সহজ নহে। সত্যকাম মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া কহিলেন, "আগমিক তুমি কহিয়াছ যে আমি অস্মদীয় আচার্য্যবরের হৃদয়গত আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, আর এই বলিয়া স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছ। তোমার মনঃক্ষোভকে আমি তিরস্কার কিম্বা বিপক্ষোক্তি জ্ঞান করি না,

আমি জানি যে তদ্দারা কেবল তোমার হৃদ্যতা ও সৌজন্য সূচিত হয়। তুমি বুঝি মনে কর যে বেদ নিন্দা এবং ব্রহ্ম-ধর্ম্ম পরিহার কুটিল অন্তঃকরণের লক্ষণ। ইতিহাস পুরাণাদি সংহিতাতে পুরা কালের বেদ ত্যাগি পাষণ্ড বর্গের যে প্রকার আচার বর্ণন আছে, তুমি বোধ কর আমারও তদ্রূপ আচার। তোমার বোধে বৈদিক পদ্ধতি ত্যাগ করিলেই অনীশ্বর চার্ব্বাক জৈন বৌদ্ধাদির ন্যায় অধার্ম্মিক হইতে হয় এবং ব্যবহারে রাবণ ও কংসাপেক্ষাও অধিক পামরতা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু আমার একটী কথা শুন। শঙ্করাচার্য্যাদি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্ধাদির যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, কিন্তু নাস্তিকাদি নিরীশ্বর মতে তোমার যেমন দ্বেষ আমারও তদ্রূপ। তোমার মুখের ভঙ্গিমাতে আমার ঐ কথায় চমৎকারের লক্ষণ দেখিতেছি। যদিও তোমার ও আমার অনেক মত বৈলক্ষণ্য থাকে তথাপি অনীশ্বর এবং অধার্ম্মিক উপদেশে উভয়ের সমান দ্বেষ অসম্ভব নহে।

" আমার স্বীয় মতের প্রতিপাদন পরে হইবে এক্ষণে তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণার্থ এই মাত্র কহিব যে জগৎকর্ত্তার মহিমা বিরুদ্ধ কোন আচার কিম্বা প্রচার দোষে আমি কখন লিপ্ত হই নাই। তুমি কহিয়াছ আমি ধর্ম্মসাধনে শিথিল হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়াছি। ধর্ম্মসাধনে শৈথিল্য প্রযুক্ত তাহা করি নাই কেননা অদ্যাপি প্রকারান্তরে আমি বিশ্বপাতার ত্রৈকালিক আরাধনা করিয়া থাকি। 'প্রাতে এবং সায়াহ্নে ও মধ্যাহ্নে আমি আরাধনা করি'। ত্রিসন্ধ্যা

ত্যাগ করিবার কারণ এই ঈশ্বর আরাধনার বিশিষ্টতর পদ্ধতি পাইয়াছি। 'শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ' কহিনা বটে এবং 'শম্নঃ সন্তু নূপ্যাঃ' কিম্বা 'শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ' অথবা 'শম্নঃ সন্তু কূপ্যাঃ' এসকল উক্তিও করিনা, কিন্তু যিনি মরুদেশীয় ও অনূপদেশীয় জল সৃজন করিয়াছেন এবং সামুদ্রিক ও কূপ্য বারিরও আদিকারণ হয়েন তাঁহার নিকট কুশলার্থ প্রার্থনা করি। এবং যদিও সূর্য্যের এবং যজ্ঞের ও ইতর মন্যুপতির স্তব করি না বটে তথাপি যিনি সূর্য্যের স্রষ্টা ও যজ্ঞের যথার্থ স্বামী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যে 'মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচাহস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ অহস্তদবলম্পতু' অর্থাৎ ক্রোধ পূর্ব্বক কিম্বা মানসিক বাচিক অথবা হস্ত পাদাদি করণক ঐন্দ্রিয়িক কোন ব্যাপার দ্বারা রজনী যোগে যে পাপ করিয়াছি জগৎকর্ত্তা যেন দিবা ভাগে তাহা নষ্ট করিয়া আমাকে রক্ষা করেন। দিনকরকে সম্বোধন করিয়া আমি কহি না বটে 'যৎকিঞ্চদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমনৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি' কিন্তু সূর্য্যকৃৎ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া মন্নোপিত পাপনিচয়কে হোম করিতে অবশ্য উদ্যম করিয়া থাকি।

"স্বধর্ম্ম ত্যাগী বলিয়াও আমার অপবাদ হইয়াছে। বিরক্ত হইও না আমি ছল বিতণ্ডাদি করিতেছি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বধর্ম্মের অর্থ কি? স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে?।"

তর্ককাম অমনি সত্বর হইয়া কহিলেন, "স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে! তুমি কি জান না? তোমার স্বকীয় ধর্ম্ম তোমার আপনার ধর্ম্ম"।

সত্যকাম। "কিছু মনে করিওনা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি আমার স্বকীয় ধর্ম্ম কি? স্বকীয় ধর্ম্ম কাহাকে বলে"।

তর্ককাম। "যে ধর্ম্মে তোমার জন্ম। হিন্দু ধর্ম্ম। ভারত বর্ষীয় লোকদিগের ধর্ম্ম"।

সত্যকাম। "কি বলিলে হিন্দু ধর্ম্ম! একি কোন শাস্ত্রীয় শব্দ? স্বধর্ম্মের লক্ষণ হিন্দু ধর্ম্ম এমন প্রমাণ শ্রুতি কিম্বা স্মৃতির কোন বচনে কখন পাই নাই"।

তর্ককাম ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে আগমিক কহিলেন, "বটেই তো, কি আশ্চর্য্য, হিন্দু শব্দ শাস্ত্রের মধ্যে নাই, তথাপি আমরা অস্মদীয় ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম কহিয়া থাকি। এ শব্দ তো সংস্কৃত নহে কোথা হইতে আইল। বোধ করি যবনেরা আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন"।

সত্যকাম। "ভারতবর্ষের পরিচয়ে হোদ্দু শব্দ (যাহার রূপান্তর হোন্দু হেন্দু হিন্দিয়া) বাইবেলের মধ্যে আছে তৎপূর্ব্বে এবম্ভূত শব্দ কখন গ্রন্থ বদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন যবনেরা পূর্ব্বাঞ্চলের কোন দেশ হইতে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়া ইণ্ডিয়া রূপে বিকৃত করিয়াছিল আরব পারশাদি ইদানীন্তন যবনেরা তাহা হিন্দু করিয়াছে ইহাঁরদেরই হইতে আমরা পাইয়াছি"।

তর্ককাম। "আচ্ছা শব্দ সাধন তর্কের কি প্রয়োজন?। যে রূপে হউক হিন্দু শব্দ এক্ষণে চলিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এতদ্দেশীয় লোক। হিন্দু ধর্ম্মে এদেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মকে বুঝায়। তবে কি না শব্দ শক্তির পরিমাণ অতিক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এতদ্দেশীয় লোক অর্থাৎ যাহারদের ভারত ভূমিতে নিবাস করিবার অধিকার

আছে তাহাদের ধর্ম্ম। যবন পারসি প্রভৃতি লোকদিগের ভারত ভূমিতে বাস্ত করিবার অধিকার নাই সুতরাং তাহার-দিগকে হিন্দু কহা যাইতে পারে কিন্তু আমারদের পুণ্য ভূমিতে যাহারদের নিবাস অধিকার আছে তাহারদের ধর্ম্মই হিন্দু ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মেই তুমি জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় শ্রেষ্ঠ পদে কুঠারাঘাত করিয়াছ"।

সত্যকাম। "ভাল, আমারদের পুণ্যভূমিতে নিবাসাধিকারিদের ধর্ম্ম কোথায় উপদিষ্ট আছে"।

তর্ককাম। "ওহে তুমি যে আদালতের উকিলদের ন্যায় শওয়াল করিতে লাগিলা। ভারত ভূমির নিবাসাধিকারিদের ধর্ম্ম বেদাদি শাস্ত্রেতেই আছে আর কোথায় থাকিবে"।

সত্যকাম। "ক্ষমা কর তর্ককাম। মিথ্যা ছল জল্প করা আমার তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে ভারত ভূমি নিবাসাধিকারিদের কোন সাধারণ লক্ষণ কিম্বা ধর্ম্ম আমি কখন দেখি নাই। তুমি যদি দেখিয়া থাক তবে বচন উদ্ধার পূর্ব্বক আমার অনভিজ্ঞতা বিনাশ কর। ফলে আমি এই জানি বেদেতে আর্য্য নামে এক জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের মতে তাঁহারা সিন্ধু নদীর পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়া এইদেশে বসতি করিয়াছিলেন। তাহারা এদেশের আদ্য নিবাসি এমত বোধ হয় না কিন্তু সে যাহা হউক এদেশের মধ্যে অন্য এক জাতির প্রসঙ্গ বেদেতে আছে তাহারদের নাম দস্যু তাহারা আর্য্য বংশের বিপক্ষ ছিল আর্য্য দস্যু বংশের

মধ্যে কোন হৃদ্যতে ব্যবহার ছিল না, যথা ঋগ্বেদ সংহিতা ১ অষ্টক ৪ অধ্যায়ে, 'বিজানীহ্যার্য্যান্ যেচ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়াশাসদব্রতান্'। অর্থাৎ আর্য্যও দস্যু উভয় জাতিকে বিলক্ষণ জানিও। কর্ম্মবিরোধি অব্রতগণকে দমন কর। এবং অন্যত্র ৭ অধ্যায়ে 'বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহোবর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র'। অর্থাৎ হে বজ্রি ইন্দ্র দস্যুদিগের উপর অস্ত্র ক্ষেপ কর এবং আর্য্যদিগের বল ও যশ বৃদ্ধি কর। সুতরাং দস্যুরা আর্য্যদিগের বিপরীত হওয়াতে আর্য্য শব্দ বাচ্য হইতে পারে না।

"অতএব পরস্পর এমত বিরুদ্ধ জাতি দ্বয়ের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম্ম সম্ভবে না তথাপি উভয়ে দেশের নিবাসাধিকারী। তদ্ভিন্ন দেশের মধ্যে রাক্ষস নিবাসিও আদ্যাবধি ছিল তাহারদের স্বধর্ম্মের কথা কি বলিব শুনিলেই ভয় জন্মে ও রোমাঞ্চ হয়। ভট্টিকাব্যে রাম মারীচ সংবাদে এই উক্তি আছে যথা

রামচন্দ্র। আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈ নরাণাং ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাং। শৌবাস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ।

রাক্ষস। অদ্মো দ্বিজান্ দেবযজীন্নিহন্মঃ কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং। ধর্ম্মোহ্যয়ং দাশরথে নিজোনো নৈবাধ্যকারিষ্মহি বেদহস্তে॥

রাম। ধর্ম্মোস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়মন্যোব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্ম্মঃ। ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন রাজন্যবৃত্তির্ধৃতকার্ম্মুকেষু॥

"দেখ এস্থলে রাক্ষস কহিতেছে বিপ্রভক্ষণ করাই আমারদের স্বধর্ম্ম, রামচন্দ্রও তাহা স্বীকার করিলেন, এবং যদিও এমত স্বধর্ম্ম পালক জনগণকে হন্তব্য জ্ঞান করিয়া-

ছিলেন তথাপি দেশে তাহারদের নিবাসাধিকার অস্বীকার করেন নাই ।”

তর্ককাম । “কিন্তু রাক্ষসেরা তো ব্রহ্ম বর্ণের নিত্য শত্রু, তাহারা কখনই উহারদের সহিত মিত্রতা করে নাই ।”

সত্যকাম । “যথার্থ বটে তথাপি রাক্ষসেরা ভারত ভূমির নিবাসাধিকারী প্রজা । তাহারদের নিবাসাধিকার অস্বীকার করিতে পার না । সুতরাং শাস্ত্র মধ্যে হিন্দু সমূহের কোন সাধারণ ধর্ম্ম পাওয়া যায় না কেননা শাস্ত্রেই স্বীকার করিতেছেন যে আর্য্য রাক্ষস এক ধর্ম্মী নহে ।”

তর্ককাম । “কিন্তু রাক্ষসেরা তো হিন্দু নহে তবে তাহারদের সহিত ঐক্য ধর্ম্মাভাবে কি হিন্দুদিগের ঐক্য ধর্ম্মাভাব হইবে” ।

সত্যকাম । “হিন্দু শব্দে যদি ভারত ভূমির নিবাসাধিকারী প্রজা বুঝায় তবে রাক্ষসদিগকেও হিন্দু কহিতে হইবে কেননা তাহারদিগের অবশ্য নিবাসাধিকার আছে । আচ্ছা না হয় সে কথা দূরে যাউক । তোমরা শূদ্র জাতিকে হিন্দু মধ্যে গণ্য করিয়া থাক কি না” ।

তর্ককাম । “শূদ্র জাতিকে অবশ্য হিন্দু মধ্যে গণ্য করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই নচেৎ শূদ্র বর্গকে অগণ্য করিলে অস্মদীয় সমাজের ত্রিপাদ নষ্ট হইবে । অধিকন্তু আমারদের ভূস্বামী অধিরাজও বহিষ্কৃত হইবেন তবে ধর্ম্মের রক্ষক আর কে থাকিবে?”

সত্যকাম । “আচ্ছা কিন্তু শাস্ত্রেতে কি ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বর্গের কোন সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে? তাহা

অনন্তর, ব্রাহ্মণ বর্গের ধর্ম্ম স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র চিন্তা, শূদ্র ধর্ম্ম দ্বিজগণের পরিচর্য্যামাত্র যথা একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়যা ॥"

তর্ককাম। "বাঢ়ং তাহাতে কি?"

সত্যকাম। "তবে স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্ম। যে বর্ণের পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। আমার উপর স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন অপবাদ হইয়াছে অতএব সেই অপবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহাই আমি বুঝিতে চাহি, মূর্খ লোকে শাস্ত্র জানেনা, কহে যে হিন্দু লোক মাত্রেরই কোন সাধারণ ধর্ম্ম আছে, আর ধর্ম্ম শব্দে তাহারা কোন উপাসনা বিশেষের নিয়ম বুঝে, অথচ ধর্ম্ম শব্দে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝায়। হিন্দু ধর্ম্ম শব্দই নবকল্পিত শব্দ, শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার প্রয়োগ নাই, আমারদের পুণ্য ভূমির নিবাসাধিকারিরদের সাধারণ নামান্তর নাই, যদি তাহারদের সকলের কোন সাধারণ সনাতন ধর্ম্ম থাকিত তবে অবশ্য শাস্ত্রের মধ্যে তাহার কোন সাধারণ অভিধানও পাওয়া যাইত"।

তর্ককাম। "পুণ্যভূমির নামান্তর আর্য্যাবর্ত্ত অতএব আর্য্য শব্দকে ঐ রূপ সাধারণ অভিধান কহা যাইতে পারে"।

সত্যকাম। "কিন্তু আর্য্য শব্দ দস্যুদিগের অভিধান হইতে পারে না কেননা আর্য্য দস্যু বেদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ জাতিরূপে বর্ণিত আছে। আর্য্য শব্দ শূদ্রেরও অভিধান হইতে পারে না কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ জাতি দেবগণ হইতে উৎপন্ন, শূদ্র বর্ণ অসুর জাত,

যথা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের উক্তি দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ। শূদ্রকে তবে কিপ্রকারে আর্য্য কহা যাইতে পারে"।

তর্ককাম। "এত তর্কের প্রয়োজন কি? আচ্ছা স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্মই হউক, এই বলিয়া কি তাহা হেয় হইতে পারে?"

সত্যকাম। "তবে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, স্বধর্ম্মের অর্থ বর্ণাশ্রম জাতীয় ধর্ম্ম। আমারদের জাতীয় ধর্ম্ম কি বল দেখি"।

তর্ককাম। "মনু স্বয়ং বিপ্র বর্ণের ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার উপর আমি আর কি বলিব। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা দানম্প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যাপন শাস্ত্রাধ্যয়ন যজন যাজন দান এবং প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম"।

সত্যকাম। "ইহার কোন্ বিষয়ের ত্রুটিতে আমাকে স্বধর্ম্মত্যাগি স্থির করিলা"।

তর্ককাম। "শাস্ত্রে লিখিত আছে নাদ্যাৎ শূদ্রস্য বিপ্রোন্নং। বিপ্র যেন শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ না করে। তুমি কি এ নিয়ম ও এবম্ভূত ভূরি২ নিয়ম ভঙ্গ কর নাই?"।

সত্যকাম। "শূদ্রান্ন কাহাকে বল"।

তর্ককাম। "তুমি কি জানন। শূদ্রের পক্ব কিম্বা স্পৃষ্টান্ন"।

সত্যকাম। "শাস্ত্রে শূদ্রান্ন শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ দেখা যায়। যথা শূদ্রান্নং তদপিস্মৃতং। অপি

শব্দাৎ সাক্ষাদ্দত্তঘৃততণ্ডুলাদি। সাক্ষাৎ শূদ্রদত্ত ঘৃত তণ্ডুলাদিও শূদ্রান্ন। তবে তুমিও কি এ নিয়ম ভঞ্জন কর নাই। শূদ্রান্নের কি এই রূপ অর্থ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই।”

আগমিক। “শাস্ত্রের ঐ তাৎপর্য্য বটে তাহাতে সন্দেহ নাই।”

সত্যকাম। “শাস্ত্রেতে কি ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যান্য নিষেধ নাই। শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ। অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ। যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ। শূদ্রের পাচক শূদ্রের যাজক যুদ্ধজীবি লেখনীজীবি এবং বিদ্যাবিক্রয়ী এবম্ভূত ব্রাহ্মণও বিষহীন সর্প তুল্য, অর্থাৎ তাহারা অব্রাহ্মণ”।

আগমিক। “শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই বটে”।

সত্যকাম। “আমাকে আপনারা স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিতেছেন। স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্ম সাধন, জাতীয় ব্যবহার বিষয়ে নিষেধ বিধি পালন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র দত্ত ঘৃত তণ্ডুল গ্রহণও নিষিদ্ধ। নিঃশম্বল সূপকারী ও দরিদ্র দৌবারিকদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু শূদ্রের যাজন, মসীর আশীর্ব্বাদে জীবন, বিদ্যা বিক্রয়, এ সকলি জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। অতএব তর্ককাম আমি যদি পতিত হইলাম তবে ভূরি ২ বিপ্রবৃন্দও আমার পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন। রাজকীয় কালেজের অধ্যাপকগণ অর্থ গ্রহণ পুরঃসর অপাত্রের হস্তে বিদ্যা সম্প্রদান করিয়া বিদ্যা বিক্রয়ী হইয়াছেন, কায়স্থাদি বর্ণের কুলপুরোহিতেরা ধনলোভে শূদ্র যাজী হইয়াছেন এবং তাহারদের দত্ত ঘৃত তণ্ডুলাদি সত্বর গ্রহণ

করিয়া শূদ্রান্নভুক্ হইয়াছেন আর যাঁহারা রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা জীবিকা করেন তাঁহারা তো মসীজীবি, ইহাঁরা সকলে আমাপেক্ষা ক্ষুদ্র অব্রাহ্মণ নহেন। ইহাঁরদের সংস্রবে আরও কত অব্রাহ্মণ হইয়াছে তাহা গণিত পুঙ্গব ভাস্করাচার্য্যে-রও গণনাতীত। এই প্রকার দ্বিজবর সমূহকে ব্যবকলন করিলে কয় জন স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ দ্বিজ পাইবা? অপর ধর্ম্ম সভার কথা কি বল। সভাপতিকে জান? ধর্ম্ম রক্ষার্থ শূদ্র রাজা ব্রাহ্মণ সম্পাদকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন!"

তর্ককাম। "তখন করা যায় কি। সভাপতি হইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই একালে তো রাজন্য বর্গ নাই। অতএব অগত্যা শূদ্র রাজাকেই অধ্যক্ষ করিতে হইল। শূদ্র জমিদারগণকে ধর্ম্ম রক্ষক না করিলে অন্য রক্ষক পাওয়া দুষ্কর"।

সত্যকাম। "শূদ্রেরা স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করেন। গজাননের জন্মানন্তর যেমন শনির আশীর্ব্বাদ। সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখং। শনিশ্চ দৃষ্টি মাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে। শূদ্র সভাপতি হইয়া দ্বিজা-ঙ্গ গণের উপর অধ্যক্ষতা করিয়া আদৌ তো স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন কেননা দ্বিজ সেবাই তাঁহার প্রকৃত স্বধর্ম্ম। পরে সভাসদ দ্বিজাঙ্গেরাও শূদ্রের নীচত্ব স্বীকার করিয়া নিজ ধর্ম্ম পরিহার করেন। তবে সভা দ্বারা রক্ষিত হইল কি? ধর্ম্ম তত্ত্ব কিম্বা ধর্ম্ম কাহিনী কিছুই প্রমাণ হইলনা, সভারই দ্বারা ছিন্নমূর্দ্ধা ধর্ম্মের কবন্ধ মাত্র রক্ষণীয় হইল, মূলোচ্ছেদানন্তর বৃক্ষের স্কন্ধ রক্ষার ন্যায়"।

তর্ককাম। "এক্ষণে রাজন্য ভূপাল নাই সুতরাং শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম রক্ষক ও ভূসুর পরিপালকের বিরহ। শূদ্রেরাও বিষয়াপন্ন হইয়া অতীব প্রবল হইয়াছে। এমত সময়ে শূদ্র বর্ণের উপর আমারদের জাতীয় প্রাধান্য রক্ষা করা অসাধ্য কল্পনা"।

সত্যকাম। "ভো তর্ককাম আমার স্বধর্ম্ম পালনের ত্রুটিতে তোমার মনঃক্ষোভের পরিসীমা নাই কিন্তু অস্মদীয় শৌদ্র ভূম্যধিকারির গৃহ পুরোহিতাদি শূদ্রযাজী দ্বিজবর্গের দোষ ক্ষালন করিতেছ। এই তোমার বিচার। সে যাহা হউক তুমি কহিলা এক্ষণে রাজন্য ভূপাল নাই ভূসুরগণের পরিপালনার্থ রাজকীয় বিত্তি অপ্রাপ্য অতএব শূদ্র সংস্রবে না থাকিলে কিরূপে জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু শ্রীভাগবতে কি লিখিত আছে তাহা মনে কর যথা।

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং। সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ। চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপপন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান।

"অস্যার্থঃ ভূমি সত্ত্বে বিছানার প্রয়াস কেন? স্বকীয় বাহু থাকিতে বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলী সত্ত্বে পাত্রাদির আবশ্যক কি? দিক্ আছে বৃক্ষ বল্কল আছে তবে বস্ত্রের প্রয়াস কেন? পথেতে কি বস্ত্রচীর্ণ পাওয়া যায় না? বৃক্ষেরা কি পরপালনার্থ ভিক্ষা দেয় না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে এবং গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে আর ভগবান কি শরণাগতগণকে রক্ষা করেন না, অতএব পণ্ডিতেরা ধন

গর্বিত দুর্মদান্ধগণের কেন উপাসনা করেন। ভাগবতের এই উক্তি তুমি গ্রাহ্য কর কি না কর সে তোমার আপনার বিবেচনা; কিন্তু যদি শূদ্রযাজী বিদ্যাবিক্রয়ী ও মসীজীবী কেরানি মুহুরী দ্বিজবৃন্দের দোষ ক্ষালনার্থ মুক্তকণ্ঠে কহ যে তাঁহারা কি করেন, অগত্যা স্বধর্ম্মে ত্রুটি করিতে হইয়াছে, তবে আপনার মুখেতেই স্বীকার করা হইল যে সম্প্রতি অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য। যদি অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য হয় তবে স্বধর্ম্মের আড়ম্বর ত্যাগ কর। কেহই অবিকল পালন করে না সকলেই বস্তুতঃ স্বধর্ম্মত্যাগী। কিঞ্চিৎ তারতম্য ভেদ সম্ভব মাত্র কিন্তু সকলের মতেই অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য। মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন যাহা অসাধ্য তাহা অলীক, অশক্য উপদেশ বিধির মধ্যে গণিত নহে, উপদিষ্ট হইলেও তাহা অনুপদিষ্টের মধ্যে। যথা 'নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেপ্যনুপদেশঃ'। কাপিল সূত্র ১।৯ অতএব স্বধর্ম্মপালনের বিধি নিয়মের মধ্যে গণ্য নহে"।

সত্যকামের এই বাক্য শুনিয়া আগমিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "হায় কলিকাল! আমারদের সনাতন ধর্ম্ম কোথায় গেল!"

সত্যকাম। "আগমিক, তোমার আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। বেদাদি শাস্ত্রেতে কোন সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপাদন নাই। এক্ষণে যাহাকে স্বধর্ম কহা যায় অর্থাৎ জাতীয় ব্যবহার তাহা পুরাকালে ছিল না। ঋগ্বেদাদি সংহিতার মন্ত্রেতে তাহার প্রসঙ্গ নাই। মহাভারতেও উক্ত আছে, 'ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি

কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং"। বর্ণ বিশেষ নাই অখিল জগৎ ব্রাহ্ম মাত্র। ব্রহ্মের পূর্ব্ব সৃষ্টি কর্ম্মের দ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তৎকালে বর্ণভেদের নিয়ম ছিল না। বর্ণভেদের নিয়ম পরে পৌরাণিক কালেতে সৃষ্ট হয়। এক্ষণে আবার তাহার এমত ব্যত্যয় হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা অগত্যা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শূদ্রযাজী বিদ্যাবিক্রয়ী কেরানী মুহুরি হইয়াছেন ইহার মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম কোথায় পাইলা বৈদিককল্পে এক প্রকার, পৌরাণিককল্পে অন্য প্রকার, আবার এক্ষণে আর এক প্রকার"।

তর্ককাম। "শূদ্রযাজী অথবা শূদ্রবিত্তগ্রাহী হইলেই ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমি স্বীকার করি না। তাহাতে বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণের তেজ মসৃণ হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব নাশ অথবা পাতিত্য প্রাপ্তি হয় না কেবল কিঞ্চিৎ মান্দ্য মাত্র"।

সত্যকাম। "পাতিত্য প্রাপ্তি কিসেই বা অসংশয় হয়। শাস্ত্রে দ্বিবিধ বচনই ভূরি২ পাওয়া যায় এক প্রকার যাহাতে শূদ্র যাজনাদি দোষকে পাতিত্যের অনিবার্য্য হেতু কহে। এবং অন্য প্রকার যাহাতে কহে ব্রাহ্মণত্বের অপরিমেয় তেজ, কখন কোন দোষে মসৃণ তিরোহিত বা বিনষ্ট হইতে পারে না। এবম্বিধ বচন প্রমাণ কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিয়া তিরস্কার করা যায় না। সে যাহা হউক, বল দেখি, এমন বচন কি নাই যাহাতে স্বধর্ম্ম বর্জ্জনের নিন্দা দূরে থাকুক বরং অতীব প্রশংসা আছে"।

তর্ককাম। "এ কি কথা—ইহার ভাব কি?"

সত্যকাম। "ভাব এই যে শৈব বৈষ্ণবাদি লোকেরা ইষ্ট দেবতা বিশেষের উপাসনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে শাস্ত্রে তাঁহারদের প্রশংসা আছে যথা ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোথ পতেৎ ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ"।

তর্ককাম। "কিন্তু এমত উপাসক একেবারে সংসার ত্যাগ করে সুতরাং সাংসারিক বিষয় ভোগের সহিত তন্নিষ্ঠ ধর্ম্মও পরিহার করে"।

সত্যকাম। "আচ্ছা, তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ মাত্রই দূষ্য নহে। কোন পরম উপাস্য ইষ্ট দেবারাধনার্থ ত্যাগ করিলে অদোষ। তুমি কেমন করিয়া জানিলা যে আমিও এক পরম উপাস্য প্রভুর আরাধনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করি নাই"।

তর্ককাম। "আঃ তুমি—তুমি কি বৈরাগ্য আশ্রম গৃহণ করিয়াছ। তুমি কি কাম ক্রোধের বশ নহ"।

সত্যকাম। "শাস্ত্রেতে উপাসকের পক্ষে বৈরাগ্য আশ্রম গৃহণ নিতান্ত আবশ্যক কহে না, যথা ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নাঃ। জিতেন্দ্রিয়-স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমং কিং নু করোত্যবদ্যং॥ এবং ইষ্ট দেবারাধনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে পতিত হইলেও অদোষ, এপর্য্যন্তও পাওয়া যায়।"

আগমিক। "কিন্তু সে কথা পরম উপাস্য হরিহরাদির সেবক গণের বিষয়ে লিখিত আছে"।

সত্যকাম। "ভাল, তবে বিশেষ কারণে স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করাতে দোষ নাই ইহা স্বীকার করিলা। আমার পক্ষে সেপ্রকার বিশেষ কারণ আছে কি না অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেব পরম উপাস্য কি না তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে। সম্প্রতি আমি কহিতে পারি যে অদ্যবাসরীয় সাধ্য সাধন সমাপ্ত হইল। উত্তর কথার পর্য্যালোচনার প্রাক্ কালীন স্বধর্ম্ম ত্যাগ দোষে কাহাকে দূষিত করা উচিত নহে। উত্তর কথারও উপর আপাততঃ এই বক্তব্য যে আমারদের দেশীয় ব্যবহারে স্বীয় ইষ্ট দেবতার কথা ব্যক্ত না করাতে দোষ নাই, কিন্তু আমি সে বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিতে চাহি না। অন্য এক দিবস জানাইব যে যাঁহার উপাসনার্থ আমি স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছি তিনি পরম উপাস্য এবং অখিল মানব মণ্ডলীর আরাধ্য"।

তর্ককাম। "তুমি যে একেবারে জয়পতাকা তুলিতে লাগিলা। এত ব্যস্ত হইও না। আগমিক তুমি কি মূর্খ বৈরাগিদিগের ব্যবহার দেখিয়া স্বধর্ম্ম বর্জ্জনকে অদোষকর কহিলা। তোমার এমত অভিপ্রায় না হইবে। মূর্খ বৈরাগিরা তত্ত্বজ্ঞান বিহীন তন্নিমিত্ত জাতীয় ধর্ম্মের মহিমা জানে না। গোতম কণাদাদির উপদেশ পাইলে এমন করিত না"।

সত্যকাম। "গোতম কণাদাদির উপদেশে স্বধর্ম্মে বরং আরও শীঘ্র কুঠারাঘাত পড়ে"।

তর্ককাম। "তুমি বুঝ না হে। গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণের উৎকর্ষ জান না। বল তো বুঝাইয়া দি"।

সত্যকাম। "বাঢ়ং, আমিও যথার্থ শ্রোতুমিচ্ছু"।

তর্ককাম ষড়্‌দর্শনের বাহুল্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে আগমিক ভাবিলেন মহা দায় উপস্থিত। দেখিলেন যে ভগবান্ কাশ্যপেয়ের সারথ্যে হরিদশ্বের রথ আকাশের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়াছে, অতএব বলিলেন, তর্ককাম অদ্য এই পর্য্যন্ত। তোমার বর্ণনায় চিত্ত তুষ্টি প্রচুর হইবে আমি জানি, কিন্তু এক্ষণে উদর তুষ্টির চেষ্টা কর্ত্তব্য। তত্ত্বজিজ্ঞাসাপেক্ষা অন্ন বুভুক্ষা আমার তো বলবতী হইয়াছে, তোমার অন্তরের কথা জানি না, হয় তো তুমি অভক্ষ ও বায়ুভক্ষাদির মধ্যে গণ্য, কিন্তু এখন ক্ষান্ত হও, আর এক দিন তখন দর্শনের বিচার হইবে। ফলে সকলেরই জঠরানলের বিলক্ষণ উদ্দীপন হইয়াছিল, সুতরাং আগমিকের প্রস্তাব গ্রাহ্য হওয়াতে মৃগাঙ্কবার পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রহিল।

প্রথম দিবসের বিচার এই পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেক বিচিত্র বার্ত্তা আছে তন্নিমিত্ত তোমার গোচরার্থ অবিকল বর্ণনা করিলাম। পরে যাহা হয় পশ্চাৎ লিখিব। এ ব্যাপার তোমারই বা কেমন বোধ হয় তাহা উত্তরে লিখিতে ত্রুটি করিও না। কিমধিকং।